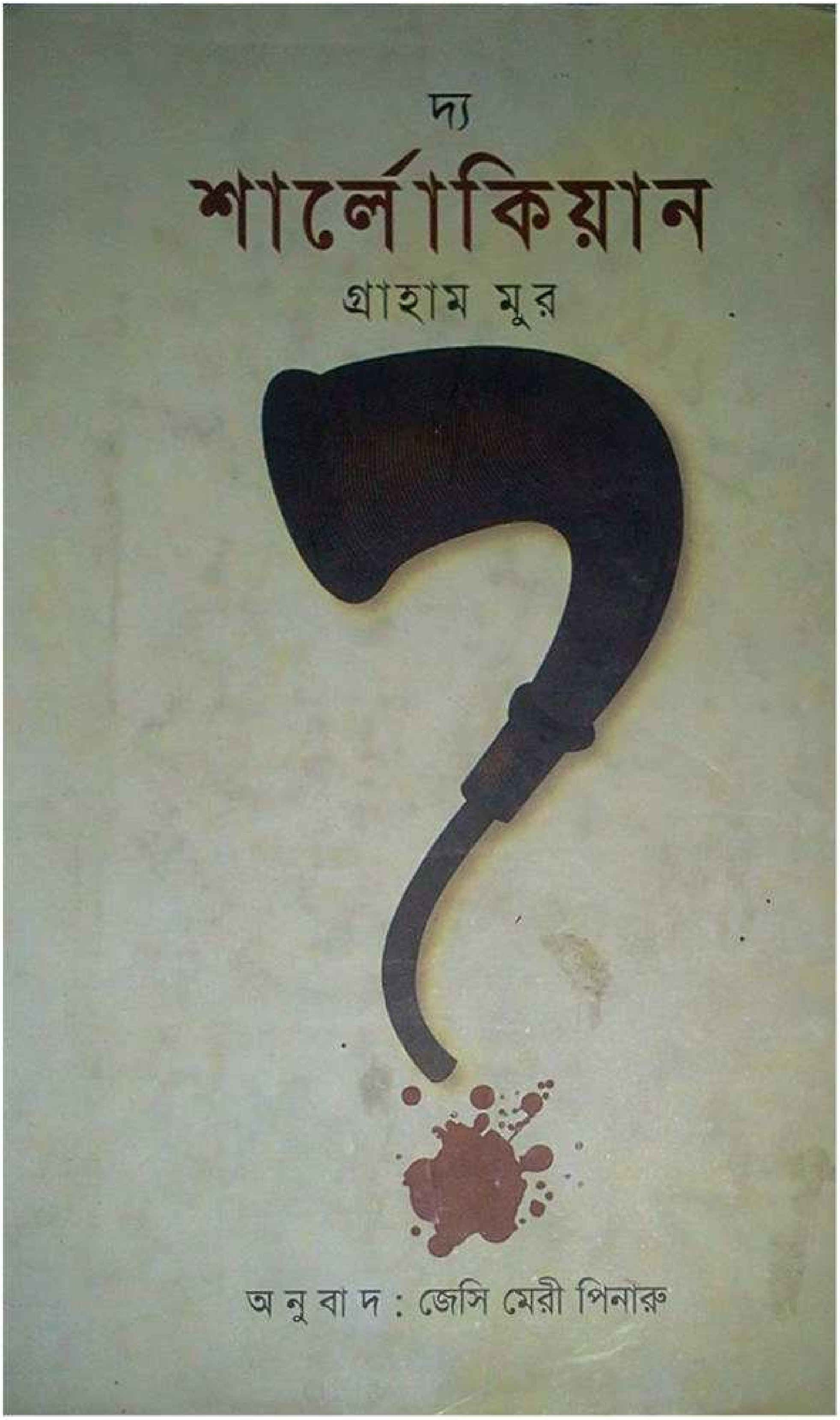

Fuad

শার্লোক হোমসকে খুন করা হলো, আর কাজটি করলেন তার স্রষ্টা আর্থার কোনান ডয়েল, তারপর নিজেই অবতীর্ণ হলেন একটি হত্যারহস্যের কুলকিণারা করতে।

ওদিকে হ্যারল্ড হোয়াইট অভিজাত শার্লোক হোমস সোসাইটি বেকার স্ট্রিট ইরেগুলারসে অভিষিক্ত হতেই খুন হলো এক ডয়েল-বিশেষজ্ঞ। হোমস ভক্তদের কাছে হলিগ্রেইল হিসেবে পরিচিত ডয়েলের হারানো ডায়রির মিশনে জড়িয়ে পড়লো কয়েকজন শার্লোকিয়ান। অসংখ্য বই পড়ার জ্ঞান আর নিজের অভিনব একটি দক্ষতা কাজে লাগিয়ে হ্যারল্ড ডায়রি আর খুনির সন্ধানে নামলো। দুটো ভিন্ন সময়ের ভিন্ন দুটো খুন কি তবে একসূত্রে গাঁথা?

গ্রাহাম মুরের অসাধারণ এই বইটি পাঠককে অন্যরকম একটি অভিজ্ঞতা দেবে।

'সমান্তরালভাবে দুটো গল্প এগিয়ে নিয়ে গেছেন মুর...একেবারেই চৌকষ একটি আইডিয়া'

–এন্টারটেইনমেন্ট উইকলি

'থ্রিলিং...হোমস আর ডয়েল ভক্তদের জন্য অসাধারণ একটি বই

–ইউএস টুডে

'আপনি শার্লোক হোমসের ভক্ত না হলেও শতভাগ আনন্দ পাবেন...আর ভক্ত হলে তো কথাই নেই...মুর অসাধারণ কাজ করেছেন'

–ক্রিস্টোফার হিচেন্স, লেখক হিচ-২২

'শার্লোক হোমসের স্রষ্টা অবতীর্ণ হয়েছেন হোমসের ভূমিকায় আর বর্তমান সময়ে একদল শার্লোকিয়ান হোমসের মতোই এগিয়ে যাচ্ছে রহস্যের জট খুলতে...এরচেয়ে বেশি আর কী চাই?'

–রুপার্ট হোমস, এডগার অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী লেখক

'স্মার্ট থ্রিলার...অভিনব...দারুণ উপভোগ্য'

–নিউইয়র্ক টাইমস

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni

ISBN 984872954-2
9789848729540

Fuad

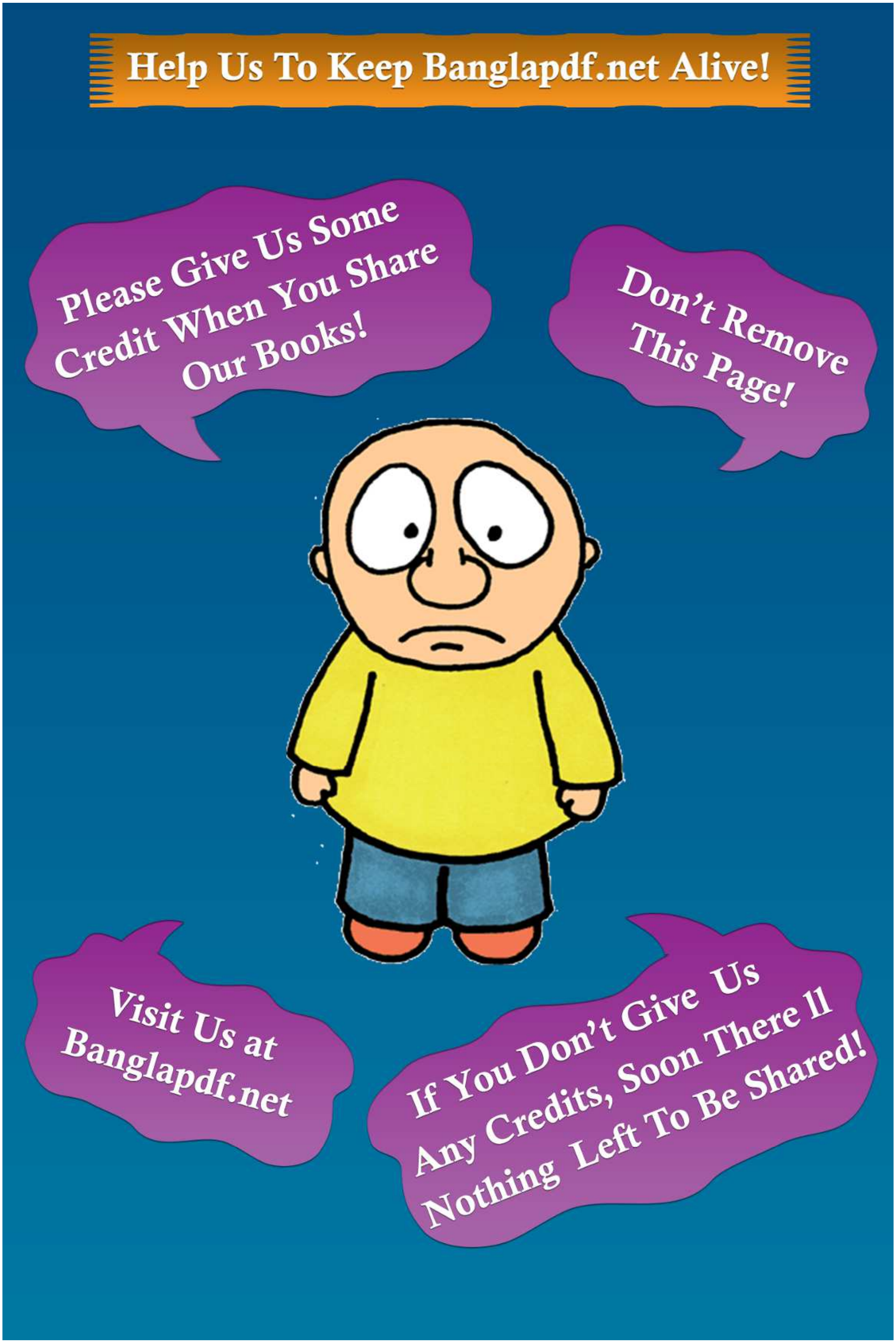
Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

স্ক্যানিং - মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
এডিটিং - মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

দ্য
শার্লোকিয়ান

দ্য
শার্লোকিয়ান

গ্রাহাম মুর

অনুবাদ : জেসি মেরী পিনারু

উৎসর্গ :

আমার বাবা'কে

অধ্যায় ১

রাইখেনবাখ্ ঝরণা

'দয়া করে এই বিষয়টি তোমার মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধারণ করে নাও–পুতুল এবং এর নির্মাতা কখনোই অভিন্ন নয়।'
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *লন্ডন অপিনিওন*
ডিসেম্বর ১২, ১৯১২

আগস্ট ০৯, ১৮৯৩

আর্থার কোনান ডয়েল শক্তভাবে তার ভ্রু কুঁচকে শুধুমাত্র মেরে ফেলার কথাই চিন্তা করলেন।

"আমি তাকে খুন করবো," কোনান ডয়েল তার বিশালাকার দেহাবয়বকে বাহুবন্দী করে বললেন। সুইস আল্পসের উপরে বাতাস এসে আর্থারের ইঞ্চিখানেক গোঁফকে নেড়ে দিল আর মনে হল ওগুলো গিয়ে কানে বাড়ি খাবে। আর্থারের চোখ দুটো দেখে মনে হয় তারা সব সময় স্থির হয়ে বহুদূরের কিছু দেখছে শুনছে, যা কিছু আর্থারের পেছনে ঘটে যাচ্ছে তা-ও কিন্তু এ ধরনের রাশভারী মানুষের পক্ষেও তার নাকটি অসম্ভব তীক্ষ্ণ। কিছুদিন হল তার চুলগুলো ধূসর হতে শুরু করেছে।

মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সেই তিনি একজন বিখ্যাত লেখকে পরিণত হয়েছেন। আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত একজন ব্যক্তি এত হালকা চুলে কখনোই বিজ্ঞতার স্বাক্ষর রাখতে পারে না। দেখা যাক তার ক্ষেত্রে কী হয়।

আর্থারের দুই ভ্রমনসঙ্গী এসে জড়ো হল রাইখেনবাখ ঝরণার চূড়ায়। সাইলাস হকিং তাদের মধ্যে একজন। যিনি একাধারে যাজক এবং একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। ধর্মীয় সাহিত্যের উপর লেখা তার 'হার বেনি'কে আর্থার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। অন্যজন হলেন এডওয়ার্ড বেনসন। তিনি হকিংয়ের পরিচিত কিন্তু তার তুলনায় চুপচাপ স্বভাবের।

যদিও জারমাটে অবস্থিত রাইফেল আল্পস হোটেলে আজ সকালের নাস্তার সময়েই আর্থার এই দুই ব্যক্তির সাথে পরিচিত হয়েছেন তারপরও তিনি ভাবলেন তাদেরকে বিশ্বাস করা যায়। তিনি হয়তো তাদেরকে তার চিন্তা আর পরিকল্পনার কথা বলতে পারবেন।

"বিষয়টা হচ্ছে সে আমার ঘাড়ের উপর সিন্দাবাদের ভূতের মতো চড়ে

বসেছে," আর্থার বলে চললেন। "আমি এর শেষ চাই।"

আর্থারের পাশে দাঁড়িয়ে আল্পসের বিস্তৃতির দিকে তাকিয়ে হকিং হাঁফ ছাড়লেন। পায়ের নিচে বয়ে চলেছে গলিত তুষারের এক স্রোতস্বিনী যা শত বছর ধরেই এভাবে পর্বতের গা বেয়ে সশব্দে ঝরে পড়ছে নিচের পুকুরে। খেয়ালের বশে বেনসন মুঠো ভর্তি বরফ নিয়ে শক্ত হাতে বল বানিয়ে ছুঁড়ে মারলেন শূন্যে। মুহূর্তেই তীব্র বাতাস তুষার বলটিকে ভেঙে ফেলল আর সাদা তুলোর মতো বাতাসে ভাসতে ভাসতে হারিয়ে গেল অবশেষে।

"যদি আমি এটা না করি তাহলে সে-ই আমাকে মেরে ফেলবে," আর্থার বললেন।

হকিং জিজ্ঞেস করে উঠলেন, "আপনার কি মনে হয় না, পুরনো বন্ধুর সাথে আপনি একটু বেশিই নিষ্ঠুরতা করছেন। সে আপনাকে খ্যাতি আর যশ এনে দিয়েছে, আর আপনারা দুজনে তো বেশ ভালোই মানিয়েছেন।"

আর্থার উত্তর দিলেন, "সারা লন্ডন জুড়ে আমি তাকে এত খ্যাতি এনে দিয়েছি যা আমাকেও ছাড়িয়ে গেছে। আপনি জানেন আমি এমনো চিঠি পাই, দক্ষিণ হ্যাম্পস্টেডে আমার প্রিয় বিড়ালটি হারিয়ে গেছে। তার নাম মেরি অ্যান। তুমি কি তাকে খুঁজে দেবে? অথবা পিকাডেলিতে আমার মায়ের হাতব্যাগ ছিনতাই হয়েছে। তুমি কি অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারবে? কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এসব চিঠির কোনটাই আমাকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয় না। তার নামে আসে। তারা ভাবে সে সত্যিই জীবন্ত।"

হকিং মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। "আপনি কি তাদের কথা ভেবে দেখেছেন, তারা তাকে কি পরিমাণ ভালবাসে?"

আর্থার বলে উঠলেন, "আমার থেকেও তাকে বেশি পছন্দ করে। আপনি জানেন আমি আমার নিজের মায়ের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। তিনি যা চান আমি তাই করবো জেনেও তিনি লিখেছেন আমি যেন তার প্রতিবেশি বেন্টির জন্যে শার্লক হোম্‌স হয়ে একটি বইয়ে অটোগ্রাফ দেই। আপনি ভাবতে পারেন, নিজের নামে নয় আমি তার নামে সাইন করবো। আমার মা এমনভাবে কথা বলছেন যেন তিনি হোম্‌সের মা, আমার মা নন। হাহ!" আর্থার তার রাগ দমন করার চেষ্টা করতে করতে বললেন। "আমার শ্রেষ্ঠ কাজগুলোকে অবহেলা করা হয়েছে," তিনি বলে চললেন। "মিকাহ ক্লার্ক? দ্য হোয়াইট কোম্প্যানি? মি: ব্যারির সাথে একত্রে আমি যে ছোট্ট নাটিকাটি লিখেছিলাম? কিছু অসুস্থ গল্পের কারণে এগুলোকে দেখেও দেখা হয় নি। তার থেকেও বড় কথা তাকে এখন আমার সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। যদি আমাকে আবারো এমন একটি প্লট লিখতে হয়, শোবার ঘরের দরজা সব সময় ভেতর থেকে বন্ধ থাকে, মৃতব্যক্তির শেষ বার্তা, সমস্ত কিছুই মিথ্যা বলে

মনে হওয়ায় কেউই সঠিক সমাধানটি ধারণা করতে পারে না–এটি একটি নারকীয় অত্যাচার হবে আমার উপর।" আর্থার মাথা নিচু করে জুতার দিকে তাকালেন। "সত্যি কথা বলতে আমি তাকে ঘৃণা করি। আর আমার নিজের মানসিক শান্তির জন্যেই আমি তাকে শীঘ্রই মৃত দেখতে চাই।"

সাইলাস হকিং ঠাট্টা করে বলে উঠলেন, "আপনি কিভাবে এটি করবেন? বিখ্যাত শার্লক হোমসকে কে মারবে, কিভাবে মারবে? হার্টে ছুরি ঢুকিয়ে? গলা কেটে? ফাঁসিতে ঝুলিয়ে?"

"না, না। সে একজন হিরো, তাই তার মৃত্যুও মহৎ হতে হবে। আমি তাকে শেষ একটি কেস দেবো আর দেবো একজন ভিলেন। এই সময়ে একজন সত্যিকার ভিলেন প্রয়োজন। ভদ্রভাবে যুদ্ধ করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া দেখা যাবে শেষ পর্যন্ত। মহৎ কিছুর জন্যে আত্মোৎসর্গ করবে এবং দু'জনেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এভাবেই লেখা হবে কিছু লাইন।"

বেনসন আরেকটি তুষার বল বানিয়ে বাতাসে ছুড়ে মারলেন। বলটি আকাশে হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আর্থার এবং হকিং দুজনেই সেদিকে তাকিয়ে রইলো।

"শেষকৃত্যের খরচ বাঁচাতে চাইলে আপনি তাকে কোন একটি চূড়া থেকে ছুড়ে ফেলতে পারেন।" চাপা হেসে সাইলাস হকিং বলে উঠলেন কিন্তু আর্থারের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি কোন হাসি দেখতে পেলেন না। তার বদলে ভ্রুকুটি করে আর্থার গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন।

নিচে শূন্যতার দিকে তাকিয়ে তিনি শুনতে লাগলেন পাথুরে নদীর বুকে পানি আছড়ে পড়ার ভয়াবহ গর্জন। এই মুহূর্তে নিজেকে খুব ভয়ংকর মনে হলো। তিনি সেসব পাথরে পড়ে তার নিজের মৃত্যুর কথা চিন্তা করলেন। একজন চিকিৎসক হিসেবে আর্থার মানুষের শরীরের দূর্বলতার কথা ভালোভাবেই জানেন। এ ধরনের উচ্চতা থেকে পড়ে গেলে...শরীরের হাঁড়গোড় ভেঙে পাথুরে পথের চারপাশে ছড়িয়ে যাবে...মুখ থেকে বের হয়ে আসবে মরণ চিৎকার...মাটিতে ছড়িয়ে পড়বে ভাঙা হাঁড়ের গুড়ো, সমস্ত ঘাস ভিজে যাবে রক্তে...আর এখন তার মনে হলো নিজের দেহই হারিয়ে গেছে। তার বদলে একজন শুকনো লম্বা কেউ এসে তার জায়গা নিয়েছে।

খুন।

অধ্যায় ২

বেকার স্ট্রিট ইরেগুলার্স

'আমার নাম শার্লোক হোম্স। আমার কাজ হচ্ছে অন্যের যা অজানা তাই জানা।'
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব ব্লু কারবানকেল*

জানুয়ারি ০৫, ২০১০

হ্যারল্ডের হাতের তালুতে একটি পাঁচ পেনি মুদ্রা গড়িয়ে পড়লো। পড়ার সময়ে মনে হলো মুদ্রাটি কত ভারি। মাথা উঠিয়ে হ্যারল্ড তার হাতের আঙুল দিয়ে রূপার মুদ্রাটি ছুঁয়ে দেখলো। কাঁপতে লাগলো তার হাত, সারা ঘর ভরে গেল হাত তালিতে।

"হুররে!"

"স্বাগতম!"

"অভিনন্দন হ্যারল্ড!"

হ্যারল্ড শুনতে পেল আরো হাসি আর হাততালির শব্দ। একটা হাত তার পিঠ চাপড়ে দিল, আরেকটি উষ্ণভাবে ঝাঁকিয়ে দিল তার কাঁধ কিন্তু তার সমস্ত ভাবনা জুড়ে আছে তার ডান হাতে ধরা মুদ্রাটি। বা হাতে ধরা ছিল নতুন পাওয়া সার্টিফিকেট। সার্টিফিকেটের নিচের দিকে বা-পাশে মুদ্রাটি আস্তে করে আঠা দিয়ে লাগানো ছিল, হ্যারল্ড উত্তেজনার বশে কাগজটি নিতে গেলেই তা পড়ে যায়। পড়ার আগে মাঝপথেই হ্যারল্ড মুদ্রাটিকে ধরে ফেলে। নিচু হয়ে রূপার মুদ্রাটিকে দেখলো সে। ভিক্টোরিয়ার আমলের একটি শিলিং, তখনকার দিনে এর মূল্য ছিল মাত্র পাঁচ পেনি কিন্তু এখন এটির মূল্য আরো বেশি, তার কাছে এটি তার ভাগ্যের মতই দামি। সে তার চোখের কোনে জমতে থাকা পানি সরিয়ে ফেলার জন্য চোখ পিটপিট করলো। মুদ্রাটির মানে হচ্ছে সে পৌছে গেছে, সে কিছু অর্জন করছে। যেটি তার সার্কেল।

"স্বাগতম হ্যারল্ড।" পেছন থেকে কেউ একজন বলে উঠলো। অন্য একজন তার মাথায় পরিয়ে দিল ডিয়ারস্টকার টুপি। "বেকার স্ট্রিট ইরেগুলার্স-এ স্বাগতম।"

এসব শব্দ হ্যারল্ডের কাছে বহুদিনের অপেক্ষার ফসল; অথচ এখন শুনতে পেয়েও কেমন অদ্ভুত আর অচেনা লাগছে। এখানে উপস্থিত দু'শ জন লোকের সবাই হাসছে, হাততালি দিচ্ছে। কৌতুক করছে, হ্যান্ডের পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে। এই-ই

হ্যারল্ড, উনত্রিশ বছর বয়সী হ্যারল্ড হোয়াইট, ঘন ভ্রু, ঘর্মাক্ত হাত।

হ্যারল্ড বিশ্বাস করতে পারছে না সে সত্যিই এসবের যোগ্য কিন্তু সে সত্যিই পেরেছে। এই তার সার্কেল। এখানেই তার বসবাস।

'দি বেকার স্ট্রট ইরেগুলার্‌স' পৃথিবীর একটি বিখ্যাত সংগঠন। যা শার্লোক হোম্‌সের গবেষণায়রত আর হ্যারল্ড এর নতুন সদস্য। দু' বছর আগে হ্যারল্ড বেকার স্ট্রিট জার্নালে ইরেগুলার্‌স-এর ত্রৈমাসিক সংখ্যায় তার প্রথম আর্টিকেলটি প্রকাশ করেছিল "রক্তের চিহ্নের সাথে প্রেম।" শার্লোক হোম্‌স এবং আধুনিক ফরেনসিকের ভিত্তি এটিই ডা: এডওয়ার্ড পিত্রট্রস্কির সাথে হোম্‌সের প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণা যা *অ্যা স্টাডি ইন স্কারলেট*-এ বর্ণিত আছে, তার ঐতিহাসিক সূত্রতা আবিষ্কার করে। (ড. পিত্রট্রস্কি ফ্রাকো'তে ১৮৯০-এর দশকে প্র্যাকটিস করতেন। বাচ্চা খরগোশদের মাথায় আঘাত করে খুলি থেকে নিঃসৃত রক্তের ধারা রেকর্ড করতেন তিনি। হোম্‌সের গবেষণা এরকমই ছিল। যদিও হোম্‌স তার নিজের রক্ত ব্যবহার করতেন)। এ প্রেক্ষিতেই হ্যারল্ড লিখেছেন, নিজের মাথায় ব্যথা দেবার ভদ্রতাটুকু হোম্‌সের ছিল, তার মতে এটিই তার লেখার সবচেয়ে চমকপ্রদ অংশ।

এছাড়াও শার্লোকিয়ান লিটল ম্যাগাজিনেও হ্যারল্ড তার দুটো লেখা প্রকাশ করেছে। আজ রাতেই ইরেগুলার্‌স-এর বাৎসরিক ডিনারে তার প্রথম নিমন্ত্রন হয়েছে। শুধুমাত্র ইরেগুলার্‌স-এর ডিনারে আমন্ত্রিতদের তালিকায় আসতে পারাটাই বিশাল সম্মানের ব্যাপার কিন্তু এত কম বয়সে এত কম অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সদস্যপদ পাওয়া? হ্যারল্ড শুধুমাত্র একটি ডিনারের পরই সদস্যপদ পেয়েছে। সে এরকম আর কোন ইরেগুলার্‌স-এর কথা মনে করতে পারলো না।

হ্যারল্ড হোয়াইট সস্তা দরের ঢলঢলে কোর্ট-টাই পরা থাকলেও এটি তার জীবনের সবচেয়ে গৌরবের মুহূর্ত। সে আস্তে করে তার মাথার উপরের ডিয়ারস্টকার টুপিটি ঠিক করে নিল। এই টুপিটি নিঃসন্দেহে তার সবচেয়ে পছন্দের সম্পদ। সেই চৌদ্দ বছর বয়স থেকে শার্লোক হোম্‌সের ভক্ত হবার পর থেকেই এই টুপিটি তার আরাধ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে। আর একবার তো হ্যালোউইন উৎসবে সে এভাবেই সেজেছিল। আস্তে আস্তে কৈশোরের মুগ্ধতা থেকে বের হয়ে এসে হ্যারল্ড শার্লোক হোম্‌স সম্পর্কে পড়াশোনা শুরু করলো। আর যেটি একসময় ছিল শৌখিন সাজ সেটিই নিত্যদিনের পোশাকে পরিণত হল। এমনকি প্রিন্সটন থেকে তার সমাবর্তনের দিনটিতেও সে গর্বের সাথে এই টুপিটিই পরেছিল। আবার অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এতে একটুকরো রেশমী ঝালড় লাগিয়ে নিয়েছিল। কৈশোর থেকে যৌবন পর্যন্ত ককটেল পার্টি, শরতের পিকনিক, বন্ধুর বিয়ে সবকিছুতেই টুপিটিই ছিল তার সহচর। নিউইয়র্ক প্রকাশনীর প্রকাশকের সহকারী হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করার দিনেও সে টুপিটি পরেছিল। এমন কি বান্ধবী এমাডার সাথে বিচ্ছেদের পরও টুপিটি পরা ছাড়ে নি। যদিও কেউই এ বিষয়টি সম্পর্কে জানে না।

শার্লোকিয়ান সপ্তাহের মাঝে এবারের ইরেগুলার্‌সের বাৎসরিক ডিনারটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৪৪ নম্বর রাস্তায় অবস্থিত অ্যালোনকুইন হোটেলে। ৬ই জানুয়ারি শার্লোক হোম্‌সের জন্মদিন। এ উপলক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী শার্লোক হোম্‌স গবেষণায়রত যত প্রতিষ্ঠান রয়েছে সবাই এসে নিউইয়র্কে জড়ো হয়েছে। বক্তৃতা, ট্যুর, বইয়ে অটোগ্রাফ, ভিক্টোরিয়ান আমলের ঐতিহাসিক সামগ্রী, প্রথম সংস্করণের ছবি সব মিলিয়ে এ শহর এখন শার্লোক হোম্‌স ভক্তদের কাছে স্বর্গ।

অন্যান্য শত শত অংশগ্রহণকারী শার্লোকিয়ান সংগঠনের মাঝে 'বেকার স্ট্রট ইরেগুলার্‌স' সবচেয়ে পুরাতন আর জাকজমকপূর্ণ। ট্রুম্যান, ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট, আইজ্যাক আসিমভ সবাই এর সদস্য। শুধুমাত্র ইরেগুলার্‌সের সদস্য এবং কিছু অতিথিরাই বাৎসরিক ডিনারে অংশ নিতে পারে। সবাই জানে জানুয়ারি মাসের ৬ তারিখকে হোম্‌সের জন্মদিন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পেছনেও দায়ি ইরেগুলার্‌স। যদিও স্যার আর্থার কোনান ডয়েল চারটি উপন্যাস আর ছাপ্পান্নটি ছোট গল্পের কোথাও জানুয়ারি মাসের ৬ তারিখের কথা লেখেন নি কিন্তু শার্লোক হোম্‌সের উপর এসব লেখা পড়েই ক্রিস্টোফার মরলে হোম্‌সের জন্মদিন হিসেবে ৬ জানুয়ারিকে বেছে নেন, তিনি ছিলেন ইরেগুলার্‌সের একদম শুরুর দিককার সদস্য। অন্যান্য সব সংগঠনসমূহ ইরেগুলার্‌সের আনুষ্ঠানিক অনুমতি পেলেই কেবলমাত্র গঠিত হতে পারে। যদিও ইরেগুলার্‌সের সদস্য হবার জন্য কোন আবেদনপত্র নেই। এক্ষেত্রে শার্লোকিয়ান গবেষণায় কেউ নিজেকে প্রমাণ করতে পারলে ইরেগুলার্‌স-ই তাদের খুঁজে নেয়। আর যদি ইরেগুলার্‌সের নেতৃবৃন্দ কাউকে যোগ্য মনে করে তাহলে একটি শিলিং দিয়ে তার সদস্যপদ নিশ্চিত করা হয়। বর্তমানে এরকম প্রাচীন বিবর্ণ একটি মুদ্রা শোভা পাচ্ছে হ্যারল্ডের হাতে।

আস্তে আস্তে কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে হাততালির আওয়াজ থেমে গেল। ডাইনিং টেবিলের চেয়ার সরিয়ে সবাই উঠে দাঁড়ালো। আধ খাওয়া মুরগী আর সিদ্ধ সবজীর পাশে পড়ে রইল লিনেনের ন্যাপকির স্কচের খালি বোতলগুলো। সবাই একে অন্যের সাথে হাত মিলিয়ে বিদায় নিল।

হঠাৎ করেই হ্যারল্ডের কাছে নিজেকে কেমন বোকা বোকা মনে হল। প্রথম ইরেগুলার্‌স সম্পর্কে জানার পর থেকেই সে এ মুহূর্তটি নিয়ে নানান কল্পনা করে আসছে আর এখন এটি শেষ হয়েছে। তার কাছে অবাক লাগছে এই ভেবে যে কিভাবে এই অনুভূতি আবার ফিরে পাওয়া যায়। দৈনন্দিন ব্যস্ত জীবনের ধূসরতর মাঝে সে তার সাফল্যকে হারিয়ে যেতে দিতে চায় না। হ্যারল্ড তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল পরিচালকরা এসে রূপোর পাত্র নিয়ে যাচ্ছে, প্লাস্টিকের বালতিতে ফেলে দিচ্ছে নোংরা কাঁটা চামচ আর মাখনের ছুরি।

হ্যারল্ড লস অ্যাঞ্জেলেসে কাজ করে। তার পেশা সাহিত্যের গবেষক হিসেবে ফ্রিল্যান্সিং কাজ করা। প্রধানত মুভি স্টুডিও-র হয়ে সে কাজ করে। যারা কপিরাইট

আইন ভঙ্গ করার অভিযোগে আইনী সহায়তা দিতে হ্যারল্ডকে ব্যবহার করে। যদি কোন ঔপন্যাসিক তার বিশ বছরের পুরাতন কোন স্বল্পপঠিত পলিটিক্যাল-থৃলার থেকে এই গ্রীষ্মের সবচেয়ে বড় হিট অ্যাকশন মুভির নির্মাতার বিরুদ্ধে গল্পের প্লট চুরির অভিযোগ আনে তাহলে হ্যারল্ডের কাজ হল এটি প্রমাণ করা যে, পরিচালক ছবির প্লট নিয়েছেন কোন অখ্যাত বেন জনসনের গল্প অথবা দস্তয়ভস্কির কোন কঠিন ছোটগল্প অথবা এমনই কোন গল্প থেকে যা জনগনের সম্পত্তির মাঝে পড়ে। তাই মুভিস্টুডিওগুলোর আইন ডিপার্টমেন্টে হ্যারল্ডের নাম প্রায়ই শোনা যায় এবং এক্ষেত্রে তার যথেষ্ট প্রশংসা রয়েছে।

এ কাজের জন্য হ্যারল্ডের প্রধান যোগ্যতা হচ্ছে সে বইয়ের পোকা। সে যাদের সাথে মেশে অথবা তার চাকুরিদাতারা যাদের সাথে মেলেন, তাদের সবার তুলনায় হ্যারল্ডের পড়াশোনা বেশি। এছাড়াও এই বয়সেই সে খুব দ্রুত পড়ার জন্য বিখ্যাত। ছোট বেলা থেকেই শার্লোক হোম্‌সের প্রতিটি গোয়েন্দা-কাহিনী তার পড়া। আরো জানার আকাঙ্খায় বহন করার চেয়েও বেশি তাকে পড়তে হতো। তাই সে একটি সেল্ফ হেল্প বইয়ের মাধ্যমে খুব দ্রুত পড়া শিখে নিয়েছে। তার সহপাঠীরা তাকে এই বলে ঠাট্টা করতো যে, কারো পক্ষে দু'ঘন্টায় চারশ পৃষ্ঠার উপন্যাস শেষ করা আবার এই প্রতিটি তথ্য মনে রাখা অসম্ভব কিন্তু হ্যারল্ড পারতো এবং সে তাদেরকে এর প্রমাণও দিয়েছিল। একদিকে হ্যারল্ড পড়তো, অন্যদিকে তার সহপাঠীরা হ্যারল্ডকে গল্পের প্রধান বিষয়গুলো নিয়ে ছোট ছোট প্রশ্ন করতো। হ্যারল্ড তাদেরকে ঠিক ঠিক উত্তর দিত সবসময়। শিকাগোতে হ্যারল্ডের স্কুল, প্রিন্সটনে কলেজ আর এই পরিণত বয়সে সঙ্গীসাথী পরিচিত জনদের তুলনায় হ্যারল্ড বেশি তথ্য মনে রাখতে পারে।

"হ্যারল্ড।" পেছন থেকে কেউ আস্তে করে ডেকে হ্যারল্ডের কাঁধ ধরে ঝাকুনী দিল। ঘুরে দাঁড়াতেই জেফরি অ্যাঙ্গেলসের চোখে চোখ পড়লো। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আগত জেফরির চুল তুষার ধবল, আর মুখ প্রায় সারাক্ষণই হাসি হাসি। এই কক্ষের মাঝে শার্লোকিয়ানদের ভেতর জেফরিকে তাই সবাই-ই বলতে গেলে পছন্দ করে, শ্রদ্ধা করে। এমনকি হ্যারল্ডেরও সন্দেহ হয়, জেফরির ওকালতিতেই সে ইরেগুলার্‌সের মাঝে ঠাই পেয়েছি। যদিও হ্যারল্ড ভালোভাবেই জানে জেফরিকে জিজ্ঞেস করা হলে এর কোন সদুত্তর পাওয়া যাবে না।

"ধন্যবাদ," হ্যারল্ড বলে উঠলো।

কিন্তু তার দিকে জেফরির তেমন কোন লক্ষ্য নেই। তিনি কেমন চিন্তিতভাবে তাকিয়ে রইলেন। "এই বিষয়টি অন্য দিকে মোড় নিয়েছে," আস্তে করে জেফরি বলে উঠলেন।

"কোন দিকে?"

"খুনের দিকে?" উত্তর দিলেন জেফরি।

অধ্যায় ৩

দ্য ফাইনাল প্রবলেম

‘একজন জাদুকর একবার যখন কৌশলটি ব্যাখ্যা করে ফেলে তখন আর তার কোনো খ্যাতি থাকে না।’
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *অ্যা স্টাডি ইন স্কারলেট*

সেপ্টেম্বর ৩, ১৮৯৩

ঘরে একটিমাত্র বাতি জ্বলছিল আর তার আলোতেই শার্লোক হোম্‌সকে মেরে ফেললেন আর্থার। নিজস্ব পাঠকক্ষের ভারি দরজার পেছনে বন্দী হয়ে আর্থার খুব দ্রুত লিখে চললেন। লেখার টেবিলের উপর থেকে তেলের বাতিটি বইয়ের তাকের উপর হলুদ আলো ফেলছে। শেক্সপিয়ার,ক্যাটুলাস এমনকি পো-কেও স্বমহিমায় স্থান দিয়েছেন আর্থার। পছন্দের সবাই আছেন এখানে, যদিও খুবই কমই তাদের সাথে আলোচনা হয়। তিনি লেখেন আত্মবিশ্বাস নিয়ে। তিনি সেসব লেখকদের মত নন যারা তাদের লেখার টেবিলে বিছানার চাদরের মত বিস্তর বইপত্র ছড়িয়ে বসেন। বিভিন্ন বই ঘেটে লেখা সাজান।

হোম্‌সের মৃত্যুদন্ড দিতে পেরে আর্থার বেশ তৃপ্তি পেলেন। কলম দিয়ে তিনি শুধু পৃষ্ঠার উপর আঁক কাটেন না, বরঞ্চ খুব গভীরভাবে কালি দিয়ে ভরে প্রতিটি অক্ষর লিখে যান আত্মবিশ্বাসের সাথে। গল্পের প্লট, ছোট্ট ছোট্ট রহস্য, বিভিন্ন ধরনের কৌশল আর এদের সমাধান সবকিছুই একত্রে দ্রুত কাজ করে চলে।

ক্যারিয়ারের এই মধ্যগগনে এসে আর্থার প্রশ্নাতীতভাবে ইংল্যান্ডে সবচেয়ে বড় রহস্যোপন্যাস রচয়িতা। পো-র আগ পর্যন্ত আমেরিকাতে কোন রহস্যগল্প রচয়িতা ছিল না। সুতরাং আর্থারের মতে তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষ রহস্য-নির্মাতা। তবে যে কোন রহস্য গল্পের একটি কৌশল রয়েছে আর এটি জানাতে আর্থারের কোন অস্বস্তি নেই যে, তিনি এটি জানেন। হাজারো জাদুকর আর মুখোশ পরা সার্কাসের লোকেরাও এই কৌশলটি ব্যবহার করে। ভুল পথে নিয়ে যাওয়া।

আর্থার যে কোন অপরাধকে তার পাঠকদের সামনে দক্ষতার সাথে পরিস্কারভাবে তুলে ধরেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনাই বাদ যায় না। খুব বেশি অপ্রয়োজনীয় বর্ণনাও থাকে না। অপ্রয়োজনীয় চরিত্র আর ঘটনার দ্বারা পাঠককে

দ্বিধায় ফেলে দেয়া খুব সহজ একটি কাজ।

কিন্তু আর্থারের কাছে এটি একটি চ্যালেঞ্জ, খুব অল্প কিছু চরিত্রের সাহায্যে পাঠককে খুব সহজ আর পরিস্কার একটি গল্প বলা এবং একই সাথে সমাধানটি অস্পষ্ট রাখা। এর মূল সূত্র হল সাধারণ কথাবার্তার মাঝে তথ্যগুলোকে লুকিয়ে রাখা। আর্থার পাঠকের চিন্তাকে কেসের অভিনবত্ব উত্তেজনা আর মৌলিকভাবে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে নিবদ্ধ রাখেন, অন্য দিকে হোম্‌স প্রধান খুঁটিনাটি বিষয়গুলোকে নিয়ে জাদুর মতো কাজ করে চলে।

গল্পের প্লটগুলোকে একত্রে জোড়া লাগানো আর্থারের কাছে খেলার মত। এটি হচ্ছে লেখক আর পাঠকের মাঝে একটি অনিঃশেষ যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় একজনই। হয় পাঠক শেষ অধ্যায়ের পূর্বেই সমাপ্তি টের পেয়ে যাবে অথবা আর্থার তাকে বাধ্য করবেন শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়তে। এটি হচ্ছে বুদ্ধির পরীক্ষা। যেখানে আর্থার প্রায়শই জিতে যায়। তবে পাঠক যদি যথেষ্ট স্মার্ট হয়, সে শুধুমাত্র কয়েক পৃষ্ঠার পরেই পুরো ব্যাপারটি বুঝতে পারবে।

কিন্তু আর্থার জানেন, তার পাঠক জিততে চায় না। তারা লেখকের সাথে একাত্ম হয়ে বুদ্ধির খেলা খেলতে চায়। হারতে চায়, হতবুদ্ধি হতে চায়। তাই আর্থারের পরিশ্রম হয় দীর্ঘ আর ক্লান্তিকর। তিনি অনুধাবন করেন, একটি শুদ্ধ রহস্যের গল্প তৈরি করা নারকীয় আর বিরক্তিকর। আর বিগত কয়েক বছরের এই বিরক্তির কারণে হোম্‌সের উপর ঘৃণাকে তিনি কিছুতেই দমন করতে পারছেন না, এই ঘৃণা ইঁদুরমুখো গোয়েন্দার উপর থেকে এখন গিয়ে পড়েছে পাঠকের উপর; যারা হোম্‌সকে ভালবাসে। আর হোম্‌সের শেষ গল্পে আর্থার চিরতরে তাদের সবাইকে শেষ করেছেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আর্থার সিঁড়িতে ছেলেমেয়েদের কিচির-মিচির আওয়াজ শুনতেপেলেন।

আস্তে করে তিনি গৃহপরিচারিকা ক্যাথলিনের গলাও শুনতে পেলেন; ছেলেমেয়েদেরকে শব্দ করতে নিষেধ করছে, যাতে তাদের মায়ের ঘুম না ভেঙে যায়।

তোয়ি হয়তো এ সময় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, যেমনটি সে দিনের বেশিরভাগ সময়ই থাকে। তার ক্ষয়রোগের যদিও তেমন কোন অবনতি হয় নি কিন্তু স্বাস্থ্যেরও কোন উন্নতি হয় নি। খুব কমই তিনি ঘরের বাইরে যান। শহরে ঘোরা তো দূরের কথা কিন্তু এত কিছুর পরও আর্থারের মনোঃসংযোগ ঠিক আছে। যখন সে ছিল উনিশ বছরের তরুণী। তখন থেকেই আর্থার তার প্রিয় বধূর দেখভাল করে আসছে। তোয়ির স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করেই তাদের শয়ন কক্ষ ভিন্ন। ছেলেমেয়ের দেখাশোনা করার জন্য আছে আয়া। এমনকি শীতকালটাও তোয়ি তার নিজস্ব অংশেই কাটিয়ে

দেয়। এত কিছুর পরও আর্থারের লেখালেখি থেমে থাকে না। যদিও তিনি দিনের বেলাতেই লেখালেখি পছন্দ করেন কিন্তু আজকের রাতের কথা ভিন্ন। কিছু লেখা আছে যার জন্য প্রয়োজন অন্ধকার।

শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আর্থারের কলম এতটুকুও কাঁপে নি। সবসময়কার মত নির্দ্বিধায় বড় বড় অক্ষরেই তিনি লেখা শেষ করেছেন। প্রথমেই শব্দ আসে তার চিন্তায়, তারপর একে একে আসে বিশেষ্য, বিশেষণ আর ক্রিয়াপদ সমূহ। অন্ধকার পৃষ্ঠায় আর্থার তাদেরকে সাজিয়ে তোলেন যথোপযুক্তভাবে। একবার কোন কিছু লেখা হয়ে গেলে তিনি দ্বিতীয়বার তা আর পড়ে দেখেন না। কখনোই তিনি কোন শব্দ কাটেন না। যেমনটি করেন তার বন্ধু মি: ব্যারি আর মি: অলিভার। আর্থারের মতে এটি দ্বিধাগ্রস্ত হাতের লক্ষণ। তিনি কখনোই পূর্ব অনুচ্ছেদের সাথে পরবর্তী গন্তব্য নিয়ে কথা বলেন না। তিনি এমনিই জানেন।

গল্পের শেষ পর্যায়ে এসেও তার হাতের আঙুল শক্ত হয়ে রইলো। তিনি লিখলেন, আমার জানামতে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বজ্ঞানী একজন মানুষ সুন্দর একটি বিদায়। প্রথম পৃষ্ঠার উপর টাইটেলে লিখলেন, 'ফাইনাল প্রবলেম।' হাসি হাসি মুখে আর্থার ভাবলেন, বস্তুত তাই-ই। এমনকি গুনগুন করে একটু গানও গাইলেন। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, মা কেউই জানতে পারলেন না, অনেক বছর পরে শেষ পর্যন্ত নিজেকে তিনি স্বাধীন আর মুক্ত ভাবতে পারছেন।

তিনি দাঁড়িয়ে আনন্দের সাথেই দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। আর তখনই ওহ!...আরেকটু হলেই তিনি ভুলে যাচ্ছিলেন।

আবার লেখার টেবিলের কাছে ফিরে এসে ডেস্কের নিচে বা পাশের ড্রয়ারের তালা খুললেন। অনেক বইয়ের মাঝে থেকে একটি গাঢ় রঙের চামড়ায় মোড়া বই বের করে আনলেন। একটি পৃষ্ঠা বের করলেন, যেটি ইতোমধ্যেই তার কালিতে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তিনি কলম তুলে নিয়ে তারিখ বসালেন। বেশিরভাগ সন্ধ্যায় আর্থার তার সারা দিনের চিন্তা-ভাবনা আর ঘটনাকে ডায়েরিতে লিখে রাখেন কিন্তু আজ তিনি ডায়েরিতে শুধুমাত্র তিনটি শব্দই লিখলেন :

"হোম্‌সকে হত্যা করেছি।"

আর্থারের কাছে নিজেকে বেশ হালকা বোধ হলো। কাঁধের মাংসপেশীও সহজ হয়ে আসলো। চোখ বন্ধ করে গভীরভাবে শ্বাস নিলেন। আজ তিনি খুব খুশি।

ব্র্যান্ডির খোঁজে বের হবার আগে তিনি তার ডায়েরিকে আগের জায়গায় রেখে দিলেন।

অধ্যায় ৪

হারিয়ে যাওয়া ডায়েরি

"ওয়াটসন এখানে তোমাদেরকে বলবে, আমি কখনোই নাটকীয়তার ছোঁয়াকে ঠেকিয়ে রাখতে পারি না।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য ন্যাভাল ট্রিটি*

জানুয়ারি ০৫, ২০১০

গুরুত্ব দেবার জন্য জেফরি আবারো বলে উঠলেন, "খুনের দিকে?"

হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে থেকে হারল্ডের মনে হলো কোথাও বড় কোন সমস্যা আছে।

"বিষয়টি এভাবে মৃত্যুর দিকে চলে গেল? খুনের দিকে?" দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জেফরি আবারো বলে উঠলেন।

হ্যারল্ড হেসে ফেললো। "এই লাইনটি আপনি *দি অ্যাডভেঞ্চার অব সিক্স নেপোলিয়নস* থেকে বলেছেন। আমি আপনার কাছে একদফা ড্রিংক পাওনা হলাম।"

"খুব ভালো!" জেফরি আস্তে করে বলে উঠলেন, "আমি তাই করেছি।"

"কিন্তু আমার ধারণা আপনি আমাকে দু'বার ড্রিংক করাবেন। উক্তিটিতে সামান্য ভুল করেছেন।"

জেফরি আপন মনেই কিছুক্ষণ ভাবলেন। "হুম! দু' মিনিটও হয় নি তুমি ইরেগুলার্স হয়েছ কিন্তু নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ। একজন পুরাতন সদস্যের ভুল ধরে ফেলেছ। ঠিক আছে আমি তোমাকে ভোর না হওয়া পর্যন্ত স্কচ খাওয়াবো।"

সেই প্রথম মিটিংয়ের সময় থেকেই হ্যারল্ড এই শার্লোকিয়ান কোটেশনের খেলা খেলে আসছে।। চার বছর আগে, তখনো সে ইরেগুলার্স-এর সদস্য হয় নি অথবা এর কোন সদস্যের সাথে পরিচিতও ছিল না, জার্নালেও কিছু ছাপায় নি, লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি সংগঠন *দ্য কিউরিয়াস কালেক্টর অব বেকার স্ট্রিট*-এর একটি মিটিংয়ে হ্যারল্ড যোগ দিয়েছিল। ইরেগুলার্স-এর তুলনায় সেটি ছিল ছোট আর খ্যাতিও ছিল কম। জনগণের জন্য উন্মুক্ত ছিল ঐ মিটিংটা। ওক কাঠ দিয়ে বানানো বারের পেছনে স্কচের গ্লাস নিয়ে বসে থাকা শার্লোকিয়ানরা ভাবতো বরফগুলো বিষ

দিয়ে বানানো আর তারা শার্লোক হোম্‌সের গল্প থেকে কথায় কথায় উদ্ধৃতি দিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন একজন সদস্য হয়তো বলে উঠলো, "আমি কখনোই ভাবতে পারি নি, এটি একটি দুঃখজনক অভ্যাস। যৌক্তিক চিন্তার ক্ষেত্রে ধ্বংসকর প্রভাব ফেলবে।" তখন তার ডান পাশে বসা নারী অথবা পুরুষকে উত্তর দিতে হতো, এটি হোম্‌সের কোন্ গল্প থেকে নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে উক্তিটি ছিল *দ্য সাইন অব দ্য ফোর গল্পের*। যদি সে সঠিক উত্তর দিত তখন সে আরেকটি কোট করতো আর তার পাশে বসা ব্যক্তিকে উত্তর দিতে হতো। যে ভুল করতো সে পরবর্তী রাউন্ডের ড্রিঙ্কসের বিল মেটাতো। বিশেষ ধরনের স্কচের প্রতি শার্লোকিয়ানদের দূর্বলতা ছিল আর এভাবে অনভিজ্ঞ শার্লোকিয়ানরা তাদের আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ডের ব্যালান্স হারাতো।

"ইরেগুলার্‌স হিসেবে এটিই আমার প্রথম রাত," হ্যারল্ড বলে উঠলো। "আর আমার ধারণা যদিও আপনি এর জন্যে দায়ি, আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আপনার কাছে ড্রিংক পাওনা হলাম।"

জেফরির হাসি আবার ফিরে আসলো, "ওহে বৎস, তুমি কি বলছো সে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। তারপরও চলো, বারের সদ্ব্যবহার করা যাক।"

কিছু সময় পরেই দেখা গেল জেফরির পাশে বসে হ্যারল্ড বারবুনে চুমুক দিচ্ছে। একদল শার্লোকিয়ান বারের পিয়ানোর উপর হামলা চালিয়ে গেয়ে চলেছে পুরাতন একটি শার্লোকিয়ান গান। অন্যদিকে বারটেন্ডার সমান মাত্রায় বিরক্তি আর অসন্তোষ নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

হ্যারল্ড এবং জেফরি কোনান ডয়েলের হারানো ডায়েরি নিয়ে কথা বলা শুরু করলো। আজ রাতে এটিই সম্ভবত সবার আলোচনার বিষয়। গান আর পান করা ছিল শুধুমাত্র ক্ষণিকের বাতুলতা। নয়তো এলোনকুইন হোটেলে শত শত শার্লোকিয়ানদের চিন্তা জুড়ে আছে শুধুমাত্র সেই হারিয়ে যাওয়া ডায়েরিটি যা শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

কোনান ডয়েলের মৃত্যুর পর তার ডায়েরির পুরো একটি ভলিউম লাপাত্তা হয়ে যায়। তিনি তার সমগ্র জীবনকে ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন কিন্তু তার মৃত্যুর পর অন্যান্য কাগজপত্রের মাঝেও দেখা যায় একটি ডায়েরি অদ্ভুতভাবে অনুপস্থিত। যার খোঁজ তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরাও পান নি। ১৯০০ সালের অক্টোবর ১১ থেকে ডিসেম্বর ২৩ পর্যন্ত সময়কালের ডায়েরিটি ছিল অনুপস্থিত। তারপর শতাব্দী পার হয়ে গেলেও শত শত স্কলার আর তার পরিবারের সদস্যরাও ডায়েরিটি খুঁজে পায় নি। হারিয়ে যাওয়া ডায়েরিটি শার্লোকিয়ান বিদার্থীদের কাছে হলি গ্রেইলের মতো শূল্যবান এবং পবিত্র। যদি কখনো এর নিলাম ডাকা হয় তাহলে হয়তো এর মূল্য ১০ মিলিয়ন ডলারের সমমান হবে।

কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো এই ডায়েরি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রহস্য ওপন্যাসিকের চেতনায় প্রবেশের দরজা খুলে দেবে। তাই শত বছর ধরেই পণ্ডিতদের আলোড়িত করে আসছে নানা প্রশ্ন: কি ছিল সেই ডায়েরিতে? কোন হারিয়ে যাওয়া গল্পের পাণ্ডুলিপি? কোনান ডয়েলের কোন গোপন অনুতাপ? কিভাবেই বা এটি সম্পূর্ণরূপে হাওয়া হয়ে গেল? এলোনকুইন হোটেলে বাৎসরিক ডিনারের তিন মাস পূর্বে ইরেগুলার্স-এর সব সদস্য আরেক ইরেগুলার্স এলেক্স কেলের কাছ থেকে সংক্ষিপ্ত একটি ই-মেইল পায়। যাতে লেখা ছিল "সর্বশ্রেষ্ঠ রহস্যের কিনারা হয়েছে। আমি ডায়েরিটি খুঁজে পেয়েছি। দয়া করে, আমি যাতে এ বছরের কনফারেন্সে ডায়েরি আর এর বিষয়বস্তু তুলে ধরতে পারি, তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।"

এলেক্স এই ধরনের নাটকীয়তা পছন্দ করে। তাই খুব দ্রুত পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল আরো ই-মেইল। সে কি সত্যি বলছে? পঁচিশ বছর ধরে ডায়েরিটি খুঁজে যাচ্ছে সে আর হুট করেই কিনা এখন পেয়ে গেলো? সে কি এ ব্যাপারে সিরিয়াস?

বেকার স্ট্রিট ইরেগুলার্সরা বিশ্বাসই করতে পারছিল না ব্যাপারটি তাই গত তিন মাস তারা পার করছে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায়। প্রত্যাশা আর হৃদয়ের কোন গহীন কোণ থেকে নির্গত হওয়া হিংসায়। শার্লোকিয়ানদের মাঝে এলেক্স কেল ইতোমধ্যেই বেশ প্রশংসিত এমনকি এক্ষেত্রেও খুব বেশি দ্বিমত নেই যে, তিনি শার্লোক হোম্সের উপর পৃথিবীশ্রেষ্ঠ বিশারদ। আবার কোন কোন ইরেগুলার্স এটি মানতে নারাজ কিন্তু তার প্রকৃত শত্রুরাও এটি মানতে বাধ্য, এলেক্স সত্যিই হারানো ডায়েরিটি খুঁজে পেয়েছে। কেননা তার আছে অগাধ টাকা, অফুরন্ত সময় আর মৃত বাবার ট্রাস্ট।

এখন তাই হ্যারল্ড, জেফরি, আরো শত শত শার্লোকিয়ানদের শয়নে স্বপনে, হাসি-কান্নায় এমনকি ভালবাসার সময়েও একই প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খায়–কোথায় এবং কিভাবে এলেক্স ডায়েরিটি পেয়েছে।

প্রথম মেসেজের পর পরই এলেক্স ই-মেইলের উত্তর দেয়া বন্ধ করে দেয়। কোন ফোন সে ধরতো না, এমনকি কোন চিঠির উত্তরও দিত না। যদিও হাতে লেখা চিঠি নিয়ে সে গর্ববোধ করে। শেষ পর্যন্ত বহু চেষ্টার পরে জেফরিকে এলেক্স একটি ফিরতি মেসেজ দিয়েছিল।

"খুব দ্রুতই এ বিষয়ে আমি সম্প্রতি সংবাদ জানাবো," এলেক্স জেফরিকে লিখেছিল। যদিও জেফরির মনে হলো, হয় এলেক্স তার সাথে কৌতুক করছে নয়তো এলেক্সের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে খুব দ্রুত এলেক্সের মেসেজটিকে চারপাশে ছড়িয়ে দিল এতে করে সবাই একমত হল যে, এত সব কিছু করে এলেক্স মজা লুটছে, ঐতিহাসিক রহস্যটিকে আরো একটু রহস্যময় করে তুলছে। ডায়েরিটি

অবশ্যই দামি কিন্তু কোন ধোঁয়াটে চরিত্র এলেক্সকে তার লন্ডনের বাসায় তাড়া করে ফিরছে? তারা ভাবলো কেল তাদের সাথে মজা করছে। যদিও হ্যারল্ডের মনে হল সত্যি যদি কেউ এলেক্সকে আঘাত করার কথা ভেবে থাকে?

"আমার যতদূর মনে হয়," জেফরি বলে উঠলেন "এটি একটি গল্প। কোন হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপি। কোনান ডয়েলের কাছে এটিকে আবর্জনা মনে হওয়ায় তিনি সরিয়ে ফেলেছেন, যেন কেউ তার জঘন্য একটি কাজ খুঁজে পেয়ে প্রকাশ না করে ফেলে।"

"হতে পারে," হ্যারল্ড জবাব দিল। "কিন্তু এক জীবনে কোনান ডয়েল অনেক কিছুই প্রকাশ করেছেন আর সেগুলোর সবই যে রত্ন তা বলা যায় না। যেমন *দ্য লায়ন্‌স মেন? দ্য মেজারিন স্টোন?* তাই না?"

জেফরি হেসে ফেললেন। "আমার সবসময় মনে হয়, শেষের দিকের এসব গল্প তিনি নিজে লেখেন নি। কিছুতেই এগুলোকে তার লেখার মত মনে হয় না কিন্তু ডায়েরিটি ১৯০০ সালের বর্ষাকালের। তিনি তখন তার সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ, *দ্য হাউন্ড অব বাস্কারভিল্‌স* লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আমার মতে এটিই তার শ্রেষ্ঠ কাজ।"

"হ্যা," হ্যারল্ড বলে উঠলো। "আমি নিশ্চিত নই...কিন্তু আমার মনে হয়, এটি যে শুধুমাত্র একটি গল্প তা নয়, আমার মনে হয় এটি..." হ্যারল্ড থেমে গেল।

"এটি কি?" জেফরি জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি বলতে চাইছি, এটি মানে...ডায়েরিটার মাঝে কোন গোপন কথা আছে। এমন কিছু যা তিনি চান নি অন্যরা জানুক। এমন কিছু যা তিনি শুধুমাত্র নিজের জন্য লিখেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন লেখক। আবার ডায়েরি লেখাও তার অভ্যাস ছিল। তিনি কাগজেই সবকিছু ফুটিয়ে তুলতে চাইতেন। এটি অনেকটা থেরাপির মত কিন্তু তিনি সত্যিই চান নি এতে যা আছে তা পৃথিবী জানুক।"

জেফরির ফোন বেজে উঠলো। তিনি মোবাইলের দিকে তাকিয়ে হ্যারল্ডের কাছে ক্ষমা চাইবার ভঙ্গি করে ফোনটি রিসিভ করলেন।

"হ্যা?" জেফরি জিজ্ঞেস করলেন আর তারপরই ধন্যবাদ বলে হ্যারল্ডের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন। "তাহলে তোমার মনে হয় ডায়েরিটিতে কোন গোপন কথা আছে?" জেফরি বলে উঠলেন। "তো বৎস, আমরাই কেন এটা খুঁজে বের করি না?"

হ্যারল্ড হা করে জেফরির দিকে তাকিয়ে রইলো।

"এটি আমার গোয়েন্দার ফোন ছিল," জেফরি বলে চললেন। "আমি তাকে বলেছিলাম এলেক্সকে দেখামাত্রই যেন আমাকে জানায়।" তিনি হেসে ফেললেন। সন্তুষ্টি নিয়ে বললেন, "এলেক্স এখন লবিতে। রহস্যের সমাধান চাও?"

হ্যারল্ড এত জোরে বসা থেকে লাফ দিল যে আরেকটু হলেই ধাক্কা লেগে ড্রিংক

পড়ে যেত। তারপর হোটেলের ডাবল দরজাদিয়ে এত জোরে লবির দিকে ছুটে গেল যে মনে হলো শার্লোক হোম্‌স প্রফেসর মরিয়াটির পেছনে দৌড়াচ্ছে। জেফরিও হেসে লবির দিকে এগিয়ে গেলেন।

এলেক্স, জেফরি ঠিকই বলেছিলেন, রিসেপশন ডেস্কে ক্লার্কের কাছে তার নাম সই করছে। পরণে গরম কোট আর বাম হাতে খুব ভারি দেখতে একটি ব্রিফকেস ধরা। হোটেলের ফর্ম পূরণ কইে ব্রিফকেস টিকে বা হাত থেকে ডান হাতে নিয়ে নিল এলেক্স। যে কোন পার্টিতেই এলেক্স অংশ গ্রহণ করুক না কেন, সে সেখানকার হোস্ট হয়ে যায়। সবাই ড্রিংক পেয়েছে কিনা সেদিকেও তার নজর থাকে কড়া। যখন থেকেই হ্যারল্ড শার্লোক হোম্‌সের নাম জানে। তখন থেকেই এলেক্স এর নামও জানে। যদিও তাদের তেমন চেনা-শোনা নেই।

"আরে এলেক্স, আমার বন্ধু, তুমি এখানে," জেফরি বলে উঠলেন।

এলেক্স ফিরে তাকালো কিন্তু তাদের দুজনকে একসাথে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে খুশি যে হন নি তা বোঝাই গেল। আস্তে করে এলেক্স বলে উঠলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ?"

বেশিরভাগ ইরেগুলার্‌স-ই আমেরিকান। তাই ব্রিটিশ এলেক্সের ইংরেজি উচ্চারণ ভিন্ন এলেক্স না তার ব্রিফকেস রাখলেন না তার দু'জন কলিগকে আলিঙ্গন করলেন। হ্যারল্ড অবশ্য খেয়াল করে নি যে এলেক্সের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে আছে।। মনে হল সে বহুকাল ঘুমায় নি। জেফরিদের দিকে খেয়াল না করে এলেক্স তাদের ডান দিকে তাকিয়ে রইলো।

অন্যদিকে জেফরি বলে উঠলেন, "সারা সপ্তাহ তুমি কোথায় ছিলে? আমরা তোমাকে মিস করেছি। গতকাল লবি কিংয়ের কাছ থেকে আমরা মহিলাটি সম্পর্কে অনেক চমকপ্রদ কথা জেনেছি, গ্রেট হারাতাস-এ তার ভূমিকা অসাধারণ।"

স্পষ্ট বিরক্তির সাথে এলেক্স বলে উঠলেন "দুঃখিত, আমি এটি মিস করেছি।"

সে নিশ্চয়ই জানে, হ্যারল্ড মনে মনে ভাবলো, তারা তার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে চায় না। তারা এলেক্সের সাথে সে কথাই বলতে চায় যা বর্তমানে অন্য সবাই চায়–হারিয়ে যাওয়া ডায়েরি, আগামীকালকের বক্তৃতা, শত বছরের রহস্যের মীমাংসা।

"আপনি কে?" এলেক্স জিজ্ঞেস করলেন কিন্তু প্রশ্নটি করার সময়ে এলেক্স এমনকি হ্যারল্ডের চোখের দিকে তাকানোর কষ্টটুকুও করলেন না।

"হ্যারল্ড। আমি হ্যারল্ড হোয়াইট। আজ রাতেই আমি ইরেগুলার্‌সের সদস্য হয়েছি।" হ্যারল্ড এলেক্সের সাথে হাত মেলানোর জন্য এগিয়ে গেল কিন্তু এলেক্সের দিক থেকে কোন সাড়া এল না। "আমরা আগে একবার পরিচিত হয়েছিলাম," হ্যারল্ড বলল, আপনি ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়াতে। ইউসিএলএতে।"

"ওহ্ হ্যা।" এলেক্স উত্তর দিলেন। "আমার মনে পড়ছে। আবার তোমাকে দেখতে পেয়ে ভাল লাগছে।" যদিও তাকে দেখে মনে হল না তার সত্যিই মনে পড়েছে অথবা তিনি সত্যিই খুশি হয়েছেন।

জেফরি বলে উঠলেন, "তারা প্রতি বছরই আরো তরুণ হচ্ছে, তাই না?"

হ্যারল্ড বলে উঠলো, "আমি সত্যিই এত তরুণ নই। আমি ইতোমধ্যেই–"

এলেক্স তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন "পেছনে ফিরো না।"

হ্যারল্ড ধাঁধায় পড়ে গেল। "আমি দুঃখিত। কি বলছেন বুঝতে পারি নি।"

এলেক্স আবারো বলে উঠলেন, "পেছনে ফিরবে না।"

হ্যারল্ড এবং জেফরি উভয়েই হোটেলের সদর দরজা থেকে উল্টো দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। এলেক্স বলে উঠলেন, "এখানে বাইরের কেউ একজন আছে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। পেছনে ফিরবে না। তোমার নামটা যেন কি? হ্যারি এখন আমি আমার ডান দিকে খানিকটা ঘুরে যাবো। হ্যা, হয়েছে। এখন তোমরা দুজনও তাই করো, হ্যা, আবার। কাউকে দেখা যাচ্ছে? জানালাতে?"

হ্যারল্ড চেষ্টা করলো তার মাথা না ঘুরিয়ে চোখ ঘুরাতে। ফলে খানিকটা মাথা ব্যথা করে উঠলো। সে দেখতে পেল লম্বা জানালার গা বেয়ে ঘন ধারায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। জানালার কাঁচে রাস্তার বাতির আলো এসে পড়েছে কিন্তু এমন কোন মুখ দেখতে পেল না, যে কিনা চোরের মত লবিতে তাকিয়ে আছে।

হ্যারল্ড ধাঁধায় পড়ে গেল। আবার এলেক্সের মানসিক স্থিরতার কথা চিন্তা করে খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো সে। জেফরিও কাউকে দেখতে না পেয়ে কি বলতে হবে তা নিয়ে হ্যারল্ডের মতই দ্বিধায় পড়ে গেল।

"চলো," জেফরি বলে উঠলেন। "চলো একটু ড্রিংক করা যাক। তোমার অ্যাডভেঞ্চার সম্পর্কেও আমাদেরকে বলতে পারবে।"

এলেক্স্রে হয় জেফরিকে অপমান করছে, নয়তো তার কথা শুনতে পায় নি। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে লবির বাদ বাকি অংশ দেখতে লাগালেন দ্রুত।

জেফরি বলে চললেন, "আগে আমাদেরকে এক ঝলক দেখাও।"

এলেক্স জেফরির দিকে খানিক তাকিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেলেন। "তোমরা কি সত্যিই জানতে চাও ডায়রিতে কি আছে?"

প্রশ্ন এবং উত্তর দুটোই খুব স্পষ্ট তারপরও হ্যারল্ড এবং জেফরি দুজনেরই খানিকটা সময় লাগলো উত্তর দিতে। জেফরি এবং হ্যারল্ড একত্রে হ্যা বলে উঠলো। আর এই প্রথমবারের মতো এলেক্স হ্যারল্ডের দিকে তাকালেন, হঠাৎ করে এলেক্সকে দূর্বল দেখাতে লাগলো।

"আমার অবাক লাগছে এই ভেবে, তোমরা সত্যিই জানতে চাও। কোন সমস্যায় পড়লে সমাধান জানতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক কিন্তু কখনো কখনো মনে হয়

না সমাধানের চেয়ে রহস্যটাই বেশি আনন্দদায়ক। তুমি কি নিশ্চিত, সব সময় অবাক হয়েছ এই ভেবে, ডায়েরিতে কি আছে উত্তরটাও সমান সন্তুষ্টিজনক হবে?" তারপর আস্তে করে এলেক্স তার ব্রিফকেস হাত বদল করে তাদের সামনে থেকে সরে গেলেন, বুকের কাছে চেপে ধরে আস্তে করে ব্রীফকেসে চাপড় মেরে বললেন, "কালকেই জানা ভাল হবে।"

এলেক্স খুব দ্রুত কাঠের মেঝের উপর দিকে হেঁটে চলে গেলেন। হ্যারল্ড তাকিয়ে তাকিয়ে তার ভেজা পায়ের ছাপ দেখতে লাগল। জুতার ছাপ খুব দ্রুত মিলিয়ে গেলেও হালকা পানির ধারা রয়ে গেল।

হঠাৎ করে সমস্ত লবি জুড়ে কিচিরমিচির আওয়াজ শুনতে পেল হ্যারল্ড। শার্লোকিয়ানরা মাথা ঘুরিয়ে চারপাশ দেখতে লাগলো এইমাত্র কি এখানে এলেক্স কেল দাঁড়িয়ে ছিল? ব্রিফকেস ছিল তার হাতে? কিন্তু কেউ তাকে ধরার আগেই এলেক্স লিফটে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

"ওহ্ ঈশ্বর!" হ্যারল্ড বলে উঠলো "আপনার কি মনে হয়? সে এটা বলে কি বোঝাতে চেয়েছিল?"

জেফরি বলে উঠলেন, "এটাই যে আগামীকাল এই সময়ে আমরা আর্থার কোনান ডয়েলের সর্বশ্রেষ্ঠ রহস্যের কিনারা করতে পারবো।"

অধ্যায় ৫

ছোটখাটো চুরি, অর্থহীন রাহাজানি, উদ্দেশ্যবিহীন ওকালতি সেসব মানুষের কাছে যারা সমস্ত সূত্রকে একত্রে গেঁথে তোলে, অপরাধ জগতের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার্থীদের কাছে ইউরোপের অন্য কোন রাজধানী এতটা সুবিধা দেয়নি যা তখনকার দিনে লন্ডনে ছিল।
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব নরউড বিল্ডার*

ডিসেম্বর ১৮, ১৮৯৩

খৃস্টমাসের শুকনো শীত শীত আবহাওয়ায় আর্থার চ্যারিং ক্রস স্টেশন থেকে বের হয়ে আসলেন। অন্যান্য বারের তুলনায় এবার লন্ডনে তুষারপাত কম হচ্ছে। তাই সবাই আশা করছে যেকোন সময়ে বড় বড় ঝড় হবে হয়তো। আর্থারের লম্বা কোর্ট ভেদ করেও ঠাণ্ডা ঢুকে যাচ্ছে হাতের মাঝে, চামড়ার জুতার ফিতার সাথে বাড়ি খাচ্ছে, এমনকি কানের ফুটো দিয়েও ঠাণ্ডা ঢুকে কিছুক্ষণ পর পরই কান লাল করে ফেলছে।

তুষারবিহীন ডিসেম্বরের এই দ্বিতীয় সপ্তাহে আর্থারের শার্লোক হোম্সের হত্যাকাণ্ড জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ল। টাইম্স পত্রিকার শিরোনাম লেখা হলো, বিখ্যাত গোয়েন্দা ধ্বংস হয়ে গেছেন। এই ধরনের বোকামিতে আর্থার অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। নির্বোধেরা এমন কি একটি এপিটাফও ছাপিয়ে ফেলল। গল্পের একটি চরিত্রের জন্যে এপিটাফ। অর্থারের স্পষ্ট মনে হলো ঘটনাপ্রবাহ তার হাতের বাইরে চলে গেছে। এটিকে শেষ করে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে। নিজেকে তার গর্দভ মনে হলো আর লন্ডনের ভালো মানুষগুলোর জন্যে আরো ভালো কোন গল্প দরকার। যাক, শেষ পর্যন্ত পাগলামী নিশ্চয়ই থেমে যাবে। কোন নতুন অ্যাডভেঞ্চার চরিত্রের আবির্ভাব হয়ে আবার তা জাতীয় পর্যায়ে ছড়িয়ে যাবে। হতে পারে উইলি হরনুং যে র‍্যাফেলস চরিত্রের কথা লিখছেন এটিই সেটি। আর্থার নিশ্চিত বছরখানেকের ভেতরেই সবাই শার্লোক হোম্সকে ভুলে যাবে।

আড়াই বছর আগে, আর্থার মন্টেগু থেকে আট মাইল দূরে দক্ষিণ নরউড-এর শহরতলীতে একটি চমৎকার চারতলা বিল্ডিঙে উঠে আসেন কিন্তু প্রাত্যাহিক ব্রিটিশ জাদুঘরের রাস্ত দিয়ে হেঁটে বেড়ানোকে মিস করতে শুরু করেন তিনি। ইংরেজি ৩ অক্ষর আকৃতির বিল্ডিঙের দেয়ালের পাশে বসে কাটানো অলস সময়কে মিস করতে

শুরু করেন। একটি সাধারণ স্থাপত্যের নিচেও ধূসর দেয়ালগুলো বিভিন্ন ধরনের আইয়াম্বিক কলামের একটি চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কলামের উপর কার্নিশগুলো এত চওড়া আর মোটা যে আর্থারের মনে হতো মেঘ জমে ঈশ্বরের ডান হাত সৃষ্টি হয়েছে। যা জাদুঘর টিকে ক্রমেই ব্রিটেনের মাটির গভীরে প্রোথিত করছে।

সে সময়ে দক্ষিণ নরউড বেশ উন্নত ছিল। এ শহরে প্রতিদিন কাউকে ধোঁয়া গিলে যাতায়াত করতে হয় না। ধুমপানের ধোঁয়া থেকে লন্ডন মানুষের ভাগ্যকে বাঁচিয়েছে–আর্থার কৌতুক করে বন্ধু ব্যারিকে বলতেন; ব্যারিও হাসতেন। আর্থার তোয়ি আর তার নিজের জন্য একটি ট্রাইসাইকেল কিনে এনেছে। যা তোয়ি বেশ ভালোই চালাতে জানে। তাছাড়া এটি তোয়ির স্বাথ্যের পক্ষেও ভালো একটি এক্সারসাইজ। যদি তারা বিকেলের চা খাবার পর পরই বের হয় তাহলে রাতের খাবারের আগেই ১৫ মাইল ভ্রমন করে আসতে পারতো। বর্তমানের বাসায় আর্থারের বোন কনির জন্য রুম রয়েছে। তিনি আর্থারের ছেলেমেয়ে রজার এবং কিংসলির চমৎকার দেখাশোনা করেন। কিংসলি মাত্র এক বছর বয়সী আর একটি কোল বালিশের মতই ছোট।

আর্থার রাস্তার মাঝের মার্কেটকে পাশ কাটিয়ে চ্যারিং ক্রস হোটেল থেকে দূরে দক্ষিণে এগিয়ে যেতে লাগলেন পথে এক পা-ওয়ালা একজন সংবাদপত্র বিক্রেতাকেও পাশা কাটালেন যদিও তাদের মাঝে কোন চোখাচোখি হয় নি।

রাস্তা জুড়ে ইঁদুর দৌড়ে মেতেছে একসারি ট্যাক্সি ক্যাব। ঘোড়াগুলো ঠাণ্ডার মাঝে বৃদ্ধ মানুষের মত ক্লান্তিকর স্বরে ডেকে চলেছে। রাস্তার পাশে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা তিনতলা-চারতলা বাড়িগুলোর গায়ে উজ্জ্বল লাল রঙের 'বাড়ি ভাড়া' নোটিশ ঝুলছে। আর্থার ট্রাফালগার স্কোয়ারের দিকে মোড় নিয়ে ধীরেসুস্থে হাটতে লাগলেন।

নিঃসন্দেহে শহরতলীই ভালো তারপরও আর্থার শহরকেও মিস করেন। তাই তিনি বিভিন্ন কাজে শহরে আসতে পছন্দ করেন আর যথেষ্ট সময় নিয়ে কাজগুলো শেষ করেন। তিনি ধীরে ধীরে শহর থেকে জীবনীশক্তি শুষে নিয়ে ভরপেটে নরউডে ফিরে যান। তোয়ির কাছে, তার ট্রাইসাইকেলের কাছে।

এই মুহূর্তে আর্থার বেশ তৃপ্তবোধ করছেন। এমনকি তিনি মাঝে মাঝে রাস্তার উপরে তার হাতের ছড়িটিকেও ঘোরাচ্ছেন। শিষ দিয়ে উঠতে মন চাইলো, যদিও তিনি তেমন মানুষ নন। এটি একটি চমৎকার সকাল।

তারপর হঠাৎ করেই এক বৃদ্ধমহিলা হাতের ব্যাগ দিয়ে 'বর্বর কোথাকার' বলে আর্থারের মাথায় সজোরে বাড়ি বসিয়ে দিল। নাকে বাড়ি খেয়ে আর্থারের টুপি পর্যন্ত নড়ে গেল, যদিও তিনি আঘাত পান নি। তারপরও হঠাৎ আক্রমনে হতবিহ্বল হয়ে দঁড়িয়ে পড়লেন। বৃদ্ধাটির বয়স ৬০ বছরের কম হবে না। কুঁজোর কারণে কাঁধ প্রায় পায়ের উপর নেমে এসেছে। ফলে তাকে খুবই ভাঙাচোড়া দেখাচ্ছে। তাই কোত্থেকে

আর্থারকে আঘাত করার মত এত শক্তি পেলেন তা একটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এমনকি বৃদ্ধাটি তার কোটের হাতার উপর লোকের শোকের চিহ্ন হিসেবে কালো কাপড়ও বেঁধে রেখেছে। আর্থার তোতলাতে লাগলেন।

"আমি ম্যাডাম, আমি দুঃখিত। আমি কি...আমি কি আপনাকে কোনভাবে আঘাত দিয়েছি?"

"আপনি পশু।" বলে বৃদ্ধা আবার হাত ব্যাগ উঠিয়ে আর্থারকে মারতে উদ্ধত হলেন। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। আর জমাট বাঁধা মেঘের বিপক্ষে পর্দার মতো করে নীল ভারি ব্যাগটি আর্থারের উপর নেমে আসতে লাগলো। এইবার আর্থার আঘাত এড়াতে সর্তক হয়ে পিছিয়ে গেলেন। নিজেকে বাঁচাতে তিনি হাতের লাঠিটিও একটু তুলে ধরলেন; তারপর কি মনে হতেই আবার লাঠিটি নামিয়ে আনলেন। আর্থার নিজেও একজন বলশালী দশাসই ব্যক্তি কিন্তু একজন বৃদ্ধার উপরে হাত উঠানো, না, সম্ভব না।

"ম্যাডাম, আমি জানি না আপনি আমাকে কে ভাবছেন কিন্তু আমি আমার সারা জীবনে কখনোই আপনাকে দেখি নি," আর্থার আত্মপক্ষ সমর্থনে বলে উঠলেন।

ছোট একটি ছেলে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে এই দৃশ্য দেখে থেমে গেল। তার পাশে এসে দাঁড়ালো সুদৃশ্য টুপি পরা কেতাদূরস্ত এক ভদ্রমহিলা, এই ঠাণ্ডা মেঘের দিনেও মহিলার মাথার উপর রোদ ছাতা ধরা। এভাবে একজন দুজন করে দেখতে দেখতে আর্থারের চারপাশে ভিড় জমে গেল।

"আমি আপনাকে ভালো চিনি, ডাঃ ডয়েল, আর আপনি কি করেছেন তাও ভালোভাবেই জানি," বৃদ্ধা উত্তর দিলেন।

এভাবে পারিবারিক নাম ধরে ডাকাতে আর্থার অবাক হয়ে বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে রইলেন। গত বছর যদিও সংবাদপত্রে আর্থারের ছবি ছাপা হয়েছিল তারপরেও এর আগে কেউ আর্থারকে এভাবে আর চিনে ফেলে নি। আর্থার তার ডেস্কে বসে লিখছেন, এরকম চমৎকার একটি ছবি ডেভিড থমসন তুলে নিয়ে গেছিলেন 'দৈনিক ক্রনিকল'-এর জন্য।

আর্থার শুনতে পেলেন, ভিড়ের মাঝ থেকে গুঞ্জন উঠছে, "ডয়েল...ডয়েল...ডয়েল।"

"আমি জানি না আপনি ঠিক কি বুঝাতে চাইছেন," আর্থার বৃদ্ধাকে বললেন। তিনি ভিড়ের দিকে তাকিয়ে সমর্থন পেতে চাইলেন কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, ভিড়ের মধ্যে অনেকেরই বাহুতে শোকের চিহ্ন কালো কাপড় বাঁধা। সমস্ত শহরই শোক পালন করছে কিন্তু তিনি নিশ্চিত, সকালবেলা খুব ভালোভাবেই সংবাদপত্র পড়েছেন। সেখানে কি কোন শোক সংবাদ ছিল যা তিনি দেখেন নি? কোন রাষ্ট্রনায়কের কি মৃত্যু হয়েছে? সিসিল বৃদ্ধ কিন্তু এতটা তো বৃদ্ধ নয়...রাণী মাতা?

না। তাহলে তিনি নিশ্চয়ই শুনতেন।

"আপনি তাকে খুন করেছেন, আমার এখানে দাঁড়িয়ে থাকার মতই যা সত্যি," বৃদ্ধা হিস হিস করে বলে উঠলেন।

ভিড়ের মধ্য থেকে কেউ একজন গর্জনের সুরে বলে উঠলো, "আপনি কেন এটি করেছেন?"

"আমি খুন করেছি...?" আর্থার অবাক চোখে বলে উঠলেন। "আপনারা রেগে আছেন কারণ আমি—"

"আপনি শার্লোক হোম্‌সকে মেরে ফেলেছেন!"

এই প্রথমবারের মত আর্থার পুরোপুরি বোবা বনে গেলেন, তিনি কথাও বলতে পারছেন না, নড়তেও পারছেন না। অন্যদিকে বৃদ্ধ মাঝ রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে সমানে আর্থারকে ভর্ৎসনা করে চলেছে। ভিড়ের মধ্য থেকে কয়েকজন ভালোমানুষী দেখিয়ে বৃদ্ধাকে থামতে বললেও অন্যরা আর্থারকে নিয়ে ব্যস্ত। তারা যথোপযুক্ত উত্তর চায়।

আস্তে আস্তে আর্থারের চোখেমুখে রাগ জমতে লাগলো।

দুই মাস পূর্বে এডিনবার্গে আর্থারের শৈশবের বাড়ি থেকে আশি মাইল দক্ষিণে ক্রিসটান একটি মানসিক হাসপাতালে আর্থারের বাবা-মারা যান। চার্লস ডয়েলের পাগলামী আর মাতলামীর অভ্যাস বড় ছেলের কাছ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। বছরের পর বছর বৃদ্ধাবাস থেকেই চার্লস আর্থারকে চিঠি লিখতেন। দরজায় পড়ে থাকা চিঠিগুলো দেখেই আর্থার চিনতে পারতেন এগুলো বাবার কাছ থেকে এসেছে। কেননা তার বাবা কখনোই পুরোপুরি চিঠি লিখতে পারতেন না। তার বদলে বিভিন্ন ছবি এঁকে পাঠাতেন। চার্লস আর্থার, বিভিন্ন পশু-পাখি আর তার নিজের ভয়াবহ সব ছবি এঁকে পাঠাতেন। বিশাল সব পোকার পাশাপাশি পরী, শুয়াপোকার পিঠে চড়ে বেড়াচ্ছে ভয়ংকর দর্শন সব নীল রঙের কাকের মত পাখি।

তাই বাবার মৃত্যু আর্থারকে খানিকটা নিশ্চিন্তি দিয়েছে কিন্তু যেহেতু আর্থার বাবাকে নিয়মিত দেখতে যেতেন না, তাই তার মৃত্যুর আগে জানতেও পারে নি যে বাবা সব সময় আর্থারের সব সাফল্যের বিস্তারিত বিবরণ জমা করে রাখতেন। চার্লস নিজের স্ক্র্যাপবুকে বিভিন্ন পারিবারিক দৃশ্যের ছবি এঁকে রাখতেন যেমন—টেবিলের চারপাশে পরিবারের সবাই একসাথে বসে রয়েছে। এডিনবার্গে তাদের দোতলা বাড়ির রান্নাঘর আর এসবের সাথে আরো আছে আর্থারের প্রতিটি উপন্যাসের রিভিউ। আর্থারের মা যিনি এতসব কিছু সত্ত্বেও স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন, চার্লসের মৃত্যুর পর অন্যান্য জিনিষের সাথে সাথে স্ক্র্যাপবুকটিও পান এবং আর্থারকে পাঠিয়ে দেন। শুধুমাত্র তখনই আর্থার বুঝতে পারেন যে, তিনি কি হারিয়েছেন।

বাবা কি মৃত্যুর আগে জানতেন আর্থার বিয়ে করেছেন? আর্থারের দুজন ছেলেমেয়ে আছে? বাবা জানতেন, আর্থারের দ্বিতীয় সন্তান সময়ের আগেই জন্ম

নেয়াতে তাকে দু'মাস পর হাসপাতাল থেকে বাসায় নেয়া হয়েছে?

চার্লসের মৃত্যুর সপ্তাহখানেক পরে পারিবারিক ডাক্তারের সাথে আর্থারের প্রিয় বধু তোয়ি এক সন্ধ্যায় অনেকটুকু সময় কাটিয়েছিল। তাদের সাক্ষাৎকারের পর তোয়ির দ্বিতীয় তলার শয়নকক্ষ থেকে খুব ধীরে ডাক্তার সাহেব নিচে নেমে এসে আর্থারকে জানান যে, তোয়ির ফুসফুসে জমাট বাঁধা কফের কোন চিকিৎসা নেই। এটি ক্ষয়রোগ। হতে পারে কয়েক মাসের মধ্যেই তোয়ির মৃত্যু হবে। আর্থার নিজে একজন চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও তার স্ত্রী বছরের পর বছর ধরে ক্ষয়রোগ বহন করে চলেছে, অথচ তিনি ভেবেছেন পুত্রের জন্মের পর এটি একটি স্বাভাবিক দূর্বলতা। তার দুঃখ থেকে লজ্জা বড় হয়ে উঠলো। দুজনে একত্রে আরো বেশি ভ্রমন করতে লাগলেন ট্রাইসাইকেলে করে। আর্থার আরো জোরে চালাতে লাগলেন। কেননা প্রতিটি ভ্রমনই অর্থবহ হয়ে উঠলো।

চার্লস ডয়েল বাস্তব। তোয়ি বাস্তব, সত্যি। তাদের মৃত্যু আর্থারের কাছে খুবই বিয়োগান্তক, অবহনযোগ্য অথচ শার্লোক হোম্স হচ্ছে কল্পনার একটি চরিত্র। তার মৃত্যু স্বস্তিদায়ক। বৃদ্ধা আর তার পেছনে জড়ো হওয়া ভিড় আর্থারের বাবাকে চেনে না এমনকি নামও জানে না। টাইমস, দৈনিক টেলিগ্রাফ এমনকি ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানেও চার্লস ডয়েলের মৃত্যুতে একটি লাইনও লেখা হয় নি। বছরের পর বছর তোয়ি অসুস্থতা গোপনই রয়ে গেছে। না, এসব লোক এসব তুচ্ছ, ঘৃণ্য লোকেরা আর্থারের সম্পর্কে কিছুই জানে না, তারা শুধু জানে শার্লোক হোম্সকে।

আর্থার চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না পার্শ্ববর্তী এক কনস্টেবল এসে পরিস্থিতি শান্ত করলো।

"সরে যান। এখান থেকে চলে যান।" কনস্টেবল ভিড় হটিয়ে দিলো। আস্তে আস্তে ভিড় ভেঙে সবাই চলে গেল। যদিও বৃদ্ধি যেতে যেতে যতদূর দেখা যায় আর্থারকে অভিশাপ দিতেই লাগলেন। চিকন খাটো আর পেশাদার মনোভাবের কনস্টেবলটি আর্থারের টুপি তুলে নিয়ে তার হাতে দিলো।

"ধন্যবাদ স্যার।" বলে আর্থার আপন চিন্তা থেকে সরে এসে চারপাশ সম্পর্কে সচেতন হলেন।

"এসব সম্পর্কে ভাববেন না, ডাঃ ডয়েল," কনস্টেবলটি বলে উঠলো। "আপনি মিঃ হোম্সকে যথোপযুক্ত বিদায় দিয়েছেন কিন্তু তার মৃত্যুতে খানিকটা খারাপ লেগেছে, এই যা।" টুপি নেড়ে কনস্টেবলটি ধীরে ধীরে চলে গেলো।

অধ্যায় ৬

এখন পর্যন্ত

পৃথিবী পূর্ণ হয়ে আছে খুনি আর তাদের শিকার দ্বারা;
আর কতটা ক্ষুদার্থের মতই না তারা একে অন্যকে খুঁজে ফেরে।

জানুয়ারি-০৬, ২০১০

হ্যারল্ড অ্যালোকনকুইন হোটেলের দ্বিতীয় তলার অভ্যর্থনা কক্ষে প্রবেশ করলো। বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে রুম ভর্তি শার্লোকিয়ানরা একে অন্যের সাথে হাসের মত প্যাক প্যাক করছে কিন্তু তারা চার দেয়ালের মাঝে শুধু একত্রিতই হয়েছে, তাদের মাঝে সমাবেশসুলভ কোন মনোভাব নেই।

শত শত শার্লোকিয়ান নক্ষত্র চেয়ারে বসে আছে। যদিও কেউই সত্যি বসে নেই। হ্যারল্ডের কাছে মনে হচ্ছে তারা তাদের চেয়ার থেকে অন্তত ইঞ্চিখানেক উপরে ভাসছে। তারা মৌমাছির মত গুঞ্জন করে একে অন্যের সাথে বিভিন্ন ধরনের উড়ো খবরাখবর চালান করছে। হ্যারল্ড এ জাতীয় বিভিন্ন ধরনের কথা থেকে কিছু কিছু শব্দ জোর দিয়ে বলতে শুনলো : "দেরি," "এলেক্স ," "হারিয়ে গেছে।"

একটি খালি চেয়ারের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হ্যারল্ড এক ইংরেজ অংশগ্রহণকারীর সাথে ধাক্কা খেল, যার নাম সে মনে করতে পারছে না। মহিলাটি ঘুরে দাঁড়াতেই শক্ত করে বাধা চুলের পাশ দিয়ে চশমার মোটা কাঁচ দেখা গেল। কেউ বিশ্বাসই করতে পারবে না, এতটা মোটা চশমা কেউ পড়তে পারে কিন্তু সে পরেছে।

"কিছু কি ঘটেছে?" নিজের অজ্ঞতাকে ঢাকার চেষ্টা করতে করতে হ্যারল্ড বলে উঠলো।

"এলেক্স দেরি করছে," মহিলা দ্রুত বলে উঠলো। "তার রুমে ফোন করেও তাকেও পাওয়া যায় নি। এলেক্স হারিয়ে গেছে।" সে আরেকটু বিস্তারিতভাবে বললো।

"ওহ্ ঈশ্বর!" হ্যারল্ড বলে উঠলো। তার চোখে গতরাতে এলেক্সের নার্ভাসনেসের ছবি ভেসে উঠল। এলেক্সের মনে হচ্ছিল কেউ তাকে অনুসরণ করছে। এটি হতে পারে না...

হ্যারল্ডের বা পাশে ছোটখাটো কমবয়সী দেখতে আরেক মহিলা বসে ছিল। সে

ফিরতেই বাদামি রঙের কোঁকড়া চুল পাশ থেকে ঝাপটা দিয়ে উঠল আর তার চোখ তো সামনের দিকে। সারা রুম তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফিরছে কী যেন।

খুবই আস্তে হ্যারল্ড বলে উঠলো, "হ্যা।"

তরুণী হ্যারল্ডের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই দুজনের চোখাচোখি হলো। হ্যারল্ডের মনে হলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাকে চমকে দিয়েছে। "এক্সকিউজ মি," খুবই আন্তরিক ভঙ্গিতে মেয়েটি বলে উঠলো, "আপনি কি কিছু বলেছেন?"

"আমি...উমমম...হ্যা, হ্যা।"

"দুঃখিত এখানে এত শব্দ হচ্ছে চারপাশে যে আমি আপনার কথা শুনতে পাই নি। আপনি যেন কী বলেছিলেন।"

"হ্যা।"

মেয়েটি অবাক হয়ে গেল, "হ্যা?"

"হ্যা, আমি বলেছি...হ্যা। এখানে সত্যিই বেশ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।"

অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থেকে মেয়েটি যেন তাকে মেপে দেখলো। "খুব ভালো।" বলে সে আবার অন্যদিকে ফিরে গেল।

হ্যারল্ড লজ্জা পেয়ে গেল। তারপর প্রায় বাধ্য হয়েই বিভিন্ন কথা বলা শুরু করে দিল। তার খুব ভয়ংকর একটি অভ্যেস আছে। যখন সে খুব নার্ভাস হয়ে পড়ে আর কি বলবে বুঝতে পারে না, তখন দ্রুত বিভিন্ন প্রাসংগিক অপ্রাসংগিক কথা বলা শুরু করে দেয়। আশা করে, তাদের কোন একটি নিশ্চয় সঠিক হয়ে যাবে।

"আপনি কি এখানে বক্তৃতা শুনতে এসেছেন? আমি হ্যারল্ড। বাইরে কি এখনো বৃষ্টি হচ্ছে? হ্যারল্ড হোয়াইট।"

অবাক হয়ে মেয়েটি ভ্রু কুঁচকে চিন্তায় পড়ে গেল হ্যারল্ডের কোন কথাটার জবাব দেবে।

"হ্যারল্ড," সে বলে উঠলো। তারপর হ্যারল্ডের কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলে উঠলো, "আপনি কি এলেক্স কেলকে চেনেন?"

"আমরা বন্ধু," এতক্ষণে কথা বলার মত একটা যুৎসই বিষয় পেয়ে হ্যারল্ড স্বস্তি বোধ করলো। "ঠিকভাবে বলতে গেলে বন্ধুর মতো। আমি তাকে গত রাতে দেখেও ছিলাম এই হোটেলে।"

"কাল রাতে সে এখানে ছিল?"

"হ্যা, সে বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল।" তার মনে হলো সে মেয়েটিকে আরো চমকপ্রদ কিছু খবর দিতে পারে। "তাকে খুব নার্ভাস লাগছিল। বলছিল কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন–সে নাটকীয়তা বাড়াতে চেয়েছে।"

মেয়েটি হ্যারল্ডের ডিয়াস্টকার টুপির দিকে তাকালো। ডান চোখ দিয়ে সেদিকে ইশারা করে বললো, "আমার মনে হয় আপনারা উভয়েই একই। আপনার কি মনে

হয়, কেউ তাকে অনুসরণ করছিল?"

এটি একটি কঠিন প্রশ্ন।

"না, হতে পারে। আমি বলতে চাইছি, এটি কি বেশি মাত্রায় অতিকল্পনা হয়ে যাচ্ছে না। ঠিক আছে হয়তো এটি অতি কল্পনাও নয় কিন্তু..." মেয়েটির ভেতর কিছু একটা আছে, হ্যারল্ড তাই কথা বলতে চাইছিল। সে কি একজন সাংবাদিক? কয়েক মাস পূর্বে এলেক্স কেল তার আবিষ্কারের কথা প্রচার করার পর থেকেই বেকার স্ট্রিট ইরেগুলার্সের সদস্যরা বিভিন্ন সাংবাদিকদের কাছ থেকে অনুরোধ শুনে আসছিল এই জানুয়ারির সম্মেলনে যোগ দেবার অভিপ্রায়ে। পেশাদার শার্লোক হোম্স বিদার্থী অবশ্য মিডিয়াতে কোন প্রকার প্রচার পাবার আগ্রহী না। এই বিষয়েও তাদের সুনির্দিষ্ট নীতি আছে। সাপ্তাহিক বক্তৃতার সময় শার্লোকিয়ানদের অন্তর্ভূক্ত কোন সংস্থার সদস্য ছাড়া আর কেউই যোগ দিতে পারবে না।

নিজেকে থামিয়ে দিয়ে হ্যারল্ড মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো, "এক্সকিউজ মি, আপনি কে?"

হাসি হাসি মুখে উত্তর এলো, "সারাহ্ লিন্ডসে। আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম," বলে সারাহ্ তার হাত বাড়িয়ে দিল হ্যান্ডশেকের জন্য।

"আপনি কোন সংস্থার সদস্য?" হ্যারল্ড জিজ্ঞেস করলো।

"ওহ্ না, আমি একজন সাংবাদিক। অ্যালেক্স কেল আর হারিয়ে যাওয়া ডায়েরি নিয়ে নিয়ে কাজ করছি," সারাহ্ বললো।

"তাহলে কিভাবে এখানে এলেন?"

কাঁধ ঝাকিয়ে সারাহ্ উত্তর দিলো, "জেফরি অ্যাঙ্গেলস। আমরা কয়েকবার ই-মেইল আদান প্রদান করেছিলাম আর তিনিই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন।"

হ্যারল্ডের কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকলো। যদি জেফরি সারাহ্কে এখানে নিয়ে এসে থাকে তাহলে এ সম্পর্কে কিছু বলে নি কেন?

সারাহ্ বলে চললো, "তিনি একজন চমৎকার মানুষ। আপনিও কি একজন ইরেগুলার?"

"হ্যা," বলে হ্যারল্ডের মনে হলো সে ইতোমধ্যে এলেক্স কেল সম্পর্কে কত কথা জানে সব সারাহ্কে বলে ফেলেছে গতরাতে তার অদ্ভুত আচরণ, তার ভয় সবকিছু। সারাহ্র কাছে এলেক্স আর ইরেগুলার্সদেরকে এখন বোকা মনে হবে। ইরেগুলার্স পোশাক পরিচ্ছদ, তাদের নাটকীয় ভাব, সদস্য হওয়া সবকিছুকেই হাস্যকর মনে হবে। হঠাৎ করে হ্যারল্ডের মুখ শুকিয়ে নার্ভাস লাগতে লাগলো।

"আমার এখানে আসা নিয়ে আপনি কি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে গেছেন? দয়া করে এরকম কিছু ভাববেন না," সারাহ্ আত্মপক্ষ সমর্থনে বলে উঠলো।

"না, আমি জানি না আপনি কি বোঝাতে চাইছেন। আসলে সাংবাদিকদের

ব্যাপারে আমাদের কিছু নিয়ম আছে। সত্যিকার অর্থে বলতে চাইলে অজানা যে কারো সম্পর্কেই এটি প্রযোজ্য। আমি চাই নি," হ্যারল্ড তাড়াতাড়ি বলে উঠলো।

"ঠিক আছে, হ্যারল্ড। আপনি কেন শুধু শুধু চিন্তিত হচ্ছেন? আপনার টুপি নিয়ে ঠাট্টা করেছি বলে? নাকি সেসব ছোট পাইপ নিয়ে যা অর্ধেকের বেশি মানুষ তাদের কোটের পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে?"

হ্যারল্ড হেসে ফেলল এই ভেবে যে সারাহ্ বেশ মজার।

"দেখুন" সে বলে উঠলো, "আমরা একটি শার্লোক হোম্‌স সম্মেলনে আছি। আপনার কাছে অদ্ভুত লাগবে না যদি আমি একটি ডিয়ারস্টকার টুপি না পরি?"

"অবশ্যই, যদি আপনি উনিশ শতকের একটি গোয়েন্দা চরিত্রের উপর বিশেষজ্ঞ হন তাহলে আপনার অবশ্যই সে রকম কাপড় পরা উচিত কিন্তু একজন ইরেগুলার হওয়ার পক্ষে আপনি কি একটু বেশি তরুণ নন?"

"হতে পারে আমি সর্বকনিষ্ঠ ইরেগুলার কিন্তু এ ব্যাপারে কারো চেয়ে কোন অংশে কম জানি না," হ্যারল্ডের তড়িৎ জবাব।

"আমিও তাই মনে করি," সারাহ্ বলে উঠলো। "আপনার কাছে হয়তো প্রমাণও চাইবো।"

এসময় রুমের সামনের অংশ থেকে আওয়াজ এসে তাদের আলোচনা থামিয়ে দিল। মঞ্চে উঠে জেফরি মাইক্রোফোন ঠিক করছেন।

"হ্যা, কাজ হচ্ছে। ওয়ান-টু-থ্রি, হ্যা। আপনারা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন?" গভীর শ্বাস নিয়ে জেফরি তার সামনে কিছু নোটস মেলে ধরলো। "ভদ্রমহিলা এবং মহোদয়গণ, আজকের সকালের সবচেয়ে সম্মানিত অতিথি আলেকজান্ডার কেল আসার আগে আমি কিছু কথা বলতে চাই। তিনি আসার পরেই আমি কথাগুলো বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু নিশ্চিত অনেক বছর আগে এক সন্ধ্যায় সাসেক্সে থাকতে যে আমরা ড্রিংক করেছিলাম তা নিয়ে রসালো কৌতুক শুনে মিঃ কেল তার সময় বরবাদ করতে চাইবেন না।"

সারা রুম জুড়ে শুরু হয়ে গেল ফিসফিস আওয়াজ।

"এটি একটি মজার গল্প," হ্যারল্ড সারাহ্‌কে বলে উঠলো। "খুবই দূর্বল একটি পরিকল্পনা করে ঘোড়াশালায় যাওয়া।"

"স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, ১৯৩০ সালের ৭ জুলাই পরলোকগত হন। রেখে যান আঠাশটি উপন্যাস, একশোটিরও বেশি ছোট গল্প, আত্মিকবাদের উপর সাতটি বই–চারটি স্মৃতিকথা এবং চিঠি-ডায়েরির এক বিশাল সংগ্রহ যা সাথে সাথে একদল আগ্রহী বিদ্বানদের তত্ত্বাবধানে চলে আসে। তার চিঠি এবং ডায়েরি থেকে আমরা একজন ভিন্ন কোনান ডয়েল সম্পর্কে জানতে পারি। কখনো তাকে মনে হয় চিরকালীন স্কুলপড়ুয়া কোন বালক, আবার কখনো মনে হয় পীড়িতদের

সেবাদানকারী কোন নাইট। আমরা তাকে দেখেছি আবেগপ্রবন হয়ে একজন তরুণ ভদ্রমহিলার সাথে মানসিকভাবে ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়তে যেটি কখনোই শারীরিক ভালোবাসা পর্যন্ত যায় নি, এ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যদিও তার স্ত্রী খুব ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করেছেন। আবার কখনো কখনো তিনি নিজের লেখার প্রতিই বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আর এসব সম্পদতুল্য উপাদানকে একত্রিত করেই পণ্ডিতেরা অসাধারণ সব জীবনী লিখেছেন।" জেফরি ধীরে ধীরে বলে চললেন। "এরকমই কিছু বিদ্বান ব্যাক্তি যারা আগস্ট ইনস্টিটিউটের সদস্য হলেন এন্ড্রু লিসেট, জন ডিকসন কার, মার্টিন বুথ, আর সম্ভবত নির্দিষ্টভাবে ডানিয়েল স্টাশোয়ার যারা জন ওয়াটসনেরও বন্ধু আর সাহিত্যের এজেন্ট।"

সারাহ্ কৌতুহলী হয়ে উঠলো, "বন্ধু এবং সাহিত্যিক এজেন্ট?"

হ্যারল্ড ফিসফিস করে বলে উঠলো, "হ্যা, বিচক্ষণ জেফরিকে স্বাগতম। বেশির ভাগ শার্লোকিয়ান মনে করে হোম্‌স সত্যিই সত্যি ছিলেন, কোনান ডয়েল তাকে উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে প্রকাশ করে নিজস্বতা বজায় রেখেছেন। ডয়েলিয়ান বিরোধীরা শার্লোকিয়ানদেরকে নির্বোধ মনে করে। জেফরি যদি ডয়েলকে গল্পের লেখক হিসেবে স্বীকার করে, অর্ধেক রুমই গালিগালাজ শুরু করে দেবে। তাই শার্লোকিয়ানদের পক্ষ নেয়াই ভালো। ডয়েলিয়ানরা তুলনামূলকভাবে কম বিদ্রোহী হয়।"

"আমি কখনোই আর আপনাদেরকে নিয়ে মজা করবো না," সারাহ্ বলে উঠল।

জেফরি বলে চললেন "...স্টামোয়ার ডয়েলের কাজ আর জীবন নিয়ে সবচেয়ে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন কিন্তু মানুষটির জীবনী অর্ধসমাপ্ত রয়ে গেছে। ডয়েলের মৃত্যুর পরে 'আন্ডারশ'তে তার পাঠকক্ষে সমস্ত কাগজপত্র পরিস্কারভাবে গোছানো পাওয়া গেলেও ১৯০০ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত লেখা ডায়েরিটি পাওয়া যায় নি। গুজব ছড়িয়ে পড়লো তার ছেলেমেয়েরা কেউ ব্যক্তিগতভাবে বিক্রির জন্য এটিকে কোথাও লুকিয়ে ফেলে কিন্তু এ ধরনের কোন কিছুও কখনো শোনা যায় নি। বস্তুত কিছু নকল ব্যতীত গত আশি বছরেও এটির কোন হদিস পাওয়া যায় নি। যদিও নকলগগুলো দ্রুতই ধরা পড়ে যায়," একটু থেমে গভীরভাবে দম নিয়ে হেসে জেফরি যোগ করলেন। "এখনো পর্যন্ত।"

সারা রুম ফেটে পড়লো হাততালিতে প্রতিক্রিয়া দেখে জেফরি আবারো বলে উঠলেন, "এখনো পর্যন্ত আলেকজান্ডার কেলকে ব্যক্তিগতভাবে এবং পেশাগত দিক থেকে একজন শার্লোকিয়ান পণ্ডিত এবং সমালোচক হিসেবে আপনারা সবাই জানেন। বিশ বছর ধরে তিনি এই ডায়েরিটি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কোনান ডয়েলের সর্বশেষ রহস্য সমাধান করাকেই তিনি জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছেন আর সম্প্রতি তিনি এ কাজ শেষও করেছেন। আজ তিনি এখানে আছেন–" বলে এলেক্স এসে

পৌছেছে কিনা দেখার জন্য জেফরি পিছুন ফিরে তাকালেন কিন্তু এলেক্স কেল তখনো এসে পৌছায় নি–"হারিয়ে গিয়েও পুণরায় আবির্ভূত হওয়া ডায়েরিটির রহস্য আমাদের সামনে উন্মোচন করার জন্য। যার প্রথমেই আছে কেন এটি অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে পাওয়া যায় নি। আর এতদিন কোথায়ই বা লুকিয়ে ছিল? কিন্তু হোম্‌স সম্পর্কে জানার জন্যে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, এই সংক্ষিপ্ত সময় টিতে কোনান ডয়েল কি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

এই সময়টি তখনকার যখন কোনান ডয়েল মাত্র বোয়ার যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যদের চিকিৎসা শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে ছিলেন। একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে একজন চিকিৎসক হিসেবে ডয়েল বিভিন্ন ভ্রমনে গিয়েছেন এবং দেশবাসীকে যুদ্ধের যথার্থতা জানানোর জন্য গ্রীষ্মে ইংল্যান্ডে ফিরে এসেছিলেন। তিনি এডিনবার্গে তার শৈশবের জায়গায় পার্লামেন্টের সদস্য হবার জন্য লড়ে অল্পের জন্য হেরে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি রাজনীতি, ঐতিহাসিক উপন্যাস আর নাটকে মনোনিবেশ করেন। ততদিনে শার্লোক হোম্‌সের মৃত্যুর পর সাত বছর পার হয়ে গেছে। আর কোনান ডয়েলের সবকিছু পড়ে জানা যায়, শার্লোক হোম্‌সের অভাব তিনি অনুভ করতেন না।"

"তারপর হঠাৎ করে ১৯০১ সালের মার্চ মাসে 'স্ট্র্যান্ড' ম্যাগাজিনের এইচ, গ্রিনহিউ স্মিথকে লেখা একটি চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি, কোনান ডয়েল তার মৃত্যুর পূর্বে হোম্‌সকে নিয়ে নতুন করে সিরিয়াল লিখতে চান। এই গল্প, *দি হাউন্ড অব বাস্কারভিলস* তার কাজকে অন্যতম উচ্চতায় নিয়ে যায়। পরবর্তী ছোট গল্প *দি অ্যাডভেঞ্চার অব দি এম্পটি হাউস*, যেটি ১৮৯৪-এর পর হোম্‌সকে পূণর্জীবিত করে তোলে তা নিয়ে সারা লন্ডন উত্তেজিত হয়ে যায়। যেখানে আমরা দেখতে পাই, হোম্‌স তার নিজের মৃত্যু নিয়ে মরিয়াটিকে ধোঁকা দেয় এবং ১৮৯১ থেকে পরবর্তী তিন বছর বিশ্বভ্রমন করে অবশেষে সবকিছু পুণরায় ঠিক করার জন্য ফিরে আসে। এই জাদুকরী জটিল কাহিনী যেখানে হোম্‌সকে ভাবা হয়েছে মৃত অথচ যে আছে দেশের বাইরে–একেই আমরা আপনারা সবাই জানেন, *দি গ্রেট হায়াতাস* নামে ডাকি। এই এই সময়ে হোম্‌সের কার্যকলাপ সম্পর্কে আমরা যতটা জানি ডয়েলের সম্পর্কে ততটা জানি না। এসময় কি এমন পরিবর্তন ঘটেছিল যার কারণে তিনি হোম্‌সকে নতুন জীবন দিলেন? যদিও প্রকাশকরা সবসময় তার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতো আরো একটি হোম্‌সের রহস্য-কাহিনীর জন্য কিন্তু তার নিশ্চয়ই অর্থের প্রয়োজন ছিল না? সুতরাং কেন এটি হয়েছিল? আর হঠাৎ করেই বা কেন হয়েছিল? এটিই সেই সময় যখন তার চিন্তাভাবার জগৎ সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণই অজ্ঞ। এখনো পর্যন্ত।"

"তিনি কি এটা ইতোমধ্যেই বলে দেন নি?"

"শ-শ-শশ..."

কিন্তু এখানে আর তেমন কিছু শোনার ছিল না। শেষবারের মতো জেফরি পেছন দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিলেন, না, অ্যালেক্স বলরুমে এখনো প্রবেশই করে নি। রুম ভর্তি সবাই আবার হাঁসের মতো প্যাক-প্যাক প্যাক শুরু করতেই জেফরি মঞ্চে ফিরে এসে নিঃশব্দে সবার শান্ত হবার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

"ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, মনে হচ্ছে আমরা আমাদের হাতে টাটকা একটি রহস্য পেয়েছি।" সারা রুম জুড়ে হট্টগোল আর হাসি ছড়িয়ে পড়লো। "আপনারা চাইলে আমি এখনই এর তদন্ত শুরু করতে পারি।"

জেফরি মঞ্চ থেকে নেমে আসার আগেই নতুন উদ্যমে রুম জুড়ে তর্ক বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। উত্তেজিত হয়ে শার্লোকিয়ানরা দাঁড়িয়ে গেল আর বুঝতে পারলো তাদের কোথাও যাবার নেই। টোকিওর সবচেয়ে বড় শার্লোকিয়ান দলের প্রধান ঠাণ্ডা মাথার সাটোরু ইশিকে হ্যারল্ড চিনতে পারলো। সে ভিড়ের সামনে দাঁড়িয়ে বাস্তবিকই কিছু একটা করার জন্য ফেটে পড়লো।

এসব দেখে হ্যারল্ড সারাহ্‌কে বলে উঠলো, "সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে আপনি আপনার গল্পের জন্য দারুণ খবর পেয়ে গেছেন।" তারপর সে ফিরে দেখে সারাহ্ তার জায়গায় নেই। হ্যারল্ড উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখতে থাকে সারাহ্ জুতার ক্লিক ক্লিক শব্দ কাঠের মেঝেয় কোথাও হচ্ছে কিনা।

অন্যদিকে সারাহ্ নির্ভুলভাবে জেফরির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু জেফরি এখন শার্লোকিয়ানদের প্রশ্নের হাত থেকে বাঁচার জন্য তাড়াতাড়ি সরে যেতে উদ্যত।

কোন কিছু না ভেবে হ্যারল্ড সারাহ্‌র পিছু নিল। নিজেকে পরে এই বলে বুঝ দিল যে, সারাহ্‌র প্রশ্নবাণের হাত থেকে বাঁচতে জেফরির হ্যারল্ডের সাহায্য দরকার কিন্তু সত্যিকার অর্থে হ্যারল্ড সারাহ্‌কে সাহায্য করার কথাই উপলব্ধি করেছে।

কিন্তু হঠাৎ করেই এসব রহস্য অনুসন্ধানীদের পাশ কাটিয়ে সারাহ্ নিঃশব্দে দরজার বাইরে চলে গেল। হ্যারল্ড যে-ই না বন্ধ দরজা খুলে করিডরে এলো, দেখা গেল চারপাশ বড় বেশি নির্জন। সেখানে সারাহ্‌র কোন চিহ্নই নেই।

গোলকধাঁধার মতো হলওয়ে অথবা ব্যস্ত লবির কোথাও সারাহ্‌কে দেখতে পেল না হ্যারল্ড কিন্তু এলিভেটরের কাছে খোলা দরজা দিয়ে সারাহ্‌র চুল দেখতে পেল সে। সবকিছু অগ্রাহ্য করে হ্যারল্ড জোরে দৌড় দিল সেদিকে।

অসম্ভব জোরে দৌড়ে এলিভেটরের কাছে পৌছে গেল সে। তার হাত, হাঁটু উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো। একেই বোধহয় 'দৌড়ানো' বলে, হ্যারল্ড ভাবলো। একদম ঠিক সময়ে এলিভেটরের দরজায় হাত রাখলো আর প্রতিক্রিয়া দেখে সন্তুষ্ট হয়ে গেল সে। এলিভেটরের দরজা পুণরায় খুলে গেল।

"আপনি কি আমাকে অনুসরণ করছেন?" সারাহ্ বলে উঠলো।

হাপাতে হাঁপাতে হ্যারল্ড এলিভেটরের ভেতরে ঢুকে সোনালী রেলিংয়ে ভর দিয়ে নিজেকে স্থির করলেন।

"গভীরভাবে দম নিন। আপনি ঠিক হয়ে যাবেন," সারাহ্ বললো।

"আমরা...হা...আমাদেরকে অবশ্যই...হা...পিছনের সিঁড়ি দিয়ে...হা-হা-হা," হ্যারল্ড হাঁপাতে হাঁপাতে শুধু এটুকুই বলতে পারলো।

"ঠিকভাবে বলুন....".সারাহ্ বলে উঠলো।

হ্যারল্ড সর্বোত্তম চেষ্টা করছে সারাহ্কে সামনের সিঁড়ি দিয়ে নামা থামাতে কিন্তু যখনই তার নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এলো, আরেকটি যান্ত্রিক ব্যাপার ঘটলো। তারা এগারো তলায় পৌছে গেল। সারাহ্ আলোকিত করিডোরের উদ্দেশ্যে হাটা ধরলো, হ্যারল্ডও পিছু নিল।

১১১৭ নাম্বার রুমের সামনে পৌছে সারাহ্ দরজায় দু'বার বন্দুত্বসুলভভাবে টোকা দিল। দরজার হাতলে 'ব্যক্তিগত গোপনীয়তা কাম্য' সাইন ঝুলছে। তারা অপেক্ষা করতে লাগলো।

"আপনি কিভাবে জানেন সে কোন্ রুমে আছে?" হ্যারল্ড জিজ্ঞেস করলো।

হেসে সারাহ্ উত্তর দিল, "আমি খুব নম্রভাবে জিজ্ঞেস করেছিলাম।"

সে আবার দরজায় টোকা দিয়ে কিছুই হয় নি এমনভাবে "এলেক্স?" বলে ডেকে উঠলে হ্যারল্ডও তার সাথে যোগ দিল।

"এলেক্স, আমি হ্যারল্ড হোয়াইট। আপনি কি জেগে আছেন?"

আবারো তারা কোন উত্তর পেল না। হ্যারল্ড প্রাইভেসি সাইন-এর দিকে তাকালো।

কয়েক মুহূর্ত পরে হ্যারল্ড অধৈর্য হয়ে উঠতেই হলওয়ে ধরে এগিয়ে আসা পায়ের আওয়াজ পেল। সে আর সারাহ্ ঘুরতেই দেখলো কালো স্যুট পরা এক ব্যক্তি। জেফরি লোকটিকে অনুসরণ করে আসছে, যেমনটি করেছিল হ্যারল্ড, সারাহ্র পিছু। হ্যারল্ড ভাবলো তিনি নিশ্চয়ই হোটেলের ম্যানেজার।

"তুমি কে?" জেফরি সারাহ্কে জিজ্ঞেস করে উঠলো।

"হাই, আমি সারাহ্ লিন্ডসে। সারা সপ্তাহ ধরে আমরা ই-মেইল দেয়া নেয়া করেছিলাম।"

জেফরির চেহারায় বিতৃষ্ণা দেখা দিল। তিনি বলে উঠলেন, "আমরা করেছিলাম বৈ কি, কিন্তু আমার মনে আছে তোমাকে বলেছি কোন অবস্থাতেই তুমি আজকের বক্তৃতায় অংশগ্রহণে করতে পারবে না। তুমি এখানে কি করছো তাহলে?"

উত্তরে সারাহ্ মৃদু হাসলো।

"সাংবাদিকেরা কোন উত্তরে না শুনতে পারে না, তাই না?" জেফরি বললেন।

সারাহ্ জেফরির সঙ্গির দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। "দরজায় কোন উত্তর পাওয়া

যাচ্ছে না জিম," সারাহ্ বললো। মানুষটি উত্তর না দিয়ে সারাহ্কে পাশ কাটিয়ে গিয়ে দরজায় নক করতে লাগলো।

"মি: কেল?" একটু বিরতি দিয়ে সে আবার বলে উঠলো "মি: কেল? আমি জিম হ্যারিম্যান। হোটেলের কোয়ালিটি পরিচালক।"

হ্যারল্ডের মনে হলো এটি ম্যানেজার শব্দের বিকল্প কিছু।

"আপনার বন্ধু মি: অ্যাঞ্জেলস বলছেন আপনি একটি অনুষ্ঠানের জন্য দেরি করে ফেলছেন। তাই আমি নিশ্চিত হতে এসেছি সত্যিই এখানে কিছু ঘটে নি। মি: কেল?" এখনো কোন জবাব নেই। এরপর জিম তার ওয়ালেট থেকে একটি ইলেক্ট্রনিক চাবি কার্ড বের করে দরজার তালা খুলে ফেললেন।

"আপনারা সবাই দয়া করে অপেক্ষা করুন," বলে জিম দরজার হাতলে হাত রাখলো।

সারাহ্ বলে উঠলো, "এখানে সবাই তার বন্ধু, কিছু ঘটে থাকলে তারা সাহায্য করতে পারবে।"

হ্যারল্ড খেয়াল করলো এ ব্যাপারে সারাহ্ তার কোন ভূমিকার কথা বলে নি।

মেয়েটির উৎসাহী মুখের দিকে তাকিয়ে হারিম্যান জেফরির দিকে তাকালো প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য। সে কিছু দেখালো না। এক মুহূর্ত ভেবে ম্যানেজার হুকের মত দেখতে দরজার হাতল নামিয়ে দিল।

হ্যারল্ডের মনে হল তার কাঁধের মাংসপেশী বেয়ে শিরদাড়া দিয়ে ঠাণ্ডা কিছু নেমে গেল যা তার পা পর্যন্ত পৌছে আঙুলগুলোকে জমিয়ে দিল। এমনকি রুমটির গুমোট বাতাসে হলের আলো পৌছানোর পূর্বেই সে জেনে গেল খুবই খারাপ কিছু ঘটেছে।

চোখে আলো সয়ে আসতেই হ্যারল্ড দেখতে পেল, ঘরময় ড্রয়ারগুলো ছড়ানো ছিটানো। ল্যাম্পশেড উল্টে আছে, আর কার্পেটের উপরে শার্ট পরা কেউ পড়ে আছে। আধখোলা আলমারি, স্তুপ করা কাপড় মেঝেতে ছড়ানো, চারপাশে তুষারপাতের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য কাগজ।

হ্যারল্ড ভেতরে পা দিল। পেছনে সারাহ্, জেফরি আর ম্যানেজার হ্যারিম্যান। একত্রে চার জোড়া ভারি পা ভেতরে প্রবেশ করলো।

"এলেক্স?"

"এলেক্স?"

"এ...লেক্স...?"

"...এলেক্স?" তারা সবাই নাম ধরে ডাকতে লাগলো। প্রতিধ্বনি হয়ে কেবলই শব্দ আসতে লাগলো ফিরে ফিরে।

সবকিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় রুমটিকে আরো অন্ধকার মনে হতে লাগলো।

অন্ধকারের মাঝে পর্দাগুলোকেও জোরে করে আটকে রাখা হয়েছে। বাথরুমের দরজা আর ক্লোসেটের সামনে অল্প একটু পথ দিয়ে হ্যারিম্যান কোনমতে ডান দিকের দেয়ালের সাথে লাগোয়া কাপড় বদলের জায়গায় এগিয়ে গেল। একটু দূরে একটি কাঠের ডেস্কও রয়েছে রুমের কর্নারে। সামনের বা পাশে খালি জায়গা দেখা যাচ্ছে। বিছানা নিশ্চয়ই এখানটাতেই রয়েছে।

হ্যারল্ড দেখতে পেল জিম কর্নারে গিয়ে মাঝপথেই থেমে গেল। তাকিয়ে দেখলো জেফরিও একই কাজ করেছে। জেফরির ভ্রু মাথা পর্যন্ত পৌঁছে বয়সী মানুষটি সারা শরীরে একটা ঝাঁকুনি খেলে গেল। সারাহ্ গিয়ে জেফরির পাশে দাঁড়ালো সাথে সাথেই ঘুরে খুব জোরে শ্বাস ফেললো। অন্ধকারেও তার চেহারার শূন্যতা চোখ এড়ালো না।

হ্যারল্ড এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে তার নার্ভ শক্ত করে এগিয়ে গেল। সারাহ্‌র পেছনে এসে থেমেই আবার উল্টো দিকে ঘুরে গেল হ্যারল্ড আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টলে পড়ে যেতে লাগলে সারাহ্‌র কাঁধ খামচে ধরল সে। আচমকা মনে হল সারাহ্ অনেক লম্বা হয়ে গেছে। তার দৃষ্টি ঘুরে বেড়াতে লাগলো আগোছালো বিছানা, বালিশ, খাকি রঙের হোটেলের ফোনের উপর। রিসিভার হুক থেকে নামানো মেসেজের লাল লাইট মনে হলো হ্যারল্ডের নিঃশ্বাসের তালে তালে মিটমিট করে জ্বলছে। লাউঞ্জের চেয়ার আর মানানসই গদি, ছেড়াখোড়া কাগজ, এক জোড়া প্যান্ট আর কিছু বইও রয়েছে ছিটানো অবস্থায়। অবশেষে হ্যারল্ডের দৃষ্টি এসে নিবদ্ধ হলো মেঝের উপর পড়ে থাকা এলেক্স কেলের মৃতদেহের উপর।

অধ্যায় ৭

রক্তচোষা

"[সে] একজন বিশ্বস্ত বন্ধু এবং মধ্যযুগীয় ভদ্রলোক।" হাত ধরে হোম্‌স বললো। এটি আমাদের জন্যে যথেষ্ট; এখন এবং চিরকালেও।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ইলাস্ট্রিয়াস ক্লায়েন্ট*

ডিসেম্বর ১৮, ১৮৯৩

লন্ডনকে আর্থারের কাছে খুব আজব মনে হয়। মনে হয় অদ্ভুত সব লোক তাদের অদ্ভুত সব পথ ধরে চলেছে। তিনি ক্যাপ্টেন নিমোর মতো ভাবতে লাগলেন, সভ্যতা থেকে বিচ্যুত হয়ে চারপাশ ঘিরে আছে অজানা সব প্রাণীতে। এই অশুভ দিনটির বাকি সময়টুকুতে ওস্ট্যান্ড এমনকি সিম্পসন, যেখানে তিনি ডিনার করেন অনেক চোখ তাকে অনুসরণ করে গেল। এমনকি হোটেলের মাঝে যতক্ষণ তিনি পেপার পড়লেন আর কিডনি পাই খেলেন প্রতিটি কর্নার থেকে সবাই দেখতে লাগলো। টাইম্‌স পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় তিনি দেখতে পেলেন লন্ডনের কার্টুনিস্টারাও 'রক্ত সহভাগিতা'সুলভ কার্টুন এঁকে রেখেছে। একটি নিষ্ঠুরভাবে আঁকা ছবিতে দেখা গেল এক বাচ্চা ছেলে হোম্‌সের শেষ গল্প পড়ছে আর তার চোখেমুখে জড়িয়ে আছে মোহমুক্তির দুঃখ। একটি জেনারেশনের শৈশব নষ্ট করার সাথে আর্থার দণ্ডিত হয়ে গেলেন।

তিনি ড্রয়িংটির উপর থু থু ছিটিয়ে দিয়ে পেপারের উপর কিডনি পাইয়ের ঝোল ফেলে দিলেন। গরম ঝোল লেগে বাচ্চা চেলেটির মুখ ঝলসে গেল, কালি ছড়িয়ে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল ফিচারটি। কৌতুহলের বশে আর্থার চামচ দিয়ে মটরদানা আর গাজর তুলে নিলেন প্লেটে। বিনিময়ে সংবাদপত্রের উপর আরো কয়েক ফোঁটা বাদামি ঝোল ঢেলে দিলেন, তারপর পুরো চামচ ভর্তি ঝোল, যতক্ষণ পর্যন্ত না পেপারটি দুমড়ে মুচড়ে ছিড়ে গেল।

আর্থার সিম্পসন হোটেলের চারপাশে চোখ বুলালেন, কেউ তার এই অনন্য শিল্পকর্মটি দেখেছে কিনা। কেউই দেখে নি। অথবা সবাই দেখেছে আর রেগে গিয়ে তার চারপাশে ফিসফিস শুরু করে দিয়েছে। নিশ্চিত করে কিছুই বোঝা গেল না।

পথিমধ্যে আর্থার বিভিন্ন কাজে ঘুরে বেড়ালেন, বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে দেখা করলেন। তার অ্যাটর্নি, ফার্মেসি। হঠাৎ করে মনস্থির করে তৎক্ষণাৎ কিছু দোকানে

ঘুরে বেড়ালেন যাদের নাম তিনি স্মরণ করতে পারছেন না।

এক ধরনের রহস্যময় একাকীত্ব ঘিরে ধরলো আর্থারকে। আর্থার আগেও অনেক মানুষের ঘিরে থাকা সত্ত্বেও একাই ছিলেন কিন্তু তার অবস্থা এখন পাগলখানায় একমাত্র সুস্থ ব্যক্তির মতো আর এটাই একাকীত্ব। এর আগেও তার জীবনে এরকম নিঃসঙ্গ মুহূর্ত এসেছিল। একজন চিকিৎসক হিসেবে প্র্যাকটিস শুরু করার সময়ে আর্থার তার উজ্জ্বল অথচ শূন্য অফিসে দীর্ঘ আর একঘেয়ে সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা কাটিয়েছেন। সস্তাদরের ডেস্কের উপর বসে বসে দরজায় কোন রোগীর পদশব্দ শোনার আশায় বসে থাকতেন। সে সময় থেকেই গল্প লেখা শুরু *দ্য হোয়াইট কোম্পানি* নামে দীর্ঘ গল্পটি সে সময়কার লেখা। আরও কিছু ছোটগল্প লিখেছিলেন যেগুলোর মাধ্যমে ডিটেক্টিভ চরিত্রের আবির্ভাব হয়েছে। তুচ্ছ বিষয়ও তখন অনেক আনন্দের ছিল। চতুর গোয়েন্দা, বিস্মৃতিপরায়ন আর ক্ষীণ বুদ্ধির সহকারী, তাদের বেড়ে ওঠা। হোম্‌স খুব ঠাণ্ডা স্বভাবের আর আর্থার কখনোই তার কাছে যেতে পারেন নি, কিন্তু ওয়াটসন। ওয়াটসন সেরকম বক্তি যাকে ভালোবাসা যায়। সে আর্থারের প্রতিমূর্তি। হোম্‌স নয়, ওয়াটসনের সাথেই আর্থারের আত্মজীবনী মিলে যায়। লেখকের কণ্ঠ, লেখকের রোমান্টিকতা সবকিছু ওয়াটসনের মধ্যে একীভূত। ওয়াটসনকেই বর্তমানে আর্থার মিস করেন। ডেস্কের উপর কুঁজো হয়ে বসে গল্প লেখার সময়েও ধৈর্য ধরে ভিজিটরদের বেল শোনার অপেক্ষায় থাকতেন আর্থার। তিনি এতটাই একা ছিলেন।

আর্থার লাইসিয়াম থিয়েটারের পৌছে থিয়েটারের ছয়টি লম্বা পাথুরে গোলাকার কলামের নিচে ছায়ায় ছায়ায় হাটতে লাগলেন। চওড়া পোর্টিকোর নিচে জমাট বাঁধা অন্ধকার। মনে হল যেন আর্থারকে সন্ধ্যার হাত থেকে আচ্ছাদন দিয়ে রেখেছে মাথার ওপর ছাঁদ।

পেছন থেকে কেউ একজন ডেকে উঠলো। "এই যে, আপনাকে ভীত দেখাচ্ছে, কেউ মারা গিয়েছে নাকি?"

আর্থার ঘুরে দাঁড়ালেন। তৃতীয় পিলারের পেছন থেকে চওড়া কাঁধের এক ব্যক্তি বের হয়ে আসলো। লোকটির মাথার ছোট চুলগুলো বা-পাশে লেপ্টে আচড়ানো। পরনে কোর্ট আর জুতা জোড়া এতটাই কালো যে আর্থারের চোখে মনে হল তিনি কোন রাষ্ট্রীয় শেষকৃত্যে যোগ দিতে চলেছেন। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল আর সম্বিৎ ফিরে পেতেই আর্থার তার পুরোনো বন্ধুকে চিনতে পারলেন।

গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে আর্থার বলে উঠলেন, "ব্রাম, তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ।"

"আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত," আর্থারের সাথে হাত মেলানোর জন্য এগিয়ে আসলেন ব্রাম স্ট্রোকার। "তোমাকে এত বিবর্ণ দেখাচ্ছিল আমি চিনতেই পারি নি।"

"আমিও কি পেরেছি?" আর্থার ঠাণ্ডা লাইসিয়াম দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে

বললেন। এটি ছিল...এটি ছিল একটি কৌতূহলী দিন। হঠাৎ করেই থিয়েটারের মাঝখানে দরজাটা খুলে গেল আর একজন সুকেশী ভদ্রমহিলা পোর্টিকায় বের হয়ে এলেন।

তিনি ব্রামকে বললেন, "তাহলে ছয়টায়, ঠিক আছে?" সিঁড়ি দিয়ে নামার তালে তালে বাদামি চুল কানের চারপাশে দোল খাচ্ছে ভদ্রমহিলার। যাবার আগে আর্থারের দিকে তাকিয়ে ভ্রু উঁচিয়ে পরিচিতের ভঙ্গিতে হাসলেন।

"ছয়টায়।" ব্রাম নিশ্চয়তা দিয়ে বললেন। আর্থার স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, ভদ্রমহিলা যথেষ্টই কেতাদুরস্থ এবং সুন্দরী। সিঁড়ি দিয়ে ভদ্রমহিলা ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে আর্থার দেখতে পেলেন তার বাহুতে শোকের চিহ্ন কাপড় বাঁধা। আর্থারের চোখমুখ শক্ত হয়ে গেল।

ভদ্রমহিলা দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবার পর ব্রাম আর্থারকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নিশ্চয়ই এলেন টেরির কথা মনে আছে? আমি নিশ্চিত একাধিকবার তুমি তাকে মঞ্চে দেখেছ।"

"ওহ্, হ্যা। নিশ্চয়ই।"

ব্রাম ঠাট্টারছলে বলে উঠলেন, "ভদ্রমহিলা জুলিয়েটকে নিয়ে পাগল হয়ে গেছেন। হেনরি সাহেব রোমিওকে সবার সামনে বারবার তুলে ধরছেন, প্রেসের কাছেও। আর এই বেচারীও একটু মনোযোগের আশায় ছটফট করছে। যদিও মনে রাখবে হেনরির প্রেস তার জন্য যথেষ্ট নয়।"

এগুলো ব্রামের নিত্যদিনের কথা। লাইসিয়াম থিয়েটারের ম্যানেজার হিসেবে অভিনেতাদের ইগো সমস্যাকে শান্ত করাই তার কাজ। বিশেষ করে বলতে হয় হেনরি আরভিঙের কথা। যার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবেই সবসময় চেষ্টা করেন। আরভিঙের যতই বয়স বাড়ছে, চারিত্রিকভাবে তিনি ততই স্বৈরশাসকের মত হয়ে উঠছে, আর ব্যক্তি হিসেবে অধৈর্য। ব্রামের কোন নিষেধই তিনি মানেন না এমনকি পঞ্চান্ন বছর বয়সেও রোমিও সাজতে চান। পত্রিকার রিভিউতে আর্থারও এটা পড়েছেন। এটি বয়স্ক অভিনেতাকে আরো ক্রুদ্ধ করে তোলে। ব্রাম খুব পরিশ্রমী আর তার উপরওয়ালাকে সবসময় সন্তুষ্ট রাখতে চায়। যদিও আর্থারের যথেষ্ট সন্দেহ আছে, এই চাকরির জন্য গত পনের বছরে ব্রামের জীবনে আনন্দের মুহূর্ত কয়টি এসেছে।

ব্রাম সবসময় একজন লেখক হতে চাইতেন। আর্থারের মনে হচ্ছে এটাই কারণ। ইদানিং বন্ধুর সঙ্গ মাঝেমাঝে বিরক্ত লাগে। এত কাজের বোঝার পেছনে ব্রামের সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসাটাই প্রধান হয়ে কাজ করে যা তিনি জনসমক্ষে খুব কম প্রকাশ করেন। খুব ভোরে তিনি ঘুম থেকে উঠেন। তারপর ছোটেন লাইসিয়াম থিয়েটারে। দৈনিক বাজেট সমস্যা আর হেনরি আরভিংকে তোষামোদ করে শান্ত করার কাজে। ব্রাম এধরনের যাচ্ছেতাই লেখা আর ভয়ংকরও মজার গল্পগুলোকে

ড্রয়ারের কোণে এলোমেলো অবস্থায় রেখে দেন। একবার মাত্র তিনি আর্থারকে এগুলো দেখিয়েছিলেন। আর ব্রাম গল্পে এবং গোপনে গোপনে কতটা সহিংসতা অবলম্বন করেন তা জানতে পেরে আর্থার বিস্মিত হয়ে গেলেন।

একদিন সন্ধ্যায় ড্রিংকস করার সময়ে ব্রাম আর্থারকে লম্বা একটি গল্প শোনালেন। মৃত্যুহীন আত্মা আর রক্তচোষা কাউন্টের, যা এখনো লেখা শেষ হয় নি। একজন অমায়িক ব্যক্তি কেমন করে এ ধরনের গল্প লিখতে পারে? এছাড়া ব্রামের মধ্যে স্ত্রী লোকদের মত হাস্যোদ্দীপক প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়।

দু'বছর আগে তাদের পরিচয়। ব্রাম সে সময় আর্থারের একটি নাটকে হেনরি আরভিঙের অভিনয়ের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়েছিলেন। রিহার্সাল আর নাটকের মঞ্চস্থ হবার পর খুব দ্রুতই তারা বন্ধু হয়ে যান। আর্থারের কাছে আরভিংকে মনে হয়েছিল একজন অহংকারী ভাঁড়ের মতো কিন্তু এই ভদ্র ম্যানেজার যিনি এক ড্রয়ারভর্তি ভূতের গল্প লিখে লুকিয়ে রেখেছেন তার মাঝেই আর্থার এমন কাউকে খুঁজে পেলেন, তিনি তাকে বুঝতে পারবেন। এই মানুষটির বুননশৈলী তাকে হাফ পেনির বেশি দেয় নি অথচ এরইমধ্যে আর্থার আর্থিকভাবে যথেষ্ঠ স্বচ্ছল হয়ে গেছেন। যদিও এটি তাদের দু'জনের মাঝে কোন বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে নি।

"তোমার কি একটু সময় হবে?" আর্থার জিজ্ঞেস করলেন।

ব্রাম উত্তর দিলেন "তোমার জন্য? সবসময়। কি নিয়ে তুমি এত বিরক্ত?"

হঠাৎই আর্থার গর্জন করে উঠলেন, "আমি তাকে ঘৃণা করি।"

ব্রাম হেসে ফেললেন, "আমরা কি তোমার হোমসকে নিয়ে কথা বলছি?"

"আমি, তাকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি। যদি আমি তাকে না মারতাম নিশ্চিতভাবে সে-ই আমাকে মেরে ফেলত। আর এখন এসব...এসব মানুষজন এমন ভাব করছে যেন সে সত্যিই ছিল, যেন আমি তাদের বাবা, তাদের স্ত্রীকে খুন করেছি।" আর্থার এত দ্রুত কথা বলছিলেন যে ভেতরের রাগ টগবগ করে ফুটে বের হতে লাগলো। তিনি উচ্চস্বরে এসব কিছুর যৌক্তিকতা ব্রামকে বোঝাতে লাগলেন। তার মতে হোমস মানুষকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছিল, এরকম শত শত পথের কথা বললেন যেখানে সৃষ্টি তার স্রষ্টাকে হারিয়ে দিয়েছে। বদ্ধ বাতাসে আর্থার এমনভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন, মনে হলো পাইপ থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে।

সব শুনে ব্রাম হাসতে শুরু করলেন। শব্দ হলো কা-কা আর মিউ-এর মাঝামাঝি কিছু একটা। থেমে গিয়ে আর্থার ধীরে ধীরে রাগ দমন করার চেষ্টা করলেন।

আর্থার আবারো বলে উঠলেন, "আমি তাকে ঘৃণা করি।"

ব্রাম উত্তরে বললেন, "তুমিই সেই ব্যাক্তি যে তাকে খাঁড়া পাহাড় থেকে ফেলে দিয়েছ। ভেবে দেখ, সেই বেচারা তোমার সম্পর্কে কি ভাবছে।"

অধ্যায় ৮

অন্ধকার কক্ষ

"তুমি আমার পদ্ধতিসমূহ জানো। তাদেরকে কাজে লাগাও!"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য হাউন্ড অব বাস্কারভিলস*

জানুয়ারি ০৬, ২০১০

শার্লোক হোম্‌সের সব গল্পই একটি অন্ধকার কক্ষের অন্ধারাচ্ছন্ন কোণে শুরু হয়। গ্যাসবাতির মৃদু আলো আর ধোঁয়ায় হোম্‌স বসে সারাদিনের পেপার পড়ে সাথে তার লম্বা পাইপ টানতে থাকে কোকেইন ভরে। চুপচাপ ধোঁয়ার রিং বানিয়ে কিছুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, এমন কিছু যা তাকে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ দেবে, ব্যাখ্যা করার মতো সূত্র দেবে, আর সবশেষে নিজেকে বুঝাবে যে একটি সমস্যা সে সমাধান করতে পারে নি। প্রতিটি গল্পের শেষেই সে এই অন্ধকার রুমে ফিরে আসে আর দিনের পর দিন একঘেয়েমীতে ভুগতে থাকে। তার পাঠকক্ষের অন্ধকারই তার খাঁচা। আবার একই সাথে এটিই তার বুদ্ধিমত্তার মাতৃগর্ভ। আর যখন এই রুমে–

ধীরে ধীরে হ্যারল্ডের চিন্তা এসব কল্পনার জগৎ ছেড়ে ১১১৭ নাম্বার রুমে ফিরে এলো। আস্তে আস্তে সে কার্পেটের উপর তার জুতা, মুখ থেকে একচুল দূরত্বে অবস্থিত সারাহ্‌র কাঁধ আর তার সামনে দশ ফিটও নয়, এতটুকু দূরত্বে যে মৃতদেহ পড়ে আছে সে সম্পর্কেও সচেতন হয়ে উঠলো হ্যারল্ড।

এলেক্স কেলের মৃতদেহ–এক নজর দেখেই বলে দেয়া যায় যে একটি মৃতদেহ–দুমড়ে মুচড়ে ময়দার তালের মত কার্পেটের উপর পড়ে আছে। সে পরে আছে দুই বোতামওয়ালা কালো সুট, তার চওড়া কালো টাইটি খানিকটা এলোমেলো হয়ে আছে। তার পায়ে জুতা নেই, সেগুলো তার পাশেই পড়ে আছে। পাতলা এক জোড়া মোজাও দেখা গেল তার কালো স্যুটের মতই। যখন তাকে খুন করা হলো তখন সে কি তৈরি হচ্ছিল? কাপড় পরে তার জুতা বাঁধছিল? হ্যারল্ড সারাহ্‌কে পাশ কাটিয়ে এলেক্সের দিকে এগিয়ে গেল। শত শত রক্তহিম করা গল্প পড়া থাকলেও সামনা-সামনি হ্যারল্ড কখনো মৃতদেহ দেখে নি। এটি তার কল্পনার চেয়েও বেশি শোকাবহ। ভালভাবে না জানলেও রক্তমাংসের মানুষটিকে চিনতো সে, এরকম একটি মানুষের না থাকা...হ্যারল্ডের চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়লো। নিজের

অজান্তেই নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল সে। একইভাবে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে অপরাধটি নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিল।

ম্যানেজার বলে উঠলেন, "আমি পুলিশকে ফোন করছি।" কিন্তু ফোনের জন্য এগিয়ে গিয়েও রিসিভার থেকে এক ইঞ্চি দূরে থাকতেই থেমে গেলেন হঠাৎ করে। মেসেজের লাল বাতি জ্বলতে দেখে তার মুখে অন্যরকম চিন্তা ফুটে উঠলো। ঘর থেকে বের হবার আগে অসম্ভব জোরে, "দয়া করে কিছুতে হাত দেবেন না," বলে হলের ফোনের দিকে চলে গেল সে।

ভেজা, চিকচিকে চোখ নিয়ে জেফরি বলে উঠলেন, "চলো যাই।"

হ্যারল্ড জানতো একজন ভদ্রলোক এরকম সময়ে মাথা নিচু করে ঘর থেকে বের হয়ে যাবে। একজন সাধারণ মানুষ পুলিশের গোয়েন্দাগিরির খবর খুঁজবে পরের দিনের সকালের খবরের কাগজে। আর একজন সুস্থ মানুষ অবশ্যই এলেক্স কেলের মৃতদেহের কাছে এগিয়ে যাবে।

হ্যারল্ড সামনে এগিয়ে গেল।

"হ্যারল্ড। না। যেও না," জেফরির কণ্ঠে দৃঢ়তা ফুটে উঠলো।

হ্যারল্ড জিজ্ঞেস করে উঠলো, "শার্লোক হোম্‌স হলে এখন কি করতো?" সে সত্যিকার অর্থেই দেখতে চাইছে এটা।

"হোম্‌স যেখান থেকে এসেছে সে পৃষ্ঠায় ফিরে যেত, কারণ তাকে কালি আর পাইন গাছের ছাল দিয়ে বানানো হয়েছিল।"

কিন্তু হ্যারল্ড তার কৌতুহল দমন করতে পারছে না। "আর যদি সে সত্যি হতো, যদি গল্পগুলো সত্যি হতো, তাহলে কি হতো?"

"হ্যারল্ড, এটি অনর্থক। আমি এর অংশ হতে চাই না।"

"পায়ের ছাপের জন্য মেঝে খুঁজে দেখুন! হোম্‌স তো এটাই করেছে। হোম্‌সের একদম প্রথম গল্প *অ্যা স্টাডি ইন স্কারলেট*-এ প্রথমেই সে মেঝে খুঁজেছিল পায়ের ছাপের জন্য।"

জেফরি উত্তর দিলেন "এ ঘর কার্পেটে মোড়া।"

হ্যারল্ড নিচের দিকে তাকালো। বস্তুত পুরো রুমটিই কার্পেট দিয়ে মোড়ানো। কোথাও কোন পায়ের ছাপ নজরে এল না। শার্লোক হোম্‌সও সত্যি ছিলেন না, হ্যারল্ডও গোয়েন্দা নয়।

কিন্তু নিজেকে থামাতে পারলো না হ্যারল্ড। তার বদলে বলে উঠলো, "হোম্‌স সবসময় পায়ের ছাপ খুঁজে পেত।"

বিস্ময়ভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো সারাহ্‌। তারপর হেসে বললো, "আপনি সিরিয়াস?" তার উঁচু ভ্রু আর খোলা মুখের আড়ালে হ্যারল্ড দেখতে পেল সারাহ্‌র চিন্তাভাবনা শত শত দিকে চলে যাচ্ছে।

জেফরি বলে উঠলেন, "না, তুমি সিরিয়াস হতে পারো না। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি একজন সাহিত্যিক গবেষক, কোন গোয়েন্দা নও।"

হ্যারল্ডের চোখ জেফরি থেকে সারাহ্‌র দিকে ঘুরে গেল সমর্থন পাবার আশায়। তখুনি সে খোলা বাথরুমের দরজা দিয়ে পেছনের দেয়ালে ঝোলানো লম্বা আয়নায় নিজেকে দেখতে পেল। নিজের পায়ের ময়লা জুতা আর তাদের পেছনে পড়ে থাকা মৃতদেহ নজরে এলো, তারপর মাথার উপর ডিয়ারস্টকার টুপিটা দেখলো। এক মুহূর্তের জন্যে থেমে ছবিটির সাথে যেন আটকে গেল সে। তারপরই সারাহ্ দিকে ঘুরে ছোট বাচ্চার মত তাকিয়ে রইলো একটু সমর্থন পাবার আশায়।

"দ্বিতীয় কোন্ জিনিসটি হোম্‌স করতো?" সারাহ্ জিজ্ঞেস করলো।

হ্যারল্ড আর জেফরি একে অন্যের সাথে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। হ্যারল্ড চাইছিল জেফরি জোরে কিছু বলে উঠবে।

জেফরি বলে উঠলেন, "না, এসব বন্ধ করো, তোমরা কি বুঝতে পারছো না?"

শার্লোক হোম্‌সকে উদ্ধৃত করে বলে উঠলো হ্যারল্ড, "শার্লোক হোম্‌স মৃতদেহের দিকে এগিয়ে গিয়ে একে পরীক্ষা করতে লাগলো হাটু গেড়ে বসে।"

সে-ও এগিয়ে ব্যালে নর্তকীর মতো কোমর বাঁকা করে এলেক্সকে দেখতে লাগলো। এলেক্সের বা চোখ বন্ধ কিন্তু ডান চোখ অদ্ভুতভাবে প্রায় পুরোটাই খোলা। স্বাভাবিকের চাইতেও বেশি, অবশ্য এখানে স্বাভাবিক কী-ই বা আছে? এলেক্সের মাথায় হালকা বাদামি ঘন চুল এমনভাবে এলোমেলো হয়ে আছে যেন একটি মুরগি ডিম পাড়ছে, আর মুখ প্রায় সাদা। চোখে এখনো পাতলা টাইটেনিয়াম ফ্রেমের চশমাটা বাঁকেও নি, ভাঙেও নি। গলার চারপাশে লাল বেগুনি দাগের এক রঙধনু সৃষ্টি হয়েছে। বেগুনি গলার চারপাশে কালো সুতা হালকাভাবে ঝুলে আছে। এটি কাপড়ের মতই নরম। হ্যারল্ড এক হাটু গেড়ে বসে একে একে পরীক্ষা করতে লাগলো আর তখনই বাতাসে হালকা গন্ধ পেল। হ্যারল্ডের মনে হলো, এটি মৃতদেহের গন্ধ।

তার পাশে হাটু গেড়ে বসে সারাহ্ জিজ্ঞেস করলো, "তার গলার চারপাশে এটা কি?" সে জেফরি সতর্কীকরণকে মেনে নিলেও হ্যারল্ডের পরীক্ষা নিরীক্ষাকে উৎসাহিতও করছে।

হ্যারল্ড আরো কাছ থেকে দেখে তারটা ধরতে গেল।

এটিকে তুলার মত নরম লাগলো হাতের আঙুলের স্পর্শে, হ্যারল্ড তার হাত ঘুরিয়ে এদিকে দেখতে লাগলো আর শেষ মাথায় একটি প্লাস্টিকের টুপি লাগানো। তারপর বলে উঠলো, "এটা একটা জুতার ফিতা।"

সারাহ্ এগিয়ে গেল এটিকে নিজের হাতে দেখে নিশ্চিত হবার আশায়। ঠিক তখনই এলেক্সের জুতার দিকে তাকালো হ্যারল্ড। আর নিশ্চিতভাবেই দেখা গেল

বাম পায়ের জুতার কোন ফিতা নেই।

"এটা তারই জুতার ফিতা," হ্যারল্ড বলে উঠলো।

যেকোন ছোট আবিষ্কারের সাথেও একটু করে নিশ্চিন্তিভাব জড়িয়ে থাকে–গতকালকের প্যান্টের পকেট থেকে ঘরের চাবি পাওয়া; যে টিপ টিপ আওয়াজকে ঘরের মধ্যে রহস্যময় শোনাতে থাকে, দেখা গেল সেটি আসলে বাথরুমে পানি পড়ার শব্দ, মস্তিকের কোন গোপন গহ্বর থেকে হঠাৎ করে মনে পড়ে যায় মায়ের পুরাতন টেলিফোন নাম্বার। এভাবেই কোন জিনিস জুড়তে পারলে মানুষের মন, চেতনা উত্তেজিত হয়ে উঠে। আবিষ্কার করা। সমাধান করা।

"এরপরে হোম্‌স হলে কি করতো?" সারাহ্ জিজ্ঞেস করলো।

জেফরি গর্জন করে উঠলেন, "তাকে উৎসাহিত করো না। পুলিশ আসছে। তাদের সাথে সত্যিকারের গোয়েন্দা রয়েছে। সত্যিকার যন্ত্রপাতি আছে। এটি একটি খুনের ঘটনা। হ্যারল্ড, এভাবে যেটা-সেটা ধরো না। হোম্‌সের সময়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞ ছিল না, আমাদের আছে।"

হ্যারল্ড একটু ভেবে নিয়ে বললো, "ঠিক বলেছেন কিন্তু এছাড়াই তো হোম্‌স ভালো কাজ করতো, তাই না? এখনকার দিনে আমাদের আছে সিএসআই দল আর বৈদ্যুতিকভাবে ছাপ তোলার যন্ত্র কিন্তু নিউইয়র্ক শহরের খুনের মাত্রা ৬০ শতাংশ। আমার মনে হয় এসব যন্ত্র ছাড়াই হোম্‌স ভালো কাজ করতো।"

জেফরি বলে উঠলেন, "তুমি অসুস্থ। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি দুঃখ পেয়েছ, ভালো কথা। এলেক্সের মৃত্যুতে তোমার খারাপ লাগছে সেটাও ঠিক আছে কিন্তু তুমি রুমের জিনিসপত্র উল্টাপাল্টা করতে পারো না। তাহলে সত্যিকার পুলিশেরা আলামত সংগ্রহ করে খুনিকে ধরতে পারবে না। যেকোন মুহূর্তে তারা এখানে চলে আসবে।"

হ্যারল্ড উত্তর দিল, "আপনি *ঠিকই* বলেছেন। যেকোন মুহূর্তে তারা এখানে চলে আসবে। তাই তারা এসে সব তছনছ করার আগেই আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করতে হবে। *স্কারলেট* বইয়ের বেশিরভাগ গল্পেই পুলিশ এসে জায়গাটিকে তছনছ করে সত্যিকার সূত্র নষ্ট করে ফেলে। আমরা কোন সূত্র হারাতে চাই না।"

গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে জেফরি বলে উঠলেন, "তুমি কি বলছো সে সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা আছে, হ্যারল্ড? আমি তোমাকে কখনো বলতে চাই নি কিন্তু এই টুপিতে তোমাকে সত্যিই বড় বোকা মনে হচ্ছে। এটি তুলে নিয়ে চলো এখান থেকে চলে যাই।"

কিন্তু তাকে অগ্রাহ্য করে হ্যারল্ড রুমের কোণের দিকে এগিয়ে গেল। দুটি দেয়াল যেখানে মিলিত হয়েছে *ঠিক* সেখান থেকে শুরু করে রুমে ধার ধরে কিছু খুঁজতে লাগলো সে।

"সারাহ্, আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই। তুমি কি ডায়েরিটি খুঁজে দেখবে? আমার মনে হয় না আমরা এটা খুঁজে পাবো-খুনি নিশ্চয় সারা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজেছে, আর যা খুঁজেছে তা পেয়েও গেছে হয়তো।"

এটি এমন নয় যে, সারাহ্ ভেবে দেখে নি, একটি গুরুত্বপূর্ণ খুনের জায়গায় সে সবকিছু এলোমেলো করবে কিনা-সে ভেবেছে কিন্তু তার ভাবনা স্থায়ী হয়েছে এক সেকেন্ডের শত ভাগেরও কম সময়। হ্যারল্ডের মনে হলো সে বলার সাথে সাথেই সারাহ্ কাগজপত্রের মাঝে দেখতে লাগলো গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে কিনা।

"ডায়েরিটি দেখতে কেমন?" সারাহ্ জানতে চাইলো।

হ্যারল্ড একটু ভেবে নিয়ে বললো, "চামড়ার বাঁধানো। পুরাতন। শত বছরের পুরাতন কোন ডায়েরির মতই হবে।"

"আমি ভেবেছিলাম হোম্‌স নিশ্চিত হয়েই কথা বলে, পূর্ণর্বিবেচনা করে নয়," সারাহ্ বললো।

"আমার মনে হয় তুমি যখন দেখবে তখনই তুমি নিশ্চিত হয়ে যাবে। ঠিক আছে?" হ্যারল্ডের উত্তর।

ছড়ানো ছিটানো কাগজ থেকে যা পাওয়া গেল তা নব্য গোয়েন্দাদের খুব কমই চমৎকৃত করলো-কোনান ডয়েলের অর্ধসমাপ্ত আত্মজীবনী যা এলেক্স কেল লিখছিলেন তার ৭০৯ থেকে ৮৪১ পৃষ্ঠা। যেটাকে দেখে মনে হচ্ছিল প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। মৃতদেহের পাশ থেকে একটি পুরাতন ফাউন্টেন কলম খুঁজে পেয়ে সারাহ্ হ্যারল্ডকে দেখালো। এটি পার্কারের বড় লাল মডেলের কলম, সম্ভবত ১৯২০ শতকের। মুখটি কালো, ব্যারেলটি লাল। এটি হুবহু দেখতে সে-সব কলমের মতো যা দিয়ে কোনান ডয়েল হোম্‌সের শেষ গল্প লিখেছিলেন।

কিছু শক্ত করে বাঁধানো বইও খুঁজে পেল সারাহ্। হোম্‌সের সম্পূর্ণ সমগ্র বহু ব্যবহারের ফলে নোংরা হয়ে গেছে আর সেই পুরাতন কলম ব্যবহার করে নোট লিখার ফলে প্রায় পুরোপুরি নীল হয়ে গেছে। প্রায় প্রতিটি প্যারার পাশে মার্জিনের ভেতরে শব্দ অথবা ব্যাখ্যা লেখা। নিচু একটি চেয়ারের নিচে পাওয়া গেল এলেক্সের ব্রিফকেস। সারাহ্ কার্পেটের উপর এটিকে নিয়ে বসতেই হ্যারল্ড চিনতে পারলো, গত রাতে এটিই এলোক্সের সাথে ছিল। এটি ইতোমধ্যেই খোলা হয়েছে আর খালি, ভেতরে কিছুই নেই।

মেঝেতে কিছু আছে কিনা খুঁজতে গিয়ে হ্যারল্ড পুরো রুমে চোখ বুলিয়ে আসলো। কার্পেট থেকে শুরু করে দেয়ালের ওয়ালপেপার ডেকোরেশন পর্যন্ত সর্বই দেখে নিল এক নজরে। তারপর কোটের পকেট থেকে ম্যাগানিফাইং গ্লাস বের করলো; যেটি আগে সে খুব বেশি নার্ভাস অথবা বিরক্ত হয়ে গেলেই খেলনা হিসেবে ব্যবহার করতো।

হ্যারল্ডকে গ্লাসটি বের করতে দেখে মনে হল জেফরি লজ্জা পেয়ে মাথা দোলাচ্ছেন। হ্যারল্ড হোটেলের রুমের দেয়ালটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে লাগলো। লেন্সের মধ্য দিয়ে ওয়ালপেপারের সব কাজ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওয়ালপেপার প্রতিটি কুঁচকে থাকা অংশ দেয়ালের উপর বালিয়াড়ীর মত মনে হচ্ছে। হোম্‌স তার প্রথম কেসে এভাবে দেখতে পেয়েছিল! রুম ভর্তি ধুলা ছিল আর বছরের পর বছর ধরে কোন যত্ন না থাকায় প্রায় মলিন হয়ে ছিল। হোম্‌স অন্ধকার রুমের এক অব্যবহৃত কোণে ধুলা সরিয়ে ম্যাচলাইট জ্বালিয়ে দেয়ালে জার্মান শব্দ RACHE লেখা দেখতে পেয়েছিল যার অর্থ প্রতিশোধ আর এটি লেখা ছিল রক্ত দিয়ে। হ্যারল্ড ভাবতে লাগলো এটি পাবার পর হোম্‌স কি করেছিল? বর্তমানকালে অবশ্য কোন খুনির কাছ থেকে এ ধরনের কোন মেসেজ আশা করা যায় না যেখানে সে তার উদ্দেশ্য লিখে রেখে যাবে। এক পা পিছিয়ে এসে হ্যারল্ড শুধুমাত্র ওয়ালপেপার আর পরিস্কার কার্পেট দেখতে পেল। সে হোম্‌সের মত কোন নাটকীয় মেসেজ আশা করলো না। এটা একটু বেশিই আশা করা হয়ে যাবে তাহলে, কিন্তু হোম্‌সের পদ্ধতি নিশ্চয়ই কাজ করবে।

হ্যারল্ড রুমের প্রতিটি ইঞ্চি, কাঠের ডেস্ক, চেয়ার সব কিছু খুঁজে দেখতে লাগলো। ডেস্কের উপর কলম আর কাগজপত্র এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যে ব্যক্তি রুমটিকে তন্নতন্ন করে খুঁজেছে সে নিশ্চিত হতে চেয়েছে এখানে কোন হারানো ডায়েরি আছে কিনা। হ্যারল্ড ধাক্কা দিয়ে চেয়ার সরিয়ে ডেস্কের নিচে ঢুকে গেল হামাগুড়ি দিয়ে। তারপর সে- অবস্থাতেই খুঁজতে লাগলো। ডেস্কের নিচে অন্ধকার থাকায় তার সমস্যা হচ্ছিল, তাই সে ডেস্কের উপরের বাতি নিয়ে আবার কাজ শুরু করলো।

বাতি জ্বালিয়ে দেয়ালে আলো ফেলে দেখতে লাগলো সে।

তারপরই বাতিটি তার হাত থেকে পড়ে গেলে হ্যারল্ডের শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো। বাল্ব ভেঙে গেল আর সেই শব্দে জেফরি আর সারাহ্ দৌড়ে গেল হ্যারল্ডের কাছে। প্রথমে তাদের মনে হলো পরিস্কার দেয়ালের গায়ে ছোট কোন ময়লা দাগ। তারপর ডেস্কের নিচে হাটু গেড়ে বসেই তারা নিশ্চিতভাবে দেখতে পেল কার্পেট থেকে সামান্য উঁচুতে এলোমেলোভাবে লাল বাদামি অক্ষরের একটি লেখা। মনে হল হাত দিয়েই লেখা হয়েছে। মেসেজটি এতটাই স্পষ্ট যে পড়তে কোন ম্যাগনিফাইং গ্লাস দরকার হলো না : Elementary

রক্ত দিয়ে লেখা হয়েছে!

অধ্যায় ৯

চমকপ্রদ উন্নয়ন

"তুমি এখনো শার্লোক হোম্‌সকে জানো না...হয়তো জানো কিন্তু একজন সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবে তার পরোয়া করো না।"
—স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, আ স্টাডি ইন স্কারলেট

অক্টোবর ১৮, ১৯০০

যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেভাবে পত্র বোমা আর্থারের কোন ক্ষতি করে নি। বিস্ফোরণের দশ মিনিট আগে তিনি জানালার ধারে বসেছিলেন নাস্তা খেতে। নয় স্কোয়ারের গ্লাস ভেদ করে আলো ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। এরকম দিনে সাদা গাছের সারির কারণে গ্লাসের ভেতর দিয়ে বাইরের আলো আরো উজ্জ্বল হয়ে চোখে লাগে। আর্থার তার ডিম আর টোমাটোতে চামচ বসালেন।

শার্লোক হোম্‌সের মৃত্যুর পর সাত বছর পার হয়ে গেছে আর এই সাত বছরের গল্প, অ্যাডভেঞ্চার এমনকি নিজের জন্যে আর্থার যে নতুন জীবন রচেছেন তা পুরাতন সময়ের তুলনায় একেবারে ভিন্ন। তিনি লন্ডন ছেড়ে এসেছেন আর ভালো কিছুর জন্য হোম্‌সকেও ছেড়েছেন। এটিই সেই জীবন যার স্বপ্ন তিনি সবসময় দেখতে। তিন বছর আগে তিনি তার বাড়ি আন্ডারশ তৈরি করেন। তখন এটি অনেক বড় ছিল, আর এই কয়েক বছরে এটি বৃহদাকার হয়ে গেছে। এই এস্টেটে সবসময় মেলার মত আনন্দ ছড়িয়ে থাকে। এখানে আছে বড় একটি অশ্বশালা। যার টানে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই শহুরে বন্ধুরা ছুটে আসেন। আর্থারের নিজের ছেলেমেয়ে আর দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়রাও এসব ঘোড়ায় করে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। হিন্দুদের মতো বন ফায়ার করার জন্যে আছে ফায়ার প্লেস। একটি নিঃশব্দ আর বড় বিলিয়ার্ড রুম আছে, যেখানে ইতোমধ্যেই আর্থার ব্রাম আর জেমস ব্যারির কাছে খেলে হেরেছেন। আছে নতুন ল্যান্ডে গাড়ি। বস্তুত আর্থার তার নতুন বাড়িকে যতটা সম্ভব ডয়েলিয় প্রভাবে সাজাতে চেয়েছেন। এটি তাকে সবসময় মনে করিয়ে দেয় তিনি কোথায় ছিলেন আর কোথায় এসেছেন। ভাবতে অবাক লাগে, কাগজের উপর কলম দিয়ে সূক্ষ্ম কাজ করার ক্ষমতা একজন মানুষকে কত কিছুই না দিতে পারে।

সাত বছর আর শার্লোক হোম্‌স, নিশ্চিতভাবেই রাইখেনবাখ ঝরণার নিচে শুয়ে আছে। হ্যা, মানুষ এখনো তার কথা বলে। অজানা অচেনা মানুষ এখনো তার কথা

লেখে, তাকে নিয়ে আলোচনা করে; তাকে মিস করে আর সংবাদপত্রের এডিটরদের কাছে তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য কাকুতি মিনতী করে চিঠিও লেখে। কিন্তু এখানে নয়। এ বাসায় ভুলেও কেউ হোম্‌সের কথা উচ্চারণ করে না। শার্লোক হোম্‌স নামটি কেউ লেখকের সামনে অথবা এই বাড়ি যেটি তার অর্থেই হয়েছে, উচ্চারণ করে না।

বিস্ফোরণের পাঁচ মিনিট আগে আর্থাব নাস্তা খাওয়া শেষ করে সামনের বারান্দার কাছে লাগোয়া মেহগনি টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন সেদিনকার ডাকে আসা কাগজপত্র পড়ার জন্য। এই কাজটি তিনি নিজের হাতে করতে পছন্দ করেন। নিজের এস্টেটের হল ধরে হাটতে এক ধরনের তৃপ্তি, সন্তুষ্টি অনুভব করেন তিনি। ছেলেমেয়েরা আর তাদের আয়ারা মিলে ছোটখাটো এক দল আর্মির মত হয়ে গেছে, যারা উপরতলার আটটি বেডরুম জুড়ে সমানে তোলপাড়, দৌড়ঝাপ করে চলে। বাইরে আর্থারের নিজস্ব আট বছর বয়সী শক্তিশালী নরফোক জাতের ঘোড়া বিগ্রেডিয়ারকে খাওয়াচ্ছে ঘোড়ার দেখভালকারী পরিচারকটি। সামনের খোলা জানালা দিয়ে আর্থার দেখতে পেলেন পাইন গাছের সারি তার তিনতলা বাড়িকেও ছাড়িয়ে চলে গেছে আরো উঁচুতে। সম্ভবত এই শীতে কাছের বন থেকে তারা ড্রইং রুমে খ্রিস্টমাসটি সাজাবার জন্য গাছ কেটে আনবেন।

তিনি সকালের ডাকে আসা চিঠিপত্র হাতের মাঝে জড়ো করে নিয়ে স্টাডি দিকে রওনা হলেন। তারপর সেখানে গিয়ে চিঠিগুলো খুলতে লাগলেন। ইলেকশন সম্পর্কে ইনে'র তরফ থেকে নোটস এসেছে। যদিও আর্থার তাদের সম্পর্কে ভাবতে তেমন পছন্দ করেন না, তারপরেও চিঠি পেয়ে ভালো লাগলো। গত কয়েক মাস ধরে তিনি এডিনবার্গ সংসদে যোগ দেবার জন্য বোয়া বিরোধী ইস্যুতে কাজ করছেন। এর আগের বছর যুদ্ধ থেকে ফেরার পর থেকেই তিনি এ যুদ্ধের ইতিহাস লিখেছেন, এছাড়াও ব্রিটিশদের পক্ষ নিয়ে বিভিন্ন প্রচারণাপত্র লিখেছেন দেশবাসীকে সামরিকবাহিনীর জন্য খরচ করতে উৎসাহ যোগানের জন্যে। তারপরই তিনি অফিস খুলেছেন আর ভাবছেন ওয়েস্টমিনিস্টারে তার যুদ্ধের প্রতি সমর্থন কাজে লাগবে। বোয়াদের বিদ্রোহকে যেকোন মূল্যে ঠেকানো ছাড়াও আরো কিছু বিষয়ে তিনি কাজ করছেন। যেমন বিদেশী খাবার, যেগুলো ব্রিটেনে আমদানী করা হয় অথচ সেগুলো ব্রিটেনেই উৎপাদন করা সম্ভব (গম, মাংস) তাদের উপর কর আরো বাড়ানো। অন্যদিকে যেগুলো ব্রিটেনের মাটিতে উৎপাদন করা সম্ভব নয় (চিনি, চা) সেগুলোর উপর কর কমানো কিন্তু তিনি এর মাধ্যমে জনসমর্থন তো পেলেনই না বরঞ্চ নারীদের ভোটাধিকার নিয়ে তিনি জনগণের কাছে বির্তকিত হয়ে উঠলেন। এই বিষয়ের উপর তিনি প্রচারণা চালাতে চান নি কিন্তু তিনি মনেপ্রাণে নারী ভোটাধিকার প্রদানের বিরোধী এবং কিছু জিজ্ঞেস করা হলেও এ ইস্যুতে তিনি কথা বলতে চান

না। পুরো জেলা জুড়ে আর্থারের নামে কট্টর ক্যাথলিকতার রটনা ছড়িয়েছে স্বস্ত দরের ছাপা কাগজে। ফলাফলস্বরূপ মাত্র শত ভোটের ব্যবধানে তিনি তার নিজের সিটটি হারান কিন্তু এ অপরাধের পেছনের ব্যক্তিকে কিছু না বলে আর্থার হাইন্ডহেডে নিজের বাসায় গল্প লেখায় ফিরে যান।

দ্বিতীয় চিঠিটি এসেছে *স্ট্র্যান্ড*-এর এডিটর এইচ. গ্রিনহিউ স্মিথের কাছ থেকে। তিনি নতুন করে হোম্‌সের গল্প লেখার জন্য আর্থারকে নয় হাজার পাউন্ডের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। আর্থার চিঠিটিকে মুচড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিলেন। তিনি এমনকি জবাবও দিলেন না। একই কাজের জন্য আমেরিকার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা *কলিয়ের* আর্থারকে পঁচিশ হাজার ডলার দিতে চেয়েছিল। আর্থার ভদ্রভাবেই দুটো অনুরোধ ফিরিয়ে দিয়েছেন। এমনকি তিনি এটি না করার পেছনে যুক্তি দেখিয়ে কোন চিঠিও লেখেন নি তাদেরকে।

তিনি সবেমাত্র বিগ্রেডিয়ার জেরার্ডকে নিয়ে দুটি নতুন গল্প লিখেছেন কিন্তু তাদের জন্য কোন চাহিদা নেই। এই চরিত্রের কথা মাথায় রেখে তিনি তার ঘোড়ার নামকরণ করেছেন। তিনি তার এক জীবনে যতগুলো রুচিসম্পন্ন কাজ করেছেন মনে হল সেগুলো যেন কিছুই নয়। হোম্‌স সব জায়গায় হাজির হয়ে যায় সেসবকে নিচে ফেলে দিতে আর জনগণ সেসব নোংরা অ্যাডভেঞ্চার, আনাড়ী ব্যক্তি এসবের জন্যই তাকে বার বার অনুরোধ করে। আর্থার নিজেকে শান্ত করে ধীরে ধীরে শ্বাস নিলেন। এই বাড়ির মাঝে তিনি শার্লোক হোম্‌সের কোন চিন্তাকে স্থান দেবেন না।

এই মুহূর্তে আর কোন চিঠি পড়ার ইচ্ছে হলো না তার। চিঠির বোঝার নিচে বড়সড় একটি প্যাকেট পড়ে আছে, চিঠির বদলে এটি খুলে দেখতে চাইলেন তিনি।

বিস্ফোরণে মাত্র এক মিনিটেরও কম সময় আগে আর্থার ডেস্কের উপর প্যাকেটটি রাখলেন। অদ্ভুত ভারি প্যাকেটটি সস্তা দামের বাদামি কাগজ দিয়ে মোড়ানো। সুরের পোস্টমার্ক দেয়া কিন্তু প্রেরকের ঠিকানা দেয়া নেই।

আর্থার প্যাকেটের গায়ে লাগোয়া পাতলা পাকানো দড়িটি সাবধানে কেটে বাদামি কাগজ খুলে ফেললেন। ভেতরে একটি কালো বাক্স দেখা গেল। প্যাকেটটি কে পাঠিয়েছে অথবা কি আছে এতে তা বোঝার জন্য কোন নোট, কার্ড, দোকানের বিল কিছু পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখলেন, কিছুই পেলেন না। যেই না তিনি ঢাকনা খুললেন বাক্সটির সঙ্গে সঙ্গে একটি ক্লিক করে শব্দ শুনতে পেলেন। দেখতে পেলেন দোমড়ানো মোচড়ানো সংবাদপত্রের মাঝে ইঞ্চিখানেক পুরু একটি ডিনামাইটের টিউব রাখা আছে।

এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো কোন রাজনৈতিক শত্রুই কাজটি ঘটাতে পারে।

তার জীবনের দীর্ঘ চারটি সেকেন্ডের জন্য তিনি পুরোপুরি স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিন্তু কোন বিস্ফোরণ হলো না। তিনি মারা গেলেন না। আর্থার নিশ্চিত হতে

পারছেন না এটি কি তার চার্চের প্রতি ভক্তি অথবা বিরোধীতা-কোন কারণে পাঠানো হয়েছে।

সরে যাওয়ার জন্য তিনি সত্যিকারভাবে কোন তাগিদ অনুভব করলেন না। এমনকি তিনি কোন ভয়ও পেলেন না, হতে পারে কোন কারণে অলৌকিকভাবে প্রথমবারেই কোন বিস্ফোরণ হয় নি কিন্তু আবার একটু ঝাকুনী লাগলেই ভিতরের কোন ফিউজ জ্বলে উঠবে। যদিও বোমা তৈরি সম্পর্কে তিনি খুব কমই জানেন আর এই বিষয়ে যে সীমাবদ্ধ জ্ঞানটুকু তা তিনি পেয়েছেন আফ্রিকাতে বোয়া বিরোধী রেজিমেন্টে থাকার সময়ে কিন্তু বিদ্রোহীদের মাঝেও তিনি পত্র বোমার তেমন একটা প্রচলন দেখেন নি তাই কিভাবে বোমাটি অকেজো করা যায় সেই বোধটুকুও তার নেই।

তিনি সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকতে গিয়েও থেমে গেলেন কি হবে যদি কিসেলি তার ডাক শুনে চলে আসে? অথবা রজার? অথবা পরিচারকদের কেউ? এ ব্যাপারে আর্থার নিশ্চিত নিজের জন্য তিনি অন্য কারো জীবনের ঝুঁকি নিতে পারেন না।

তিনি আবার প্যাকেটটির দিকে তাকালেন এই আশায়, এটি কিভাবে প্রস্তুত হয়েছে তার কোন সূত্র খুঁজে পাবেন এবং একইভাবে এটিকে নষ্ট করে দেবেন। ডিনামাইটের মাথার উপর থেকে তার এসে ছোট্ট ফিউজটিতে যুক্ত হয়েছে, তাই আর্থার ভাবলেন এটি বড় জোর কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হবে কিন্তু বিস্ফোরক পাউডারের চারপাশেও কিছু তার পেঁচিয়ে আছে। এগুলো কেন সে সম্পর্কে আর্থার কিছুই বুঝতে পারলেন না। স্টিকটির চারপাশে দোমড়ানো কাগজ জড়ানো আর তৎক্ষণাৎ আর্থারের মনে হল এটি করা হয়েছে যাতে তিনি নিজের হাতেই এটি ধরেন। আঙুলের ডগা দিয়ে প্যাকেটটির প্রান্ত স্পর্শ করা মাত্রই আর্থারের কাঁধে একটু ঝাকুনীর মত হয়ে সারা শরীরে শক ওয়েভ ছড়িয়ে পড়লো।

তিনি খুব কাছ থেকে কাগজগুলোকে দেখলেন। ছোট ছোট ছাপার মাঝে একটি ড্রইং দেখতে পেলেন। তিনি ভাবলেন হয়তো আর্টিকেলের বিষয়টিকে ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এটি একটি সরকারের কোন সদস্যের ছবি? কোন দেশনায়ক আর্থার প্যাকেটটিকে মুখের আরো কাছে এগিয়ে আনলেন ভালোভাবে দেখার জন্য।

ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে লম্বা কোট পরা পাখির মতো চেহারার কোন ব্যক্তি। চোখের জায়গায় বিন্দু দিয়ে বোঝানো হয়েছে আর মাথায় ডিয়ারস্টকার টুপি। এটি হোমসের ছবি!

ডিনামাইটটি কোন সংবাদপত্র দিয়ে মোড়ানো হয় নি, এটি মোড়ানো হয়েছে *স্ট্যান্ড* থেকে নেয়া হোমসের গল্পের পৃষ্ঠা দিয়ে। আর্থারের মধ্য থেকে ভয় চলে গিয়ে তার বদলে রাগের জন্ম হলো।

তারপর প্যাকেটটিকে সাইড টেবিলে নামিয়ে রাখতেই ডিনামাইটটি আস্তে করে একটু ডান দিকে সরে গেল। কিন্তু বিস্ফোরণের বদলে দেখা গেল ডিনামাইটের নিচে আরেক টুকরো কাগজ। একটি খাম আর চেহারা দেখে মনে হলো বন্ধ করে রাখা হয়েছে। তিনি কি এটি খুলবেন? অবশেষে তিনি খুললেন।

আর্থার সাবধানে ভারি ডিনামাইটের নিচে থেকে সাবধানে খামটি বের আনলেন, দেখতে পেলেন কিছু লেখা রয়েছে কিন্তু তখনো পড়লেন না কি লেখা আছে। খামটি সরাতেই মনে হলো হঠাৎ করে ডিনামাইটটি শক্ত কিছুর উপর বাড়ি খেল। শক্ত ধাতুর উপর।

তিনি আরেকটি ঘর্ষনের ক্লিক শব্দ শুনতে পেলেন। খামের নিচে আরেকটি তার জ্বলে উঠলো। আর ডিনামাইট স্টিকের চারপাশে যেসব তার পেচানো ছিল তাতে ধরে গেল আগুন।

আর্থার তখন যে কাজটি সবচেয়ে জরুরি তাই করলেন। ঘুরেই উল্টো দিকে দৌড় দিলেন। তার একচল্লিশ বছর বয়সী পা দুটো যত জোরে তাকে বহন করতে পারে তত দ্রুত। তিনি দরজা দিয়ে বের হতে বোমাটি বিস্ফোরিত হলো। কানে তালা লেগে গেল তার। সারা স্টাডি রুম জুড়ে মেহগনি খন্ড বিখন্ড টুকরা ছড়িয়ে পড়লো। জানালার কাঁচ ভেঙে ছড়িয়ে পড়লো ঘরময়। খোলা দরজা দিয়ে আর্থার বাইরে ঝাপিয়ে পড়ার পরও ঘরের মধ্যে পতনের শব্দ হতে থাকলো। ফুলদানী, বই কালির বোতল, কখনো ব্যবহার করা হয় নি এরকম বাতি-দানি সব একে একে পড়ে ভেঙে যেতে লাগলো।

তারপর বাসার সব জায়গা থেকে সবাই দৌড়ে আসতে লাগলো কি ঘটেছে দেখার জন্য। স্টাডির অবস্থা কি হয়েছে দেখার মতো অবস্থা রইলো না আর্থারের।

শকের ধাক্কায় মেঝেতে পড়ে থাকা অবস্থায় সবার দৌড়ে আসার আওয়াজ শুনতে পেলেন তিনি, দেখলেন তখনো তার হাতে খামটি সাবধানে ধরা রয়েছে। যদিও হাতে ধরে থাকায় খামটি খানিকটা দুমড়ে গেছে। তার ঘামে ভিজেও গেছে সেটা। তারপরও যে একমাত্র শব্দটি রয়েছে এর মাঝে; তা পড়তে কোন অসুবিধাই হলো না।

"ELEMENTARY"

অধ্যায় ১০

দি এপ্লাইড সায়েন্স অব ডিডাকশন

"অপরাধ কমন কিন্তু যুক্তি খুঁজে পাওয়া বিরল।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য কপার বিচেস*

জানুয়ারি ০৬, ২০১০

হ্যারল্ড তার চারপাশে উত্তেজিত শার্লোকিয়ানদের তর্কবিতর্ককে উপেক্ষা করার চেষ্টা করলো। তাদের কণ্ঠ যতটা উঁচুতে উঠছিল হ্যারল্ড ততটাই চেষ্টা করতে লাগলো তার-লাঞ্চের জন্য রাখা বারবুনের মাঝে ভাসমান তিন টুকরা বরফের দিকে নজর দেওয়ার প্রতি। যতই টুকরাগুলো গলে যেতে লাগলো ততই তাদের কোণাগুলো আরো ধারালো হতে থাকলো। সে তার গ্লাস ঝাঁকিয়ে ড্রিংকসকে বরফের উপর নিচ করে নিল আর তারপর লম্বা আরেকটি চুমুক দিল।

হ্যারল্ডের পিছনে দু'জন দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে তর্ক করছে আর একে অন্যকে আঙুল তুলে দোষারোপ করছে কী নিয়ে যেন। সারা হোটেল জুড়েই এরকম তর্ক বিতর্ক চলছে। ফলে এ সংস্থার অন্যান্য যেসব সমস্যা ছিল মনে হল সবাই তাদের কথা ভুলেই গেছে। হ্যারল্ডই একমাত্র ব্যক্তি যে এরকম দিনে নিজেকে একজন গোয়েন্দা মনে করছে। বার পূর্ণ হয়ে আছে শার্লোকিয়ানদের দ্বারা, যারা সঠিক কোন তথ্য না পেয়ে উত্তেজিত হয়ে ঘটে যাওয়া অপরাধটি সম্পর্কে নানা গল্প সাজাচ্ছে। ছোটখাট কোন ভুল বোঝাবুঝিকেই অনেকে এই নারকীয় হত্যাকান্ডের পেছনের কারণ বলে মনে করছে। ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে অনেকেই সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করছে। হয়তো তাদের আশা এই যে, সবার সম্মিলিত মেধার জোরে কোন সমাধান মিলবে। অনেকেই আবার সরাসরি তদন্ত শব্দটি ব্যবহার করে তৎক্ষণাৎ কোন গল্প বানাচ্ছে যাতে দায়ি কোন বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি। এখানে সবাইকেই সন্দেহ করা হচ্ছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শার্লোকিয়ান আসরে সবাই গোয়েন্দা, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তার নিজের ক্ষেত্রে বলা যায়, হ্যারল্ড খুবই ক্লান্ত। সে বাড়ি যেতে চায়। সত্যিকারভাবেই সে আতঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। বাস্তবিকই এ মৃত্যু দেখে তার ভেজা কপাল বেয়ে গরম পানির মত ঘাম ঝরেছে। সে নার্ভাসনেস কাটানোর জন্য বার

টেবিলের উপর থেকে কিছু প্রিটজেল নিয়ে মুখে পুরে দিল। তারপর শক্ত করে দাঁত দিয়ে কামড় দিয়ে ভাঙতে লাগলো। মনে হলে এভাবে চারপাশের আলোচনার হাত থেকে বাঁচা যাবে। হ্যারল্ড খেয়াল করে দেখেছে বেশিরভাগ মানুষ যখন ভয় পেয়ে যায় অথবা কোন কারণে অস্থির হয়ে ওঠে তখন তারা নাওয়া-খাওয়াও ভুলে যায়। তার কাছে মনে হলো আগে যেমন কোন সমস্যায় পড়লে এক প্যাকেট স্ন্যাক্সেই রাত কেটে যেত এখনো যদি তেমন হতো! আর হতাশায় ভুগলে ঠাণ্ডা নারকেলের দই ছিল ভরসা কিন্তু নার্ভাস হয়ে গেলে তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে লবণাক্ত খাবার। যেমন চিপস, প্রিটজেল, ক্র্যাকার। সাধারণত এ ধরনের সময়ে সে ড্রিংকস করে না কিন্তু একজন মানুষকে সে চেনে আর তার মৃতদেহ হ্যারল্ডের চেতনাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। তাই নিজের নিয়মের ব্যতিক্রম করে নার্ভকে শান্ত করার জন্য ঢকঢক করে ড্রিংকস পান করলো।

হঠাৎ করেই মনে হলো শূন্য থেকে উদয় হলো সারাহ্। হ্যারল্ডের পাশে টুলে বসে তার কাঁধে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। যদিও এরকম অচেনা কারো কাছ থেকে স্পর্শ পেয়ে অভ্যস্ত নয় সে কিন্তু এই মুহূর্তে এই সঙ্গটুকু তার ভালোই লাগলো।

হ্যারল্ডের গ্লাসের দিকে ইশারা করে হেসে সারাহ্ বললো, "এখন সাড়ে এগারোটা বাজে।"

"সকালটা খুব কঠিন ছিল," হ্যারল্ড উত্তর দিল।

সারাহ্ও একমত হয়ে কফির অর্ডার করলো আর কফি না আসা পর্যন্ত চুপচাপ বসে রইলো সে।

"পুলিশ কি আপনার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে? আপনি যদি তাদেরকে ডিল করার ব্যাপারে অভ্যস্ত না হন তাহলেই হয়েছে। আপনাকে পেয়ে বসবে তারা। জ্বালিয়ে মারবে।"

হ্যারল্ডের কাছে মনে হলো যে পুলিশটি তাকে জেরা করেছিল, তার ক্ষেত্রে ভয় পাইয়ে দেয়া শব্দটিই যথোপযুক্ত হবে। যখন তারা এলেক্সের রুমে পৌঁছে দেখলো হ্যারল্ড একটি অব্যবহৃত বালিশ খুঁজে দেখছে কোন চুল পাওয়া যায় কিনা। সাথে সাথেই হ্যারল্ডের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল সে। যদিও পুলিশের দু'জন লোক অনেক দৌড়াদৌড়ি খোঁজাখুঁজি করেও কিছু পায় নি কিন্তু হ্যারল্ড যে ভয়টা পাচ্ছিল, মূল্যবান কোনো সূত্র নষ্ট হয়ে যাবে, তাই হলো। হ্যারল্ডের চামড়া ব্যথা হয়ে যায় কোমর আর উরুতে তাদের হাতের বাড়ি খেয়ে। তারা হ্যারল্ডকে হাতকড়া পরা অবস্থাতেই নিচে হলওয়েতে একটি খালি রুমে নিয়ে জেরা করে। এলেক্সের সাথে তার সম্পর্ক আর দেয়াল থেকে উদ্ধার হওয়া মেসেজ সম্পর্কে জানতে চায়। হ্যারল্ড যতই নার্ভাস আর ক্ষুধার্থ হয়ে উঠছিলো তাদের প্রশ্নের উত্তরে ততই পেঁচিয়ে ফেলেছিলো। ফলে একদম পানির মত সোজা যে বিষয়টি–হ্যারল্ড এলেক্স কেলকে

খুন করে নি বরঞ্চ তার ধারণাতেও নেই কে কাজটা করেছে–তা আরো জটিল হয়ে গেল। অবশেষে হ্যারল্ডের ড্রাইভিং লাইসেন্স ঘেটে সমস্ত তথ্য নিয়ে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এশহর ছেড়ে কোথাও যাবে না নিশ্চিত হয়ে পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়। বিস্মিত হয়ে হ্যারল্ড লক্ষ্য করেছিলো সমস্ত তদন্ত শেষ হতে মাত্র ৯০ মিনিটেরও কম সময় লাগে।

"আপনি কি অভ্যস্ত পুলিশদের ব্যাপারে?" হ্যারল্ড সারাহ্‌কে জিজ্ঞেস করলো। "তরুণ বয়সে আমি বোস্টনের বাইরে দু'বছর সালেম খবরের হয়ে কাজ করেছি। আমি অপরাধের পাতা নিয়ে কাজ করতাম কিন্তু এ ধরনের ছোট সংবাদপত্রে অপরধের পাতা বলতে বোঝাত স্থানীয় পুলিশ প্রধানকে ডাকা আর গতরাতে কাকে ধরা হয়েছে তা জিজ্ঞেস করা। মানুষটি ছিল একটা বানচোত। সব পুলিশের সামনে আমাকে হানি বলে ডাকাতো। যাই হোক। আপনাকে যা করতে হবে তা হলো, তাদের সামনে হাসিহাসি মুখ করে তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে আশ্বস্ত করতে হবে, বোঝাতে হবে তাদের হাতে সত্যিই ক্ষমতা রয়েছে।" কফিতে চুমুক দিয়ে টুল ঘুরিয়ে এবার সারাহ্ সরাসরি হ্যারল্ডের দিকে তাকিয়ে বললো, "ওখানে কি আপনার সময়টা ঠিকঠাক কেটেছে?"

তৎক্ষণাৎ হ্যারল্ডের মুখে কোন উত্তর এলো না। সেখানে সে এমনি এমনি সময়ও কাটাচ্ছিল না আর সময়টা ভালোও কাটে নি।

"আপনার কি আমাকে সত্যিই সন্দেহ হয়?" হ্যারল্ড উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো।

"আমার সত্যি সন্দেহ আছে এ ব্যাপারে। আমি নিশ্চিত অপরাধের জায়গার জিনিসপত্র এলোমেলো করার জন্য তারা আপনাকে একটু শাস্তি দিতে চেয়েছে। ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছে। এর বেশি কিছু না।" সারাহ্ হেসে ফেলল। তারপর চারপাশে তাকিয়ে তর্করত শার্লোকিয়ানদের দেখিয়ে বললো, "মনে হচ্ছে এখানকার সবাই জানে ঘটনাটা কে ঘটিয়েছে। আপনার কি মনে হয়?"

বস্তুত গত দু'ঘণ্টা যাবৎ হ্যারল্ড এটি নিয়েই ভাবছে কিন্তু সম্ভাবনাময় অথবা খুশি হয়ে ওঠার মতো কোন যুৎসই উত্তর আসছে না মাথায়। তার বদলে সারাহ্‌কে বললো, "আপনি জানেন দেয়ালে যে লেখা ছিল সেই Elementary শব্দটি... সত্যি সত্যিই হোম্‌সের একটি গল্পে আছে?"

সারাহ্ আগ্রহী হয়ে উঠল, "সত্যি? এটি কি সেই বিখ্যাত শার্লোক হোম্‌সের উক্তি? Elementary, আমার প্রিয় ওয়াটসন।"

"হ্যা। সবাই এটি জানে কিন্তু এটি সত্যিকার গল্প থেকে নয়। এটি পুরাতন একটি টিভি সিরিয়ালে ব্যবহার করা হয়েছে। আগে এর মুভিও বানানো হয়েছিল একটি গল্প নিয়ে। সবগুলো গল্পের মধ্যে হোম্‌স ওয়াটসনকে মাত্র একবারই

"Elementary" শব্দটি বলেছিলেন, আর সেটা *দ্য ক্রুকডম্যান* গল্পে।

"হাহ্।"

"এটি একটি নির্দিষ্ট গল্প থেকে নির্দিষ্ট উক্তি। এটা অদ্ভুত। আর ঘটনাস্থলটি : *আ স্টাডি ইন স্কারলেট* গল্পে, হোম্‌সের একদম প্রথম গল্প; হোম্‌স দেয়ালে রক্ত দিয়ে লেখা একটি শব্দ খুঁজে পায়। অন্ধকার একটি রুমের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণে ছিল লেখাটি।"

সারাহ্ বলে উঠলো, "উপরের ঘরে দেয়ালে যে লেখাটি তার রক্ত এলেক্সের নয়। উনার শরীরে কোন কাটাছেড়ার চিহ্ন তো নেই। আমি পুলিশদের কাছ থেকে এতটুকু জানতে পেরেছি।"

"গল্পেও এরকমই আছে। যে খুন হয়েছে তার নয়, হত্যাকারীর রক্ত দিয়েই লেখা হয়েছে।"

সারাহ্ আর হ্যারল্ড দু'জনেই দীর্ঘক্ষণ ব্যাপারটি চুপচাপ ভাবলো। একটু পর সারাহ্ বলে উঠলো, "আপনি ব্যাপারটি মিমাংসা করতে চাইছেন, তাই না?"

সে এমনভাবে কথাটি বললো যেন সে এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত। হ্যারল্ডও অনুভব কারলো সারাহ্ সত্যিই বলছে।

এলেক্স কেল গত হবার পর হ্যারল্ডই সবচেয়ে কমবয়সী বেকার স্ট্রিট ইরেগুলার। কেল যা শেষ করতে পারে নি হ্যারল্ড তা শেষ করে তার মাধ্যমে কেলকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, যে কাজটি কেল শুরু করেছিল সেটি হ্যারল্ড শেষ করতে পারে। খুঁজে বের করতে পারে যেটি কেল পায় নি–সমাধানটি।

সারাহ্ থেমে বললো, "আজকের সকালে এখানে বেশ কয়েকজন গোয়েন্দাকেই দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমি জানি আপনার কথাই ঠিক। আমার মনে হয় আপনিই এর সমাধান করতে পারবেন।"

হ্যারল্ড পুলকিত হয়ে উঠলো। সাহসী আর উৎসাহিত বোধ করলো সে।

"কে এরকম কিছু করতে পারে তা আমার জানা দরকার। কে খুন করতে পারে এলেক্স কেল কে? কেইবা এমন বিদ্‌ঘুটে জঘন্যভাবে কাউকে খুন করে শার্লোক হোম্‌সের গল্প ব্যবহার করে সূত্র রেখে যেতে পারে?" হ্যারল্ড বলে উঠলো।

সারাহ্ রুম জুড়ে থাকা শারলোকিয়ানদের উপর থেকে নজরে বুলিয়ে আনলো। দুজন ভদ্রমহিলা বারের ন্যাপকিনের উপর অপরাধের একটা ডায়াগ্রাম এঁকে, একে অন্যকে বোঝাতে চাইছে যে আসলে কি হয়েছিল।

তারপর আচমকা সারাহ্ বলে উঠলো, "এমন কেউ যে প্রচুর রহস্যোপন্যাস পড়ে।"

অধ্যায় ১১

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড

"দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহে পারদর্শী। যদিও তারা সবসময় এর সুবিধাটুকু ব্যবহার করে না।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য ন্যাভাল ট্রিটি*

অক্টোবর ১৯, ১৯০০

"দেখুন, এটি দেখে মনে হচ্ছে না কেউ আপনাকে সত্যিই খুন করতে চেয়েছে। বরঞ্চ এটি করা হয়েছে আপনাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য, তাই না?" মুখে লোম ভর্তি ইন্সপেক্টর বলে উঠলো।

আর্থার ইন্সপেক্টরটির ছোট ডেস্কের উপর আঙুল দিয়ে তাল বাজিয়ে উঠলেন। ডেস্কের উপর একটি ব্রোঞ্জের নেমপ্লেট রয়েছে; যাতে সদ্য কালি করা বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে ইন্সপেক্টর মিলার। মানুষটির কলারেও দুটি ব্যাজ শোভা পাচ্ছে এই গর্দভ লোকটার পদমর্যাদা বোঝানোর জন্যে।

বুধবারের সকাল। নিউ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অফিস যেখানে আর্থার এখন বসে আছেন, অদ্ভুত রকমের চুপচাপ। বিল্ডিংটি মাত্র কয়েক বছরের পুরাতন আর বাসিন্দাদের জন্য একটু বেশিই প্রশস্ত। আর্থার কাছের এবং দূরের হলওয়ে, সব জায়গা থেকেই বিভিন্ন ধরনের জুতার আওয়াজ পাচ্ছেন। এ ধরনের বিরক্তিকর আলোচনার পাশাপাশি তালে তালে বাজানোর মত এ শব্দে আর্থার মুগ্ধ হয়ে ভাবলেন এরা হয়তো কোন দেশীয় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করছে; যেমনটা তিনি শুনতেন স্ট্রান্সভ্যালে থাকাকালীন বোয়াদের পিছু নেবার সময়ে।

আর্থার ইন্সপেক্টরের প্রশ্নের উত্তরে বলে উঠলেন, "আমার চিঠির বক্সে কেউ একজন বোমা রেখেছে, স্যার। এটি আমার লেখার টেবিলের অর্ধেকটাই উড়িয়ে নিয়ে গেছে। আপনি নিশ্চয়ই গুরুত্বটা বুঝতে পারছেন। বাড়িতে আমার পুরো পরিবার ছিল সে সময়।"

আর্থার নিজেকে ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। এই বোকা লোকটার বোকামী দেখে নয় বরঞ্চ ইন্সপেক্টর মিলারের বিরক্তিকর হাসি হাসি মুখের অভিব্যক্তি দেখেই আর্থার প্রায় খেপে উঠলেন। মনে হলো কেউ যেন ইন্সপেক্টরের

মুখ উলের কাটা দিয়ে ঘেটে দিয়েছে। ফলে তাকে দেখে মনে হলো যেন কোন পোকা ইউনিফর্ম পরে বসে রয়েছে।

"ঠিক বলেছেন, ডাঃ ডয়েল। একদম ঠিক। এই ধরনের ঘটনার পেছনের ব্যক্তিদের ধরার জন্য আমরা ইয়ার্ডের লোকেরা সবরকম চেষ্টা করবো। এর সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস করুন, আমরা বিশ্রাম নেবো না। আমি শুধু বলবো আপনি ভয় পাবেন না। বোমাটি খুবই যাচ্ছেতাইভাবে বানানো হয়েছে। এটি নিশ্চিতভাবেই বিশাল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে কিন্তু বানানো হয়েছে সাধারণ কালো পাউডারের সাথে একটু বেশি সালফার মিশিয়ে। এটি আগুনের চেয়ে ধোঁয়া সৃষ্টি করতেই যেন বানানো হয়েছে। আশা করি আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন।"

আর্থার কখনো কাউকে ডুয়েল লড়তে আমন্ত্রণ জানান নি কিন্তু এই মুহূর্তে এ জাতীয় ঐতিহ্যের যথার্থতা বুঝতে পারলেন। মনে হলো এই মুহূর্তে কেউ তাকে খুব অভদ্রভাবে আঘাত করেছে।

আর্থার নিজেকে দমন করার জন্য ধীরে ধীরে বলে উঠলেন "আর সাথের চিঠিটি, এ সম্পর্কে আপনি কি বলবেন?" তিনি ইন্সপেক্টর মিলারের ডেস্ক থেকে পড়ে থাকা খামটি নিয়ে তার মুখের সামনে চায়নিজ ফ্যানের মতো ঘুরাতে ঘুরাতে বলে উঠলেন।

একদিন আগেই এর ডান কিণারাটি আর্থার খুলে ফেলেছিলেন। ভেতরে তিনি কোন চিঠি পান নি বরঞ্চ টাইমস পত্রিকার দু'সপ্তাহ পুরাতন একটি পাতা ক্লিপ দিয়ে আটকানো অবস্থায় পেয়েছেন। এটি পূর্ব তীরে ঘটে যাওয়া এটি হত্যাকান্ডের উপর লেখা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। হেডলাইনে লেখা 'স্টেপনিতে খুন।' গোসলরত অবস্থায় একজন বধুর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। স্যামন স্ট্রিটে ভাড়া করা এক ঘরের বাথটাবে তরুণীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। মৃতদেহের পাশে একটি সস্তা দামের ওয়েডিং ড্রেস পাওয়া গেছে, যদিও তরুণীর পরিচয়, তার সম্ভাব্য স্বামী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নি। এছাড়া মেয়েটির শরীরে অদ্ভুত রকমের একটি ট্যাটুও রয়েছে–তিন মাথাওয়ালা একটি কালো কাকের ছবি। এ ধরনের মৃতদেহ পাওয়া আজকের দিনে কোন ঘটনাই নয় তাই এ বিষয়ে কোন বিশেষ সাড়া পাওয়া যায় নি। মৃতদেহটি পাওয়ার স্থান আর ট্যাটু দেখে ইয়ার্ড তরুণীকে বেশ্যা হিসেবেই গণ্য করছে আর ব্যাপারটিকে সমাজের উপর অভিশাপ হিসেবেই এড়িয়ে গেছে।

ইন্সপেক্টর মিলার সব শুনে উত্তর দিলেন, "আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, তবুও বলছি, কেউ আপনার সাথে মজা করতে চেয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না আপনার মত অবস্থানের কোন ব্যক্তির সামনে মৃতদেহকে কেউ কিভাবে আনতে

পারে যেটি এতো তুচ্ছ একজন তরুণীর। তবে এটি নিবুর্দ্ধিতার পরিচয় হলেও চমক আছে।"

"এমন কি হতে পারে না এই বেচারীর খুনি আমার স্টাডিকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে?" আর্থার ইন্সপেক্টরকে প্রশ্ন করলেন।

"যেমনটা আমি বলেছি, ডা: ডয়েল, আমরা তদন্ত করছি। আপনি এ ব্যাপারে, নিশ্চিত থাকতে পারেন, ঘটনা আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে। আমরা আমাদের দক্ষ লোকদেরই এ ব্যাপারে নিয়োগ দিয়েছি।" ইন্সপেক্টর মিলার উঠে দাঁড়িয়ে কোটের প্রান্ত ধরে টান দিয়ে ঠিক করে সোজা করে নিলেন। এতে মনে হলো সে আরো কয়েক ইঞ্চি লম্বা হয়ে গেল। এ ধরনের আচরণে আর্থারের কাছে মিলারকে আরো বাচ্চাসুলভ মনে হলো। ইন্সপেক্টরের গাঢ় রঙের হ্যাটটি তার অপুষ্ট শরীরের পক্ষে লম্বা আর বড় মনে হলো। মিলারকে দেখে মনে হলো কোন বাচ্চা ছেলে তার বাবার কাপড় পরেছে শখ করে। অথচ আন্ডারওয়ার্ল্ডের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব তারই কাঁধে। আর্থার ভাবলেন, যদি ইয়ার্ডের সবশ্রেষ্ঠ লোকদের মাঝে মিলার হন তাহলে এ সমাজের অন্ধকার অপরাধগুলো কখনোই ন্যায়ের আলো দেখবে না।

ইন্সপেক্টর মিলার বলে চললো, "আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে দেখুন কাকতালীয়ভাবে আপনি এখানে আর আপনার কেসটি আমিই দেখভাল করছি..." বলে সে একটি পুরাতন হলদেটে ম্যাগাজিন বের করলো কিছু পেপারের নীচ থেকে। তারপর আর্থারের সামনে রাখলো দেখানোর জন্য। "আমার ছেলেরা বুঝতে পারছেন, তারা আমাকে কেঁচে ফেলবে যদি জানতে পারে আপনি আমার সামনে বসেছিলেন অথচ আমি আপনার কোন অটোগ্রাফ নেই নি।"

এটি *স্ট্র্যান্ড* পত্রিকার ১৮৯৩ সালের ডিসেম্বর সংখ্যা। প্রধান গল্পই হচ্ছে *দ্য ফাইনাল প্রবলেম*। আর্থার অনেক বছর হোম্‌সের সর্বশেষ গল্পটিকে চোখে দেখে নি একসাথে, তার অনুভূতি হলো বিশাল আর অন্যরকম। এক ধরনের গর্ববোধ। বহু কষ্টে অর্জিত খ্যাতি যা তাকে আজ সকালে স্কটল্যান্ডইয়ার্ডে পরিচিত করে তুলেছে, এই অনুভূতিই এলো প্রথমে মনে কিন্তু এ বোধ সহসাই চলে গেল। তার বদলে অবর্ণনীয় বিরক্তিতে ভরে গেল মন। সব ধরনের নিবুর্দ্ধিতা সহ্য করা গেলেও এমন সময়ে হোম্‌স? হোম্‌স হচ্ছে ব্রামের মরণ-অমরণশীল সে-সব রক্তচোষার মতো যা আর্থারকে সব জায়গায় অনুসরণ করে আর তার সর্বদৃষ্টির হাত থেকে আর্থার কিছুতেই বাঁচতে পারে না। আর্থারের প্রতিষ্ঠা ইন্সপেক্টরকে উত্তেজিত করে নি। ও হোম্‌সকে নিয়েই বেশি উত্তেজিত।

আর্থার ম্যাগাজিনটি তুলে নিয়ে মুখের সামনে ধরলেন।

"আর হ্যা, আপনার কাছে এটি একটু অদ্ভুত লাগতে পারে, কিন্তু আপনি কি লিখতে পারবেন না, এডি-কে, একজন গোয়েন্দার পক্ষ থেকে অন্য এক গোয়েন্দাকে। আপনি যদি এটাকে বেশি সাহস না মনে করেন স্যার, তাহলে শার্লোক হোম্‌স হয়েই সাইন করে দিন," মিলার বলে উঠলো।

আর্থার সহ্য ক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন। ডেস্কের উপর শব্দ করে ম্যাগাজিনাটি রেখে ঘোড়ার মত তেজী হয়ে উঠলেন। তারপর ইন্সপেক্টর মিলারকে বললেন, "স্যার, আপনি যদি এসব অপরাধের যথাযথ বিচার করতে না পারেন, তাহলে আমি নিজেই এগুলোর তদন্ত করবো।" তারপর ইন্সপেক্টর বাধা দেবার আগেই টেবিল থেকে ছো মেরে খামটি নিয়ে কোটের পকেটে ভরে ফেললেন। "তরুণী বধূটিকে যে মেরেছে আর আমাকেও হত্যা করতে প্রায় সফল হতে যাচ্ছিল সেই ব্যক্তিকে আমি খুঁজে বের করবো। আর আপনার সাহায্য ছাড়াই আমি এ কাজ করবো। শুভ দিনের শুভেচ্ছা আপনাকে।"

আর্থার ঘোড়ার মত তেজে টগবগ টগবগ করতে করতে দরজার দিকে চলে গেল। "ডাঃ ডয়েল," ইন্সপেক্টর আটকাতে চাইলো আর্থারকে। "আমরা মৃত মেয়েটি সম্পর্কে কিছুই জানি না। কোন গহনা, আংটি, সম্পত্তি কিছুই না। যিনি হোটেলটি চালান সে বলেছে, মেয়েটি দাঁড়ান এখানেই কোথাও আছে। আমি, আপনার জন্য ফাইলটি খুঁজে আনছি।" বলে ইন্সপেক্টর তার ডেস্কের উপরে কাগজপত্রের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়লো যতক্ষণ না যেটা খুজঁছে তা পেল। "ঘটনার আগের রাতে মেয়েটি লম্বা একজন ভদ্রলোকের সাথে এসেছে। মানুষটি কোন কথা বলে নি। মেয়েটি রাতের থাকার খরচ দিয়েছে। নামের জায়গায় লিখেছে মরগ্যান নিমেইন। যদিও এটি সম্পূর্ণই ভুয়া। রুমে এমন কিছুই পাওয়া যায় নি যেখানে মেয়েটি অথবা লোকটির নাম লেখা রয়েছে। শুধুমাত্র একটা নোংরা বিয়ের পোশাকই পাওয়া গেছে। আর বিদ্‌ঘুটে ট্যাটুটির কথা যদি বলেন, তাহলে এটি নিশ্চয়ই সে তার কোন কাস্টমারকে দিয়ে আঁকিয়ে নিয়েছে। আপনি জানেন, এ জাতীয় মেয়েরা কেমন হয়। এটি দেখতে নতুন মনে হচ্ছিল, তার মানে খুব বেশিদিন আগে আঁকানো হয় নি। আমার লোকেরা এটার ছবি এঁকে এনেছে।" সবকিছু বলে ইন্সপেক্ট মিলার একটি সাদা কাগজ এনে রাখলেন যেখানে মৃত মেয়েটি ট্যাটুর ছবি আঁকা রয়েছে।

প্রথম দেখায় আর্থারের কাছে মনে হলো বড় কালো দাগ কিন্তু কাছ থেকে দেখতেই তিনি দেখতে পেলেন যে পিচের মত কালো একটি কাকের তিনটি মাথাওয়ালা ছবি। একটি মাথা ডানদিকে, একটি সামনে, অন্যটি বাম দিকে। আর্থারের মনে পড়ে গেল যুদ্ধে আমেরিকান নেটিভরা রাগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে নিজেদের চামড়ায় ছবিটি আঁকতো।

ইন্সপেক্টর মিলার বলে চললেন, "এছাড়াও আমি শুনেছি আপনি শীঘ্রই নাইট খেতাব পেতে যাচ্ছেন। তাহলে এসব নোংরা ঘটনার সাথে নিজেকে কেন জড়াতে চাইছেন? আর কেনই বা কেউ পূর্বতীরে ডুবে গিয়ে আপনাকে জানাবে সে এটা করেছে? তারপর সবাইকে জানাতে, সে এটি করেছে? দয়া করে একটু যুক্তি দিয়ে ভাবুন।"

আর্থার দরজার হাতলে হাত রেখেও থেমে গেলেন। ইন্সপেক্টরের কথায় যুক্তি আছে। প্লটটি জটিলই বলতে হবে। সমাধান রয়েছে অনেক দূরে আর আর্থারের কোন ধারণাই নেই কিভাবে তিনি সেখানে পৌছাবেন।

হেসে ইন্সপেক্টর মিলার বলে উঠলো, "এই কেসটি আসলে শার্লোক হোম্‌সের জন্য।"

আর্থার আবারো ডুয়েল লড়ার কথা চিন্তা করলেন। বস্তুত একটি যুদ্ধ হবে কিন্তু এই নির্বোধ ইন্সপেক্টরের সাথে নয়।

"না, আর্থার উত্তর দিলেন। "এটা ঐ ব্লাডি শার্লোক হোম্‌সের কেস নয়। এই কেসটি তার স্রষ্টার জন্য উপযুক্ত।"

আর এ কথা বলেই আর্থার শব্দ করে দরজা বন্ধ করে হনহন করে বের হয়ে গেলেন।

ইন্সপেক্টর মিলার একা দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন, তিনি কী এমন উল্টাপাল্টা কাজ করেছেন!

অধ্যায় ১২

একটি প্রস্তাব

"আমার পেশাদারিত্বের একটি নির্দিষ্ট মাত্রা রয়েছে।
আমি তাদেরকে খুব বেশি বদল করি না, নিরাপদে রাখি, তারপর একত্রে সমস্ত চার্জের বিরুদ্ধে শাস্তি দেই।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য প্রবলেম অব থর ব্রিজ*

জানুয়ারি ০৬, ২০১০

রন রোসেনবাগ বার টেবিলের উপর এক জোর থাবা বসিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, "এটি কোন রহস্য নয়।"

হ্যারল্ড পর্যন্ত কেঁপে উঠল থাবার ঝাঁকুনিতে। রনের এই এক অভ্যাস। উত্তেজিত হলেই হাত ছুড়তে থাকে। রন যতই উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলো, হ্যারল্ড ততই প্রমাদ গুনলো কঁনুইয়ের গুতো খাবার আশংকায়।

রন বলে চললো, "আমি জানি তুমি আমার দিকেই আঙুল দেখাতে চাইছো। এর কারণও আমি জানি।"

"দেখো, আমি সত্যিই বলছি না এই খুনের সাথে তুমি জড়িত," হ্যারল্ড উত্তর দিল।

"শ-শ-শ-শ!" বারের চারপাশে তাকিয়ে রন বলে উঠলো, "আস্তে বলো। এটি তোমার আর আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক।"

রন আবারো তার হাত ঘুরাতে গেলে এবার হ্যারল্ড সরে গেল চট করে। রন রোসেনবার্গকে হ্যারল্ড তেমন পছন্দ করে না আর অপছন্দের কারণও তেমন নেই। রনের বয়স যদিও চল্লিশ, দেখতে আরো বয়স্ক দেখায়। দুটি বিপরীতমুখী চোখের কারণে তার চেহারায় বলিরেখা পড়েছে। আর প্রতিনিয়ত তিন পিসের যে স্যুট সে পরে আসে, তাতে তাকে একজন বয়স্ক ব্যাংকার বলেই মনে হয় বেশি। যদিও সে তা নয়। হ্যারল্ড ঝাপসাভাবে স্মরণ করতে পারলো, লন্ডনে রন ছোট একটি রিয়েল এস্টেট ফার্ম চালায়। যদিও কি ধরনের তা হ্যারল্ড নিশ্চিত নয়। যাইহোক, রন তদন্তের জন্যে কোন মূখ্য চরিত্র নয়। তার দিকে কারো নজরও নেই।

সারাহ্ একটি ফোন রিসিভ করতে গেছে আর এই ফাঁকে কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ

করে উদয় হয়েছে রন। তারপর হ্যারল্ডের পাশে বসে নিজের সরলতা সম্পর্কে বলে চলেছে।

মিনিট খানেকের মধ্যেই সে উত্তেজিত হয়ে প্রায় হ্যারল্ডের কাঁধের উপর হাত দিয়ে আর রাগত স্বরে ফিসফিস করে আলোচনা করে যাচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ হ্যারল্ডের কাছে মনে হলো সে একটি মৌমাছির সাথে গল্প করছে। ক্ষণে ক্ষণেই কেঁপে কেঁপে গুনগুন করে উঠছে।

হ্যারল্ড জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি নিয়ে এত চিন্তিত হচ্ছেন?"

"আমি জানি তুমি যখন লাশটা খুঁজে পাও তখন সেও সেখানে ছিল। সে কি বলেছে? আমি জানি সে আমার ব্যাপারে নিশ্চয়ই কিছু বলেছে। মিথ্যা বলো না আমার সাথে।"

কিছুক্ষণ ধরে হ্যারল্ড বুঝতেই পারলো না রন কার কথা বোঝাচ্ছে। তারপর বুঝতে পেরে বললো, "জেফরি? আপনি জেফরি অ্যাঙ্গেলসকে নিয়ে এত চিন্তিত?"

রন আবার শিকারীর দৃষ্টিতে পুরো বারে চোখ বুলিয়ে নিলো। এখনো তিন চারটি টেবিল জুড়ে শার্লোকিয়ানরা দলে দলে বসে আছে। একধরণের ষড়যন্ত্র, তার গভীরতা আর অযাচিত আক্রমণের আশংকা নিয়ে হ্যারল্ড আর রনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো বাতাসে ভেসে।

রণ বলে উঠলো, "তার এবং আমার মধ্যে একধরণের ভদ্র মতবিরোধ রয়েছে। আরেকটু ভালোভাবে বলতে গেলে সবটুকুই যে ভদ্র তা নয় কিন্তু এসবই স্বাভাবিক। তুমি কি মনে করো? আমরা অবশ্যই বন্ধু। আমি একে বন্ধুত্বেই বলবো। তোমার কি মনে হয়, আজ সকালে বক্তব্য দেয়ার সময় সে জানতো কেল ইতোমধ্যেই মারা গেছে?"

শেষ প্রশ্ন শুনে হ্যারল্ড হতভম্ব হয়ে গেল। "না, আমি জানি না।"

"তুমি জানো না কেলের সাথেও তার মতবিরোধ হয়েছিল? হ্যা, তারা সবসময় ভালো কমরেডসুলভ আচরণ করতো কিন্তু এসবই ছিলো ভণিতা। জেফরি সবসময় তাকে জোর দিত বলার জন্যে যে ডায়েরিতে কি আছে আর সে লেকচারে কি বলবে কিন্তু কেল মুখে তালা দিয়ে রেখেছিল। আমি তোমাকে বলছি, জেফরি এতে খুশি ছিল না।"

"দেখুন, আমি আপনাদের কাউকেই এ ব্যাপারে দায়ি ভাবছি না," হ্যারল্ড উত্তর দিল।

রন কৌতুহলী হয়ে উঠলো। হ্যারল্ডের কথা শুনে সে সত্যিকারভাবেই বিস্মিত হলো। "আমাদের কেউ একজনই কাজটা করেছে।"

হ্যারল্ড তার ফেলো সদস্যদের যে অনেকদিন ধরে জানে তা নয় কিন্তু সে তাদের চেনে। আর সে সত্যিকারভাবেই এদের পছন্দ করে। তাদের সঙ্গ পছন্দ

করে। তাদের সঙ্গে আপন ঘরের মতই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। গতরাতে যখন তার হাতে ধূসর শিলিংটি তুলে দেয়া হয়েছিল তখনই সে প্রায় নিজের একটি জায়গা খুঁজে পেয়েছে।

চারপাশে তার কলিগ, বন্ধুসুলভ মানুষ থাকা সত্ত্বেও হ্যারল্ড একা বোধ করছে। তাদের একজনই আসলে খুনি। হতে পারে খুনের সাথে একজন নয় একাধিক লোক জড়িত। এর পেছনে হ্যারল্ডের যুক্তিও আছে, যদি তারা *মার্ডার অন দি অরিয়েন্ট এক্সপ্রেস* পড়ে থাকে। অবশ্যই তারা পড়েছে। তারা সকলেই একইরকম বই পড়ে। তারা সবাই হৃদয়ের গভীর থেকে একই গল্প বিশ্বাস করে। ক্রিস্টি, চ্যান্ডলার, ড্যাশিয়েল হ্যামেট, আরো অনেকে, বলতে গেলে পৃষ্ঠা ভরে যাবে। কিভাবে তাহলে তাদের কেউ এ কাজটি করেছে?

আজকেই সকালে প্রথমবারের মতো হ্যারল্ড রেগে গিয়েছিল। এলেক্স কেলের জীবন নেয়ার জন্যে আর ডায়েরি নেয়ার জন্য খুনির উপর রেগে গিয়েছিল কিন্তু বেকার স্ট্রট ইরেগুলার্‌সের সদস্য হবার জন্য নিজের উপরও রাগ হয়েছিল। এখন এটি কি ধরনের দল হবে? লস অ্যাঞ্জেলসে শার্লোকিয়ানদের সর্বশেষ যে মিটিঙে হ্যারল্ড উপস্থিত ছিল সেখানে তারা রাত দুটা পর্যন্ত স্কচ পান করেছে আর *দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দি সলিটারি সাইক্লিস্ট*-এর বড়সড় একটি প্লটকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে। তারা কখনোই আর এরকম করতে পারে না। কিভাবে এমন করে তারা?

এক্ষেত্রে কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না। এসব তার কাছে অনেক মূল্যবান–এ দল, এই ক্লাব, এসব মানুষ। কেউই হ্যারল্ডকে তার একাকী জীবনে ফেরৎ পাঠাতে পারবে না।

রাগে তার ভেতরটা ফুলে ফেপে উঠলো। সে প্রশ্ন করে উঠলো, "আজ সকালে জেফরি কেন বক্তৃতা দিয়েছিলেন?" খুব দ্রুত ভাবতে লাগলো হ্যারল্ড।

রন হেসে ফেলে বললেন, "খুব ভালো প্রশ্ন করেছ। কেন কেল না আসা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে নি? কেন রুম ভর্তি লোকের সামনে কথা বলা শুরু করেছিল যখন সবাই জানে সে যা বলেছে?"

"এটা এই কারণে হয়েছে যে এই বিল্ডিঙের সবাই জানুক, এলেক্স কেলের জীবিত থাকা নিয়ে জেফরি নিশ্চিত," হ্যারল্ড বললো।

"হ্যারল্ড, আমার এই ভেবে ভালো লাগছে, তুমিও আমার মতো করেই চিন্তা করছো।" রন খুশি হয়ে উঠলো।

রনের কথা শুনে হ্যারল্ড একটু থমকে গেল। রনের মতো করে চিন্তা করা? না। এটি কোন ভালো ভবিষ্যৎবাণী নয়। যদি হ্যারল্ড এটা করতে যায়–সে ইতোমধ্যেই চিন্তা শুরু করেছে। তাকে করতে হবে ঠিক ঠিক যুক্তি সাজিয়ে নিয়ে। অযাচিত কোন ভয়ের উপর ভিত্তি করে সমাধান খোঁজা খুব সহজ। মানসিকভাবে আনন্দদায়ক।

"আমি মনে করি আমাদের অবশ্যই-" মাঝপথে রন থেমে গিয়ে হ্যারল্ডের কাঁধের ওপাশে তাকিয়ে রইলেন।

পেছন দিক থেকে কেউ হ্যারল্ডের কাঁধে টোকা মারলো। সে ফিরতেই তার থেকে অন্তত ইঞ্চিখানেক খাটো কিন্তু বছর দশেকের বড় একজন হ্যান্ডসাম পুরুষের চোখাচোখি হয়ে গেল। মানুষটির কালো ভ্রু জোড়া মেয়েদের মতো পাতলা। নাকের উপর নেমে এসেছে। ফলে একই সাথে তাকে সুশ্রী আর সিরিয়াস দেখাচ্ছে। সে ধনী অথচ আহামরী নয় ধাঁচের কাপড় পরে রয়েছে। ইস্ত্রিবিহীন খাকি প্যান্ট আর কালো কলারের সোয়েটার। এরপরই হ্যারল্ড দেখলো মানুষটির হাতে মোটা একটি ঘড়ি। নিঃসন্দেহে সোনার। এটিই তার একমাত্র প্রকাশ্য জাকজমকপূর্ণ জিনিস।

আস্তে করে মানুষটি বলে উঠলো, "আপনি কি হ্যারল্ড হোয়াইট?"

হ্যারল্ড উত্তর দিল, "হ্যা।"

আস্তে করে সরে গিয়ে রন বললো, "তোমরা দু'জন কথা বলো।"

হ্যারল্ডের মনে হলো, রন কেন চলে গেল? কে এই ব্যক্তি? সুবেশী মানুষটির কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে হ্যারল্ড দেখতে পেল, বারের দরজার দাঁড়িয়ে সারাহ্ তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

"আমরা কি কোথাও একটু বসে কথা বলতে পারি?" মানুষটি জানতে চাইলো। "আমার নাম সেবাস্টিয়ান।" নাম বলে সে তার ডান হাত দিয়ে হ্যারল্ডকে ধরতে চাইলো আর বাম হাত এগিয়ে দিলো হ্যান্ডশেক করার জন্য। তারপর পুরো নাম বললো। "সেবাস্টিয়ান কোনান ডয়েল।"

আর্থার কোনান ডয়েলের গ্রেট গ্র্যান্ডসন হ্যারল্ডের হোটেল রুমের ক্রিম রঙা নরম কার্পেটে দাঁড়িয়ে আছে। সে একটু পর পর তার হাত পেছনে নিচ্ছে, কাঁধ ঝাঁকাচ্ছে, আবার দুই হাত সামনে এনে এক করে জড়ো করছে। "দেখুন, এটি কোন গোপন কথা নয় যে, আমি আর কেল অনেকবার ঝগড়া করেছি। সবার সামনেই ডায়েরি নিয়ে তর্ক করেছি বহুবার। আবার অভিনয় করার প্রয়োজন নেই যে আমরা ডায়েরি পেয়েছি। পাই নি। কেল ভুল বলত। সব সময় বিশ্বাস করতো, এটি জনগণের সম্পত্তি, আর সে যখন এটি খুঁজে পাবে তখন কোন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা জাদুঘরকে দান করে দেবার কথা ভাবতো। আমি বিশ্বাস করি আপনি বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা, ডায়েরিটি আমার। এটি আমার গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার লিখে গেছেন। এটি আমার সম্পত্তি। আমি নিউইয়র্কে এসেছি কেবল এ বিষয়টি বোঝানোর জন্যে।"

সম্মতির জন্য সেবাস্টিয়ান কোনান ডয়েল হ্যারল্ডের দিকে তাকালো। শক্ত কাঠের চেয়ারে বসে মনোযোগ দিয়ে কথা শুনলেও হ্যারল্ডের কোন ইচ্ছা নেই এ

ব্যাপারে সেবাস্টিয়ানের সাথে তর্ক জুড়ে দেবার কিন্তু এত সহজে পার পাবে বলেও মনে হচ্ছে না।

"আমি আপনার অবস্থা বুঝতে পেরেছি, মি: কোনান ডয়েল। দেখুন, আমি কোন উকিল নই। আমি উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানি না কিন্তু এরকম তো সত্যি, গত আশি বছর ধরে এটি আপনার পরিবারের কাছে নেই। এটি নির্ভর করছে এলেক্স কোথায় এটিকে খুঁজে পেয়েছে। আর এই মুহূর্তে কেউ এ ব্যাপারে কিছু জানে না। এর উপর আপনার অধিকার তাই এত সহজ নয়। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি।"

সেবাস্টিয়ান মাথা নাড়লো। তারপর সারাহ্'র দিকে তাকালো। সারাহ্ খাটের এক প্রান্তে বসে আস্তে আস্তে পা দোলাচ্ছে। সে সেবাস্টিয়ানের দিকে তাকিয়ে হেসে মাথা ঘুরিয়ে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকালো।

সেবাস্টিয়ান হ্যারল্ডের দিকে ঘুরে বলে উঠলো, "আপনি ঘটনার স্থানে ছিলেন। আপনি যদিও একজন উকিল নন।"

সেবাস্টিয়ানও কোন উকিল নন, হ্যারল্ড ভাবলো। হ্যারল্ড জানতো সেবাস্টিয়ান হেনরি কোনান ডয়েলের বড় ছেলে। সেবাস্টিয়ানের ছোট একজন বোন, এক চাচি আর চারজন চাচাতো ভাইবোন রয়েছে কিন্তু তার গ্রেট গ্র্যান্ডফাদারের সম্পত্তির কপিরাইট ইসুতে তার কণ্ঠস্বরই বেশি শোনা যায়। বছরের পর বছর ধরে হোম্স আর ওয়াটসনের উপর সাহিত্যিক অধিকার নিয়ে পরিবারের মধ্যে বিবাদ চলে আসছে। আর প্রতি বছরই এ ভাগ আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। হ্যারল্ডের জানামতে কোনান ডয়েলের বর্তমান পারিবারিক সম্পর্ক খুব একটা সুবিধার নয়। যদিও লেডি হ্যারিয়েট কোনান ডয়েল, সেবাস্টিয়ানের ফুপু জনগণ এবং পণ্ডিতদের প্রতি বেশ দয়াশীল, সে এবং সেবাস্টিয়ান কেউ কারো সাথে কথা বলে না। তাই হ্যারিয়েট আর কনিষ্ঠ ডয়েলরা তো ডায়েরির ব্যাপারে দূরে দূরেই ছিল কিন্তু এলেক্স কেলের প্রথম ই-মেইলে আবিষ্কারের ঘোষনা শুনেই সেবাস্টিয়ান আর তার উকিল ঘোট পাকানো শুরু করেছে।

সেবাস্টিয়ান বলে চললো, "সময় এলে কোর্টই বিষয়টি ফয়সালা করবে। আমি কেলকে ভৎর্সনা করেছি আর যে কেউ ডায়েরিকে দান করার কথা বলবে তাকেও একই পরিণতি বরণ করাবো।" কিন্তু কথার এই পর্যায়ে এসে সেবাস্টিয়ান থেমে গিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুভিতে অভিনয় করা জার্মান জেনারেলদের মতো জুতার গোড়ালি দিয়ে মেঝেতে ঠুকঠুক করে আওয়াজ করতে লাগলো। "এখন প্রধান আর বড় সমস্যা হচ্ছে তাদের খুঁজে বের করা।"

সারাহ্ জানতে চাইলো, "পুলিশ কি এখনো কেলের হোটেল রুমে লুকানো কিছু খুঁজে পায় নি?"

"না। যে-ই তাকে খুন করেছে ডায়েরিটাও সে নিয়ে গেছে। আমি তাদের কাছ থেকে অন্তত এটুকু জানতে পেরেছি। এছাড়া কিছু মৌলিক তথ্য জানতে পেরেছি চাবি কার্ডের রেকর্ড আর হোটেলে স্টাফদেরকে ইন্টারভিউ করার মাধ্যমে।"

"চাবি কার্ডের রেকর্ড কি বলে?" হ্যারল্ড জানতে চাইলো।

সেবাস্টিয়ান ভাঁজ করা একটি কাগজ পকেট থেকে বের করে হ্যারল্ডকে দিয়ে বললো, "গত রাতে তিনজন মানুষ এলেক্সের রুমে ঢুকেছিল।"

এসব কি হচ্ছে? সেবাস্টিয়ান কোনান ডয়েল কেন খুনের আলামত পুলিশের কাছ থেকে নিয়ে হ্যারল্ডকে দিচ্ছে? হ্যারল্ড নিচের দিকে তাকিয়ে ভাবনাকে নিজের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখলো।

ভাঁজ করা কাগজটি হোটেলের সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে নেয়া একটি প্রিন্ট আউটের ফটোকপি। এতে এলেক্সের রুমের চাবি কার্ডের ব্যবহার আর ১১১৭ নম্বর রুমের দরজা খোলা আর বন্ধ হবার সব কিছু লিপিবদ্ধ রয়েছে।

"ঢোকার পর কেল প্রথম তার চাবিকার্ড ব্যবহার করে রাত ১২:৪৬ মিনিটে।" সেবাস্টিয়ান বললো। "তারপর আরো তিনজন ব্যক্তি কেলের রুমে প্রবেশ করে রাত ৩:৫১, ভোর ৪:০৫ আর ৫:১০ বাজে।"

"ওহ্ ঈশ্বর, কার চাবিকার্ড দিয়ে দরজা খোলা হয়েছিল?"

"এটাই সমস্যা। অন্য কোন চাবিকার্ড দিয়ে নয়, প্রতিবার দরজা খোলা আর বন্ধ করা হয়েছিল ভেতর থেকে।"

"সুতরাং মনে হচ্ছে কেউ বাইরে থেকে দরজা নক করেছে আর এলেক্সে তাদেরকে ভেতরে ঢুকিয়েছে? মধ্যরাতে তিনটা পৃথক সময়ে?"

"ঘটনাক্রমে তাই মনে হচ্ছে," সেবাস্টিয়ান বলে উঠলো। "অথবা এমনও হতে পারে কেউ এসেছে, বের হয়ে গেছে, আবারও এসেছে। তিনবার দরজা খোলায় আমরা বলতে পারছি না কে এসেছে বা গিয়েছে।"

"তারা কি মারা যাওয়ার সঠিক সময় বের করতে পেরেছে?"

"ভোর ৪টা থেকে ৮টার মধ্যে হয়েছে। সে-সব ভিজিটরদের কেউ একজন অথবা একের অধিকজন তাকে খুন করেছে।"

"ক্যামেরা? হলওয়েতে যে ক্যামেরা ছিল সেখানে কিছু পাওয়া যায় নি?" সারাহ্ জানতে চাইলো।

"বলার মতো কেউ না। লবিতে কয়েকজনকে দেখা গেছে ক্যামেরাতে কিন্তু তারা রেজিস্ট্রেশন ডেস্কে কাজ করছিল।"

"তাহলে সদর দরজা দিয়ে কারা এসেছে?" হ্যারল্ড জানতে চাইলো।

"অসংখ্য মানুষ, হ্যারল্ড। এই হোটেলে দুইশটি কামরা আছে। জানুয়ারির ৫

তারিখেই এটি দুই-তৃতীয়াংশ ভর্তি ছিলো। এলেক্সের ঘরে প্রথম যে এসেছে রাত ৩:৪০–৩:৪৫ মিনিটের মধ্যে।"

"তার একটু আগেই কি কেউ এসেছে হোটেলে?"

"ভাল প্রশ্ন! আমার এই ভেবে ভাল লাগছে, আমি আপনার কাছেই সাহায্যের জন্য এসেছি।"

কিন্তু সেবাস্টিয়ানের স্তুতিবাক্যের দিকে হ্যারল্ডের কোন নজর নেই। তার মাথায় ঘুরছে কেসের ব্যাপারটা।

সেবাস্টিয়ান আবারো বলে উঠলো, "না, ৩:২০-এর মধ্যে কেউ হোটেলে প্রবেশ করে নি। শুধু শহরের বাইরের একজন ব্যবসায়ী স্ট্রিপক্লাব থেকে ফিরে আসে আর ৪:৩০ মিনিটে কয়েকজন শার্লোকিয়ান ফিরে আসে রাস্তার ওপারের ভদকা লাউঞ্জ থেকে। তাদের মধ্যে একজন জাপানিজ রয়েছে, যদিও আমি তার নামটা মনে করতে পারছি না।"

এটুকু শুনে সারাহ্ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো, "তার মানে এলেক্সকে যে হত্যা করেছে সে গত রাতে এই হোটেলেই ছিল?"

"বস্তুত তাই মনে হচ্ছে," সেবাস্টিয়ানের উত্তর।

"অথবা এমনও হতে পারে, কোন এক ব্যস্ত মুহূর্তে খুনি হোটেলে ঢুকে গেছে যাতে তাকে চিহ্নিত না করা যায় আর তারপর সময়ের জন্য অপেক্ষা করেছে।" হ্যারল্ড দ্রুত অন্য সম্ভাবনার কথাও বললো।

সেবাস্টিয়ানও ব্যাপারটি ভেবে দেখলো। "আমার মনে হচ্ছে এরকম ঘটারই সম্ভাবনা বেশি।" তারপর নিজের ঘাড় চুলকে হ্যারল্ডকে বললো, "আমি আপনাকে স্পষ্ট করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। কেউ আমার সম্পত্তি চুরি করেছে। আমি এটি ফেরত চাই। আর এ কাজে অর্থ ব্যয় করতেও আমার কার্পন্য নেই। আপনি কি বুঝতে পারছেন?"

"নিশ্চয়ই।" বলে হ্যারল্ড ঘুরে সেবাস্টিয়ানের দিকে তাকালো কয়েক মুহূর্তের জন্য। হ্যারল্ডের মনে হলো এখানে আরো কিছু প্রশ্ন রয়েছে। "আপনি কি চাইছেন এ ব্যাপারে আমি কিছু করি?"

সেবাস্টিয়ানের মুখ কালো হয়ে গেল। তার চারপাশের মানুষকে নিজের কথা বোঝানোর খুব বেশি প্রয়োজন পড়ে না। তাই এখনো তাকে স্বাচ্ছন্দ্য মনে হচ্ছে না হ্যারল্ডের উত্তর দেবার জন্য।

সারাহ্ বলে উঠলেন, "আমিই তাকে বলেছি।" হ্যারল্ড সারাহ্র দিকে তাকিয়ে দেখলো সারাহ্ তার দিকেই তাকিয়ে কথা বলছে। "আমিই সেবাস্টিয়ানকে বলেছি আপনি কেসটির সমাধান করতে পারবেন, তাই না?"

হ্যারল্ড খানিকটা দোলাচলে বলে উঠলো, "হ্যা।"

"খুব ভালো।" সেবাস্টিয়ান বলে উঠলো। "আমার শুনে ভালো লাগছে আপনি এটি করবেন। আমি চাই আপনি ডায়েরিটি খুঁজে বের করুন। আর যদি খুনিকেও পেয়ে যান তাহলে তো আরো ভালো। না পেলেও সমস্যা নেই। আমি কোন চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি না কিন্তু ডায়েরিটি উদ্ধার করুন আর এর প্রকৃত মালিক আমাকে ফেরত দিন। আমি আপনাকে এর জন্যে যাথাযথ মূল্য দেবো, ঠিক আছে?"

হ্যারল্ড সারাহ্‌র দিকে তাকিয়ে এ ব্যাপারে সেবাস্টিয়ানের সিরিয়াসনেস সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইলো কিন্তু তার মুখের বাঁকা হাসির কোন অর্থ করা গেল না। সে কিভাবে চেনে সেবাস্টিয়ানকে?

"আমিই কেন?" জানতে চাইলো হ্যারল্ড।

"সত্যি কথা বলতে, এটি সারাহ্‌র পরিকল্পনা। সে তার আর্টিকেলের জন্য গত কয়েক মাস ধরেই আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছে। আমি শহরের ওপাশে একটি হোটেলে আছি। কি ঘটেছে জানার সাথে সাথেই আমি সারাহ্‌কে ফোন করেছিলাম। আপনি আজ সকালে কেলের রুমে কি করেছেন সে সম্পর্কে সারাহ্‌ই আমাকে জানিয়েছে। আমি বেশ চমকে গেছি। সত্যি করে বলতে আমার মনে হয় আপনাদের মধ্যেই কেউ এটা ঘটিয়েছে। আপনারই কোন অস্থিরমতি কলিগ এরজন্য দায়ি। কেলকে হত্যা করে আমার ডায়েরিটি চুরি করেছে। চমক সৃষ্টিকারী লোকটি নিশ্চয়ই এর উপর কোন স্তম্ভ তৈরি করে নোংরা গণেশের মতো একে পূজা করছে। আমার এমন কাউকে প্রয়োজন যে...কিভাবে এটি বলবো? একইভাবে আমার ডায়েরি ফেরত আনতে পারে। দেয়ালে 'Elementary' শব্দটি লেখা ছিল? ওহ্‌, এটি নিশ্চয়ই কোন অসুস্থ শার্লোকিয়ান লিখে রেখেছে তার আরেক অসুস্থ শার্লোকিয়ান বন্ধুকে পথ দেখাতে। আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না।"

"কিছুই খোয়া যায় নি," হ্যারল্ড বলে উঠলো।

সেবাস্টিয়ান একথা শুনে হ্যারল্ডের সামনে দাঁড়িয়ে চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, "আমার কিছু জানাশোনা আছে, আপনার যা প্রয়োজন আমি তা দিতে পারি। বলুন কিভাবে সাহায্য করতে পারি।"

হ্যারল্ডের মনে পড়ে গেল এলেক্সের রুমে কোন কিছু আবিষ্কার করার সে কি দারুণ উত্তেজনা সে অনুভব করেছিল। কিছু একটা খুঁজে বের করার আনন্দ। রহস্যের মিমাংসা করা। সে আরো জানতে চায়। "আমার পেশাদারিত্বের একটি নির্দিষ্ট মাত্রা রয়েছে।" হ্যারল্ড বলে উঠলো। "আমি তাদেরকে খুব বেশি বদল করি না, নিরাপদে রাখি, তারপর একত্রে সমস্ত চার্জের বিরুদ্ধে শাস্তি দেই।"

"এক্সকিউজ মি?"

"এটি একটি উক্তি। *দ্য প্রবলেম অব থর ব্রিজ* গল্প থেকে নেয়া হয়েছে।" সেবাস্টিয়ান আর সারাহ্‌ হা করে হ্যারল্ডের দিকে তাকিয়ে রইলো। "আমি এটি

করবো, কিন্তু আমি কোন চার্জ নেব না কিন্তু আমার কিছু জিনিস দরকার।" হ্যারল্ড ব্যাখ্যা করে বললো।

"খুব ভালো।" সেবাস্টিয়ান খুশি হলো।

"আমার পুলিশ রিপোর্টগুলো দরকার। অটোপসি, সম্পূর্ণ ইন্টারভিউ, সবকিছু।"

"নিশ্চয়ই।"

"আর লন্ডনে যাবার টিকিট। প্রথম শ্রেণীর। এখানে সারাদিন বসে শার্লোকিয়ানদের ইন্টারভিউ নিলেও কোন লাভ হবে না। তারা অনেক বুদ্ধিমান। খুনের মূল চাবিকাঠি হলো ডায়েরিটা। কোথায় আছে সেই ডায়েরি সেটা খোঁজার জন্য এটি যেখান থেকে এসেছে তা জানা জরুরি। এলেক্স কোথায় এটি খুঁজে পেয়েছিল? কিভাবে? আমি তার বাসা দেখতে চাই। তার স্টাডিরুমটা দেখতে চাই।"

"ঠিক আছে, সবই পাবেন।" সেবাস্টিয়ান ইতিবাচকভাবে হাসলেন।

"দুটো টিকিট লাগবে।" সারাহ্ বায়না ধরলে হ্যারল্ড আর সেবাস্টিয়ান উভয়েই অবাক হয়ে সারাহ্র দিকে তাকালো। "আমি এখানে এসেছি গল্পটি ফলো করার জন্য। এখন এটি আপনার সাথে জড়িয়ে গেছে।"

এই এক মুহূর্ত আগ পর্যন্ত হ্যারল্ড নিশ্চিত হতে পারছিল না, সারাহ্ লিন্ডসেকে সে বিশ্বাস করেছে কিনা। এখন সে পুরোপুরি নিশ্চিত, না, বিশ্বাস করে নি।

"আপনার তো একজন ওয়াটসন দরকার, তাই না?" সারাহ্ নিজের পক্ষে সাফাই গাইলো।

মনে হলো এ ধরনের আলোচনায় সেবাস্টিয়ান অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন তাই নিচু হয়ে জুতার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। এই ভেবে হ্যারল্ড সারাহ্ যুক্তি শুনেও কোন পাল্টা উত্তর দিল না। আর যদি সে শার্লোক হোম্স হয় তাহলে একজন ওয়াটসনের প্রয়োজন আছে বৈকি। আর এখন পর্যন্ত–

সারাহ্ হ্যারল্ডের দিকে হাসলো আর তাই দেখে তার সতর্কতাও ফিকে হয়ে গেল। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গর্বভরে সে বলে উঠলো, "খেলা শুরু করা যাক!"

অধ্যায় ১৩

সাদা পোশাক

"আমার প্রতিশোধ নেয়া মাত্র শুরু হয়েছে। শতবর্ষ ধরে আমি এটি চালিয়ে আসছি আর এখন আমার সময় এসেছে।"
–ব্রামস্ট্রোকার, *ড্রাকুলা*

অক্টোবর ২১, ১৯০০

স্টেপনি স্টেশন থেকে উত্তর দিকে ইয়র্ক স্ট্রিটে উঠে ব্রাম স্ট্রোকার জিজ্ঞেস করলেন, "আমি এখন যা করছি একেই কি দৌড় দেয়া বলে?" যদিও খুব বেশি ভিড় নেই তবুও ব্ল্যাকওয়াল লাইনের ধারে প্যাসেঞ্জার ট্রেন খুব কাছাকাছি নয় আর তাই এই সন্ধ্যায় ইস্ট-এন্ডে যাওয়াটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। "তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, আমার একটি নাটক আছে আর আমাকে যেতেও হবে। আগামীকাল মঞ্চে *ডন কুইহোট* করার জন্য হেনরির সত্যিকারের ঘোড়া দরকার। তাই আমাকে অবশ্যই একটা ঘোড়া জোগার করতে হবে কোথাও থেকে," ব্রাম বলে উঠলেন।

নোংরা ফুটপাথ দিয়ে চলতে চলতে আর্থার বলে উঠলেন, "জোরে পা চালাও, ব্রাম। আমি ইয়ার্ডকে বিশ্বাস করতে পারছি না।" তারপর তিনি এদিকওদিক তাকিয়ে ঠিকানা খুঁজতে লাগলেন। স্টেপনি স্টেশনের প্রবেশপথ থেকে হয়তো মাত্র দুই ব্লক সামনে কিন্তু তিনি হারিয়ে গেছেন। "একজন মৃত তরুণী সাহায্যের জন্য অধীর হয়ে আছে। ফিরে যাওয়াটা অভদ্রতা হবে। আর এই ন্যায়বিচার আমরাই তাকে দেব।" আর্থার আরো যোগ করলেন কিন্তু ব্রামকে দেখে মনে হলো না ব্যাপারটা তার মনঃপুত হয়েছে। "কেউ আমার লেখার ডেস্ককে বোমা মেরে তছনছ করে দিয়েছে। বাড়িতে আমার পরিবার ছিল। আমার সম্পদ নয়, আমার পরিবারের প্রতিও অন্তত তোমার চিন্তা থাকা দরকার।"

ব্রাম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। "আর্থার, আমি এখানে কি করছি?"

আর্থার থেমে গিয়ে বললেন, "তোমার সাহায্য আমার দরকার।"

"ওহ্ ঈশ্বর। তুমি চাও আমি তোমার ওয়াটসন হই?"

"আমি জানি না তুমি কি বোঝাতে চাইছো।"

"তুমি ভাবছো যেহেতু তুমি তোমার কলমের এক খোঁচায় হোম্‌সের জীবন নিয়ে নিয়েছ এখন তুমি তার স্থলাভিষিক্ত হবে? সেজন্যে এখন তোমার একজন ওয়াটসন দরকার আর আমাকেই একাজে পছন্দ করেছ। কেন, ব্যারি বা শ'কে বেছে নাও নি? আমি নিশ্চিত, তার আর কিছু করার নেই।"

"এটি এক ধরনের মনগড়া ব্যাখ্যা। সম্ভবত তুমি নিজেই নিজেকে একজন গোয়েন্দা ভাবছো।"

"ঠিক আছে, তুমি এরকম ভাব করলে তাই সোজাসুজি কথা বলি। ওয়াটসন একজন সম্ভাদরের সাহিত্যের যন্ত্র। কোন অপরাধের মিমাংসা করার জন্য ওয়াটসনকে হোম্‌সের প্রয়োজনই তা নয়। দর্শক, আর্থার। মধ্যবর্তী হিসেবে দর্শক ওয়াটসনকে চায়। যাতে হোম্‌সের চিন্তা-ভাবনা ধরাছোয়ার বাইরেই থেকে যায়। যদি তুমি হোম্‌সের দিক থেকে কোন গল্প বলো সবাই তাহলে জেনে যাবে ও কি ভাবছে। প্রথম পৃষ্ঠাতেই অপরাধী সনাক্ত হয়ে যাবে কিন্তু ওয়াটসনের জবানীতে গল্প বলা হলে পাঠক অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়াবে। ওয়াটসনের রসবোধও রয়েছে, ভালো। আমি এটুকুই বলতে পারি কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না তুমি কেন তেমন কাউকে চাইছো?"

আর্থার এমনভাবে বন্ধুর দিকে তাকালেন মনে হলো তিনি শতবার একই কথা বুঝিয়ে আসছেন যে আকাশ কেন নীল। এবার তিনি শুরু করলেন। "দেখো, এসবই আমি করছি কারণ এটুকু সম্মান তুমি পাও। ঠিকভাবে বুঝিয়ে বলতে পারছি না। হ্যা, তুমি এই জায়গাটা ভালো করে চেনো, বুঝতে পারছো? আমি কোন ফালতু গল্প করছি না। ঠিক আছে, খোলাখুলিই বলি। আমি জানি তুমি এই জঙ্গলে খানিকটা সময় কাটিয়েছ আর এই এলাকার বাসিন্দাদের সম্পর্কে তোমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে যা আমাদের তদন্তে কাজে লাগবে। ঠিক আছে?"

আর্থারের ব্যাখ্যা শুনে ব্রাম চুপ হয়ে গেলেন। "তুমি আমাকে ভুল বুঝেছো, বন্ধু। আমার মনে হয় না আমি তোমাকে হালকাভাবে নিয়েছি। তুমি খুব ভালো করেই জানো কোন ধরনের নারীরা এ ধরনের জায়গাকে ঘর বলে। তোমার আমার মত ভদ্রলোক এ পথে আসলে কি খুঁজবে তাও তুমি জানো। তোমার কথাবার্তা একটু বেশিই চাঁছাছোলা।"

আর্থার শূন্য চোখে কিছুক্ষণ ব্রামের দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর চারপাশের বিল্ডিংগুলোর দিকে তাকিয়েও পথের কোন কিণারা করতে পারলেন না। কেবল *ডিউক অব ওয়েলিংটন সিগার* আর *গ্রোভার লাইন জুস*-এর বিজ্ঞাপন শোভা পাচ্ছে। তিনি লেখার কাগজে পরিস্কার করে প্রিন্ট করা ঠিকানার দিকে তাকিয়ে অসহায়ের মতো মুখ কুঁচকে ব্রামকে বলে উঠলেন, "আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। প্রতিবাদ

করার কোন ইচ্ছা নেই। যাই হোক, আমি এটা বোঝাতে চাই নি যে তুমি এই জঘন্য জায়গাতে আনন্দ খুঁজতে আসো কিন্তু আমি পুরোপুরি হারিয়ে গেছি। এটা কি স্যামন স্ট্রট?"

একটুও চিন্তা না করে ব্রাম উত্তর দিলেন, "না। এ পথ দিয়ে গেলে ঠিক ডান দিকে স্যামন স্ট্রট। তুমি ভুল জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছ–" তারপর এক মুহূর্ত থেমে গিয়ে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। "ওহ্, হ্যা। আমিও এ এলাকাটা চিনি না।" বলে চারপাশে তাকাতে লাগলেন রাস্তার নাম লেখা কোন সাইনবোর্ড আছে কিনা, কিন্তু বিস্মিত হয়ে দেখলেন একটিও নেই।

এরপর পাশ দিয়ে হেটে যাওয়া কালো ড্রেস পরা এক মহিলাকে ব্রাম জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে ক্ষমা করবেন বিরক্ত করার জন্যে, আপনি কি বলতে পারেন স্যামন স্ট্রটটা কোন্ দিকে?"

মহিলা থেমে গিয়ে ব্রামকে আগা-গোড়া একবার দেখে নিলো, তারপর আহ্লাদের ভঙ্গিতে হাসতে লাগলো। মনে হলো তার পোশাকে লাগানো তামার বোতামের তুলনায়ও তার মুখের হাসি বেশি চকচক করছে। হাসতে হাসতেই মহিলা বলে উঠলো, "আমি জানি, স্যার। আপনি কি হেয়ারিফোর্ডশায়ারে যেতে চান?"

আর্থার সত্যিকারভাবে অবাক হয়ে গেলেন। মহিলা কিসের কথা বলছে?

ব্রাম তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, "আমি দুঃখিত ম্যাম, আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। আমরা শুধু স্যামন স্ট্রটে যেতে চাই। এ পথ দিয়েই কি যাবো?" বলে তিনি আর্থারকে যে পথের কথা বলেছিলেন সেদিকে আঙুল ইশারা করে দেখালেন।

এবার মহিলা অবাক হয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল। তারপর উত্তর দিল, "হ্যা, এদিক দিয়েই যেতে হবে। ডান দিকে।"

"অসংখ্য ধন্যবাদ।" বলেই, ব্রাম ঘুরে হাটা ধরলেন।

কিন্তু মহিলা আবারো বলে উঠলো, "তবে আমার মনে হয় আপনাদের মতো দু'জন ভদ্রলোক যদি আর কোথাও যেতে চান, আরো আনন্দময় কোন জায়গায়, তিন পেনিতেই একেকজনের কাজ চলে যাবে।"

আর্থার স্পষ্ট বুঝতে পারলেন মহিলা কি বোঝাতে চাইছে। মহিলার স্পষ্ট ভাষণে আর্থারের খারাপই লাগলো।

"শুভ দিন, ম্যাডাম," আর্থার ব্রামের পথে হাটা ধরলেন। আর্থারের পেছন পেছন আসতে আসতে ব্রাম তরুণী মহিলাটির দিকে ঘুরে তাকিয়ে তার সাদাসিদে আর কঠিন বন্ধুটির হয়ে ক্ষমা প্রার্থনার দৃষ্টি দিলে কাঁধ ঝাকিয়ে মহিলা নিজের পথে চলে গেল।

কয়েক মিনিট পরেই আর্থার ঠিকানা খুঁজে পেয়ে ছোট একটি দরজায় টোকা

মারতে লাগলেন। তার পাশে দাঁড়িয়ে অস্থিরভাবে ব্রাম এককেবার এককে পায়ের উপর শরীরের ভার বদল করতে লাগলো।

আর্থার আবারো দরজায় বেল বাজালেন। তারপর দরজা আস্তে করে ফাঁক হবার পর রাগী চেহারার এক লোককে দেখা গেল।

গর্জনের স্বরে লোকটি বলে উঠলো, "এখানে কি চাই?" তিনি এক ধরনের ধূসর ভেস্ট পরে আছেন শার্টের উপর। মাথার পেছনে চুল লেপ্টে আছে লোকটার।

সব দেখে আর্থার বলে উঠলেন, "দেখুন স্যার, আপনার বোর্ডিং হাউসে দু'সপ্তাহ আগে যে মেয়েটি মারা গেছে সেই কেসের তদন্ত করতে এসেছি আমরা।"

"কিন্তু আপনারা দেখতে পুলিশের মত নন," লোকটি উত্তর দিল।

"না, আমরা তা নই। আমরা–" আর্থারের মুখের উপর দড়াম করে দরজা আটকে দিল লোকটি। আর্থার হতবিহ্বল হয়ে গেলেন।

এক মুহূর্ত পরে নিঃশ্বাস নিয়ে তিনি আবারো বলে উঠলেন, "স্যার, আপনি যদি আবারো দরজা খোলেন, আমি কথা দিচ্ছি, আমরা আপনার বেশি সময় নষ্ট করবো না। আমরা এক মুহূর্তের জন্য শুধু রুমটি একবার দেখতে চাই যেখানে ঘটনাটা ঘটেছিল। আমরা–"

"ইনি আর্থার কোনান ডয়েল," বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে ব্রাম চিৎকার করে উঠলেন।

আর্থার বন্ধুর গলা শুনে অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন। "আমি বুঝতে পারছি না দুটোর মাঝে সম্পর্ক কি?" আর্থার বলে উঠলেন। কিন্তু তিনি আরো কিছু বলার আগেই দরজাটি আবার অর্ধেক হয়ে খুলে গেল।

রাগী লোকটি রাস্তার দিকে মাথা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন ব্রামের দিকে তাকিয়ে, "আপনি কি আর্থার কোনান ডয়েল?"

ব্রাম উত্তর দিলেন, "না, আমি...আমি কেউ না। ইনি–" তারপর আর্থারকে দেখিয়ে বললেন, "ইনি আর্থার কোনান ডয়েল।"

মানুষটি আর্থারের এদিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইলো।

ব্রামের কথা শেষ হলে লোকটি আর্থারকে বিচার করা শেষ করে বলে উঠলো, "হ্যা, আপনার মতই লাগছে। পেপারে আমি আপনার ছবি দেখেছি। কাগজ কলমের উপর ঝুঁকে লেখার টেবিলে বসে আছেন। আপনাকে দেখাচ্ছিল নোংরা আর অদ্ভুত।"

কাজের কথা চিন্তা করে আর্থার বহুকষ্টে বিরক্তি ঠেকাতে চেষ্টা করলেন।

লোকটির কথার উত্তরে আর্থার বললেন, "স্যার, আমরা কি ভেতরে এসে মেয়েটি যে রুমে থাকতো সেটি দেখতে পারি?"

ছোটখাটো মানুষটি দরজাটা আরেকটু ফাঁক করলো। তারপর বলে উঠলো,

"আপনার মত ভদ্রলোককে দেখতে দেবো বৈকি।" তারপর দরজা খুলে দিলো যাতে ব্রাম আর আর্থার তার পিছু যেতে পারে। তারপর আর্থার আর ব্রাম আস্তে করে ঢুকে হাটতে লাগলো যাতে দরজায় লাগানো রঙের সিল না উঠে যায়। ছোট একটি রান্নাঘরে গিয়ে প্রবেশ করলো তারা। রুমের ওপাশে রাখা স্টোভের ধোঁয়ায় গরম হয়ে আছে রুমটি।

রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে পেছনের সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে লোকটি জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি কোন নতুন গল্প লিখছেন?"

"হ্যা," আর্থার উত্তর দিলেন।

মানুষটির চেহারায় উত্তেজনা দেখা দিল। "তার মানে আপনি তাকে আবার ফিরিয়ে আনবেন?"

"আমি বুঝতে পারছি না আপনার কথা। দুঃখিত।"

"শার্লোক হোমসের কথা বলছি," উচ্ছসিত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে মানুষটি বলে উঠলো। মাথার উপর চক্রাকারে পেছনের জানালা থেকে আলো আসছে। "আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি বলবো এটি সময়ের ব্যাপার মাত্র। সে ফিরে আসবেই। আমি তাকে পরিবারের কেউ একজন হিসেবেই মিস্ করি।" তারপর হেসে আরো বললো, "সত্যি করে বলতে, পরিবারের চেয়েও বেশি।"

নিঃশব্দে আর্থারকে অনুসরণ করে ব্রাম তিনতলায় উঠে এলেন। পেছনের কিছু বেডরুমের দরজা দিয়ে নাক ডাকার আওয়াজ আসছে যদিও রুমের দরজা বন্ধ। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য আর্থার বলে উঠলেন, "এখানে সাধারণত আপনি কত লোক রাখেন?"

"এটি নির্ভর করে আমার বাঁধা দশ বা তারো বেশি কিছু বোর্ডার আছে যারা প্রতিরাতে এখানে ঘুমায় তাদের উপর। এছাড়াও আর পাঁচ বা তার কিছু বেশি লোক আছে, যারা যখন খুশি যায় আসে। আপনি শুনে হয়তো অবাক হবেন যে যারা নিয়মিত আসে তারাই বেশি ঝামেলা করে। ভাবে যে তারা একই টাকায় একটি দিন বা রাত বেশি থাকতে পারবে। আবার যদি মানা করি তখন খেপে যায়। আর যারা যায় আসে তারা জানেই যে অ্যাডভান্স টাকা দিয়েই থাকতে হবে। এক রাতের জন্য তিন পেনি আর এদের কেউ আর দরকষাকষিও করে না।"

আর্থার এরপর জিজ্ঞেস করলেন, "মৃত স্ত্রীলোকটি কোন শ্রেণীর ছিল?"

"কোনটাই না আসলে। মাত্র এক রাতেই সে এসেছিল। একজন ভদ্রলোকও সাথে ছিলো কিন্তু আমি তাকে ততটা খেয়াল করি নি।"

"কেন?"

"মেয়েটিই প্রথম এসে জিজ্ঞেস করেছিল, তার আর তার হাজব্যান্ডের জন্য এক রাতের কোন খালি রুম পাওয়া যাবে কিনা। হ্যা, সে 'হাজব্যান্ড' শব্দটিই বলেছিল!

যত *হাজব্যান্ড* এখানে নোংরামী করতে আসে তাদের সবার জন্য যদি একটি উজ্জ্বল তামার মুদ্রা পেতাম–"

আর্থার বাঁধা দিয়ে বলে উঠলেন, "কিন্তু আপনি তার চেহারাই দেখেন নি?" আর্থার চেষ্টা করলেন যতদূর সম্ভব বিস্তারিত জেনে নিতে।

"না, স্যার। যেমনটি আমি বলেছি, মেয়েটি সুন্দর একটি সাদা পোশাক পরে প্রথমে এসেছে। পকেট ভর্তি কয়েন আর তার হাজব্যান্ডকে নিয়ে। তাকে দেখে অস্থির লাগছিল আর কথাও বলছিল দ্রুত। মুখে রক্তাভা ছিল। যেমনটি আমার নিজের মেয়ের মুখে ইস্টারের সময় দেখা যায়, কারণ সে জানে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসলেই তার মা-বাবা তাকে মিষ্টি কমলা উপহার দেবে। মেয়েটি তার নাম বলেছে মরগ্যান নিমেইন। আমার খাতাতেও সেটা লিখেছে–"

আর্থার আবারো বাঁধা দিয়ে বলে উঠলেন, "আমি কি খাতাটা দেখতে পারি?"

"অবশ্যই। আপনি যাবার সময় আমি নিচে থেকে এনে দেখাবো।"

"এরপর বলে যান, প্লিজ," আর্থার বলে উঠলেন।

মানুষটি বলে চললো, "এরপর অমি তাকে রুম দেখাতে নিয়ে যাই। তারপর মেয়েটি বললো যে কিছুক্ষণের মধ্যে এক ভদ্রলোক আসবে। আমি আমার কাজে চলে যাই। আমার কিছুক্ষণ পরে হ্যাটি স্টার্কের রুমে গিয়ে তাকে বোঝাচ্ছিলাম, কেন এখনো কাপড় ধোঁয়া হয় নি।"

আর্থার বন্ধ দরজাগুলোর দিকে তাকালেন। কাঙ্ক্ষিত রুমটি এখনো দূরে।

"তারপর সামনের দরজায় আঘাত শুনতে পেলাম আর একটি কণ্ঠ ভেতরে আসতে চাইছে। প্রথমে ভেবেছিলাম এটি কোন মেয়ের চিৎকার কিন্তু তখন সেই বউটি বললো এটি তার হাজব্যান্ড, আর সে গিয়ে দরজা খুলে দেবে।

"তাকে দেখতে ভালই দেখাচ্ছিল, তাই আমি তাকে কাজটি করতে দিলাম। তারপর সে আর ভদ্রলোকের হাসির আওয়াজ পেলাম সিঁড়িতে। তারা কি সত্যিই দু'জনে নাকি নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমি হ্যাটির রুম থেকে মাথা বের করে দেখলাম। বেশি মানুষের জন্য এক্সট্রা ভাড়া, বুঝতেই পারছেন। তারপর দেখতে পেলাম মেয়েটি লম্বা একজন লোককে বেডরুমে নিয়ে গেল। আমি তাকে শুধু পেছন থেকেই দেখেছি। কালো সান্ধ্য পোশাক আর উঁচু টুপি পরণে। সুন্দরভাবেই হাটছিল। তারপর আমি হ্যাটির রুমে ফিরে আসি। ইয়ার্ডের গোয়েন্দাদেরকেও আমি একই কথা বলেছি।"

আর্থার আর ব্রাম এরপর লোকটিকে অনুসরণ করে রুমটিতে গেল। রুমের ডানদিকে সুন্দর করে একটি বিছানা পাতা। বিছানার পাশের টেবিলে পানির জগ রাখা। কোন এক কালে হয়তো ধবধবে সাদা ছিল এমন একটি বাথটাব রুমের বাম পাশের কর্নারে রাখা।

রুমের কোথাও কোন রক্তের দাগ নেই। মাত্র দু'সপ্তাহ আগেই যে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডটি ঘটে গেছে তার কোন চিহ্নই নেই কোথাও। আর এখন এখানে দাঁড়িয়ে কি ঘটেছে সব জানা সত্ত্বেও সামনে কি রহস্য আছে তার ধারণা সত্ত্বেও আর্থার ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন। মনে হলো বাতাসে ভাসছে বহু দূরের কোন মৃতের আকুতি। যেন ট্রান্সভ্যালে যুদ্ধের সময় বোমার বিস্ফোরণ।

"আপনার গল্প সম্পর্কে বলুন," আর্থার আর ব্রামকে জায়গাটি পরীক্ষা করে দেখতে মানুষটি বলে উঠলো।

"আমার গল্প?" আর্থার জিজ্ঞেস করলেন।

"আপনি না বললেন আপনি লিখছেন! হোম্‌স কি আরেকটা চোরের পিছু ধাওয়া করছে? অথবা এটা কি কোন খুনের গল্প? আমার মতামত জানতে চাইলে বলবো, আমি খুন-ই বেশি পছন্দ করি।"

আর্থার উত্তর দিলেন, "আমি তো আপনাকে বলতে পারবো না। তাহলে সারপ্রাইজ নষ্ট হয়ে যাবে।"

মানুষটি হেসে নিজের উরুতে চাপড় দিয়ে উঠলো। মনে হলো সে বেশ মজা পাচ্ছে। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলো, "আপনি জানেন আপনার গল্প পড়ার সময় আমি কি করতে পছন্দ করি? আমি শেষটা আগেই অনুমান করতে চাই। মি: হোম্‌সের আগেই বের করতে চাই কে এ কাজটা করেছে।"

ব্রাম আলোচনায় অংশ নিয়ে বলে উঠলেন, "আর আপনি কি সঠিক অনুমান করতে পারেন? শার্লোক হোম্‌সকে হারাতে পারেন?"

বোর্ডিং হাউজের মালিক উত্তর দিল, "এখনো পারি নি কিন্তু আমার একটি পরিকল্পনা আছে, মানে তাকে আপনি কিভাবে তাকে পুণরায় ফিরিয়ে আনতে পারেন সে-ব্যাপারে।"

"সেটা কি?"

মানুষটি খুশি হয়ে উত্তর দিল, "আপনার কোন জাদুকর বা এরকম কিছু করার দরকার নেই। কেমন হয় ধরুন, হোম্‌স মারাই যায় নি? হতে পারে সে রাইখেনবাখ ঝরনার ধার থেকে পড়েই যায় নি-কেমন হয় যদি সে ভান ধরে? যেমন মরিয়াটিকে বোকা বানালো। তারপর সে লুকিয়ে গেল। সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়ালো। তারপর বিজয়ীর বেশে লন্ডনে ফিরে আসলো। এভাবেই করা যায়, আমি আপনাকে বলে রাখছি। কেউই হোম্‌সকে মৃত দেখতে চায় না।"

মানুষটির বহুমুখীতায় চমককৃত হয়ে ব্রাম বলে উঠলেন, "এভাবেই হবে।"

"অবশ্যই। আসলে আপনারা লেখায় এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন যে পাঠক কি ভাবছে তা ভাবতে ভুলে যান। আমরা হোম্‌সকে মৃত দেখতে চাই না। যত ভালো যুদ্ধ করেই তা হোক না কেন। আমরা মি: হোম্‌সকে সবসময় জীবিত চাই।"

"এ সম্পর্কে তোমার কি মত, আর্থার?" বন্ধুকে খোঁচা মেরে ব্রাম্ বলে উঠলেন। "পাথরকে অরেকটু ওপাশে ঠেলে দিয়ে স্বর্গীয় শার্লোক হোম্সকে পুণরুত্থিত করলে কেমন হয়?"

আর্থার বোর্ডিং হাউজের মালিকের দিকে তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "আপনার সব রুমেই কি গোসলের বন্দোবস্ত আছে? চমৎকার ব্যবস্থা মনে হচ্ছে।"

"না, না। শুধু এই রুমেই আছে। যখন এ বাড়ি তৈরি হয় তখন এ রুমে বিভিন্ন গুড়া জিনিস রাখতাম। এখন আমি কিছু উচ্চশ্রেনীর কাস্টমারকে উপরি আয়ের জন্য ভাড়া দেই, বুঝতেই পারছেন।"

আর্থার বাথটারের দিকে এগিয়ে গিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলেন। এটি খুব ঠাণ্ডা, মনে হলো তুষারপাতের দিনে জানালার কাঁচ ধরছেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "তারা তার লাশটা এখানেই খুঁজে পেয়েছিল?"

"আমি এখানেই তার লাশ খুঁজে পেয়েছি। একটা শিশুর মতই উলঙ্গ হয়ে মেয়েটি টাবের ডানপাশে পড়ে ছিল। ঘাড়ের কাছে নীল আর বেগুনি দাগ। আর চোখ মনে হচ্ছিল কোটর থেকে ঠিক্‌রে বের হয়ে আসবে। যেন কেউ তার গলা প্রাণবায়ু বের না হওয়া পর্যন্ত শক্ত করে ধরে রেখেছিল। ড্রেসটি বিছানার উপর সুন্দর করে রাখা ছিল যেন কেউ এখুনি পড়বে।"

"আপনি কি ট্যাটুটা লক্ষ্য করেছিলেন? তার পায়ে তিন মাথাওয়ালা কালো একটি কাকের আঁকার?"

"হ্যা, আমি এটা দেখেছিলাম, স্যার।"

"এর আগে কি এরকম চিহ্ন আর কোথাও দেখেছিলেন? ডকে যেরকম লোকেরা হল্লা মাচায় তাদের মতো?"

"না, না, সেটা বলতে পারবো না। এটির আকারটা মজার ছিল। পায়ের নিচে গোড়ালির কাছে ছিল এটি।"

"এই রুমে কি আর কিছু পাওয়া গিয়েছে? এমন কিছু এই বেচারীকে সনাক্ত করতে পারে যে সে কে?"

"আর কিছু পাওয়া যায় নি। শুধু সুন্দর একটি সাদা পোশাক আর মৃত, প্রাণহীন উলঙ্গ দেহ।"

আর্থার এবং ব্রাম মিলে আরো কিছুক্ষণ চেষ্টা করলেন মেয়েটিকে পরিচয় দিতে পারে এমন কিছু লোকটির স্মৃতিশক্তি থেকে উদ্ধার করার জন্য কিন্তু কিছুই পেলেন না। এরপর আর্থার আর ব্রাম মিলে মেঝেতে হাটু গেড়ে বসে হাত দিয়ে খুঁজে দেখলেন কিছু পাওয়া যায় কিনা। যদিও তদন্তের এ সময়টুকুতে সারাক্ষণ ব্রাম এই বলে অভিযোগ করতে লাগলেন যে তার ট্রাউজার ভরে যাচ্ছে বালিতে। তারপর মালিক গিয়ে গেস্টবুক নিয়ে আসলে সেখানে মরগ্যান নিমেইন নামে মেয়েটির সাইন

দেখা গেল। লম্বা-চওড়া অক্ষরে গভীরভাবে লেখা হয়েছে নামটি। হাতের লেখা বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে হোম্‌স বিশেষজ্ঞ। সিগনেচার দেখে হোম্‌স মানুষটির পরিচয় পাওয়া যায় এমন অনেক কিছুই বলতে পারে কিন্তু আর্থারের এরকম কোন দক্ষতা নেই। তাই নিঃশব্দে বন্ধ করে বইটি মালিককে আবার ফিরিয়ে দিলেন। তারপর ভারি পায়ে আর্থার আর ব্রাম বোর্ডিং হাউজ থেকে বের হয়ে আসলেন। বিশেষ করে আর্থারকে বেশ বিমর্ষ দেখাতে লাগলো। পরিকল্পনা মাফিক কাজ হয় নি।

ব্রাম জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কাজ কি শেষ হয়েছে?" তিনি উপযুক্ত সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কারণ আর্থারকে বলতে হবে তারা ভুল পথে চলেছেন। "সবকিছু পেয়েছ?"

আর্থার উত্তর দিলেন, "আমি এমন ভান করবো না যে, আমার আশানুযায়ী দিনটি কেটেছে। মনে হচ্ছে রহস্যটি আরো ঘনীভূত হয়েছে। আমার শার্লোকের কাছে পর্যাপ্ত তথ্য থাকতো-কার সাথে কাজ করতে হবে, কি করতে হবে। আর আমাদের কি আছে? একটি পোশাক। একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী যে খুনিকে শুধুমাত্র পেছন থেকে দেখেছে। নামবিহীন এক মহিলা। শুধু এই ব্লকেই তাদের মত হাজারো পাওয়া যাবে। আমার মনে হচ্ছে এটি কোন শার্লোক টাইপ অ্যাডভেঞ্চার নয়।"

ব্রাম দীর্ঘক্ষণ ভেবে আর্থারকে ভাগ্য নির্ভর একটি সিদ্ধান্ত জানালেন। "আর্থার, তোমার এসব কাজ করা আমার ভালো লাগছে না। আর আমার নিজের কথা যদি বলো, তাহলে আমি আমার শান্তির জায়গা থিয়েটারে ফিরে যেতে চাই। থিয়েটারকে সব সময় শান্তির জায়গাই বলা হয়। আমি বিশ্বাস করি তুমি প্যানডোরার বাক্স খুলে ফেলছ। আর একবার জড়িয়ে পড়লে কি বের হয়ে আসবে তুমি বলতে পারবে না। যেখানে আছো সেখানে তাকাও। এই জায়গা তোমার জন্য নয়। আর্থার, তুমি খুব ভালো একজন মানুষ। আমরা অন্যরা-" ব্রাম দীর্ঘ বিরতি দিয়ে আবার বলে উঠলেন, "তোমার মত সবাই এত ভালো মানুষ নই।"

পছন্দ করার সুরে আর্থার ব্রামকে বললেন, "ধন্যবাদ কিন্তু যদিও আমি সামনে কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না, তবুও আমি ফিরে যেতে চাই।"

ব্রাম উত্তর দিলেন, "খুব ভালো। এক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে তোমাকে দুটা জিনিস বলা প্রয়োজন। দু'ভাবেই তুমি ভুল পথে যাচ্ছো। প্রথমত, বাস্তবিকই আমরা উত্তরে হাটছি। আর ব্ল্যাকওয়েল স্টেশন আমাদের পেছনে।"

নিশ্চিত হবার জন্যে আর্থার এদিকওদিক তাকালেন। কাউকে দেখতে না পেয়ে মাথা নেড়ে যে পথ দিয়ে এসেছেন সে পথে হাটা ধরলেন।

"দ্বিতীয়ত," ব্রাম বলে চললেন, "মৃত মেয়েটি কোন পতিতা ছিল না।"

এটি শুনে আর্থার হঠাৎ থেমে গেলেন। বললেন, "তুমি কি বলতে চাও? এই

ঘরে একজন লোকের সাথে তাকে পাওয়া গেছে–"

"নির্ঘোদের উক্তি," ব্রাম বললেন। "ইস্ট-এন্ডের কোন পতিতার কাছে একটি পরিস্কার সাদা বিয়ের পোশাক থাকবে? তাদের কারো কি কোন পরিস্কার কাপড় আছে? এই ভয়ঙ্কর খাটো লোকটা আমাদেরকে কি বলেছে? সে বোর্ডিং হাউজে এসেছে। হাসিখুশি উজ্জ্বল মুখে রাতের ভাড়া চুকিয়েছে প্রথমে। ভদ্রলোক কিছু সময় পরে এসেছে। যদি সে কোন বেশ্যা হতো, আমার ভাষার জন্য দুঃখিত, তাহলে বিল মেটাতো পুরুষটার টাকা দিয়ে। এখন আমাকে বলো, কোন ধরনের পতিতারা তাদের কাস্টমারের টাকা আগে নিয়ে রাত কাটাবার জায়গার ভাড়া মেটায়? যদি সে এই পদের হতো তাহলে টাকা চুরি করে মানুষটি দেখার আগেই পালাতো।"

আর্থার বিষয়গুলো গভীরভাবে ভেবে দেখলেন। "যদি মৃত মেয়েটি কোন পতিতা না হয়...যদি না...ঠিক আছে। যদি না হয় তাহলে সে কি ছিল?," আর্থার জিজ্ঞেস করলেন।

ব্রাম উত্তর দিলেন, "আমি নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারবো না। তুমি অনুমান শক্তির উপর যেরকম জোর দিয়ে লেখ আমার সেই ক্ষমতা নেই কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কেন স্পষ্ট বিষয়টি কেউ বুঝতে পারছে না।"

"স্পষ্ট বিষয়টি?"

"হ্যা। বিষয়টি এই, সে যা বলেছে সে সত্যিই তাই ছিল। নববধূ।"

সবকিছুকে একত্র করে আর্থার বললেন, "যদি সে একজন নববধু হয়ে থাকে তাহলে লোকটি ছিল..."

ইয়র্ক স্ট্রট স্কোয়ারে আরেকজনের সাথে মাথায় ধাক্কা খাবার হাত থেকে আর্থারকে বাঁচাতে বাঁচাতে ব্রাম উত্তর দিলেন, "হ্যা। তার মানে হত্যাকারী তাকে বিয়ে করেছিল।"

অধ্যায় ১৪

শোক সভায় জেনিফার পিটারস

"লন্ডন, সবচেয়ে বড় দাবার পুল; যেখানে রাজ্যের সমস্ত অলস ব্যক্তিরা অনিবার্যভাবে ডুবে গেছে।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *অ্যা স্টাডি ইন স্কারলেট*

জানুয়ারি ৯, ২০১০

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ ৭৬৭ আরামদায়ক উদরে বসে হ্যারল্ড সারাহ্র সম্পর্কে জানতে উদ্যোগী হলো। যদিও সে প্রথমটায় সুবিধা করতে পারে নি।

চামড়া মোড়া সিটে আয়েশ করে বসে হ্যারল্ড সারাহ্কে জিজ্ঞেস করলো, "আগে কখনো লন্ডনে গিয়েছেন?"

এক মুহূর্ত নিঃশ্চুপ থেকেই তার মুখে দুষ্টু হাসি খেলা করে উঠলো। তারপর সারাহ্ উত্তর দিল, "আপনিই বলুন তো দেখি।"

হ্যারল্ড দ্বিধায় পড়ে গেল। "কি?"

"হোম্সের সব গল্পেই তো এরকমটা আছে। সে কোন অচেনা লোককে দেখেই তাদের জীবন সম্পর্কে বলে দিতে পারতো। শুধুমাত্র কেমন দেখাচ্ছে তার উপর নির্ভর করেই। তাদের জুতোয় লেগে থাকা নোংরা অথবা হাতের শক্ত চামড়া দেখে, তাই না?" সারাহ্ চটপট উত্তর।

উত্তরে হ্যারল্ড জিজ্ঞেস করলো, "তার মানে আপনি হোম্সের গল্প পড়েছেন?"

"ওয়াও। আপনার প্রথম অনুমানটিই সঠিক হয়েছে।"

কিন্তু হ্যারল্ড বুঝতে পারলো না সারাহ্ তার সাথে তোষামোদ করছে নাকি ঠাট্টা করছে।

সারাহ্ যোগ করলো, "মাত্র কয়েকটা যদিও। কেননা শার্লোকিয়ানদের সাথে মেশার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা প্রয়োজন ছিল। আরো কিছু বলুন আমার সম্পর্কে।"

হ্যারল্ড দেখলো সারাহ্র স্টিলেটো জুতা, গাঢ় রঙের জিন্স। ফ্লানেলের শার্ট উপরের দিকে কলার তোলা। তার কাছে মনে হলো সারাহ্ যথেষ্ট স্টাইলিশ কিন্তু কেন মনে হলো তা বলতে পারবে না। সারাহ্ সত্যিই বলেছে, প্রতিটি গল্পেই হোম্স

এরকম ছোটখাটো কৌশল ব্যবহার করে থাকে। রুমে কোন নতুন ভদ্রমহিলা বা পুরুষ ঢোকামাত্রই হোম্‌স তাকে সম্পূর্ণভাবে মেপে ফেলতো। *দ্য সাইন অব ফোর* গল্পে হোম্‌স শুধুমাত্র পকেট ঘড়ি দেখেই ওয়াটসনের ভাইয়ের পুরো জীবন-কাহিনী বলে দিয়েছিল।

কিন্তু এই কৌশলটি হ্যারল্ডের কল্পনার চেয়েও বেশি কঠিন। প্রথমেই সে মনোযোগ দিয়ে সারাহ্‌র কাপড়-চোপড় দেখলো কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলো না। ওগুলোকে সস্তাও দেখাচ্ছে না আবার খুব দামিও মনে হচ্ছে না। সারাহ্‌র বড় বড় নখে সম্পূর্ণভাবে লাল নেইলপালিশও লাগানো আছে।

"হোম্‌সের একটা সুবিধা ছিল," হ্যারল্ড বললো।

"হ্যা? কি সেটা?"

"সে বাস করতো রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলের ইংল্যান্ডে। তখনকার দিনে শ্রেণী বিভাজন এতটাই স্পষ্ট ছিল যে, মানুষের উচ্চারণ শুনে বলে দেয়া যেত তারা কোথাকার বাসিন্দা। *Cockney* শব্দটি প্রকৃত অর্থ হচ্ছে যারা সেন্ট মেরি বো-এর ঘণ্টা ধ্বনি যতদূর শোনা যায় তার মধ্যবর্তী এলাকায় বাস করে। শার্টের হাতা দেখেও অনেক কিছু বলা যেত। হাতের লাঠি দেখেও হোম্‌স অনেক কিছু বলতে পারতো। যেমন ধরুন, *দ্য হাউন্ড অব বাস্কারভিল্‌স,* কেননা শুধুমাত্র ভদ্রলোকেরাই হাটার সময় লাঠি ব্যবহার করতো। আজকের দিনে তো আর এরকম নিয়ম-নীতি নেই। কেমন কাপড় পড়বেন বা কোন স্টাইলে চলবেন তার হাজারো অপশন রয়েছে আজকালকার দিনে। আপনার কাপড় মূল্যবান দেখালেও হতে পারে সেগুলো কোন সেকেন্ডহ্যান্ড দোকান থেকে কেনা হয়েছে। আমি বাস করি লস অ্যাঞ্জেলসে, সেখানকার নিয়মই হলো আপনি যত সাদাসিধে চলবেন তার মানে আপনার টাকা ততোই বেশি। আমরা উভয়েই আমেরিকান। সুতরাং উচ্চারণের ভিন্নতা থাকবেই। বিশেষ করে সেসব মানুষের যাদের কাজই হলো ঘোরাঘুরি করা। আপনি একজন সাংবাদিক। সুতরাং কতগুলো শহর দেখেছেন আপনি? চারটা? ছয়টা? তাদের যেকোন একটিই হয়তো আপনার জন্মস্থান।"

"এক্সকিউজ মি, আপনি শুধুমাত্র সেই শার্লোকিয়ান নন যে কেলের খুনিকে ধাওয়া করছে, বরঞ্চ আপনার উপর আমি বাজী ধরেছি। আপনি নিশ্চয় চান না এটা প্রমান হোক, আমি ভুল ঘোড়ার উপর বাজী ধরেছি, তাই না?" সারাহ্‌ জিজ্ঞেস করলো।

"আপনি তা নন," হ্যারল্ডের উত্তর।

"তাহলে বলুন আমি লন্ডনে ছিলাম কিনা?"

হ্যারল্ড একটু বিরতি নিল। এই ফাঁকে ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্ট এসে তাদের সামনে টেবিলের ট্রে'তে প্লাস্টিকের কাপে শ্যাম্পেইন রেখে গেল।

হ্যারল্ড শার্লোক হোম্‌সকে বিশ্বাস করে। সে জানে গল্পগুলো হয়তো সত্যি নয় কিন্তু সে এভাবে হোম্‌সকে বিশ্বাস করে না। গল্পগুলো যা বোঝায় সে সেভাবেই বিশ্বাস করে। যুক্তিবোধ আর সুক্ষ্ম অনুমান শক্তিতে বিশ্বাস করে। শার্লোক হোম্‌স এটি করতে পারতো। হ্যারল্ডও পারবে।

হ্যারল্ড সারাহ্‌কে পরীক্ষা করে দেখলো। উজ্জ্বল নীল চোখ। পাতলা নাক। কানে ফুটো থেকে দুটো দুল ঝুলছে। কোকড়ানো বাদামি চুল পনিটেইল করে বাধা। অল্প কিছু খোলা চুলও রয়েছে। কানের পিছনে কিছু আছে। হ্যারল্ড প্রথম শ্রেণীর সিটের মধ্যবর্তী দূরত্ব দিয়ে দেখতে পেল সারাহ্‌র বাম কানের ফুটোর পেছনে ছোট একটি ট্যাটু আঁকা।

"হ্যা," হ্যারল্ড বলে উঠল, "আপনি এর আগেও লন্ডনে গিয়েছিলেন।"

সারাহ্‌ হেসে ফেললো, "কিভাবে জানলেন?"

"আমি জানি না কিন্তু এটি একটি যৌক্তিক অনুমান। আপনার নাকে ছোট একটি দাগ। হয়তো ফুটো ছিল কোন এক সময়। আর বাম কানের পেছনে ছোট একটি ট্যাটু আঁকা মিউজিক্যাল নোটের আকারের। মিউজিশিয়ান ছিলেন। আমার মনে হচ্ছে কোন রক ব্যান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। কেননা ক্লাসিক্যাল শিল্পীদের মতো নখের যত্ন নেন না। আর নাকে কিছু পরতেন। বেইস গিটার বাদক? আপনি খুব ডেডিকেটড ছিলেন। নয়তো ট্যাটু আঁকতেন না কিন্তু তারপর বাজানো ছেড়ে সাংবাদিক হয়ে যান। আপনি ফ্রিল্যান্সিং কাজ করেন। তাই হয় আপনি মোটামুটি বিখ্যাত অথবা তেমন টাকা কামাতে পারেন নি। আমার মনে হয় না আপনি তেমন বিখ্যাত। অন্তত আমি তো শুনি নি। তো আপনি নিশ্চয় মিউজিক ছাড়েন নি টাকার কারণে অথবা এ কারণে আপনি সাংবাদিকও হন নি। সুতরাং আমার মনে হয় না আপনি কখনো অর্থের পেছনে ছুটেছেন। আপনি ধনী ঘরের সন্তান। অন্তত কিছুটা সম্পন্ন তো বটেই। বাবা-মাকে দেখিয়ে দেবার উন্মাদনায় ছুটছেন। শৈশবে হয়তো বাবা-মায়ের সাথে ইউরোপিয়ান ট্যুরে গিয়েছিলেন ছুটি কাটাতে অথবা ব্যান্ডের হয়ে ট্যুর করেছেন। সুতরাং কোন না কোনভাবে নিশ্চয় কখনো লন্ডনে যাওয়া হয়েছে।"

সারাহ্‌ চোখ পিটপিট করে হ্যারল্ডের দিকে তাকিয়ে হাততালি দিয়ে উঠলো। তারপর বললো, "বেইস গিটার নয়, অ্যাকর্ডিয়ন বাজাতাম। আমার একটি শখের ব্যান্ড দল ছিলো।"

"আপনার শখের ব্যান্ড দলে অ্যাকর্ডিয়ন বাদকও ছিল?"

"এটি দারুণ ছিল কিন্তু আমরা ইস্ট-কোস্টের বাইরে যেতে পারি নি। আমি বার্কলের কাছাকাছি জায়গায় বড় হয়েছি। আমার বাবা-মা যথেষ্ট আয়েশেই থাকতেন। ছোটবেলায় তিনবার আমাকে ইউরোপে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্যারিস,

মাদ্রিদ আর ইটালিতে এক সপ্তাহ ছিলাম। রোম থেকে য়োরোপের পথে সিফ টেরে পর্যন্ত কিন্তু আমরা কখনো লন্ডনে যাই নি।"

"কিন্তু আপনি বলেছেন, গিয়েছেন," হ্যারল্ড বলে উঠলো।

সারাহ্ উত্তর দিল, "হ্যা। আমার বাবা বৃটিশ ছিলেন। লন্ডনে জন্ম কিন্তু আমাদের দেখা হয়েছিল নিউইয়র্কে, ওদের পরিবারের সাথে দেখা করার জন্য কয়েকবার লন্ডনে গিয়েছি।"

তারপর শ্যাম্পেনের পাত্র নিয়ে হ্যারল্ডের দিকে এগিয়ে ধরলো।

লম্বা চুমুক দেবার আগে বলে উঠলো, "চিয়ার্স। আমার মনে হয় প্রথমবার হিসেবে আপনি ভালোই বলেছেন।"

*

তারা পৌছানোর পর তাদেরকে দেখে এলেক্স কেলের বোন কান্না শুরু করে দিল। আর চোখের চারপাশে চামড়া ফুলে গোলাপী হয়ে আছে তা দেখে মনে হলো সে অনেকক্ষণ ধরেই কান্না করছে।

তিনবার বেল বাজানোর পর জেনিফার পিটার তার ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দিয়ে হ্যারল্ড আর সারাহ্কে ভেতরে আসতে দিল। লন্ডন ফিল্ডসে বেশ বড় ফ্ল্যাট। যদিও জেনিফার কেলের তুলনায় কয়েক বছরের ছোট কিন্তু তারচেয়েও বয়স্ক দেখাচ্ছে। মাথায় ছোট ছোট চকচকে চুল আর যতক্ষণ তারা কথা বলছে ততোক্ষণই জেনিফার তার কানের পেছনের ছোট চুলগুলোকে ব্রাশ করছে। জেনিফারের পরণে জিন্স প্যান্ট, ছোট গলার সোয়েটার আর মোটা লাল মোজা। কোন জুতা ছিল না পায়ে। তাকে দেখে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে, কোন দুঃখের ঝড় বয়ে গেছে তার উপর দিয়ে। নয়তো রবিবারের সকালে আয়েশ করছে বলে ভুল হতো।

ফ্ল্যাটে তার হাজব্যান্ডও নেই, আর হ্যারল্ডরাও জানতে চায় নি সে কোথায়। এই দম্পত্তির কোন সন্তান নেই আর বছরের বেশির ভাগ সময় বিদেশেই কাটায়। মাত্র একদিন আগেই লন্ডনে পৌছেছে জেনিফার এলেক্সের মরদেহ হাইগেট কবরস্থানে সমাধিস্থ করতে। এখানেই তাদের কয়েক পূর্ব-পুরুষের কবর দেয়া হয়েছে। জেনিফারই তার ভায়ের একমাত্র নিকটাত্মীয়।

তিনজনে বসার পর রুমের মাঝে জমাট বাধা কুয়াশার মতো দুঃখ টের পাচ্ছে হ্যারল্ড। সারাহ্ আর সে বসেছে শক্ত কাউচের উপর আর জেনিফার নিজে বসেছে চওড়া, সাদা চেয়ারে। হ্যারল্ডের কাছে কাউচকে ঠাণ্ডা, ভেজা লাগছিল।

হ্যারল্ডের নিজেকে মনে হচ্ছে একটা গাধা। অন্তত হোটেলে অন্যান্য জিনিসের সাথে মাথার ডিয়ারস্টকার টুপিটি খুলে রেখে আসার বুদ্ধি যে কেন হল না।

(সত্যিকার অর্থে তার এই নির্বুদ্ধিতার পেছনে সারাহ্‌র তাড়া দেয়াও কাজ করেছে। যদিও নিজেকেই দোষি মনে হচ্ছে হ্যারল্ডের)। জেনিফারকে তার মৃত ভাই সম্পর্কে যখন বলতে বললো তখন নিজেকে তার মনে হচ্ছিলো কোন আততায়ি। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, সে কি অবস্থার মাঝে দিয়ে যাচ্ছে। কেননা তার আর কোন পরিবারের সদস্য রইলো না।

হ্যারল্ড জানতে চাইলো, "মৃত্যুর আগে শেষবার কখন আপনি আপনার ভাইয়ের সাথে কথা বলেছিলেন?"

জেনিফারের সাদামাটা উত্তর, "আমি দুঃখিত, কিন্তু কেন আপনারা আবার এসেছেন?"

হ্যারল্ড অস্বস্তিতে পড়ে আমতা আমতা করে উঠলো, "সে আমার ভালো বন্ধু ছিল। আমরা বের করতে চাই আসলে কি হয়েছিল।"

জেনিফার একবার সারাহ্‌র দিকে তাকালো। তারপর আবার দু'জনকেই দেখলো। তাকে খুব আশ্চর্য দেখাচ্ছে কেন, এটি খুবই সরল। তেমন জটিল নয়। তার ভাই মারা গেছে।

সারাহ্‌ এই ফাঁকে বলে উঠল, "আপনার ভাই আর হ্যারল্ডের বিচরণক্ষেত্র একই। তাই পুলিশ যেটা পারবে না এরকম কিছু সে করতে পারবে হয়তো।"

জেনিফার হ্যারল্ডের কাছে জানতে চাইলো, "আপনি কি গোয়েন্দা?"

"না, ঠিক তা নয়।"

"তাহলে আপনি ঠিক কি করেন?"

"আমি একজন পাঠক।"

"এর মানে কি?"

"আমি বই পড়ি...আমি অনেক বই পড়েছি। দেখুন, আমি বেশির ভাগ বড় স্টুডিওর হয়ে আইন ডিপার্টমেন্টে ফ্রিল্যান্সিং কাজ করি। আর কেউ যখন কাউকে কপিরাইট ভঙ্গের আইনে দোষি করে আমি যথাযথ পদ্ধতিতে এর বিরুদ্ধে যুক্তি তুলে ধরি।"

হ্যারল্ড ব্যাখ্যা শেষ করার আগেই জেনিফার বলে উঠলো, "আপনি এলেক্সের শার্লোকিয়ান বন্ধুদের একজন?"

"হ্যা।"

তারপর সারাহ্‌কে বললো, "আর আপনি একজন সাংবাদিক?"

"হ্যা।"

জেনিফার মাথা ঝাঁকিয়ে পা ভাঁজ করে লাল মোজার দিকে তাকিয়ে বললো, "এক মাস বা আরো বেশি সময় ধরে আমার ভাইয়ের সাথে আমার কথা হয় নি।

আমাদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক ছিলো না তা কিন্তু নয়। আমরা আমাদের মতো করে অন্তরঙ্গ ছিলাম আর কি।"

"শেষবার কি নিয়ে কথা বলেছিলেন? সাধারণের বাইরে কিছু নিয়ে?" হ্যারল্ড জিজ্ঞেস করলো।

"কিছু একটা এলেক্সের কাছে সবসময় সাধারণের বাইরে ছিল। সেই মহৎ খেলাটি সবসময় চলতো। সে সবসময় কোন না কোন প্রাচীন জিনিস বা নথিপত্র কিংবা আপনাদের যা নেই তার পিছনে ছুটতো। সে তার জীবনী শেষ করতে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে ছিল। শেষবার আমার মনে আছে সে বলেছিল, সে সবসময় যা খুঁজছিলো তা পেয়ে গেছে। মানে ডায়েরিটি। আমার মনে হতো তার চরিত্রই ছিল অতি নাটক করা।"

"কারা তাকে অনুসরণ করছিল? সে সম্পর্কে এলেক্স কিছু বলেছে, মহিলা বা পুরুষ?"

"ওহ্, কে জানে? এটিই যে প্রথম, এলেক্স ভাবছিলো তার পেছনে কেউ লেগেছে তা নয়। একবার তো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন বাবাকে ফোন করেছিল যে দুটো ছেলে তার থিসিস চুরি করার ষড়যন্ত্র করছে। এটি খুবই হাস্যকর ছিল। তারা এরকম কিছুই করছিল না।"

"যদি তাকে কেউ অনুসরণই করছিল না তাহলে তাকে খুন করলো কে?" হ্যারল্ড নিজের সাহসে নিজেই অবাক হয়ে গেল।

"আপনার কি মনে হয় না এটি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে? এ কারণেই কি আপনারাও এখানে আসেন নি?" জেনিফার বলে উঠলো।

"আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?"

"আপনাদের মধ্যেই কেউ তাকে হত্যা করেছে। আপনারা সবাই হচ্ছেন এক পাল হিংসুটে ছেলেমেয়ের দল। তার একটি ক্যান্ডি ছিল আর আপনারা সবাই তা পেতে চেয়েছেন। আমাকে দাও, আমাকে দাও।" পা মেলে দিয়ে সামনে ঝুঁকে হাটুতে হাত রেখে এরপর জেনিফার বলে উঠলো, "আপনার কি মনে হয়, আপনার কোন বন্ধু এ কাজ করেছে?"

হ্যারল্ডের মনে পড়ে গেল রন রোজেনবার্গ, জেফরি অ্যাঙ্গেলসসহ আরো ডজনখানেক চেহারা। হ্যারল্ডের শিরদাড়া বেয়ে সন্দেহের ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। যদিও সে তার সিটে বসে কিছু প্রকাশ করলো না। "আমি এখনো জানি না।"

সারাহ্ এই ফাঁকে বললো জেনিফারকে, "আপনার ভায়ের সাথে শেষবার কি নিয়ে কথা বলেছিলেন মনে আছে? তাকে যে কেউ অনুসরণ করছিল সে সম্পর্কে বিস্ত ারিত কিছু বলেছে?"

এক মুহূর্ত থেমে জেনিফার উত্তর দিল, "না।"

এরপর সারাহ্ এলেক্সের অ্যাপার্টমেন্ট দেখার প্রস্তাব দিল, যদি না জেনিফারের কোন সমস্যা হয়।

"ওহ্, ঠিক আছে। এতে আর এমন কি ক্ষতি?" তারপর এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিয়ে বললো, "এখনি নিয়ে চলেন। আমি আমার জুতা পরে নিচ্ছি।"

হ্যারল্ড যে ধরনের গল্প ভালবাসে সেখানে খুনের তেমন কোন গুরুত্ব নেই। প্লটে হয়তো মৃতদেহ থাকতো, রহস্য, আর কারণ খুঁজে বের করতো।

কিছু সময় পর হ্যারল্ড আবার বলে উঠলো, "আপনার ভাই আমাদের সংস্থার একজন লিজেন্ড ছিলেন। সে অবশেষে হারানো ডায়েরিটি খুঁজে পেয়েছিল। আমি জানি না এটি আপনাকে কতটা সান্ত্বনা দেবে। কিন্তু সে তার স্বপ্নকে তো পূরণ করেছিল। সে যা খুঁজছিল তা পেয়েছিল। তাই মৃত্যুর আগে সে সুখি হয়েছিল।"

জেনিফার হেসে মাথা নাড়লো। "সুখি?" মনে হলো কষ্ট করে শব্দটি বের করে তার ধ্বনি শুনলো সে। "আপনার কি তাই মনে হয়? মানুষ যার পেছনে ছোটে তা যখন পেয়ে যায় তখনই সুখি হয়?" এরপর প্রায় অন্যমনস্কভাবে জেনিফার তার বাম হাতের বিয়ের আঙটিটা ঘোরাতে লাগলো।

এরপর আবার বলে উঠলো, "সে আসলে সুখি ছিল না। আমার মনে আছে যেদিন সে ফোনে আমাকে বলেছে, ডায়েরিটি খুঁজে পেয়েছে, এত আস্তে আস্তে কথা বলছিল যে ফোনে শুনতে আমার কষ্টই হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন বহুদূরে। আমি তাকে বলেছিলাম, তোমাকে শ্যাম্পেইন খাওয়াতে বাইরে নিয়ে যাবো। সেলিব্রেশন করার মতো কাজ করেছ তুমি কিন্তু এলেক্স বলছিল, এর কোন দরকার নেই।" তারপর মৃতভাইয়ের গলা নকল করে ভারি গলায় বলে উঠলো, " 'এর কোন দরকার নেই!' কেউ এটা তার বোনকে বলে?"

জেনিফার গিয়ে হাটার মতো আরামদায়ক জুতা আর ভারি শীতে পরার জন্য কোট নিয়ে এল।

হ্যারল্ড এরপর জিজ্ঞেস করলো, "সে কি বলেছিল আপনাকে ডায়েরিটি কোথায় পেয়েছে?"

"না। কখনো বলে নি," জেনিফার উত্তর দিল।

"আপনি কি তাকে জিজ্ঞেস করে ছিলেন?"

"আমি হাজারবার জিজ্ঞেস করেছি। 'এলেক্স তুমি এটির পেছনে দশটা বছর নষ্ট করেছ আর এখন আমাকে বলবে না যে কোথায় পেয়েছ?' কোন লাভ হয় নি। তারপর আমি বিভিন্ন ঘটনাকে জোড়া লাগিয়েছি। যেমন সে ক্যামব্রিজে এক সপ্তাহ ছিল। কেন? জানি না। বৃটিশ লাইব্রেরিতে ভিক্টোরিয়ান আর এডওর্য়াডরিয়ান যুগের বেশ ভালো সংগ্রহ আছে। আর সেখানেই এলেক্স তার বেশিরভাগ গবেষণা কাজ করেছিল। আপনি জানেন সে এমনকি আমাকে কখনো এটাও বলে নি, সে কাজটার

কতটুকু এগিয়েছে। শুধু হঠাৎ করেই একদিন ফোন করে বললো, 'ওহ্, জেনিফার আমি ডায়েরিটি খুঁজে পেয়েছি। আমার অদ্ভুত আনন্দ হচ্ছে। এবার আমি জীবনীটি শেষ করতে পারবো আর এ বছরের কনভেনশনে সমস্তটাই সবার সামনে প্রকাশ করবো,' কিন্তু অ্যালেক্সের গলা কেমন ভারি শোনাচ্ছিল মনে হলো, যেন তার পরিচিত কেউ এইমাত্র মারা গেছে। মনে হলো শেষ কোন বার্তা লিখতে চলেছে।" একটানা অনেকক্ষণ কথা বলার পর জেনিফার থামলো দম নিতে।

এরপর আবার জিজ্ঞেস করলো, "আপনি ভাবছেন এটি তাকে একটু হলেও শান্তি দিয়েছে? এটি তার সারা জীবনের কাজের চূড়ান্ত সীমা ছিল। আমার মনে হয় সে যা খুঁজছিল তা পেয়ে দ্বিতীয়বার দেখার পর থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তার জীবন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। খুঁজে পাবার পর থেকেই এ ডায়েরি তাকে খুন করেছে। আমি মনে করি আর্থার কোনান ডয়েলের ডায়েরি খুঁজে পাবার মতো এত বাজে ঘটনা আমার ভায়ের সাথে আর ঘটে নি। আপনার কি মনে হয়, এটি আপনার কোন কাজে লাগবে?"

অধ্যায় ১৫

ভালোবাসার দোষগুণ

"তুমি নিশ্চিয় স্বীকার করবে, একটি মেয়ের বিয়ের সময়েই তার আত্মীয় বন্ধুজন তার হয়ে কিছু করার সুযোগ পায়।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব চার্লস অগাস্টাস মিলভারটন*

অক্টোবর ২১, ১৯০০

আর্থার ওয়াটারলু স্টেশন থেকে বের হয়ে দেখতে পেলেন, ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবির সর্বোচ্চ চূড়াটি অস্তগামী হলুদ গোল সূর্যের চক্রাকার আলোকে চিঁড়ে দিচ্ছে। সন্ধ্যাবেলায় বিপুল জনস্রোত আর গাড়ি-ঘোড়া ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজের উপর দিয়ে দ্রুতগামী কোন নদীর ঢেউয়ের মতো বয়ে চলেছে। যেমনটা দেখা যায় ভয়ঙ্কর রাইখেনবাখ ঝরনায়। বিগ বেন ঘোষণা করলো এখন পাঁচটা বেজে বিশ মিনিট।

এই শহরেরই কোথাও মরগ্যান নিমেইনের খুনি স্বামী লুকিয়ে আছে। আর আর্থার চলেছেন তার খোঁজে। এ কাজে তার প্রথম গন্তব্য হলো ভিকার জেনারেলের অফিস। যেখান থেকে প্রতিবছর ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপের হয়ে দু'হাজারের বেশি বিয়ের লাইসেন্স দেয়া হয়। সাধারণত স্থানীয় গির্জাতেই দম্পত্তিরা বিয়ে করতে পারে কিন্তু যদি ভিন্ন ভিন্ন চার্চের অনুসারী হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে একমাত্র ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপই আইনানুযায়ী তাদের মিলনকে সম্পন্ন করতে পারে। অন্য কথায় বলা যায়, কেউ যদি গোপনে বিয়ে করতে চায় তাহলে ওয়াটারলু স্টেশনের কাছে ভিকার জেনেরেলের এই অফিসই ভরসা। এই গোপন কথা সবাই জানে কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই অবৈধ বিয়ের ক্ষেত্রে গির্জার সবচেয়ে সিনিয়র অফিসারটিই অনুমতি দিয়ে থাকেন।

নিরাপদে রাখার জন্য বিয়ের কাগজপত্রকে পরবর্তীতে লাইব্রেরিতে পাঠিয়ে দেয়া হয় কিন্তু মৃত মেয়েটি যেহেতু মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে বিয়ে করেছিল তাই আশা করা যায় তার বিয়ের লাইসেন্সের একটা কপি এখনো ভিকার জেনারেলের অফিসে আছে।

ব্ল্যাকওয়াল থেকে ট্রেনে করে ফিরে আসার সময়ই আর্থার আর ব্রাম এসব

ব্যাপারে আলোচনা করে নিয়েছে। যদিও ব্রাম খুব কাকুতি মিনতি করে বলছিল লাইসিয়াম থিয়েটারে ফিরে যাবার কথা। ডন *কুইহোট*-এর জন্যে জীবিত একটা ঘোড়া জোগার করা সত্যিই দরকার আর বিভিন্ন ইগো সমস্যাকেও ঠাণ্ডা করতে হবে।

ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজের উপর উঠে আর্থার মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। উজ্জ্বল রাস্তার বাতিগুলো মনে হলো তারার মতো জ্বলজ্বল করছে। এখন আর্থার বুঝতে পারলেন, এগুলোকে বৈদ্যুতিক বাতি বলে। সরকার রাস্তার পর রাস্তা, স্কোয়ারের পর স্কোয়ার এগুলো বসিয়েছে। আগে তো শত বছর ধরে গ্যাসের বাতিই শহরের রাস্তায় আলো দিয়েছে কিন্তু এই নতুন আলোগুলো নোংরা গ্যাসবাতির তুলনায় উজ্জ্বল। আর এগুলো বেশ সস্তা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করাও সোজা। সন্ধ্যার এই অন্ধকারেও তারা অনেক উজ্জ্বল করে তুলেছে চারপাশ। ফলে ফুটপাতে প্রতিটি ফাটল, পায়ের নিচের কচ্ছপের খোলসের মতো পাথর, সবকিছুই পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। নিউক্যাসেলের ধোঁয়া আর কার্বনযুক্ত কয়লার যুগ শেষ হয়ে ব্ল্যাকফায়ারস ঢালাই কারখানার যুগ শুরু হয়েছে। স্বাগতম হে বিংশ শতকের পরিস্কার ঔজ্জ্বল্য।

এই শব্দবহুল রাস্তায় এসে ঠিক টেমস নদীর ওপারেই অবস্থিত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের উপর থেকে আর্থার তার চোখ সরিয়ে নিলেন আর মনে মনে অভিশাপও দিলেন। কোচটি আর্থারকে কেনসিংটনে নিয়ে গেল। তারপর ডানদিকে ল্যামবেথ রোডে মোড় নিল। বিশাল ল্যামবেথ প্রাসাদটি সামনের রাস্তার অধিকাংশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। আধুনিক একটি শহরের বুকে এর মধ্যযুগীয় গঠনশৈলী দেখায় সামরিক একঘেয়েমীর মতো। আর্থারের কাছে মনে হয় এই প্রাসাদ যেন একজন রাগী আইরিশম্যান, যে উত্তরে সেন্ট টমাস হাসপাতালের প্যাভিলিয়নগুলোর সাথে যুদ্ধ করার জন্য মুখিয়ে আছে। আর ঠিক এর পাশেই ভিকার জেনারেলের অফিস।

চার্চ অফিসের বিশাল প্রবেশপথটি দেখাচ্ছে উঁচু নিচু ভি-এর মতো। প্রতিটি আবার অপরটির চেয়ে কয়েক ইঞ্চি ছোট। আর্থারের মনে হচ্ছে যেন সে কোন অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করছে।

যদিও এটি পুরোপুরি কোন গির্জা নয় কিন্তু আর্থার জড়িত এমন ক্যাথলিক আর অ্যাংলিকান হাউসের মতো এখানেও জাদুকরী বিশালতা আর নিঃশব্দতা আছে। গির্জা নিয়ে তার মনে কিছু সংশয় রয়েছে। বস্তুত যেকোন গির্জাকে নিয়েই। তারপরও আর্থার স্বীকার করে, সে গির্জা ভালবাসে। প্রাচীনতার গন্ধ পাওয়া যায় এমন যেকোন কিছুই আর্থার ভালবাসে। শ্রদ্ধা করে। এটি তাকে শত বছরেরও পুরাতন ব্রিটেনের সাথে এক করে দেয়। ঈশ্বরের তুলনায়ও তার জনগণ আর তাদের সভ্যতার আদর্শকে আর্থার বেশি বিশ্বাস করেন। আর তাই অ্যাংলিকানদের চেয়ে স্যাক্সনদের প্রতিই আর্থারের পক্ষপাত বেশি।

দীর্ঘ হলওয়ে জুড়ে আর্থারের বুট জুতা এত জোরে শব্দ করতে লাগলো যে,

তিনি নিজেই অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। অথচ রোদে পোড়া, মোটা পেটওয়ালা কিছু লোক তার পাশ দিয়ে হেটে গেল; মনে হল তাদের চলার কোন শব্দই হলো না।

অভ্যর্থনা ডেস্কে চার্চের যে লোকটি বসে আছে দেখে মনে হলো আর্থারের ছেলেরই বয়সী। বাদামি রঙের রোব পরা, কোনরকমের দাগবিহীন চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল দুনিয়াতে ছেলেটির কোন সমস্যাই নেই। সরাসরি আর্থারের চোখের দিকেই তাকালো ছেলেটি। মনে হলো সে তার দায়িত্বও পদের প্রতি পূর্ণ সচেতন।

আর্থার বলা শুরু করলেন, "আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন, স্যার। আমি আশা করছি আপনি কষ্ট করে বিয়ের রেকর্ডপত্রগুলো আমাকে দেখাবেন।"

খোঁচা মেরে তরুণ সভ্য বলে উঠলো, "সে কি আপনার মেয়ে?"

"ক্ষমা করবেন, আমি বুঝতে পারি নি," আর্থার উত্তর দিলেন।

ছেলেটি হেসে আর্থারের হাতের স্বর্ণের বিয়ের ব্যান্ডের দিকে ইশারা করে বলে উঠলো, "আপনার মেয়ে? এটা বোঝার জন্য শার্লোক হোম্‌স হওয়ার দরকার নেই যে আপনি বিবাহিত। আপনার মত অনেকেই, মাথায় অল্প কিছু সাদা চুল, বয়সী ভদ্রলোক এখানে আসে হারানো মেয়েকে খুঁজতে। যে কেউ এসে আমার ফাইল ঘাটতে চাইলেই আমি দেবো কেন? কিন্তু দয়ালু চেহারার বাবাদের কথা আলাদা। যারা নিজের মেয়েকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন, তাদের সংখ্যা কত।"

আর্থার কিছুক্ষণ ভেবে দেখলেন, মিথ্যে বললে সহজে কাজ উদ্ধার করা যাবে। তাই বলে উঠলেন, "হ্যা, আমার মেয়ে। আমি ভয় পাচ্ছি সে নিশ্চয়ই তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে চলে গেছে। নিমেইন আমার নাম। আর্চিবাল্ড নিমেইন। আমার মেয়েটির নাম মরগ্যান। আমি দ্রুত একবার আপনার রেকর্ড বইয়ে চোখ বুলাতে পারি? হতে পারে সে এখানে এসেছিল বিয়ে করতে।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে। আমার সাথে আসুন। আমরা নথিপত্র এখানে, পিছনে রাখি।" মনে হলো ছেলেটি সব জানে, এমনভাবে বলে উঠলো।

তারপর ছেলেটির সাথে আর্থার তার ডেস্কের পেছনে বিয়ের অফিসের আরেকটি ছোট চেম্বারে এলেন। রুমটি বেশ আটকানো চারপাশে। বিশাল বিশাল ধূসর রঙের পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। আর্থারের মনে হলে দেয়ালগুলো তাকে সবদিক থেকে চেপে ধরছে। পো-এর মিষ্টি ভুতুড়ে গল্প *The cask of Amon tillado*'র কথা মনে পড়ে গেল তার।

রুমটিতে একটিই আসবাব। বিশালাকারের কাঠের চেস্ট অব ড্রয়ারস। এর প্রাথমিক কাজ যাই থাক না কেন অতি সম্প্রতি স্টোরেজ হিসেবেই একে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ভেতরেই বর্ণানুক্রমিকভাবে বিয়ের কাগজপত্র রাখা আছে। কোন দম্পত্তির বিয়ের অভিপ্রায়ের আইনীদলিল।

আর্থার খোঁজাখুঁজি শুরু করতেই সামনের ডেস্ক থেকে তরুণ-তরুণীর কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে এল। তরুণ ছেলেটি দৌড়ে গেল তাদের সার্টিফিকেট তৈরির কাজ করতে। আর্থার একা রয়ে গেলেন রুমে। তাই নিশ্চিন্তে পরবর্তী এক ঘন্টা ড্রয়ার হাতড়ে কাগজপত্র দেখতে লাগলেন তিনি। প্রথম প্রথম সামনের ডেস্ক থেকে হবু বধূ তরুণী মেয়ের বকবকানির জন্য আর্থারের কাজে সমস্যা হচ্ছিল। তাদের হবু স্বামীরা চুপচাপ শান্তভাবে তরুণ ছেলেটিকে একের পর এক বিস্তারিত বলে যাচ্ছিল। তাদের নাম, পরিচয়, ঠিকানা, অবশেষে মেয়ের বাবার সম্মতিপত্রও। তারা চলে যাবার পর আরো কিছু দম্পত্তি আর তরুণেরা আসে অফিসে। অনেকেই আবার একা একা এ কাজ করতে এসেছে। তাদের সঙ্গীকে ঝামেলা পোহাতে দেয় নি। আর্থার তাদের সমস্ত আসা-যাওয়ার শব্দ শুনলেন। মনে হলো কাছের কোন গাছেই হামিংবার্ডরা কিচির মিচির করছে। তাদের আসা-যাওয়ার ঝটপট শব্দ, তাদের কাজের চিৎকার, চটপট চলে যাওয়া।

আর্থারের সামনে পড়ে থাকা এই হাতেলেখা কাগজগুলোতে রয়েছে সরকারী বুরোক্র্যাসির রোমান্স। কাগজগুলো ভরে আছে বিয়ের চিন্তায় বিভোর প্রেমিক যুগলের ডান হাতের লেখা দিয়ে কিন্তু মনে হচ্ছে এগুলো শেক্সপিয়ারের নয়, দলিলের মতো করেই লেখা।

প্রথমটির লেখা শুরু হয়েছে এভাবে : ১৯০০ সালের অক্টোবর মাসের ৪ তারিখে সুরের মরডেন থেকে আগত টমাস স্টেসি জুনিয়ার ২৪ বছর বয়সী এক অবিবাহিত যুবক, নরফোক কাউন্টির ২০ বছর বয়সী মেরি বিচকে বিয়ে করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। এক্ষেত্রে মেয়েটির আইনুযায়ী অভিভাবকও আংকেল রিচার্ড নরিস এ বিয়েতে সম্মতি দিয়েছেন। কেননা মেয়েটির বাবা-মা অথবা আর কোন অভিভাবক নেই। এছাড়া পুরোপুরি স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে, ছেলে অথবা মেয়েটি পূর্বে আর কখনোই বিয়ে করে নি। অথবা পূর্বের কোন সম্পর্কের কোন বাধাও নেই। তাই আইনগতভাবে তাদের বিয়েতে বাঁধা দেবার কিছু নেই।

আর্থার ১৬ বছর পূর্বে তার নিজের বিয়ের কথা স্মরণ করলেন। *আমার বিয়ে! সত্যিই কি ম্যাসন গিলের সেই আগস্টের মিষ্টি দিনটির পর এতদিন পার হয়ে গেছে?* চিকিৎসক হিসেবে আর্থারের অর্থ, খ্যাতি কোনটাই ছিল না যখন তিনি তোয়ির সাথে মিলিত হন। যদিও এত বছর পরে এখন তার মনে হয় এর সাথে তার মেধার দারিদ্রতার কোন সম্পর্ক নেই। তোয়ির সাথে যখন দেখা হয়েছিল তখন নাম ছিল লুইসা হকিন্স। আর্থারের নিজের কানেই এখন কেমন অপরিচিত ঠেকে নামটি। মনে হয় অন্য কারো স্ত্রী। যখন তোয়ির ভাই আর্থারের রোগী হিসেবে চিকিৎসা নিচ্ছিল কঠিন মেনিনজাইটিস রোগের, আর্থার তাকে রাতের বেলায় ক্লোরাল হাইড্রেটের সিডেটিভ খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন আর তোয়ির ভাই এর

সপ্তাহখানেকের মাঝেই মারা যান। এখনও মাঝে মাঝে আর্থার অবাক হয়ে ভাবেন, তখনো যেমন ভাবতেন, তার চিকিৎসাই কি এ মৃত্যুর জন্য দায়ি? হয়তো না, তিনি নিজেকে বোঝান। ষোল বছর পরে আর্থার বুঝতে পারেন ক্লোরাল হাইড্রেটের এক ডোজে খানিকটা ঝুঁকি রয়েছে কিন্তু তার রোগীর ক্ষেত্রেও তো খানিকটা সিডেটিভ প্রয়োজন ছিল। ঔষধ শাস্ত্র পুরোপুরি কোন বিজ্ঞান নয়, এটি কোন ফিকশনও নয়। এক ধরনের আর্ট।

আর্থার অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, যেসব বিয়ের কাগজপত্র তিনি তার বুড়ো আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে আছেন তাদের শুরুটা কেমন ছিল। যখন সে বেদীর সামনে তার বধূকে প্রথম দেখেছিলেন, ক্রন্দনরতা মাকে দেখেও না দেখার ভান করেছিলেন তখন তিনি যেমন খুশি ছিলেন, এরাও কি ততটা সুখি? এক দশক আর আরো অর্ধ দশক পরে কেমন হয়েছে এ ধরনের আবেগগুলো?

বয়সের সাথে সাথে ভালোবাসাও বাধ্যগত হয়ে ওঠে। যেমন একটি বিশ্বস্ত কুকুর। এটি আরো দামি আর পুরস্কারতুল্য হয়ে উঠে। অলংকারের বাক্সের মত ঠুনকো পৃথিবী থেকে যার বসবাস আরো অনেক উর্ধ্বে। আস্তে আস্তে ভালোবাসা হয়ে উঠে ডিম, হ্যাম আর সকালের সংবাদপত্র। তিনি যতটা সম্ভব ততটাই তোয়িকে ভালবাসেন। সব সময় বাসবেন। হ্যা, হতে পারে তোয়ি অনেক বছর আগে থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাদের স্বামী-স্ত্রীসুলভ কিছুটা অন্তরঙ্গতা কমে গেছে। তারা আর কোন ছেলেমেয়ে নেন নি কিন্তু এখন পর্যন্ত আর্থার তার পরিবার নিয়ে খুশি। মনে হয় তিনি যেন তোয়ির সাথে বেড়ে উঠেছেন। তিনি ছিলেন ছাব্বিশ বছর বয়সী আর তোয়ি ২৮ বছর বয়সী কিন্তু তোয়ির পাশে তাকেই বয়স্ক লাগতো। মনে হতো তোয়ি তার প্রিয় বোন যার কাছ থেকে তিনি কোন কিছু লুকান না।

একটি গোপন ব্যাপার আছে সম্ভবত, জিন...

তিন বছর আগে তিনি সুন্দর মেধাবী জিন লেকির সাথে পরিচিত হন। জিনের কথাবার্তার চমৎকার ভঙ্গি, বুদ্ধিমত্তা, চোখের পাপড়ির উজ্জ্বলতায় আর্থার হারিয়ে যান। সে যদিও বয়সে তরুণ কিন্তু বেশ জ্ঞানী। একজন পুরুষের মতই ভাবনা চিন্তা বলায় ভয়ভীতিহীন জিন লেকি। আর্থার এ জাতীয় কোন নারীর সাথে আগে পরিচিত হন নি এবং তিনি নিশ্চিত, ভবিষ্যতেও হবেন না। অবশ্যই জিনের প্রতি আর্থারের কোন অসৎ উদ্দেশ্য নেই। এমনকি তাদের হাতও কখনো একে অপরকে স্পর্শ করে নি। জিনের পাশাপাশি হাটার সময় বুক সোজা হাটেন। হাত দুটোকে পেছনে নিয়ে কঁনুই থেকে ৯০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে একত্রিত করে রাখেন। তিনি একটি শপথ নিয়েছিলেন, একই শপথ তার কোলের উপর রাখা আরো শত কাগজেও লেখা আছে। তিনি কখনো বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারেন না কিন্তু তিনি সম্মানের সাথেই জিনের সাথে নিয়মিত দেখা করেন। গ্রামের দীর্ঘ রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হাটেন। জিন

তাকে আমোদিত করে; যেমনটা করে ক্রিকেট ম্যাচ।

এটিও এক ধরনের ভালোবাসা এবং আর্থারের অবাক লাগে, এই দুই ধরনের ভালোবাসা কেউ কাউকে ছেড়ে যায় না। জিনকে যতটা ভালবাসেন তার চেয়েও তোয়িকে বেশি বাসেন। তিনি তাদেরকে খুবই ভিন্নরকমভাবে ভালোবাসেন যে তারা একে অন্যকে কখনোই ছাড়িয়ে যায় না। যেমন তারা আয়নায় ভিন্ন ভিন্ন স্বর্গের ছবি অঙ্কন করে চলে আর্থারের হৃদয়ে। মাঝে মাঝে তার মনে হয় এই মাঝবয়সী শরীরের মাঝে যতটা ভালোবাসা লুকিয়ে আছে তাতে তিনি মারা যাবেন। তেল এবং পানি কখনো একত্রে মিলে যায় না আবার কখনো বিস্ফোরিতও হয় না। তারা আলাদাভাবে নিজস্ব পথে সমানভাবেই আর্থারের রক্তধারায় বয়ে চলে।

একজন মানুষের মাঝে কতটা ভালোবাসা জমানো থাকতে পারে? এই নথিপত্রে যেসব তাজা প্রেমিক মুখ ভালোবাসার শপথ নিতে তৈরি তাদের থেকেও কি তিনি বেশি ভালবাসতে পারেন? তিনি কি সে-সব নববধূ যাদের চেহারায় জুন মাসের গোলাপ বাগানের সমস্ত রঙ খেলা করে তাদের চেয়েও বেশি ভালবাসতে পারেন? সমস্ত ভালোবাসাই কি দেখতে একই? যেমন পাখনা খোলা সিদ্ধ মুরগি? নাকি তারা পৃথক হয়? যেমন কর্নিয়া, আঙুলের ছাপ?

আর্থার ভাবতে লাগলেন, সেই ভালোবাসার কথা যা মরগ্যান নিমেইনের বুকের মাঝখানে মারা গেছে। সেই ভালোবাসা যাকে উলঙ্গ করে নোংরা বাথটাবে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে, আর মরচে পড়ে গেছে। বোর্ডিং হাউসের মালিক তাকে খুঁজে পাবার বেশিক্ষণ আগে তার মৃত্যু হয় নি। তার পেটে তখনো নিশ্চয় স্পর্শতার উষ্ণতা ছিল।

আর্থার ক্ষিপ্ত হয়ে নথিপত্রের মাঝে খুঁজতে লাগলেন সেই পাষণ্ডের কথা যে এটি করেছে। তিনি প্রতিশোধ নেয়ার জন্য পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা দেখে যেতে লাগলেন।

কিছু সময় পরে তরুণ ছেলেটি ফিরে এলো। আর্থার তার খোঁজাখুঁজিতে এতটাই মগ্ন ছিলেন যে ছেলেটির কোন পদশব্দ পান নি। ছেলেটি আর্থারের কাঁধে টোকা দিল মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আর আর্থার চমকে লাফ দিয়ে উঠলেন। তাই বুকে হাত রেখে গভীরভাবে শ্বাস নিলেন।

"ক্ষমা চাইছি, স্যার, আপনাকে চমকে দেবার কোন ইচ্ছা ছিল না," ছেলেটি তাড়াতাড়ি বলে উঠলো।

আর্থার হাফ ছেড়ে বললেন, "ঠিক আছে। আমারো চমকে যাবার ইচ্ছে ছিল না।"

"কেমন চলছে আপনার খোঁজাখুঁজি?"

"ভালো না। এসব কাগজপত্রে মরগ্যান নিমেইনের নামে কিছু পাই নি। হতে পারে আমার মেয়ে কোন মিথ্যে নাম দিয়েছে এখানে," আর্থার স্বীকার করলেন।

তরুণটি সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো।

আর্থারের মাথায় বিকল্প একটি চিন্তা এল। তিনি হেসে তরুণকে বললেন, "আমি আপনাকে বরঞ্চ কিছু সূত্র দেই। অনেক তরুণ-তরুণীকেই এই দরজা দিয়ে আপনি যাওয়া -করতে দেখেছেন। আপনি নাম, চেহারা, উঁচু গলার স্বরের কাউকে মনে করতে পারবেন না? সম্ভবত দুই সপ্তাহ আগে এক মঙ্গলবারে এখানে এসেছিল। কালো ক্লোক আর কালো টুপি পরণে।" আর্থার হাসলেন এখানে আর কোন উপায় কি নেই যে তিনি সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন?

তরুণকে দেখে মনে হলো এইমাত্র তার মুখে কেউ তিতা দুধ ঢেলে দিয়েছে। কৌতুহলী হয়ে আর্থারের দিকে তাকিয়ে বললো, "মজা তো স্যার...আমি ভাবছি আপনি যাকে খুঁজছেন সেও আমাকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে।"

এখন আর্থারের পালা মুখ বিকৃত করার। "মানে? আমি বুঝতে পারি নি।"

"আপনার লোকটি। অদ্ভুত ব্যাপার, দু'সপ্তাহ আগে আপনি যেভাবে বললেন এরকম একজন এসেছিল। কালো পোশাক, শক্ত উঁচু গলার স্বর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি তাকে চিনতে পেরেছিলাম। সে দেখলো আমি পেরেছি। জিজ্ঞেস করলো আমি চিনি কিনা। আমি বললাম চিনি কিন্তু তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। এর কোন মানে নেই।"

আর্থার অবাক হয়ে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললো, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি কি বলছেন?"

ছেলেটি উত্তর দিল, "আমি ভদ্রলোককে চিনেছিলাম। কারণ সে এর আগেও এসেছিল। কয়েক মাস আগে। বিয়ের কাগজপত্র পুরণ করে বিয়ে করতে গিয়েছিল। তারপর কয়েক সপ্তাহ আগে যে ব্যক্তি এসেছিল, সেও একই রকম দেখতে। আমি *দেজাভুঁ*'র এর গন্ধ পেলাম। এই ফ্রেঞ্চ শব্দটির মানে কি? আমার তাকে তেমন স্মরণে আসছিল না কিন্তু নিজের ভেতরে এই অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল যে আমি তাকে দেখেছি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সত্যিই তাকে দেখেছি কিনা। লোকটি ভয়ঙ্করভাবে নার্ভাস হয়ে গেল। আবার আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার কখন থেকে মনে হলো যে আপনি আমাকে চেনেন?'

"আমি উত্তর দিলাম, আমি সঠিক জানি না। তারপর আমি হেসে মানুষটিকে একটু যাচাই করতে চাইলাম। আপনার কি আগেও বিয়ে হয়েছে? যদিও আমার মনে হচ্ছিল সে তরুণ। হয়তো ত্রিশও হয় নি। কিভাবে আগেও সে বিয়ে করবে, কিন্তু সে ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে গেল। মনে হলো সে সুতায় বাঁধা পুতুল। এমনভাবে হাত নেড়ে নেড়ে বলতে লাগলো, 'আমি নিশ্চিত, ঘুণাক্ষরেও আমার মাথায় নেই আপনি যা বলছেন।' তারপর গলার স্বর আরো উঁচুতে তুলে এমন কিছু কথা বললো যা আমি এই ছাদের নিচে শুনবো বলে ভাবি নি। আমিও খেপে গিয়ে হাঙ্গামা করতে পারতাম

কিন্তু আপনি জানেন আমি ঈশ্বরের সেবা করি। তাই আমি তাকে কাগজ বের করে দিলাম। সে পূরণ করে দিল, আমি নিচে আমার জায়গায় স্বাক্ষর করে দিলে সে তার পথে চলে গেল।"

তরুণটির বিবরণ শুনতে শুনতে আর্থারের শিরদাড়া বেয়ে কাঁটার মত যন্ত্রণা হতে লাগলো। ভ্রু উঁচু করে তিনি ভাবতে লাগলেন বিষময় এ আবিষ্কারের কথা। তরুণটির কাছে আরো এক পা এগিয়ে গিয়ে আর্থার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি লোকটার নাম মনে করতে পারবেন?"

নিচের দিকে তাকিয়ে তরুণটি উত্তর দিল, "না, স্যার, পারবো না।"

আর্থারের মাথায় দ্রুতবেগে চিন্তা চলতে লাগলো। বিভিন্ন সম্ভাবনার কথাও মাথায় এলো, "কিন্তু আপনি বলেছেন আপনি তাকে আগেও বিয়ে করতে দেখেছেন।"

"আমার তখন মনে হয়েছিল। হয়তো এটা সত্যি নয়। তবে মানুষটি, আপনার কি মনে হয় এরকম হতে পারে?" তরুণ উত্তর দিল।

আর্থারের বলতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু বললেন না। "আমার মনে হয় এই লোকটি মরগ্যান নিমেইনের সাথে যা করেছে অন্য কারো সাথেও আরো আগে এরকম করেছে।"

অধ্যায় ১৬

অ্যাঙ্গারিং মেশিন

"ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া আলামতগুলো বেশ বিভ্রান্তিকর হয়।" হোম্‌স ভেবেচিন্তে উত্তর দিল। "এটি সরাসরি যেকোন জিনিসের দিকে নির্দেশ করতে পারে কিন্তু তুমি যদি তোমার নিজের মতামতের একটু বদল করো তাহলে দেখবে এটিও সমানভাবে সম্পূর্ণ পৃথক কিছুর দিকে নির্দেশ করছে।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য বস্কমভ্ ভ্যালি মিস্ট্রি*

জানুয়ারি ০৯, ২০১০

লন্ডন ফিল্ডসে জেনিফার পিটারের ফ্ল্যাট থেকে কেনসিংটনে এলেক্সের ফ্ল্যাটে আসার সময় তেত্রিশ মিনিট ক্যাব ভ্রমন করে হ্যারল্ড আর সারাহ্। এলেক্স আর জেনিফারের পারিবারিক ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনে গেল তারা। উভয়েই যথেষ্ট ধনী। হেনরি কেল,তাদের বাবা একেবারে কিছুই না থাকা অবস্থা থেকে জাহাজ ব্যবসাতে নিজের ভাগ্য ফেরান। তিনি ছিলেন নিউক্যাসেল থেকে আগত একজন কঠোর পরিশ্রমী মানুষ। তার ছেলেমেয়েরা অলস সময় কাটালেও তিনি অলস সময় কাটাতেন না। তিনি বেঁচে থাকলে পারিবারিক ভাগ্যের উপর তাদের নির্ভর করতে দিতেন না।

জেনিফারের আত্মকাহিনী শুনে হ্যারল্ডের মনে হলো, ছেলেমেয়েরা অর্থ প্রস্তুতকারী যন্ত্র হতে আপত্তি জানানোয় হেনরি কেল যারপরনাই বিরক্ত ছিলেন। এক্ষেত্রে এলেক্স এবং তার বোন কেউই কোন চেষ্টাচরিত্র করে নি। ভালো বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা গ্র্যাজুয়েট স্কুল পৃথিবীর যেকোন পদে তারা আবেদন করতে পারতেন কিন্তু এসবের কিছুই তারা ভাইবোন করে নি। বরঞ্চ জেনিফার নিয়মিত বাবার তর্জনগর্জন শুনেছে। কবিতা লেখার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছে শুনে বাবা চিৎকার করেছে। তারপর ছয় বছর বয়সী বাচ্চাদের দেখাশোনা আর শিক্ষকতার দায়িত্ব নেবার পর তো বাবা রেগে ওয়াইন গ্লাস ভেঙে ফেলেছিলেন। তৃতীয় বিশ্বের ঋণ সমস্যা সমাধানের জন্য গঠিত একটি ক্যামপেইনে যোগ দেবার পর হেনরি কেল মেয়েকে তার সমস্ত বিষয়-আশয় থেকে বঞ্চিত করার ঘোষণা

দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে এই ক্যামপেইনের একজন ধনবান প্রতিষ্ঠাতাকে বিয়ে করার পর সব হুমকি বাতিল হয়ে গেছে। কেননা এখন আর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের তেমন কোন প্রয়োজন নেই। বর্তমানে জেনিফার তার স্বামীর চ্যারিটেবল ট্রাস্ট পরিচালনা করছে। এলেক্স কেল তার বোনের চেয়েও বেশি সৃজনশীল ছিল। যদিও হেনরি কেলকে অসুখি করতে কম করে নি। এলেক্স সবসময় একজন সম্ভাবনাময় ছেলে ছিল। দ্রুত বুদ্ধির অধিকারী। সংখ্যা সম্পর্কে খুব ভালো বোঝে। সব বিষয়ে চমকপ্রদ নাম্বার পেত কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় বর্ষে পড়াকালীন সবকিছু পালটে যায়। যখন সে উপন্যাস শেষ করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিতে চেয়েছিল হেনরি কেল ভদ্রভাবেই এ আলোচনা শেষ করেছেন সেক্রেটারির মাধ্যমে এলেক্সকে তার অফিস থেকে বের করে দিয়ে।

তবে পরবর্তীতে কিছু বছর পরে এলেক্স যখন একটি বইয়ের দোকান খোলার জন্য বাবার কাছে টাকা ধার চেয়েছিল হেনরি কেল ছেলেকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন। যদিও হেনরি কেল নিশ্চিত ছিলেন না ১৯৭৩ সালে চেলসিতে তুলনামূলকভাবে কম ব্যবহৃত হয় এমন একটি বইয়ের দোকান কতটা চলবে কিন্তু ছেলেটা তো একটা ব্যবসা শুরু করতে চেয়েছে, তাই এ ছোট্ট উপহারের জন্যই তিনি বেশ খুশি ছিলেন।

বইয়ের দোকানটি মাত্র আটাশ মাস টিকে ছিল। এরপর কোন এক ভারতীয় রেস্টুরেন্টকে এটি লিজ দেয়া হয়। এককালের এলেক্সের অফিসটি রেস্টুরেন্টটির মালিক মজাদার রান্নার রান্নাঘরে পরিণত করে। পরের বছরগুলোতে এর সামনে যতবার এলেক্স হেটে যেত ততবারই একই সাথে স্মৃতিকাতর আর ক্ষুধার্ত হয়ে উঠত। প্রায়ই এখানে খেতো সে। জেনিফারের মনে আছে এই ভারতীয় খাবার জায়গাটি বন্ধ হয়ে যাবার আগের রাতে এলেক্স জেনিফার আর তার হাজব্যান্ডকে ডিনার করাতে নিয়ে গিয়েছিল এখানে। তারপরই এটি ফ্রেঞ্চ-এশিয়ান ফিউশন টাইপ কিছুতে পরিণত হয়। বাবা বেশ ব্যস্ত ছিলেন তাই ডিনারে আসতে পারেন নি। নিজের দোকান হারানোর চাইতেও ভারতীয় এ দোকান হারানোতে এলেক্সকে বেশি কাতর মনে হচ্ছিল তখন।

আরো কিছু আর্থিকভাবে অলাভজনক ব্যাপার ঘটেছে কিন্তু বাবার টাকা তেমন নষ্ট হয় নি। এছাড়াও কিছু বাজে খাতে এলেক্স বিনিয়োগ করেছিল। যেমন সবেমাত্র শুরু হওয়া একটি সাহিত্যের পত্রিকা, উনিশ শতকের অ্যান্টিক কালেকশন করা, আর দুর্বোধ্য ছয় মাস সময় যখন এলেক্স এক কারিগরের সহকারী হিসেবে কাজ করেছে। এই কারিগর কঞ্চি-বেত দিয়ে নানারকম জিনিস বানাতো। হ্যারল্ডের কাছে মনে হলো যদি কেউ এলেক্স কেলের জীবনী লিখতে চায় তাহলে এসব কথা

বিস্তারিত জানতে হবে তা না হলে মানুষটিকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যাবে না।

ট্যাক্সি ক্যাব হাইড পার্কের ধার ঘেষে দক্ষিণে যেতে লাগলো আর তখনো জেনিফার এলেক্স সম্পর্কে বলেই চলেছে। ছালবিহীন গাছ দেখতে দেখতে হ্যারল্ডের মনে হলো এলেক্সের জীবনের মূল থিমই ছিল নিঃসন্দেহে শার্লোক হোম্‌স। শার্লোকের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল সে। সেই ছোটবেলা থেকেই ঘুমাতে যাবার সময় আয়ার কাছে বায়না ধরতো বারবার শার্লোক হোম্‌সের গল্প শোনার জন্য। স্কুলে থাকাকালীনই সে কোনান ডয়েল সম্পর্কে লেখালেখি শুরু করে। আর অবশেষে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সেই ইরেগুলার্‌সের সদস্য হয়ে যায়। বেকার স্ট্রট জার্নালে সে নিয়মিত লেখা প্রকাশ করতো। তার সমস্ত আবেগ জুড়ে ছিল শার্লোক।

হঠাৎ করে ব্রেন অ্যাটাকে ১৯৮৯ সালে হেনরি কেল মারা যান। তারপর থেকেই তার দুই ছেলেমেয়ে একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। তখন তাদের কাউকে আর একে অন্যের প্রয়োজনে ছিল না বাবার শীতল দৃষ্টি আর ইস্পাতকঠিন আচরণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। মনে হলো তারা উভয়ে যুদ্ধের সময় একই ট্রেঞ্চের সঙ্গী ছিল। আর যেহেতু বোমা বিস্ফোরণ থেমে গেছে তাই একে অন্যকে কি বলবে বুঝতে পারছে না। জেনিফার ব্যস্ত হয়ে পড়লো তার স্বামী আর তাদের দাতব্য কাজ নিয়ে, এলেক্স ব্যস্ত হয়ে গেল হোম্‌স আর গবেষণা নিয়ে।

বাবার মৃত্যুর পর থেকেই এলেক্স কোনান ডয়েলের হারানো ডায়েরি খুঁজে পাবার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। কোনান ডয়েলের জীবনী নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে এখন এলেক্সের আছে সংখ্যাতাত্ত্বিক ভাগ্য। ফলে তার সামনে কোন বাধাই রইলো না। তাকে মানা করার কেউ রইলো না। অবশেষে এলেক্স ডায়েরি খুঁজে পেলে বাবাকে মিথ্যে প্রমাণ করতে পারবে। কেননা বস্তুত এলেক্স বিশাল কিছুই করতে চলেছে। যদিও বাবা যেভাবে চাইতেন সেভাবে নয়। একই সময়ে সে জয়ীও হবে আবার বিদ্রোহীও হবে।

জেনিফার পিটারকে এভাবে জবানবন্দী দিতে দেখে হ্যারল্ড অবাক হয়ে গেল। যদিও জেনিফারের কথার কর্কশ সুর শুনে হ্যারল্ডের উৎসাহ দমে গেল। সুন্দরভাবে আর দুঃখের সাথে ভাইয়ের গভীর অনুভূতির কথা বলতে বলতে, মুহূর্তের মধ্যেই কোন কথার মাঝে শীতের ধূসর আকাশের মত তার নিজের চিন্তা বের হয়ে আসতো। কিছু সময় পরেই সে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠতো আর তার ভাইয়ের শৈশব আর তাদের পারিবারিক উদ্বিগ্নতা নিয়ে কথার স্রোত বইয়ে দিত। জেনিফার শিকাগো নদীর বাঁধের কথা মনে করিয়ে দিল হ্যারল্ডকে, যেখানে হ্যারল্ড বড় হয়ে উঠেছে। পানি দিয়ে ভরে উঠার জন্য বন্ধ করে দেয়া হতো। তারপর খুলে দিলেই লেকের বাইরে হাজার হাজার গ্যালন মাটি উগরে দিত।

ট্যাক্সি ক্যাব এসে ফিলিমোরের কাছে একই রকম দেখতে এক সারি কিছু তিনতলা বাড়ির একটির সামনে থামলো। বিল্ডিঙের পেছনের উঠান থেকে লম্বা লম্বা গাছ উঠে ছাদ পর্যন্ত গেছে। সেবাস্টিয়ান কোনান ডয়েলের দেয়া টাকা থেকে ট্যাক্সির বিল মিটিয়ে তিনজনে এলেক্সের ফ্ল্যাটে গেল।

জেনিফার তাদেরকে প্রথম ভেতরে ঢুকতে দিল। প্রথম নজরে মনে হলো মেলার মতো আগোছালো চারপাশ। মজার মজার খেলনা আর প্রাচীন সব গয়না চারপাশে ছড়িয়ে আছে। আরো আছে উজ্জ্বল রূপালি গ্যাসবাতি। গয়না রাখার বাক্স, তামার বাতি, ঈশ্বরই জানে কি এমন জিনিসে ভর্তি ডজনখানে ঔষধের বোতল। কাঁচের নলওয়ালা রিভলবার, চায়েরপাত্র, একটি ব্যাঞ্জো, ফুলবিহীন চৌদ্দটি ফুলদানি আর বই। বই আর বই। বিভিন্ন রকমের, আকারের আর নকশার বই। কিছু বই শেল্ফে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা। কিছু বই ছড়ানো ছিটানো স্তুপ করা। বই থেকে শুরু করে অন্য কোন কিছুই সুশৃংখলভাবে রাখা নেই। দেখে মনে হয় এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ ঘর সাজানোতে গৃহকর্তার আগোছালো মানসপটই ভেসে উঠছে।

হলওয়ে, ডাইনিং রুম, সিটিং রুম সব জায়গাতে ভিন্ন ভিন্ন রঙের ওয়ালপেপার লাগানো। হলুদ, গোলাপী, বেগুনী। ফ্ল্যাটটি দেখে মনে হচ্ছে বিশালাকারের একটি ক্যান্ডি। হ্যারল্ডের মনে হলো উইলি ওয়াঙ্কার কক্ষ হয়তো দেখতে এরকমই হবে। আপনা থেকেই তার মুখ থেকে বের হয়ে আসলো, "ওয়াও!"

"হয়তো আমার ভায়ের এই কয়েক বছর ধরে খামখেয়ালীপনা বেড়ে গিয়েছিল," জেনিফার বললো।

"আপনি কি কিছু মনে করবেন, আমরা যদি চারপাশটা একটু ঘুরে দেখি?"

"কোন সমস্যা নেই। কিছু খুঁজে পেলে ভালো হবে," জেনিফার উত্তর দিল।

এ ধরনের আগোছালো কোন জায়গায় ঠিকঠাকভাবে কিছু খোঁজা মুশকিল। তারপরও হ্যারল্ড তড়িৎগতিতে সামনে পিছনে সব দেখতে লাগলো। মনে হলো যেন একটি মৌমাছি পুষ্পরেণুর খোঁজে শিকার করে বেড়াচ্ছে। হলুদ পাঠকক্ষের ভেতরে খোঁজ চালালো হ্যারল্ড। *Gibbon's Decline* আর *fall of the Roman Empire* নামিয়ে আনল। পুরাতন একটি সিগারেটের বক্সে বিভিন্ন দেশের টাকা খুঁজে পেল। ডলার, ক্রোনার, চারধরনের পেসো। সবকিছুই পরিষ্কার প্লাস্টিকের ব্যাগে রাবার ব্যান্ড দিয়ে মুড়িয়ে রাখা আছে। অন্যদিকে সারাহও খুঁজে চলল পৃথকভাবে। দু'জনে যদিও একত্রে আলোচনা করে নেয় নি তারা ঠিক কি খুঁজছে। হ্যারল্ড বুঝতেও পারলো না তাকে কী বলবে। সে শুধু আশা করলো যখন তারা পেয়ে যাবে তখন নিজেরাই দেখতে পারবে। সারাহ্ এক সেট বিড়াল আকৃতির লবণ আর মরিচ ঝাঁকানোর বক্স পেলে সে ওগুলো পরিষ্কারভাবে একটি টেবিলের উপর

রেখে দিল। তার পাশেই রাখা আছে চার ইঞ্চি বাই ছয় ইঞ্চির একটি ছবির প্রিন্ট। সে ছবিগুলো তুলে নিলে হ্যারল্ড তাকে দেখতে লাগলো। তারপর সারাহ্ যেভাবে রুমটিতে খোঁজ চালাচ্ছে তাই করতে লাগলো। সে বলতে গেলে পরিস্কারই করছিল। যখন সারাহ্ সাদা একটি কার্ডবোর্ডের বাক্সের পাশে আলগা নীল ফিতা দেখলো সে তাড়াতাড়ি ফিতাটি ঠিকভাবে বেঁধে দিল। সে জায়গার জিনিস জায়গায় রাখছিল। হ্যারল্ড নিচু হয়ে তার নিজের পায়ের দিকে তাকালো। সে শুধুমাত্র জিনিসপত্র দেখে দেখে আবার সে জায়গাতেই রেখে দিচ্ছিল। হ্যারল্ড যা করছিল তার কোন অর্থ ছিল না। যেটাই ধরছে ডায়েরি না হলে হ্যারল্ড সেটাকে ধুলার মতো ঝেড়ে ফেলছে। অন্যদিকে সারাহ্ নিজের হাতে এলেক্স কেলের অ্যাপার্টমেন্টের শ্রীবৃদ্ধি করার কাজ করছে।

মাঝে মাঝে শুধু জেনিফারের গল্প শোনা ছাড়া মোটামুটি নিঃশব্দেই হ্যারল্ড আর সারাহ্ তাদের কাজ করে যাচ্ছে। হ্যারল্ড আর সারাহ্ একটা কিছু তুলে ধরছে আর জেনিফার তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে এর উৎপত্তি সম্পর্কে জানাতে। প্রায় জিনিস কোথা থেকে এসেছে সে না জানলেও ভাই যেখানে যেখানে ভ্রমন করেছিল তার উপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা রচনা করছে জেনিফার। যেমন এই বরফের ঘড়িটি দেখাচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আগতর মতো। এলেক্স ৯৮ বা ৯৯ সালের দিকে সেখানে গিয়েছিল। সে নিশ্চয় আর্জেন্টিনা থেকে এটি এনেছে।

সারাহ্ই প্রথম অ্যানসারিং মেশিনটি দেখতে পায়। তারপর ধীরে ধীরে এটির একমাত্র জ্বলতে থাকা লাল বাতির দিকে এগিয়ে গিয়ে জেনিফারের কাছে জানতে চায়, "আপনি কি তার মেসেজগুলো চেক করেছিলেন?"

জেনিফারকে খুব অবাক দেখালো, "ওহ্! আমি তো দেখিই নি।"

সারাহ্ জানতে চাইলো, "আমি কি দেখতে পারি?"

জেনিফার মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই সারাহ্ মেশিন চালু করে দিলো। উঁচু শব্দে ক্লিক করেই বিপ্‌বিপ্ করতে লাগলো। একটি মেসেজ। এলেক্সের অ্যানসারিং মেশিনের যান্ত্রিক নারী কণ্ঠটি বলে উঠলো : "প্রথম মেসেজ ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসের ৪ তারিখে ৭:৪১ মিনিটে ধারণ করা হয়েছে।" হ্যারল্ড মনে মনে হিসাব করে দেখলো এটি পাঁচ দিন আগের মেসেজ। ইরেগুলারসের ডিনারের তিন দিন আগে।

মেসেজের মধ্য থেকে মানুষের কণ্ঠ ভেসে এলো, "মি: কেল, আমি সেবাস্টিয়ান কোনান ডয়েল।" মাত্র গত দিনেই সেবাস্টিয়ানের সাথে কথা বলেছে হ্যারল্ড। অথচ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে গলার স্বর কেমন শোনাচ্ছে। সেবাস্টিয়ান কথা বলছে রাগের সুরে।

"আমি বিশ্বাস করি আপনি আমার আইনজ্ঞের কাছ থেকে ইনজাংশনের নোটিশ

পেয়েছেন। আমি এও জানি আপনি আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমার চিঠির উত্তরও দেবেন না। আমার ফোন ধরবেন না। আপনি ভাবছেন আপনি সঠিক কাজ করছেন। আপনার কাছে এমন কিছু আছে যা একান্তই আমার। আপনি কি আমার কথা শুনছেন, মি: কেল? আপনি কি এখানে আছেন? আমার গলার স্বর শুনতে পাচ্ছেন? ভয়ে নিশ্চয়ই প্যান্ট খারাপ করে ফেলেছেন। ঠিক আছে, ভালো করে শুনে রাখুন : আপনি যদি ডায়েরিটি আর কাউকে দিয়ে থাকেন তাহলে নির্ঘাত পস্তাবেন। আমি এমন ব্যবস্থা করবো যে, কোনান ডয়েল নামটির উপরে আপনার ঘৃণা জন্মে যাবে।"

আবারো তীব্র শব্দ হয়ে মেসেজটা শেষ হয়ে গেল।

অধ্যায় ১৭

নিষ্ঠুরতার তালিকা

"আমাদেরকে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। এটির অভাব থাকলেই ধরে নিতে হবে কোন সমস্যা আছে সেখানে।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য প্রবলেম অব থর ব্রিজ*

অক্টোবর ২১, ১৯০০

আর্থার মাথা নিচু করে শ্বাসরোধকারী কাগজপত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। কে জানতো গোয়েন্দার কাজ এতটা বিরক্তিভরা ক্লান্তিকর।

আর্থার দিনের বেশির ভাগ সময় ব্যয় করলেন কাগজপত্র নিয়ে ভিকার জেনারেলের অফিসে। তরুণটির কাছ থেকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ আর কোন তথ্য পান নি কিন্তু সে আর্থারকে সাহায্য করার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছে। তারা একত্রে অনেক নথিপত্র, কাগজ খুঁজে দেখেছে কিন্তু হত্যাকারী লোকটির নাম নির্দিষ্ট করার মতো কিছু খুঁজে পায় নি।

ভিকার জেনারেলের অফিসে যতটুকু সম্ভব নিজের কাজের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে এরপর তিনি কয়েক মিনিটের হাটাপথ পেরিয়ে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের চলে এলেন। ওহ্, ঈশ্বর অসংখ্য ধন্যবাদ। ইন্সপেক্টর মিলার অফিসে নেই কিন্তু আরো কিছু লোক আছে যারা আর্থারের সুখ্যাতি সম্পর্কে জানে আর খুশিমনেই সাহায্য করতে চায়। এখানে ইয়ার্ডের অপরাধীদের ফাইলপত্র দেখে আর্থার কিছুটা সময় কাটালেন। যদি হত্যাকারী লোকটি এর আগেও এরকম কোন কাজ করে থাকে তাহলে অন্তত তার বিবরণী থাকবে কিন্তু দেখা গেল গত বছর জুড়ে লন্ডনে মৃত মেয়েদের লাশ পাওয়া গেলেও ইস্ট-এন্ড বোর্ডিং হাউসের মতো উলঙ্গ ট্যাটু আঁকা আর বিয়ের পোশাক সাথে রয়েছে এরকম কাউকেই পাওয়া গেলো না।

তাই এরকম কাজের সাথে খানিকটা সাদৃশ্য আছে, যেমন গলা টিপে হত্যা করা, এ জাতীয় অপরাধের বিবরণী দেখতে লাগলেন আর্থার। এমন কি হতে পারে না, মরগ্যান নিমেইনকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, হত্যাকারী তার অন্যান্য অপরাধেও একই পথ অনুসরণ করেছে বা আরো ভিন্ন কিছু? আর্থার নিশ্চিত হতে পারলেন না। অপরাধীদের মানসজগৎ কি ধারাবাহিকতা বজায় রাখে? আর্থার অবাক হয়ে ভাবলেন

খুনিরাও যদি কারুশিল্পীদের মতো হয়, যাদের প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র পছন্দের যন্ত্রপাতি রয়েছে। চামড়ার কারিগরের যেমন তুরপুন। অসাধু লোকের যেমন ব্লেড। অথবা সম্ভবত ভিলেনরা হাতের কাছে যা-ই পায় তাই দিয়েই তাদের পশুত্বকে প্রমাণ করার জন্য খুন করে। আর্থার আশা করলেন এমন কোন অস্ত্র যার মাধ্যমে লন্ডনের এই খুনিটির খুলি ভেদ করে দেখা যেত কিভাবে তাদের ব্রেন তাদেরকে শয়তান বানিয়ে ফেলে। সত্যিই যদি এরকম কোন যন্ত্র থাকতো!

টাইল্সের উপর বুটের শব্দ, সাথে পিরিচের উপর কাপের ঝনঝনানি শুনতে পেলেন আর্থার কাজের ফাঁকে। কাগজের স্তূপের উপর থেকে চোখ তুলে দেখতে পেলেন এক তরুণ পুলিশ অফিসার তার জন্য চা নিয়ে এসেছে। চারকোনা আকৃতির মুখে পেশাদারিত্বের ছাপ। পুলিশ অফিসারটিকে বেশ আন্তরিক মনে হলো।

ডেস্কের উপর ট্রে রেখে বলে উঠলো, "আপনার চা, ডঃ ডয়েল।"

কাগজপত্র গুছিয়ে রাখতে রাখতে আর্থার ধন্যবাদ জানালেন।

পরবর্তী কোন কাজ পাবার জন্য তরুণ অফিসারটি উশখুশ করতে লাগলো কিন্তু কোন কাজ না পেয়ে উল্টো দিকে ঘুরে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল সে। সন্ধ্যাবেলা এই বিশাল অফিসটিতে আর্থার একা কাজ করতে লাগলেন। একটু আগে রাত নেমেছে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে কালো আকাশ। আর এর নিচে কিউ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বিল্ডিংটাকে আরো বিশাল আর নিঃস্তব্ধ লাগছে।

তরুণ অফিসারটির মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আর্থার ডাকতে লাগলেন, "অফিসার! অফিসার...?"

আর্থারের ডাক শুনে এগিয়ে এসে অফিসার উত্তর দিল, "বিনস, স্যার। আমার নাম ফ্রাঙ্ক বিনস।"

"আপনার কি কখনো কোন খুনির সাথে দেখা হয়েছিল?"

কিছু বলার আগে অফিসার ফ্রাঙ্ক বিনস এক মুহূর্ত সময় নিলেন। "সেভাবে বলতে গেলে অল্প কয়েকজনের সাথে। মাত্র গত সপ্তাহেই এক লোককে ধরে এনেছি পাবে মারামারি করার অপরাধে। আমার যতদূর মনে পড়ে লোকটা রেলওয়েতে কাজ করে। আরেকজন রেলওয়েতে কাজ করে এমন লোকের সাথে মুষ্টিযুদ্ধ করার সময় মাথায় মেরে বসে। খুবই সিরিয়াসভাবে আঘাত পায়।"

এ ধরনের উত্তরে আর্থার খুশি হতে পারলেন না। তিনি পুণরায় জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যা, জানি আমি কিন্তু কখনো সত্যিকারের কোন খুনির মোকাবিলা করেছেন? জন্মগতভাবেই শয়তান এমন কেউ?"

"আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?" অফিসার পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

"ঠিক আছে। দেখুন আমি এমন এক লোককে খুঁজছি যে দু'জন

মেয়েকে–অন্তত দু'জন তরুণী মেয়েকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে। পরিকল্পনামাফিক এটা করেছে। সে আগে থেকেই জানতো কি করতে যাচ্ছে। কি ধরনের লোক এভাবে কোন মানুষ খুন করতে পাবে?"

অফিসার বিনস একটি চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললো, "আপনি কি কিছু মনে করবেন স্যার, যদি আমি অপ্রাসঙ্গিক কোন বিষয়ে কথা বলি?"

ডেস্ক থেকে নিজের চেয়ার কয়েক ইঞ্চি পেছনে নিয়ে আর্থার উত্তর দিলেন, "একদম না।"

অফিসার বিনস শুরু করলেন তার কাহিনী। "আমি বড় হয়ে উঠেছি ডরসেটে। সেখানে আমার বন্ধু ছিল শন রানি। রানি তার সত্যিকারের নাম ছিল না, আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, এ নামটি আমরা ছেলেরা তাকে দিয়েছিলাম দুষ্টামি করে। কারণ তার রানি নোজ-এর সমস্যা ছিল, প্রায় সারা বছরই তার নাক দিয়ে সর্দি গড়াতো। শীত-গ্রীষ্ম, বর্ষা-বসন্ত সবসময়। যাইহোক, এক বছর আমাদের এলাকায় ভেড়া মারার ঘটনা ঘটতে শুরু করলো। সবাই অস্ত্র নিয়ে পাহারা দিতে লাগলো। ছয় মাস এরকম চললো। কোন ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না–কেউ রাতে মাঠে এসে বর্ডার শেইচেস্টার জাতের যেসব ভেড়া আমরা পালতাম তাদের ঠিক পায়ের শিরা কেটে দিত আর না মারা যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতো। মায়েরা তাদের বাচ্চাদের ঘর থেকে বের হতে দিত না এই ভয়ে, যদি রহস্যময় ভেড়ার ঘাতক স্বাদ বদলাতে শুরু করে দেয়! এটি অনেক বড় একটি গল্প কিন্তু অবশেষে প্রশাসনের লোক তাকে মানে শন রানিকে হাতেনাতে ধরেছিল। সে ভেড়াগুলোকে মেরে ফেলেছিল। তারপর তাকে আর একবার মাত্র দেখেছিলাম। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছিল। নিয়ে যাবার আগে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন এটা করেছে? আর আপনি জানেন সে আমাকে কি উত্তর দিয়েছিল?"

"আমি জানি না," আর্থার উত্তর দিলেন।

অফিসার বিনস বললো, "সে আমার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে ছিল। চেহারায় কেমন দ্বিধার ভাব। মনে হলো যেন সে সত্যিই এটি ভাবছিল। আর অবশেষে মনে হলো সে এই রহস্য ভেদ করতে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছে। 'আমি ফ্র্যাঙ্কি,' আমাকে বললো শন, 'তোমার কি মনে হয় আমি কেন এটা করেছি?' "

আর্থার বুঝতে পারলেন না উত্তরে কি বলবেন তাই চুপচাপ রইলেন।

"আমার মতেও ডা: ডয়েল কখনো কেন'র পিছনে ছুটবেন না। কে জানে মানুষ কেন অসাধু কাজ করে। একজন মানুষের মাথায় কি চিন্তা চলছে তা বলার কোন পথ নেই।" তারপর নিজের মাথায় টোকা মারলো অফিসার যেন মাথার খুলি কতটা শক্ত হয় তা বোঝাচ্ছে। "তাই সময় কাটানো উচিত চিন্তা করে, কে করেছে? কিভাবে

করেছে?"

অফিসার চলে যাবার পরে আর্থার দীর্ঘ সময় নিয়ে নিজের চায়ে চুমুক দিলেন। ভয়ঙ্কর চা-ঠাণ্ডা আর পানি পানি। চায়ের ট্রে একপাশে ঠেলে রেখে পেপার খুঁজে খুঁজে আলাদা স্তূপ করতে লাগলেন।

ছুরিকাহত মেয়ে। গুলি করে মৃত মেয়ে। পানিতে ডুবিয়ে মৃত মেয়ে। শ্বাসরোধ করে মৃত মেয়ে।

অক্টোবর ২৪, ১৯০০

আর্থারের কাছে আরো কিছু বিকল্প পথ আছে। কোন ধরনের মৃত্যু চাচ্ছেন তিনি তার উপর নির্ভর করে পৃথক সূচীপত্র বানানো : একটি চায়ের দোকানে কাজ করা মেয়ে, কয়েকদিন আগেই মাত্র বিয়ে হয়েছে, সেন্ট জেমস পার্কে ছুরিকাহত হয়ে মারা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের কাছে একজন নার্স একটি ঘোড়ার গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মারা গেছে, কিনসিংটনে দু'জন আয়াকে মারতে মারতে মেরে ফেলা হয়েছে।

আর্থারের মনে হলো তিনি চকোলেট বক্স ভর্তি করে বিভীষিকা খুলছেন।

গলা টিপে মারা হয়েছে এমন মৃত মেয়েদের উপর নজর দিয়ে আর্থার সম্ভাবনার আলো দেখতে পেলেন। ইয়ার্ডে যাওয়ার পর কিছুদিন ধরে তিনি কয়েক জায়গায় সরেজমিন তদন্ত করতে শুরু করলেন। তিনি তাদের পরিবারে গেলেন, বাড়ি দেখলেন, তাদেরকে যেখানে মারা হয়েছে সে-সব জায়গা দেখলেন। প্রতিটি জায়গায় একই প্রশ্ন করলেন : "অযাচিত প্রশ্নের কারণে ক্ষমা করবেন কিন্তু আপনার মেয়ে বিয়ের ঠিক আগেই বিয়ে করেছিল? আর আপনাকে আরেকটু বিরক্ত করতে চাই, কোন কারণে মৃতদেহের পাশে কি বিয়ের পোশাক দেখেছিলেন? আমি খুবই দুঃখিত, কিন্তু আপনার বোনকে যখন খুঁজে পেয়েছিলেন সে কি তখন উলঙ্গ ছিল?"

আর এভাবেই সে-সব দিনের কথা মনে পড়ে গেল; তখন তিনি বাড়ি-বাড়ি ঘুরে চিকিৎসা করতেন, কোন বেডরুমে রোগী দেখতে ঢুকেই একই কথা জিজ্ঞেস করতেন। "কেমন বোধ করছেন আজকে?" অথবা "আপনার ক্ষিদে বেড়েছে?" অথবা "দাঁতে এখনো ব্যথা আছে? ওহ্, মিসেস হ্যারিংটন, সত্যি করে বলুন, আমি যেভাবে দিয়েছিলাম সেভাবে কোকেইনের ড্রপ নিয়েছিলেন?" একইভাবে এখন তিনি গোয়েন্দা কাজ করছেন।

এভাবে সাক্ষাৎকার নেয়ার পর একের পর এক মেয়ের নাম কেটে দিলেন লিস্ট থেকে। কিছুদিনের মধ্যে সমস্ত সম্ভাবনার উপর কাজ শেষ করে ফেললেন। তারপর অন্য একটি বিকল্প পথে খুঁজতে লাগলেন। রাস্তায় যেসব মৃতদেহ পাওয়া গেছে

তাদের উপর তদন্ত শুরু করলেন। পতিতাদের মৃত্যু নিয়েও কাজ করলেন। এমনই একজন বয়স্ক মহিলার কথাও জানলেন যে দূর্বলতার কারণে তার নিজের বালিশ চাপা পড়েই দমবন্ধ হয়ে মারা গেছে।

সমস্ত বিকল্প পথ শেষ হয়ে যাবার পর এক শুক্রবারে আবার ইস্ট-এন্ডে এলেন। তিন মাস আগে হোয়াইট চ্যাপেলের কাছে ওয়াটনি স্ট্রিটের পেছনের গলিতে একটি মেয়ের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। করোনারের রিপোর্ট অনুযায়ী মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়া যায় নি। মেয়েটির শ্বাসনালী ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেছে। এছাড়াও তার সারা শরীরে অসংখ্য দাগ। তাই এটি নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না, ঘাড়ের আঘাতের কারণে নাকি সারা শরীর জুড়ে আরো যেসব গভীর নীল রঙের ক্ষত অথবা লাল-লাল কাটা দাগ রয়েছে শরীর জুড়ে তার কারণে মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে। তবে সে সম্পূর্ণভাবেই কাপড় পরা অবস্থায় ছিল। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের রিপোর্ট কোন বিয়ের পোশাকের উল্লেখ পাওয়া যায় নি। তারা অবশ্য মেয়েটির নাম জানতে পেরেছে। স্যালি নিডলিং। ভালো মেয়ে ছিল। তার বাবা নিখোঁজ হবার ডায়রি করেছিল আর মৃতদেহটি দেখেই নিজের মেয়ে বলে সনাক্ত করেছে। তারা হ্যাম্পস্টেড থেকে দূরে বসবাস করে। মেয়েটি ছাব্বিশ বছর বয়সী আর বাসায় বাবা-মায়ের সাথেই থাকতো। তাদের টাকা আছে। জমি আছে। মেয়েটির বাবা একজন ব্যারিস্টার। মেয়েটি কোন পতিতা ছিল না। এমনকি তার বাবা-মা ইয়ার্ডকে এটাও জানিয়েছে, মেয়েটি কেন হোয়াইট চ্যাপেলে গিয়েছিল তারা সেটাও জানে না।

আর্থার ওয়াটনি স্টৃটের পেছনে গলিটিতে গেলেন। এর অন্ধকার আর সংকীর্ণ পথে হেটে বেড়াতে লাগলেন। ভেতরে আর বাইরে কেমন একটা দুর্গন্ধ। গলির ভেতরে কিছু দূর যাবার পর গন্ধের উৎস খুঁজে পেলেন তিনি : মাংসের দোকান আছে গলির অন্যপাশে। অর্ধেক কেটে রাখা শূকরছানা আর বাছুরের মাংসের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে গলিময়। সন্ধ্যাবেলাতেও গলিটি লোকে লোকারণ্য। গলির একদম ভেতরে চলে যাবার পরও আর্থারের কানে আসতে লাগলো ওয়াটনি স্টৃট থেকে ভেসে আসা ঘোড়াগাড়ির আওয়াজ। বোর্ডিং হাউসের সেই বন্ধ ঘর যেখানে মরগ্যান নিমেইন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে তার তুলনায় এই গলিটি নিঃসন্দেহে বেশি জনবহুল।

কিন্তু আর্থার বুঝতে পারলেন ব্যাপারটি এত সহজ নয়। একটি মেয়েকে গলা টিপে হত্যা করলে কিছুটা শব্দ তো হবেই আর তা রাস্তা থেকে নিঃসন্দেহে শোনা যাবে। তাই আর্থার আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভাবলেন এই রাস্তায় যে অপরাধই হয়ে থাকুক না কেন তার সাথে তার নিজের হাতের থাকা রহস্যের খুব বেশি সম্পর্ক নেই।

ভাবনার এই পর্যায়ে এসে আর্থার উপরের দিকে মুখে তুলে তাকালেন। গলির এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত দড়িতে কাপড় ঝুলছে। গলির পূর্ব দিকে একটি জানলা

থেকে শুরু হয়ে এই দড়িটি শেষ হয়েছে বাম পাশে একটি হুকের সাথে। সব ধরনের কাপড়ই ঝুলছে এক লাইনে : উলেন ট্রাউজার, উজ্জ্বল শার্ট, জ্যাকেট, সাদা শার্ট আর আছে সব সাইজের আর বিভিন্ন আকারের মোজা। কি অদ্ভুত বিন্যাস!

আর্থার গলি ছেড়ে পূর্ব দিকে বিল্ডিঙের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। জানালা দিয়ে তাকালেন, যেখান থেকে কাপড় ঝুলছে। চারতলা ইটের বাড়িটির বাইরে কোন রকম নির্দেশনামা নেই। দেখে মনে হচ্ছে কারো নিজস্ব থাকার বাড়ি। ফলে বিভিন্ন ধরনের কাপড় বাইরে দেয়া হয়েছে শুকানোর জন্য।

আর্থার দরজায় নক করলেন। ভেতর থেকে কোন সাড়া পেলেন না। তারপর আবার নক করতেই ভেতর থেকে এক বয়স্ক মহিলা বের হয়ে আসলো। কর্কশ চেহারা মহিলাটির চৌকো নাক, গভীর চোখ আর ঠোঁটের চারপাশে চিরস্থায়ী ভ্রুকুটির রেখা।

মহিলাটি চিৎকার করে উঠলো, "কি চাই? কি ব্যাপার?"

ক্ষমা চেয়ে আর্থার জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি আপনার বাড়ি, ম্যাডাম?"

"না, স্যার। এটা মহারাণীর বাড়ি। এই মুহূর্তে তিনি ভেতরে বসে ঘর পরিস্কার করছেন।"

মহিলাটির কর্কশ ব্যবহারে আর্থার হতভম্ব হয়ে গেলেন। তারপরও উত্তর দিলেন, "আজ রাতে মাথা গোঁজার জন্য আমার একটি ঠাঁই দরকার। আপনি হয়তো যথাযথ মূল্যে আমাকে একটি রুম দিতে পারবেন।"

মহিলা ব্লকের এমাথাও মাথা দেখলো। মনে হলো ভরদুপুরের ট্রাফিক জ্যামে কাউকে খুঁজছে। তারপর আর্থারকে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি শুনেছেন?"

"আমি দুঃখিত। আমি বুঝতে পারছি না। আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?"

"কে আপনাকে এখানে আসতে বলেছে শোবার জন্য?"

"কেউ না। আমি পাশ দিয়েই যাচ্ছিলাম। আপনার বাড়িটি দেখে বেশ ভালো লাগল।"

মহিলা আর্থারকে খানিকটা জরিপ করে নিয়ে বাতাসে শ্বাস টানলো তারপর বলে উঠলো, "মাঝেমাঝে আমি আমার ঘর অচেনা লোকদের কাছে ভাড়া দেই কিন্তু যদি তাদেরকে দায়িত্বশীল দেখায় তবেই। আমার সন্দেহ হচ্ছে আপনি এরকম নন। কিছুটা কমতি আছে।"

তারপরও মহিলা ঘুরে দাঁড়িয়ে আর্থারকে ভেতরে আসতে দিল।

আর্থার জিজ্ঞেসা করলেন, "আপনার এখানে কয়টি রুম আছে?"

"যদি আপনি ভদ্র ব্যবহার করেন তাহলে হয়তো আপনাকে খালি একটি রুম দেবো। আর আমি চাইবো এই রুমটিতেই আপনার চিন্তা-ভাবনা সীমাবদ্ধ

থাকুক।"মহিলাটি সোজা জবাব দিয়ে দিলেন। আর্থার বুঝতে পারলেন মহিলার ব্যবহার ততটা সুবিধার নয়। তারপরও তিনি আগে বাড়লেন।

রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে লম্বা হলওয়েতে নিয়ে আসা হলো আর্থারকে। আর্থারের বোর্ডিং হাউজের পূর্ব অভিজ্ঞতার তুলনায় এই বাসাটি একটু বেশ চুপচাপ। হলওয়ে জুড়ে বিভিন্ন ধরনের রুম রয়েছে। পথ দিয়ে আসতে আসতে খোলা দরজা দিয়ে আর্থার দুটি বেড রুম আর ভেতরে পানির চৌবাচ্চা আছে দেখলেন। হলের শেষ মাথায় মাস্টার বেডরুমের মতো দেখা যাচ্ছে কিছু। এর দরজাটি একেবারে হাট করে খোলা; ফলে বাইরের আলো যে ভেতরে পড়েছে তা দেখা যাচ্ছে। রুমের কাছাকাছি আসতেই মহিলা বাম পাশে ঘুরে গেল।

লম্বা সংকীর্ণ একটি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বলতে লাগলো, "আপনাকে আমি উপর তলার একটি ঘর দিচ্ছি। নিচের তলার সব ঘর ভর্তি হয়ে আছে।" সিঁড়ির নিচে পৌছে আর্থার ডানদিকের উজ্জ্বল বেডরুমটির দিকে তাকালেন। বড়সড় একটি বিছানার উপর পরিস্কার সাদা চাদর বিছানো আর নীল রঙের একটি কম্বলও রয়েছে। তেলের বাতি ঝুলছে মহিলার বাতিদানী থেকে। আর রুমের ভেতরের দিকে একটি ক্লোসেট খোলা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে–বস্তুত এটার কোন দরজাই নেই। দেয়াল থেকে অব্যবহৃত ছিটকানি ঝুলছে দেখা গেল। তারপর সিঁড়ির দিকে ঘুরতে ঘুরতেই আর্থার ক্লোসেটে থাকা জিনিসপত্র এক নজরে দেখে ফেললেন : বড় ঘরকন্না পরিস্কার করতে হয় এমন এক মহিলার গাঢ় রঙের কাপড়-চোপড়, ছেড়া কাপড়, উজ্জ্বল সাদা একটি বিয়ের পোশাক!

আর্থার পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেলেন। তিনি ফিরে আবার খোলা ক্লোসেটের দিকে তাকালেন। হোয়াইট চ্যাপেলের এক কাজের মহিলা এ ধরনের ড্রেস দিয়ে কি করতে পারে? আর্থারের পা যেন জমে গেল, কিছুতেই মহিলার পেছনে যেতে চাইলো না পা দুটো।

আস্তে করে তিনি জিজ্ঞেস করে উঠলেন, "আপনি এটা কোথায় পেয়েছেন?"

মহিলা ফিরে তাকালো। অবাক হয়ে বললো, "কি পেয়েছি?"

"আপনার রুম বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে, সেখানে উজ্জ্বল সাদা রঙের একটি বিয়ের গাউন আছে। আমার অভদ্রতা ক্ষমা করবেন কিন্তু এটি দেখে মনে হচ্ছে আপনার সাইজের তুলনায় ছোট। তাহলে এটা কার?"

মহিলার চেহারায় সন্দেহ দেখা দিল। রাগী কণ্ঠে বলে উঠলো, "আপনার কি দরকার তা জেনে?"

আর্থার ভাবলেন মিথ্যে না বলে সত্যি কথা বললেই তার কেসের জন্য ভালো হবে, তাই উত্তর দিলেন, "আমার নাম আর্থার কোনান ডয়েল। মরগ্যান নিমেইনের

খুনের তদন্ত করছি আমি। আর এই মুহূর্তে স্যালি নিডলিঙেরও খুনের তদন্ত করছি।"

"আমার সাথে এসবের কি সম্পর্ক?" মহিলা জিজ্ঞেস করলো।

"যে রাতে স্যালি নিডলিং মারা যায় সে রাতে সে এখানেই ছিল। আপনার ভাড়াটিয়া হয়ে, তাই না?" আর্থার পুণরায় জানতে চাইলেন।

এক মুহূর্ত মহিলা আর্থারের গভীর দৃষ্টির সামনে তাকিয়ে রইলো। চোখের পলকও ফেললো না এমনকি। তারপর চাপা স্বরে গরগর করে উঠলো, "বের হয়ে যাও, পঁচা শূকর কোথাকার!"

"কিভাবে তার মৃতদেহ আপনার বোর্ডিং হাউস থেকে পেছনের গলিতে গেল? আমি বিশ্বাস করি না আপনিই মেয়েটিকে হত্যা করেছেন। কোন একজন পুরুষ করেছে কাজটি কিন্তু আপনি এখানে ছিলেন ঘটনার সময়।"

"আমি জানি না আপনি কে বা কি কাজে এসেছেন। দরজা এই পথে। বের হয়ে যান।" মহিলা দরজা দেখিয়ে দিল আর্থারকে।

কিন্তু আর্থার যেকোন প্রকারে মহিলার মুখ খোলাতে চাইলেন। দরজা দেখিয়ে দেয়ায় তিনি অবাক হয়ে গেলেন। এই বোর্ডিং হাউস তো কোন গোপন জায়গা নয়। কিন্তু মহিলা সেরকমই ভাব করছে। যেন সে কাউকে জানতে দিতে চায় না সে এখানে কি করে।

"আপনি অন্য কারো অমত স্বত্ত্বেও এখানে লোক ভাড়া দেন, তাই না? আমি বাজী ধরে বলতে পারি। হুমমম, এখন..." আর্থার চোখ নাচিয়ে হাতের তালু ঘষতে লাগলেন আর এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যেন তিনি সব সম্ভাবনাকে একত্রে জোড়া লাগাচ্ছেন।

এই মহিলা তার ন্যায় কাজের প্রতি কোন সমর্থন দিচ্ছে না তাই তিনি আরেকটু কঠিন হতে চাইলেন। বলা শুরু করলেনও এ লক্ষ্যে। "এই জায়গাটি বেশ বড়, তাই না? আপনার মত কোন মহিলা এর মালিক হতে পারে না। আপনার হাতেও কোন আঙটি নেই...তাই বলা যায় এটি আপনার বাড়ি নয়। ঠিক বলেছি না? অন্য কারো হয়ে আপনি এ বাড়ি দেখাশোনা করেন আর সপ্তাহান্তে কিছু উপরি আয়ের জন্য এক্সট্রা ঘর ভাড়া দেন কিন্তু বাড়ির মালিক জানতে পারলে আপনার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। হুম? আমিও তাকে এ কথা বলবো না। আমার কী লাভ, বলেন?"

আর্থার গায়ের ওভারকোট ঠিক করে নিয়ে বুকের কাছে ঝেড়ে নিলেন।

দীর্ঘক্ষণ পরে মহিলা বলে উঠলো, "আমি এটা ফেরত দেবো না।" মনে হলো তার অনুতাপ করা হয়ে গেছে।

আর্থার উত্তর দিলেন, "আপনি দিলেন কি দিলেন না তাতে সত্যিই আমার কিছু

যায় আসে না। আমি শুধু জানতে চাই আপনার আর মেয়েটির মাঝে কি ঘটেছিল?"

"আমি তাকে খুন করি নি।"

মহিলার স্বগতোক্তিতে আর্থার জিজ্ঞেস করলেন, "আমি জানি। তাহলে কে করেছে?"

"সে এত তাড়াতাড়ি এসেছিল যে আমি তাকে প্রায় লক্ষ্যই করি নি। সে মেয়েটির সাথে এখানে এসেছিল, কি নাম বললেন–স্যালি? আর তার পরণে এই বিয়ের পোশাকটা ছিল। এরকম একটা ড্রেস শেষবার আপনি কখন দেখেছিলেন? আলোর নিচে এটি বিদ্যুতের মতো ঝকমক করছিল। মানুষটির পরণে ছিল কালো ক্লোক আর কালো টুপি। সাধারণের বাইরে কিছু না। সে তার মাথা নিচু করে চোখ লুকিয়ে রেখেছিল। মেয়েটি রুমের ভাড়া মিটিয়েছে। আমি তাদেরকে উপরে নিয়ে গিয়েছি। এই-ই।" বলেই মহিলা সিঁড়ির উপরে বসে পড়লেন। হাটুর উপর চিবুক রেখে, হাত দিয়ে পা দুটো শরীরের সাথে আটকে বসে রইলেন। আর্থারের কাছে মনে হলো তিনি রেশম পোকার মতো কোকুন বানাচ্ছেন।

তারপর মহিলা আবার বলা শুরু করলো, "যাইহোক, আমি জানতে চাই তারা কি নাস্তা চায় কিনা। আমার কাছে কিছু পরিজ ছিল আর রাস্তার ওপাশের মাংসের দোকান থেকে আনা কিছু হ্যামও, কিন্তু কোন উত্তর পাই নি। তাই আমি নিজেই দরজা খুলে ফেললাম। মেয়েটি, মেয়েটি...আর কাপড়টি আবর্জনার মতো একটা কোণায় পড়ে ছিল....জঘন্য একটি দৃশ্য!" অন্ধকারের জন্য আর্থার বুঝতে পারছিলেন না মহিলা কাঁদছে কিনা। তিনি ধারণা করে নিলেন, কাঁদছে।

তারপর আর্থার বলে উঠলেন, "আপনি স্যালির মৃতদেহ খুঁজে পান। সে পুরোপুরি উলঙ্গ ছিল। তাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছিল। মানুষটি চলে গেছে। পোশাকটি তার পাশে পড়ে ছিলো।"

মহিলা কিছু না বলে মাথা নাড়লো। প্রথমে একবার তারপর বারবার। মনে হলো যেন সে আর্থার আর নিজেকেই নিশ্চিত করতে চাইছে এর সত্যতা সম্পর্কে। "এটি অনেক সুন্দর একটি ড্রেস, তাই না? আপনি আগে কখনো দেখেছেন এরকম?" মহিলা আর্থারকে জিজ্ঞেস করলো।

"আপনি এটা নষ্ট করতে চান নি। পুলিশ দেখলে তো নিয়ে যেত। আপনি ভেবে দেখলেন, এটা বিক্রিও করতে পারবেন আবার চাইলে নিজের জন্যও রাখতে পারবেন। এ ধরনের ড্রেস অবশ্যই বেশ দামি হবে। তাই আপনি এটি আপনার ক্লোসেটে লুকিয়ে ফেললেন কিন্তু মৃতদেহটি নিয়ে কিছু করার ছিল, তাই না?" এই পর্যায়ে মহিলাটি নির্ঘাত কেঁদে ফেললো। আর্থার পায়ে পায়ে হেটে সিঁড়ির কাছে গিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে মহিলার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। মহিলা এটি

দিয়ে গাল থেকে কান্নার ফোঁটা মুছে নিল।

"আপনি মৃতদেহটি তুলে নিয়ে ঠিক পেছনের গলিতে ফেলে আসলেন। নিশ্চয়ই এই সিঁড়ি দিয়েই নামিয়ে এনেছেন তাকে। মেয়েটি বেশ ভারি ছিল। তাই না? প্রতিটি সিঁড়িতেই বাড়ি খাচ্ছিল তার দেহ। এ কারণের পুলিশ যখন খুঁজে পেয়েছে সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত ছিল। আপনি বুঝতে পেরেছিলেন উলঙ্গ একটি দেহ পুলিশের নজর বেশি কাড়বে। তাই নিজের ক্লোসেট থেকে কিছু স্কার্ট বের করে মেয়েটির শরীরে জড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই না? তার সুন্দর ড্রেসের বিনিময়ে বেশ ভাল বিনিময়। আমি তাই বলবো।"

মহিলা হাটুতে মাথা রেখে কেঁদে যেতেই লাগলো। আর্থার একবার ভাবলেন তার পাশে বসে সহানুভূতি জানাতে কিন্তু সংকীর্ণ সিঁড়িতে কোন জায়গাই ছিল না। তারপরও মহিলাকে জোর করে দাঁড় করালেন, চোখ থেকে পানি গড়িয়ে জুতার উপর পড়লো।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে আর্থার বলে উঠলেন, "আপনি ড্রেসটি রাখতে পারেন, সেইসাথে আমার রুমালটিও।"

অধ্যায় ১৮

আনন্দময় পড়া

"সবকিছু দেখে এতে সন্দেহ নেই যে চমকপ্রদ কোন অগ্রগতিই হবে।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব নরউড বিল্ডার*

জানুয়ারি ০৯, ২০১০

এলেক্স কেলের অ্যানসারিং মেশিন বন্ধ হবার সাথে সাথে কেনসিংটনের ফ্ল্যাটটিতে নীরবতা নেমে আসলো। কেসের প্রধান গোয়েন্দা হওয়ায় হ্যারল্ড ভাবলো কিছু একটা বলা দরকার, তাই বলে উঠলো, "ঠিক আছে। এটি হয়েছিল।"

অধৈর্য নিয়ে জেনিফার বলে উঠলো, "কি হয়েছিলো!"

"মাত্রাতিরিক্ত আচরণ ঠিক হবে না।"

"আপনি কি জানেন সে কে? কে এই লোক?" জেনিফার হ্যারল্ডের কাছে জানতে চাইলো।

জেনিফারের ভয়ঙ্কর দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে হ্যারল্ড উত্তর দিলো, "হ্যা, টেকনিক্যালি বলতে গেলে আমি তার হয়ে কাজ করছি।"

সারাহ্ আস্তে করে যোগ করলো, "তার নাম সেবাস্টিয়ান কোনান ডয়েল। সবার সামনেই আপনার ভায়ের সাথে তার ঝগড়া হয়েছিল।"

হ্যারল্ড আরো যোগ করলে সারাহ্‌র ব্যাখ্যার সাথে, "আমরা জানতাম সে এলেক্সকে হুমকি দিয়েছিল তবে সেটা আইনসম্মতভাবে অনেকটা রাগী রাগী চিঠি চালাচালির মাধ্যমে কিন্তু আমরা এটা জানতাম না সে এলেক্সকে সত্যি সত্যি হুমকি দিয়েছিল এই বলে যে 'আমি তোমাকে খুন করবো।' "

"আসুন বসি।" সারাহ্ প্রস্তাব দিল। "আমাদের অন্তত মিনিটখানেক বিশ্রাম প্রয়োজন।"

তিনজনে বসলো আর হ্যারল্ড আর সারাহ্ মিলে পরবর্তী ১৫ মিনিট ধরে জেনিফারকে বোঝাতে চেষ্টা করলো সেবাস্টিয়ানের কথা। তার আর এলেক্সের মত বিরোধের কথা। তারা এলেক্সের আর সেবাস্টিয়ানের মাঝে উত্তপ্ত চিঠি বিনিময়; কেউ অনুসরণ করছে ভেবে এলেক্সের ভয় পাওয়া; এমনকি তারা এটাও বললো, তারা লন্ডনে এসেছে সেবাস্টিয়ানের অর্থে। যদিও হ্যারল্ড দ্রুত যোগ করলো যে এই

বিষয়টা নিয়ে সেবাস্টিয়ানের সাথে তাদের কোন মৈত্রি নেই। তারা শুধুমাত্র সত্যিটা জানতে চায়। আর উদ্ধার করতে চায় সেই ডায়েরিটি।

জেনিফারকে দেখে মনে হলো না সে আশ্বস্ত হয়েছে। আস্তে করে মুখের সামনে হাত এনে হ্যারল্ডকে জিজ্ঞেস করলো, "হুম, আমি সহজ একটা জবাব চাই। আপনি কি মনে করেন সেবাস্টিয়ান কোনান ডয়েল আমার বড় ভাইকে হত্যা করেছে?"

হ্যারল্ড সারাহ্‌র দিকে তাকাতেই সে চোখ সরিয়ে নিল। তারপর আস্তে করে হেসে অন্যদিকে ঘুরে গেল মেয়েটা। যেন এটা হ্যারল্ডের মাথাব্যথা।

দীর্ঘ বিরতি দিয়ে হ্যারল্ড তাই উত্তর দিল, "আমি জানি না। তাকে অবশ্যই সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়া যায় না কিন্তু বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যাকে সন্দেহ করা হলো সে আসলে এর কিছুই জানে না। যদি এটা একটা কোনান ডয়েলের গল্প হতো সেবাস্টিয়ান হতো একটা লাল হেরিং মাছ..."

জেনিফারের চেহারায় এমন একটা ভাব ফুটে উঠলো, যে বোঝাই গেল সে এই ব্যাখ্যায় তেমন খুশি হয় নি। তাই বলে উঠলো, "ধরে নিন মিঃ হোয়াইট, এটা কোন কোনান ডয়েলের গল্প নয়। অথবা ধরে নিন এটা সত্যিকারের পৃথিবীতে সত্যি কোন মানুষের ক্ষেত্রেই হয়েছে। এক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় না পুলিশকে আমার জানানো দরকার সেবাস্টিয়ানের মেসেজ সম্পর্কে?"

"হ্যা, অবশ্যই তাদেরকে বলবেন মেসেজ সম্পর্কে কিন্তু যখন বলবেন তখন আশা করি আমরা কিভাবে এখানে এলাম এটার উল্লেখ করবেন না। অথবা আপনার সাথে যেভাবে কথা বললাম। নিউ ইয়র্কের পুলিশ খানিকটা...যাইহোক, আমাকে দেশের বাইরে যেতে মানা করেছিল কিছু সময়ের জন্য। এমন না যে আমাকে সন্দেহ করা হচ্ছে বা এ জাতীয় কিছু। আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন। আমি আপনাকে কোন ভুল কথা বলতে চাই না..." হ্যারল্ড তড়িঘড়ি করে বলে উঠলো।

সারাহ্ হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে উঠল, "হ্যারল্ড, গভীর করে শ্বাস নিন। আপনার চিন্তা শুরু করে দিন। কেন আপনার মনে হচ্ছে না সেবাস্টিয়ানই এলেক্স কেলকে খুন করেছে?"

"অনেক কারণ আছে এর পেছনে। এক নম্বর, কেন সে এটা করবে? অর্থ? ঠিক আছে, কিন্তু এখন তো এলেক্স মৃত। কার কাছে সে ডায়েরি বিক্রি করবে? সবাই জানে এটি চুরি হয়েছিল। আর যে সব সংগ্রহকারী প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়ে আর আগ্রহ নিয়ে এটি কিনতে চেয়েছিল সবাই একই হোটেলে ছিল যেখানে এলেক্স মারা গেছে। তারা সবাইও ভাবছে সেবাস্টিয়ানই হয়তো খুনটি করতে পারে। তারা কখনোই তার কাছ থেকে ডায়েরি কিনবে না। তারা হয়তো খুনিকে ধরিয়ে দিয়ে হিরো হতে চাইবে। আর এভাবেই আসে দুই নম্বর পয়েন্ট, যদি সেবাস্টিয়ান সত্যিই এলেক্সকে খুন করে থাকে, তাহলে সে তো এটা লুকাতে চাইতো, তাই না? কিন্তু সে কি এটা

করেছে? যদি আপনি কাউকে খুন করতে চান তাহলে কি আপনি ভিকটিমের কাছে আপনি আপনার ভয়েস মেসেজ রাখতেন? সেবাস্টিয়ান শয়তান হতে পারে কিন্তু গাধা নয়। সুতরাং তিন নম্বর পয়েন্ট, কিভাবে সে এটা করবে? হোটেলের লবিতে ক্যামেরা ছিল। তিনি দাবি করেছেন সে-রাতে তিনি হোটেলে আসেন নি। সুতরাং যদি নিউইয়র্ক পুলিশ রেকর্ডে তার চেহারা পাওয়া যায় তাহলে আমরা এর ভেতরে জেনে যেতাম তার অ্যারেস্ট হবার খবর। এলেক্স নিজের ইচ্ছেতেই দরজা খুলেছিল। তিনবার। সে জানতো কেউ যদি তাকে খুন করার থাকতো। যদি সে সত্যিই জানতো তাকে অযাচিতভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে তাহলে....যাইহোক, আমিও জানি সে এরকম ছিল; কেননা আমি নিজের চোখে তাকে দেখেছি। তাহলে আপনার কি মনে হয়, সে হাসি-মুখে সেবাস্টিয়ানকে তার রুমে ঢুকতে দিত? সে নিশ্চয়ই দুধের সাথে আর্ল গ্রে খাবার জন্য ডাকতো না, তাই না? আরো আছে চার নম্বর পয়েন্ট, রক্তে লেখা মেসেজ? খুন করার জন্য জুতার ফিতা? এখন কি সত্যিই মনে হচ্ছে এটি সেবাস্টিয়ানের কাজ? আর যদি সে এসব সূত্র রেখে যায় অন্য কাউকে মানে আমার মতো কোন একজন শার্লোকিয়ানকে নির্দেশ করার জন্য তাহলে সে কি খুবই হাস্যকর একটা কাজ করে নি? কেন তাকে অন্ধকার কোন রাস্তায় গুলি করে নি? তারপর সুটকেসসহ ডায়েরি নিয়ে কিছু দুষ্কৃতিকারীর নাম দিয়ে দেয় নি? কেন এটি এখানে লন্ডনের ফ্ল্যাটে ঘটায় নি? তারপর দোষ দেয় নি তালা চোরদের? যদি সেবাস্টিয়ান এটা করতো তাহলে চেষ্টা করতো যতটা সম্ভব না জানিয়ে করতে।"

একটানা ব্যাখ্যা করার পর বড় করে শ্বাস নিয়ে হ্যারল্ড থামলো। তার চিবুক গাল সাধারণ সময়ের চেয়ে বেশি লাল হয়ে গেল। সারাহ্ আর জেনিফার উভয়েই তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো।

অবশেষে সারাহ্ বলে উঠলো, "এটি ভয়ঙ্করভাবে একে অন্যের সাথে জড়িয়ে আছে।"

হ্যারল্ড চোখ কুঁচকে সারাহ্‌র দিকে এমনভাবে তাকালো যেন মেয়েটা বুঝতে পারে এই কমেন্টে কোন কাজ হবে না।

তারপর একটু বিরতি দিয়ে জেনিফার বলে উঠলো, "এখন আমি বুঝতে পারছি কেন মি: কোনান ডয়েল আপনাকে ভাড়া করেছে তদন্ত করার জন্য।"

হ্যারল্ড বুঝতে পারলো না এটা কি প্রশংসা নাকি অন্য কিছু। তাই বলে উঠলো, "মিস পিটারস, আমি আপনাকে আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই।"

"মাত্র একটা?" সারাহ্ ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো।

"এই অ্যাপার্টমেন্টে এত বই থাকা সত্ত্বেও আমি আর্থার কোনান ডয়েলের কোন বই খুঁজে পাই নি। এলেক্সের জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ কোনান ডয়েলের জীবনীর

সাথে সম্পর্কিত কোন নোটস এমন কি কোন রিডিং ম্যাটেরিয়ালও পাই নি। আমি বুঝতে পারছি কেন সে ডায়েরি নিউ ইয়র্কে নিজের সাথে নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু তাই বলে অন্য সবকিছুও কি নিয়ে গিয়েছিল?"

"না," জেনিফার উত্তর দিল। "এগুলো নিশ্চয়ই সে তার লেখালেখি করার অফিসে রেখেছিল।"

"তার লেখালেখি করার অফিস?"

"হ্যা। এই রাস্তার শেষে আমার ভাইয়ের একটি লেখালেখি করার অফিস ছিল, যেখানে সে কাজ করতো। যেখানে বাস করে সেখানেই লেখালেখি করাটা পছন্দ করতো না। এতে হয়তো তার মনে হতো সে এক জায়গায় বন্দী হয়ে পড়েছে, অথবা অন্য কিছু।"

"স্টাডিতে যে এত বই দেখলাম, বিশাল কাঠের ডেস্ক, এটি তার অফিস নয়?"

"এখানে সে পড়াশোনা করতো। আর হয়তো এ জায়গাতেই সে আনন্দ নিয়ে পড়াশোনা করতো। আমি জানি না এ জায়গাকে সে কোন নাম দিয়েছিল কিনা। কিন্তু শার্লোকের সমস্ত কিছু লেখালেখি ওই অফিসেই করতো সে। এটি রাস্তার ডানদিকেই। আপনারা চাইলে আমরা সেখানে যেতে পারি।"

জেনিফার তার ভারি কোট গায়ে দিচ্ছিল। হ্যারল্ডও তার কোর্টের বোতাম আঁটছিল ঠিক তখনই সারাহ্ তার কাছে এসে ফিসফিস করে বললো যাতে জেনিফার শুনতে না পায়। "শুধুমাত্র নিশ্চিত হবার জন্য বলছি। আপনাদের মধ্যে এমন একজনও কি আছে যার পছন্দ অপছন্দ দুটো একসাথে কাজ করে না?"

একটু হেটেই তারা এলেক্স কেলের লেখালেখি করার অফিসে পৌছে গেল। এটি ঠিক কাছের ব্লকেরই উত্তর দিকে। হ্যারল্ড খেয়াল করে দেখলো এ ফ্ল্যাটটিও এলেক্সের অন্য ফ্ল্যাটের মতো। বোকার মতো অর্থ খরচ করা হয়েছে।

একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে হ্যারল্ড শুনতে পেলো বিল্ডিঙের অন্যান্য শব্দ। জেনিফার ব্যাগ হাতড়াতে লাগলো চাবির জন্য। এতে করে তার কিছু জিনিস বের হয়ে পড়লো–কালো চারকোনা মেকাপবক্স, কনট্যাক্ট লেন্সের বাক্স। আরো অন্যান্য সাজগোজের জিনিস। তারপর এগুলোকে আবার ব্যাগে রেখে নিল সে। হ্যারল্ড একবার ভাবলো সাহায্য করার কথা জিজ্ঞেস করবে কিনা; আবার মনে হলো থাক। কোন নারীর ব্যাগ গুছাতে চাওয়াটা একটু হাস্যকরই হবে। এ ধরনের কোন পরিস্থিতিতে সে আগে কখনো পড়ে নি। কি বলতে হবে বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলো কিন্তু তার আগেই দরজাটি হঠাৎ করে খুলে গেল। মনে হলো নিজে থেকেই খুলে গেল সেটি। ভিতর থেকে চামড়ার ব্যাগ হাতে একজন বের হয়ে ভদ্রভাবেই জেনিফারকে জায়গা করে দিল। যদিও তাকে তরুণই দেখাচ্ছে–হয়তো বয়স ত্রিশের আশেপাশে আছে এখনো–কিন্তু মাথার পাশের চুল

এরইমাঝে উঠে যেতে শুরু করেছে, যদিও মাথার মাঝখানে যথেষ্ট চুল খুলির সাথে শক্ত হয়ে আঁটকে রয়েছে। পরণের ঢোলা জিন্সের প্যান্টটি নোংরা আর জায়গায় জায়গায় নীল দাগ। গায়ে একটা ধূসর রঙের সোয়েটার আর থুতনীতে ভয়ঙ্কর দেখতে গোটি, মানে ছাগদাড়ি আছে।

জেনিফার লোকটির দিকে হেসে দরজার হাতলে হাত রাখলে লোকটিও হেসে কোন কথা না বলে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালো।

বিল্ডিংএ ঢোকার পর সারাহ্ যেন হ্যারল্ডের মনের কথা বুঝতে পেরেই বলে উঠলো, "আমিও গোটি অপছন্দ করি। এটি দেখতে মনে হয় দাঁড়ির মতো তাই না?"

এলেক্সের লেখালেখি করার অফিসে পৌছাতে পৌছাতে জেনিফার সঠিক চাবিটি খুঁজে বের করে ফেললো কিন্তু ফ্ল্যাট নাম্বার ২বি-এর সামনে এসে চাবি বের করতে গিয়েও জেনিফার হঠাৎ থেমে গেল। বুঝতে পারলো এর কোন প্রয়োজন নেই। কেননা দরজাটা ইতোমধ্যেই আধখোলা অবস্থায় রয়েছে।

মনে হলো কোন পশুর খোলা চোয়াল, তাদেরকে খাবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

"হ্যালো?" জেনিফারের কণ্ঠে স্পষ্ট ভয়ের আভাস পাওয়া গেল। "হ্যালো!"

কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

"ভেতরে কি কেউ আছেন?"

হ্যারল্ড সারাহ্‌র দিকে তাকিয়ে দেখলো সে-ও খোলা দরজার দিকেই তাকিয়ে আছে।

নিজের মনেই মাথা নেড়ে এটা তার দায়িত্ব ভেবে নিয়ে হ্যারল্ডের দিকে না তাকিয়ে পা বাড়িয়ে দরজাটা পুরো ফাঁক করে আলোকিত ফ্ল্যাটটিতে ঢুকে পড়ল সারাহ্।

এই রুমের অবস্থা এলেক্সের নিউ ইয়র্কের হোটেলের রুমের চেয়েও বেশি খারাপ। চওড়া জানালা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে মেঝেতে ছড়ানো বইয়ের সমুদ্রের উপর। একটি বইও তাদের নির্দিষ্ট জায়গা বুক শেল্ফে নেই। সব মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কাউচের উপর থেকে কুশনগুলোকেও এদিক ওদিক ছড়িয়ে রাখা। কুশনের ধারগুলো পর্যন্ত কাটা। সাদা তুলোর স্তূপ–অথবা যা দিয়ে কুশনগুলো বানানো হয়ে থাক না কেন, তুষারের কণার মত চারপাশে ছড়িয়ে আছে। হ্যারল্ড ভেতরে ঢুকেই দেখতে পেল মাত্রই খালি করা হয়েছে এরকম বুকশেল্ফ। বাইরের তুলনায় ভেতরের দিকে গাঢ় রঙ করা। হতে পারে গত কয়েক বছরেও তারা দিনের আলো দেখে নি। লিভিংরুমের একপাশে রান্নার জায়গাটাও একই রকম বিশৃঙ্খল। মেঝের উপর প্লেট ভেঙে পড়ে আছে। সাদা টাইল্‌সের উপর থেকে রুপার

জিনিসপত্রের চকচকানি চোখে পড়লো। রুমের আরেক পাশের ডেস্কের প্রতিটা ড্রয়ার খোলা। আবার কিছু কিছু বেরও করা অবস্থায় রয়েছে। উল্টে যাওয়া বোতল থেকে সারা ডেস্ক জুড়ে নীল কালি ছড়িয়ে গেছে।

জেনিফার দরজার বাইরেই রয়ে গেছে এখনো। ভেতরে ঢুকতে ভয় পাচ্ছে। সারাহ্ তাড়াতাড়ি পুরো ফ্ল্যাটটি ঘুরে দেখে ঘোষণা করলো, "কেউ নেই এখানে।"

হ্যারল্ড দেখলো টেবিলের উপর থেকে মেঝেতে ফোটা ফোটা কালি গড়িয়ে পড়ছে। এটি এখনো ভেজা। আর এখনো ফোটা ফোটা পড়ছে। সব ঘটনা একত্রে জোড়া লাগিয়ে সে বলে উঠলো, "এটা ঐ ছাগদাড়ির কাজ।" মানুষটির জিভে সে কোন নীল দাগ দেখে নি, এটা কালি।

তারপরই হ্যারল্ড দৌড়ে জেনিফারকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে লাগলো। একেকবারে তিনটা করে সিঁড়ি টপকাতে লাগলো সে। জোরে ধাক্কা দিয়ে বিল্ডিংের সামনের দরজা খুলে রাস্তায় নেমে গেল কিন্তু এর কোন প্রয়োজন ছিল না। সমস্ত রাস্তা খুঁজে দেখল, পেছনে কেবল দরজা বন্ধ হবার শব্দই শুনতে পেল। রাস্তায় কোন কাক-পক্ষীও নেই।

অধ্যায় ১৯

ভাঙা চুলের ক্লিপ

"একের পর এক হত্যাকাণ্ড ঘটেই চলেছে, জীবনের রঙ বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, আমাদের দায়িত্ব এগুলোকে খুঁজে বের করা, পৃথক করা আর এর প্রতিটি ইঙ্গি উন্মোচন করা।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *আ স্টাডি ইন স্কারলেট*

অক্টোবর ২৭, ১৯০০

দক্ষিণ হ্যাম্পস্টেডে নিডলিং পরিবার পাহাড়ের নিচে বিশাল বড় এক বাড়িতে বাস করে, যার নাম মিলহেড। বিশাল সাদা রঙের পিলার আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত নেমে গেছে। উপরের তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে ছাদ তৈরি করেছে। মনে হলো যেন স্বর্গের দিকে মুখ করা কোন ধনুক।

আর্থার একদিন আগেই তার আসার সংবাদ পাঠিয়েছেন। প্রথম টেলিগ্রামটি তিনি নিজেই তৈরি করেছিলেন। স্যালি নিডলিঙের বাবাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, প্রিয় স্যার সম্বোধন করে। তারপর তিনি কে, কিভাবে এই বেদনাদায়ক ঘটনার সাথে যুক্ত হয়েছেন সব ব্যাখ্যা করেছেন একে একে। নিডলিং পরিবারের সাথে দেখা করার অনুমতি চেয়েছেন কিন্তু আর্থার ভেবে দেখেলেন এমনি এমনি এ ধরনের ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাওয়া যায় না। তাই তিনি ইর্য়ডে গিয়ে এই ইস্যুর উপর কোন বিজ্ঞাপন চাইলেন। আর্থার ভেবে দেখলেন প্রশাসনই এই কাজটি করে দিক। ইন্সপেক্টর মিলার স্যালির বাবা বারট্রান্ড নিডলিঙের সাথে যোগাযোগ করলেন। তিনি দ্রুত সম্মতি দিলেন আর্থারের যাওয়ার ব্যাপারে। সকালবেলা আর্থার ধন্যবাদ জানিয়ে ভদ্রভাবে একটি নোট পাঠিয়ে দিলেন মি: নিডলিঙের কাছে। আরো জানিয়ে দিলেন তিনি কিংস ক্রস থেকে ৪:০৫ মিনিটের গাড়িতে আসবেন। সরাসরি তিনি স্যালির অথবা তার হত্যাকাণ্ডের কথা অথবা ইস্ট-এন্ডের সস্তাদরের বেডরুমের ক্লোসেটে পাওয়া সাদা লেসের বিয়ের পোশাক, এসবের কিছুই উল্লেখ করলেন না।

সদর দরজায় এসে আর্থার ভারি ব্রোঞ্জের হাতলটি তুলে নক করলে সারা ঘর জুড়েই এর প্রতিধ্বনি শুনতে পেলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর একজন ভৃত্য এসে দরজা খুলে ভেতরে নিয়ে আসলো আর্থারকে। পুরো পরিবার তার জন্য অপেক্ষা করছে।

খুব নিচু স্বরেই তিনি তাদের ইন্টারভিউ নিলেন। প্রায় ফিসফিস করে কথা বলছিল সবাই। বারট্রান্ড আর ক্লারা নিডলিং ড্রইং রুমের বিপরীতপ্রান্তে বসে ছিলেন। স্যালির দুই ভাই ঘরের বাইরে ছিল। আর্থারও জানতে চাইলেন না তারা কোথায়। কথাবার্তা মাঝে মাঝে হঠাৎ নীরবতার কারণে থেমে যাচ্ছিল। মেয়ের জীবনী সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গিয়ে মিসেস নিডলিং প্রায়ই কথার খেই হারিয়ে ফেলছিলেন আর চিন্তা-ভাবনাও এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। মনে হলো যেন কোন স্ট্রিম ইঞ্জিন শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছে। মি: নিডলিংও মিসেসের চিন্তা-ভাবনাকে সঠিক জায়গায় আনার চেষ্টা করেন নি। আর্থারও ভাবলেন বাধা দেয়াটা অসৌজন্যমূলক হবে। আর এভাবেই দীর্ঘ আরো কিছু নীরবতার পর আর্থার কয়েকটি প্রশ্ন করার ফুরসৎ পেলেন। এবার তিনি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। যেন বোঝাতে চাইলেন উত্তর আগেই পেয়ে গেছেন। তিনি বুঝলেন এই বাড়িটি বর্তমানে শোকের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাই ভদ্রভাবে আর সচেতন হয়েই এগোতে চাইলেন।

এই বাড়িতেই স্যালি জন্মেছিল ১৮৭৪ সালে। মিসেস নিডলিং এ ব্যাপারে নিশ্চিত, তার মেয়েটি বেশ হাসিখুশি ছিল। সে ছেলেদের সাথেই পাহাড়ে পাহাড়ে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াত। ভাইদের ঢিলা-ঢিলা ট্রাউজার আর জামা কাপড় পরতো যাতে নিজের কাপড়ে দাগ না লেগে যায়। অষ্টম জন্মদিনের সময় খুব বায়না করলো তাকে রুবি পাথরের একটি মাথার ক্লিপ কিনে দিতে হবে। অক্সফোর্ড স্ট্রিটের 'বুথলেডোর' একটি দোকানে সে এটি দেখেছিল। বাবার সাথে কিছু কথা বলার পর এই চুলের ক্লিপটি কিনে গোলাপী টিস্যু পেপারে মুড়িয়ে স্যালিকে উপহার দেয়া হয়েছিল। সারাদিন এটি পরে থাকার পর তার মাকে প্রায় জোর করে এটা খুলে নিতে হয়েছে ঘুমাতে যাবার সময় কিন্তু কি দেখা গেল? পরের দিন স্যালি ভাইদের সাথে পাহাড়ে গেছে আর ক্লিপটি তখনো তার চুলে আটকানো। পাহাড় থেকে গড়িয়ে নামার সময় ক্লিপটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলে স্যালি খুব ভেঙে পড়লো। তাই পরের দিনই একই রকমের আরেকটি ক্লিপ কিনে আনা হলো। প্রথমবারের মতো হেসে মিসেস নিডলিং জানালেন এর জন্য মি: নিডলিঙের সাথে খানিকটা ভনিতা করতে হয়েছিল তাকে।

মি: নিডলিং একটু তেজের স্বরেই বলে উঠলেন, "ড. ডয়েলের তো এসব শোনার দরকার নেই। তিনি তার জীবনী লিখতে চান না। কে খুন করেছে তাই বের করতে চেষ্টা করছেন।"

মিসেস নিডলিং বুঝতে পারলেন তার স্বামী রেগে গেছেন। তাই শান্ত করার জন্য বলে উঠলেন, "আমি তো শুধু বলতে চাইছিলাম..." তারপর কিছু না বলেই চুপ হয়ে গেলেন।

আর্থার চাইলেন বিষয়টি পরিবর্তন করে স্যালির এক রাতের বিয়ে সম্পর্কে কোন

তথ্য বের করতে। তাই জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি এমন কোন ভদ্র লোককে জানতেন যাকে স্যালি পছন্দ করতো? তার কাছে অনেক ফোন আসতো?"

মি: নিডলিং উত্তর দিলেন। "না, স্যার। সে একটু চুপচাপ স্বভাবের মেয়ে ছিল। এস্টেটেই থাকতো বেশির ভাগ সময়। তার ঘোড়াদেরকে পছন্দ করতো।"

আর্থার সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন মৃত্যুর আগে মেয়ে যে বিয়ে করেছিল সে ব্যাপারে বাবা-মা কিছুই জানে না। সেই মানুষটির সাথে তার সম্পর্ক, মানে সেই খুনিটার সাথে। সে-সব কথা সে পরিবারের কাছ থেকে গোপন রেখেছিল। তিনি কি আরেকটু চাপ দিয়ে দেখবেন? কোন মায়ের জন্য এটি খুব কষ্টকর ব্যাপার হবে, নিজের খুন হয়ে যাওয়া মেয়ের বিয়ের কথা জানেন না শুনে।

এবার মিসেস নিডলিং বলে উঠলেন, "শহরে তার কিছু বন্ধুবান্ধব ছিল আর তাদের সাথে স্যালি বেশ সময়ও কাটাতো।"

আর্থার বিস্তারিত জানতে চাইলেন। "বন্ধু?"

"জ্যানেট এবং...এমিলি। হ্যা, জ্যানেট এবং এমিলি...এই নাম ছিল ওদের। দুঃখিত, তাদের ভালো নামটি স্যালি কখনোই বলে নি। তারা কখনো বাসায়ও আসে নি। স্যালিই শহরে তাদের সাথে দেখা করতে যেত। তারা যেন কোন মিটিং করতো বা এধরণের কিছু।"

মি: নিডলিং চেয়ারে বসে উশখুশ করতে লাগলেন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এসব নিয়ে কথা বলতে তিনি বিরক্ত বোধ করছেন, যদিও তিনি কিছু বললেন না। আর্থার কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে মিসেস নিডলিঙের দিকে মনোযোগ দিল।

হালকা সুরে তিনি মিসেস নিডলিঙের কাছে জানতে চাইলেন, "কি ধরনের মিটিং করতো তারা?"

মিসেস নিডলিং সাহায্যের জন্য স্বামীর দিকে তাকালেন, কিন্তু তিনি কোন ভ্রুক্ষেপ করলেন না।

"আমি বলবো তারা মিটিং করার চেয়ে সম্ভবত গল্পই করতো বেশি। স্যালি কোন সক্রিয় সদস্য ছিল না। সে শুধুমাত্র বক্তৃতার জন্য যেত আর তার মেয়ে বন্ধুদের সাথে মেশার জন্য। সে অন্য আরো মেয়েদের সাথে মিশতেও পছন্দ করতো।"

মি: নিডলিং এ পর্যায়ে বলে উঠলেন, "আমরা চাই না আপনি কোন ভুল ধারণা পোষণ করেন, ডা: ডয়েল। সে সবসময় একটি ভাল মেয়ে ছিল। আশা করছি আপনি এটা মনে রাখবেন।"

আর্থার উত্তর দিলেন, "অবশ্যই, মি: নিডলিং। আমি নিশ্চিত আপনার মেয়ে হ্যাম্পস্টের ফুলের মতই ছিল। আর এই কারণেই আমি দোষি ব্যক্তিকে খুঁজে তার সাজা নিশ্চিত করতে চাইছি।" কিন্তু বারট্রান্ড নিডলিং তেমন একটা আশ্বস্ত হলেন

না। তারপরও আর্থার জিজ্ঞেস করলেন, "এখন বলুন, ওদের সাথে কি ধরনের গল্প করতো সে?"

মিসেস নিডলিং কোন রকম ভয় না পেয়েই বলে উঠলেন, "নারীদের জন্য ভোটাধিকার। সে নারীদের ভোটের অধিকার নিয়ে কথা বলতো। স্যালি ছিল একজন নারীবাদী।"

মিঃ নিডলিং তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "শোন শোন, আমরা তো কেসটাকে অতিরঞ্জিত করতে পারি না, তাই না? সে কিছু কথা বলতে যেত। তার কিছু বন্ধুবান্ধব ছিল। এগুলোর তেমন কোন সমস্যা নেই কিন্তু আমি একজন প্রিমরোজ মানুষ। আমি লীগে আছি।" বলে তিনি তার ডান হাত তুলে রূপার আংটি দেখালেন। আর্থার সামান্য একটু এগিয়ে আসতেই আংটিটি চিনতে পারলেন। মিঃ নিডলিং বলে চললেন, "সিসিলের মতোই আমরা চিন্তা করি। তারাই প্রকৃত দেশপ্রেমিক। আমি তো আর আমার মেয়েকে এ ধরনের পথে বেশিদূর যেতে দিতে পারি না। এই বিষয়ে আপনার লেখাও আমি পড়েছি। নিশ্চয় আপনিও আমার সাথে একমত হবেন। বুঝতে পারবেন, এটি তরুণ বয়সের মতিভ্রম ছাড়া আর কিছুই না।"

এবার মিসেস নিডলিং শুরু করলেন, "সে নারীদের ভোটাধিকার চাইতো। সুযোগ পেলেই এ বিষয়ে কথা বলতো।" এ সময়ে মিঃ নিডলিং জোরে কেশে উঠতেই ভদ্রমহিলা থেমে গেলেন।

আর্থারের কোন ইচ্ছেই নেই এ পরিবারের রাজনীতিতে নাক গলাবার। তাই তিনি ভিন্ন প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি তার সংস্থার নাম বলতে পারবেন? অথবা সেসব মিটিঙের স্থান?"

মিঃ নিডলিং উত্তর দিলেন, "সে তো মিটিঙে যেত না। এমনি গল্পগুজব করতে যেত, আর কোন সংস্থার সদস্যও ছিল না। অন্য মেয়েবন্ধুরা হয়তো থাকতে পারে কিন্তু স্যালির ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আমি দলটির নাম ভুলে গেছি বা যেখানে সে যেত। লন্ডনের কোথাও হবে হয়তো।"

"এই ধরনের কথা তোলার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী, কিন্তু আপনার মেয়ের মৃতদেহ পাওয়া গেছে হোয়াইট চ্যাপেলের কাছে। এর কি কোন সম্ভাবনা আছে আপনার মেয়ের মিটিং..." আর্থার বিনয়ী হয়ে জানতে চাইলেন।

"আপনি এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত থাকতে পারেন, স্যার, হোয়াইট চ্যাপেলে আমার মেয়ের কোন কাজ ছিল না। আপনি বুঝতে পারছেন? কোন কাজ না।" মিঃ নিডলিং তার বসার চেয়ারের হাতলে দু'হাত দিয়ে বাড়ি মেয়ে বলে উঠলো। "পুলিশও ভুল বলছে। অথবা সেই বদমাশটা, যে তাকে খুন করেছে। এরকম একটা জায়গায় নিয়ে রেখে এসেছে যাতে তার কোন হদিস পাওয়া না যায়।"

আর্থার মনে মনে ভাবলেন, তার লাশটা সত্যিই সরানো হয়েছিল কিন্তু শুধুমাত্র বোর্ডিং হাউজের ভেতর থেকে বাইরে, পেছনের গলিতে। মেয়েটি তার বিয়ের রাত হোয়াইট চ্যাপেলে কাটিয়েছিল। তারপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "দয়া করে আমাকে বলুন, এসব বন্ধুদের কাছ থেকে আপনার মেয়ে কখনো কোন চিঠি পেয়েছিল? জ্যানেট আর এমিলির কাছ থেকে? আমি ধারণা করছি তাদের কাছে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকতে পারে যা আমার তদন্তে কাজে লাগবে।" কি ধরনের তথ্য হতে পারে সে সম্পর্কে আর্থার নিশ্চুপ রইলেন। "আর তাই তাদেরকে খুঁজে পাওয়া বেশ জরুরি।"

মিসেস নিডলিং প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝতে পারলেন, তাই উত্তর দিলেন, "আমার মনে হচ্ছে না। তারপরেও মি: নিডলিং রাজি থাকলে আপনি নিজে তার লেখার টেবিল পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।"

আর্থার মি: নিডলিঙের দিকে তাকালেন কিন্তু তার বিবর্ণ মুখে সম্মতি অসম্মতি কিছুই প্রকাশ পেল না। "আমি খুব খুশি হবো আপনি যদি কিছু মনে না করেন।" মি: নিডলিং মাথা নাড়লেও বসে রইলেন চেয়ারে।

মিসেস নিডলিং রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ির ভিতর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে উপরে স্যালির রুমে নিয়ে গেলে আর্থারকে।

রুমের ভেতরে ঢুকতেই পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার নমুনা দেখে আর্থার হতচকিত হয়ে গেলেন। দরজা খোলা থাকা সত্ত্বেও কোথায় এক বিন্দু ধুলো নেই। বিছানার চাদরটি কোথাও এতটুকু ভাঁজ খায় নি। চাকরেরা নিশ্চয় এখনো প্রতিদিন এই রুমটা পরিস্কার করে। যদিও মেয়েটি মারা গেছে মাসখানেক আগে।

আর্থার এগিয়ে ডেস্কের সামনে দাঁড়ালেন। ছয়টি ছোট ছোট ড্রয়ার আছে। নিচে দুটো বড়, টেবিলের পায়ের কাছে। তিনি হাত বাড়িয়ে একটি ড্রয়ার খুলতে যেতেই মিসেস নিডলিঙের দিকে চোখ পড়ল। দেয়ালের সাথে ঘেষে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

আর্থার অপেক্ষা করলেন যেন তিনি চলে যান। একা একা কিছু সময় খোঁজাখুঁজি করতে চান। ঈশ্বরই জানে কি খুঁজে পাবেন আর তিনি চান না এই বেচারীর মা উত্তেজিত হয়ে পড়ুক।

মিসেস নিডলিং স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছেন। দরজায় দাঁড়িয়ে মনে হলো হাত দিয়ে প্লাস্টার খুলে ফেলবেন শক্ত হাতে। ঠিক আছে। যাই হোক, আর্থার উপরের দিক থেকে একটি ড্রয়ার খুলে ফেললেন। তারপর এটাকে উপুড় করে দিলেন ডেস্কের উপরে।

মিসেস নিডলিং হঠাৎ করে কেঁপে উঠলেন। তারপর আর্থারকে বললেন, "আমাকে ক্ষমা করুন, ডা: ডয়েল। আমাকে রাতের খাবারের প্রস্তুতি দেখতে হবে।"

এই বলে তিনি আর্থারকে একা রেখে চলে গেলেন। আর্থারের কাছে নিজেকে মনে হচ্ছিল মস্ত বড় ডাকাত অথবা কোন পিশাচ। *ওহ, ঈশ্বর! প্রয়োজনের সময় ব্রাম তুমি কোথায়?*

তিনি নিয়ম মেনে খোঁজাখুঁজি করছিলেন। সাবধানে চিঠিপত্র যা পেলেন পড়লেন। তাদের বেশির বাগ ট্রান্সভ্যাল থেকে স্যালির ভাই লিখেছে এক বছর আগে। ভালো ছেলে। দুটো চিঠি প্যারিস থেকে এক আংকেল লিখেছেন। তিনটি আছে সোয়ানসা নামক জায়গা থেকে দাদীর লেখা চিঠি। আর্থার মহাদেশটির আবহাওয়া আর সোয়ানসা বিচের ঢেউ সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে ফেললেন কিন্তু স্যালি নিডলিঙের গোপনীয় জীবনযাপন সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া গেল না। জ্যানেট আর এমিলি কে ছিল? ঠিক কোন্ সংস্থার সদস্য ছিল তারা? আর লোকটিই বা কে ছিল যে তার বাবা-মা'কে না জানিয়ে স্যালিকে বিয়ে করেছিল?

আর্থার উপর থেকে একের পর এক ড্রয়ার দেখে পঞ্চমটিতে এসে থামলেন। ব্রোঞ্জের হাতল ধরে টান দিলেন। তারপরও ড্রয়ারটি শক্তভাবে আটকে রইলো। এটি তালা দেয়া। তিনি নিচু হয়ে হাতলের নিচে কি-হোল দেখতে পেলেন। এটি খুব সুন্দরভাবে লাগনো। যেন চামড়ায় বাঁধানো কোন ডায়েরির সামনে ছোট্ট সুন্দর একটি তালা লাগানো আছে। তিনি বুঝতে পারলেন এটি নিরাপত্তার খাতিরে বেশ যত্ন করে আটকে রাখা হয়েছে। তিনি আবারো হাতল ধরে টানলেন। ড্রয়ারটি একচুল পরিমাণও খুললো না।

এখানে সম্ভাবনার আলো দেখতে পেলেন। আস্তে করে গিয়ে রুমটির দরজা আটকে দিলেন। তিনি চান না পরিবারের কেউ কোন শব্দ শুনুক। আবার গিয়ে ড্রয়ারের সামনে হাটু গেড়ে বসলেন তিনি। তালা খোলার ব্যাপারে তেমন কিছু জানেন না কিন্তু একবার লম্বা ব্র্যান্ডির বোতল প্রসঙ্গে ওয়াইল্ড তাকে শিখিয়েছিলেন কিভাবে এটি কাজ করে। ওয়াইল্ড কিভাবে জানে তা আর্থার নিশ্চিত নন, কিন্তু তারপর থেকে সব বন্ধুবান্ধবের কাছে তিনি একটি রহস্যময় চরিত্র হিসেবে গণ্য হন। আর্থার ডেস্ক থেকে একটি কলম তুলে নিয়ে মন খারাপ করে ফেললেন। পুরাতন বন্ধুকে মনে পড়ে গেল। *ওখানে কি হয়েছিল?*

অ্যারেস্ট হবার পর, বিচার, জেলখানা আর তারপরই ওয়াইল্ড হাওয়া হয়ে গেলো। এখন সে কোথায় আছে? আর্থারের কোন ধারণাই নেই। এ ধরনের বিশাল একজন মানুষ, হাসিখুশি, কেমন করে এমন অপরাধ করলো? প্রতিটি মানুষ পাপ কাজটির বিপজ্জনক অংশ সম্পর্কে জানে। সত্যি কথা বলতে, সবার ভেতরে তীব্রতা কাজ করছিল। এটি এমন কোন অনুভূতি নয় যা দয়ালু ওয়াইল্ডকে ছোট করেছে। দূর্বলতা থেকে ব্যর্থতা জন্ম নিয়ে একজন ভালো মানুষের প্রাকৃতিক মনুষ্যত্বকে ছাপিয়ে গেছে। ওয়াইল্ড হয়ত সমকামীতা করে পাপ কাজ করেছে তাই বলে আর্থার

তাকে ঘৃণা করেন না। তিনি দুঃখ পেয়েছেন এটা সত্যি। তারপরেও তিনি ওয়াইল্ডকে ফিরে পেতে চান-পুরনো ওয়াইল্ড, ভালো ওয়াইল্ড, বুদ্ধিমান আর হাসিখুশি ওয়াইল্ড। যেখানে সে যেতো চারপাশ উজ্জ্বল করে ফেলতো।

আর্থার তাড়াতাড়ি চাবির ছিদ্রতে কলম ঢুকিয়ে মাথা থেকে চিন্তা দূর করে দিলেন। এ সম্পর্কে না ভাবলেই ভালো হবে।

কিন্তু কলমটি ঢুকলো না। চাবির ছিদ্র বেশি ছোট। আর্থার ডেস্কের অন্যান্য কলম দিয়েও চেষ্টা করলেন, লাভ হলো না। তিনি অন্য কিছু দেখতে লাগলেন।

আয়নার পাশে পড়ে থাকা গয়নার বাক্স কাজে লাগবে মনে হল। এটি খুলতেই ভেতর থেকে বের হয়ে আসা আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। হীরা, ওপাল,স্বর্ণের ব্রেসলেট আর সব রঙের আঙটি রয়েছে ভেতরে। আর্থার তিনটি মুক্তার মালা পেলেন। আর প্রতিটি ইংরেজি 'ইউ' অক্ষরের মত। তার কোন কাজে আসবে না। কিছু সময় খোঁজার পর লম্বা পাতলা কিছু খুঁজে পেলেন। এটি তালা খোলার জন্য খুবই ভালো হবে। তিনি এটা নিয়ে ডেস্কের কাছে গেলেন। অর্ধেক পথ যাবার পর তিনি দেখলেন তার হাতে ধরা রয়েছে : উজ্জ্বল লাল রঙের চকচকে চুলের ক্লিপ।

আর্থার থেমে এর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার হাতের তালুতে এটি খুবই ছোট দেখাচ্ছে। এ মাথা থেকেও মাথা পর্যন্ত মেটাল ব্যান্ডে চারপাশে বিভিন্ন রঙের পাথর বসানো। এটি ছোট বাচ্চাদের গয়নার মতোই বেশ রংচঙে আর নান্দনিক। তিনি মানসচক্ষে দেখতে পেলেন ছোট্ট স্যালি আট বছরের জন্মদিনের উপহার বক্স খুলে এটি দেখে কি খুশিই না হয়েছিল। এমনকি তিনি তার কান্নাও কল্পনা করতে পারলেন; যখন পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়াতে ক্লিপটি খন্ড-বিখন্ড হয়ে গিয়েছিল। আর্থার বুঝতে পারলেন কেন স্যালির বাবা একই রকম দেখতে আরেকটি ক্লিপ কেনার অনুমতি দিয়েছিল-এই মুহূর্তে যেটি আর্থারের হাতে ধরা আছে। আর্থার চাবির ছিদ্রের মধ্যে ক্লিপটি ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উপর নিচ আশ-পাশ করে খুলতে চাইলেন। মনে করতে চাইলেন ওয়াইল্ডের শেখানো পদ্ধতি। একের পর এক চাপ দিতে হবে। আর্থার জোরে তালাটির গায়ে চাপ দিতেই চুলের কাঁটাটি ভেঙে গেল। ছোট্ট যে স্ক্রু দিয়ে কাঁটাটি লাগানো ছিল তা খুলে এল আর কাঁটাটি দু'ভাগ হয়ে গেল। মেঝেতে ছড়িয়ে পড়লো রঙ বেরঙের পাথর। তিনি নিজেও কিছুটা হতচকিত হয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন। তারপর তাড়াতাড়ি করে ছিদ্রের ভেতরে থাকা বাকি অংশটিও বের করে এনে নিচের দিকে তাকালেন।

ওহ্ ঈশ্বর! নিজের ভারসাম্য ফিরে পেতে গিয়ে নিচে পড়ে থাকা ক্লিপের উপর পা দিয়ে ফেলেছেন। ফলে এটি আরো কয়েক টুকরা হয়ে কিছু পাথরও আলগা হয়ে গেলো। সূর্যকে আড়াল করে একটা মেঘ চলে গেল। লম্বা জানালা দিয়ে তার আলো এসে রুমটাকে ঢেকে ফেললেও মেঝেতে পাথরগুলো চকচক করতে লাগলো।

বাদামি সমুদ্রে ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জের মতো করে।

আর্থার ভাঙা আংশটিও নিয়ে নিলেন। দুধ পড়ে ছড়িয়ে গেছে। এখন কেঁদে লাভ নেই। তিনি আবার ডেস্কের কাছে গিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করলেন।

পরবর্তী এক মিনিটের মাঝেই এটা খুলে গেল।

আর্থার বুভুক্ষের মতো ড্রয়ারটি খুলে ডেস্কের উপর রেখে দেখতে লাগলেন। ভেতরে একই রকম দেখতে কিছু সাদা কাগজ ছাড়া আর কিছু নেই। তাদের এক গোছা তুলে নিয়ে জানালার আলোর কাছে তুলে ধরলেন। কাগজগুলোতে কোন লেখা নেই। প্রতিটি কাগজ উল্টে-পাল্টে দেখলেন কিন্তু ফলাফল শূন্য।

একটা পৃষ্ঠাতেও কোন দাগ নেই কিন্তু প্রতিটি পৃষ্ঠার উপরে তিন মাথাওয়ালা কাকের ছবি কালো কালিতে ছাপা রয়েছে। আর্থার বুঝতে পারলেন এটি আর মরগ্যান নিমেইনের পায়ে এঁকে রাখা ট্যাটু একই ছবি।

কিন্তু এর মানে কি?

কাগজগুলো ভাঁজ করে তিনি কোটের পকেটে নিয়ে নিলেন। ড্রয়ার টিকে যেভাবে পেয়েছেন সেভাবেই রেখে দিলেন আবার। তারপর মেঝেতে হাটু গেড়ে বসে ভাঙা ক্লিপটির সবগুলো অংশ আর পাথর কুড়িয়ে নিলেন। ওগুলো গয়নার বাক্সে যত্ন সহকারে রেখে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন তিনি।

রুম থেকে চলে আসার পর তিনি ওখানে ঢুকেছিলেন এরকম কোন চিহ্ন রইলো না সেখানে।

অধ্যায় ২০

দাবা

"এই মুহূর্তে, তুমি অবস্থাটির বাহ্যিকতা দেখে উত্তেজিত হচ্ছ আর শিকারের প্রত্যাশায়।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য ভ্যালি অব ফিয়ার*

জানুয়ারি ০৯, ২০১০

মোবাইল ফোন বন্ধ করেই জেনিফার পিটারস বলে উঠলো, "পুলিশ আসছে।"

হ্যারল্ড আর সারাহ্ বই-কাগজপত্রের স্তূপের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো, জেনিফার তখনো দরজার কাছেই রয়ে গেছে। পাঁচ মিনিটের মাঝে হ্যারল্ড সিঁড়ি বেয়ে নিচে গিয়েও কারো হদিস পেল না। আর এসময়ে জেনিফার অ্যাপার্টমেন্টের মাঝে মাত্র কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে এসেছে। একইভাবে নড়াচড়া না করে হাত দিয়ে নিজেকে ঢেকে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

হ্যারল্ড বলে উঠলো, "দেখুন যদিও এটা ভালো দেখায় না কিন্তু আমি পুলিশের সাথে কথা বলতে চাই না। গত ৭২ ঘণ্টার ভেতরে আমি দু'দুটো অপরাধের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। আমি তাই এ সম্পর্কে কথা শুনতে চাই না কিন্তু আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবেই।"

জেনিফার নিজেকে আরো শক্তভাবে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো, "খুব ভালোএ চলে যান। আমি তাদেরকে বলবো না আপনি এখানে ছিলেন।"

হ্যারল্ড আরেকবার চটজলদি এলেক্সের বুকশেল্ফ চেক করে সারাহ্কে ইশারা করলো তাদের যাওয়া দরকার। সারাহ্ও তাড়াতাড়ি ডেস্কের ড্রয়ার আটকে হ্যারল্ডের পিছু নিল। যাবার আগে জেনিফারের কাঁধে হাত রেখে বিদায় জানালো সে।

হ্যারল্ডও হলওয়ে যেতে যেতে জেনিফারকে বললো, "ধন্যবাদ।"

জেনিফার উত্তরে বললো, "আমি আপনাদের কাউকে আর দেখতে চাই না, প্লিজ।"

হ্যারল্ড মাথা নেড়ে সারাহ্কে নিয়ে বিল্ডিংের বাইরে চলে গেল। তারপর রাস্তায় বের হয়ে আরো মিনিটখানেক পরে হ্যারল্ড মুখ খুললো।

"যাইহোক, খারাপ খবর হচ্ছে এই ছাগদাড়ি যে-ই হোক না কেন,

অ্যাপার্টমেন্ট থেকে দরকারি সব জিনিস নিয়ে গেছে। কোন ডায়েরি নেই, ভালো কথা। এমনকি ডায়েরির কোন ফটোকপিও নেই। অথবা এমন কোন লেখা যা এলেক্স টাইপ করে রেখেছে কিংবা এর উপরে কোন নোট। আপনি কি ডেস্কের পাশে ল্যাপটপের তার দেখেছিলেন? সেখানে নিশ্চয় একটা ল্যাপটপ ছিল। বদমাশ লোকটা সেটাও নিয়ে গেছে। কোনান ডয়েলের উপরও নিশ্চয় অনেক বই ছিল কিন্তু ডায়েরি সম্পর্কে কোন তথ্যই নেই অথবা এলেক্স কিভাবে এটা খুঁজে পেয়েছে সে সম্পর্কে কিছু নেই।"

আরগিল রোড ধরে হাটতে হাটতে সারাহ্ জানতে চাইলো, "আর কোন সুসংবাদ?"

"হ্যা, আমরা এমন কাউকে দেখেছি যে এটাতে জড়িয়ে গেছে। এটা যাইহোক না কেন আর এ লোকটি কোন শার্লোকিয়ান নয়, ইরেগুলার তো নয়ই, যদি সে তাই হতো তাহলে আমি তাকে চিনতাম।"

"আমারো মনে হচ্ছে এটা একটা সুসংবাদ কিন্তু আমি হয়তো আপনার আরেকটা উপকার করতে পারি।" সারাহ্ কোটের পকেটে হাত দিয়ে বেগুনি রঙের একটা প্লাস্টিকের টুকরো বের করলো। তারপর হ্যারল্ডের হাতে দিয়ে বললো, "একটি ফ্ল্যাশড্রাইভ, এলেক্সের ডেস্কের ড্রয়ারে ছিল।"

"আপনি এটা চুরি করেছেন?"

সারাহ্ উত্তর না দিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো শুধু।

হ্যারল্ড খুশি হয়ে গেল তবে বুঝতে পারলো না সারাহ্ কি তার দু' পা সামনে আছে না পিছিয়ে আছে, তদন্তের ক্ষেত্রে।

সারাহ্ হঠাৎ করে একবার পিছনে তাকিয়েই আবার সামনে তাকালো। কিছুক্ষণ পর আবার তাকিয়ে বললো, "এর ভেতরে দরকারি কিছু আছে কিনা জানি না, তবে হোটেলে গিয়ে চেক করে দেখতে পারবো কিন্তু আমার কাছে কিছু খারাপ খবরও আছে।"

"কি?"

"আমাদেরকে কেউ ফলো করছে।"

হ্যারল্ড হঠাৎ করে চিন্তায় পড়ে গেল, "সত্যি?"

"আমি এক হাটু গেড়ে বসে জুতা লাগানোর ভান করবো। আপনি আমার সামনে এসে দাঁড়াবেন। তারপর কথা বলার ফাঁকে পিছনে তাকিয়ে দেখবেন কোন চামড়ার জ্যাকেট পরা বড় সড় মানুষকে দেখতে পাচ্ছেন কিনা। ঠিক আছে?"

এই বলেই সারাহ্ ডান হাটু গেড়ে ফুটপাতের উপর বসে পড়ল, তারপর এমন ভাব করলো যেন বাম পা থেকে কাঁকড় বের করছে। হ্যারল্ড তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে

যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে কোটের পকেটে হাত রেখে কথা বলতে লাগলো।

"ঠিক আছে, আমি তোমার সাথে কথা বলছি। আমি এখনো কথা বলছি। ব্লা-ব্লা-ব্লা-ব্লা, আমি কথা বলছি।" সারাহ্‌কে ডিঙিয়ে পেছনে তাকালো হ্যারল্ড। পথচারীদের মধ্যে আছে হাত ধরাধরি করে দম্পত্তি, ট্র্যাক সুট পরে একজন জগিং করছে, চার জনের একটি ভারতীয় পরিবার। তারপরই হঠাৎ করে বিশালদেহী এক লোকের সাথে হ্যারল্ডের চোখাচোখি হয়ে গেল। চামড়ার জ্যাকেট আর নীল জিন্স পরা। গোল মাথা আর ফোলা ফোলা গাল। হালকা একটি কোট গায়ে দেয়া। তাই ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য হাত দুটো কোটের পকেটে রাখা।

ধ্যাত, লোকটা হ্যারল্ডকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি ডান দিকে চোখ ঘুরিয়ে রাস্তার সাইন খুঁজতে লাগলো। "আমাদের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেছে। আমার ধারণা সে বুঝতে পেরেছে আমি তাকে দেখছি।" সারাহ্‌কে বললো সে।

জুতার ফিতা লাগাতে লাগাতে সারাহ্ জিজ্ঞেস করলো, "এখন কি করছে?"

হ্যারল্ড তখনো রাস্তার সাইনের দিকে তাকিয়ে আছে। কেনসিংটন প্যালেস লেখা রয়েছে। সাথে হেটে যাওয়া একজন মানুষের ছোট একটি ছবি আর একটি তীর হ্যারল্ডের পিছন দিকে দিক নির্দেশ করছে। সে আস্তে করে বাম পাশে ঘুরে দেখতে চাইলো মানুষটি কি করছে। মানুষটিও তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে চামড়ার দোকানের কাঁচের দিকে তাকিয়ে আছে। হ্যারল্ড বলে উঠলো, "সে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। মতলব ভালো না বোঝাই যাচ্ছে।"

সারাহ্ উঠে দাঁড়িয়ে হ্যারল্ডকে নিয়ে দ্রুত কেনসিংটন রোডে চলে গেল।

"এখন আমরা কি করবো?" হ্যারল্ড জানতে চাইলো।

সারাহ্ হাত বাড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললো, "এখান থেকে চলে যেতে হবে।"

একটা ট্যাক্সি এসে থামতেই দু'জনে তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিতে উঠে পড়লো। তারা দরজা বন্ধ করতেই ট্যাক্সি ড্রাইভার মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে জানতে চাইলো কোথায় যাবে কিন্তু দু'জনেই আমতা আমতা করতে লাগলো। নিশ্চিত নয় কোথায় যাবে।

"উমম...হোটেলে নয়?" হ্যারল্ড সারাহ্‌র কাছে জানতে চাইলো।

সারাহ্ উত্তর দিল, "সে নিশ্চয়ই এতক্ষণে জেনে গেছে আমরা কোথায় উঠেছি। তারপরেও চলুন তাকে বিভ্রান্ত করে দেই।" তারপর গলা বাড়িয়ে ড্রাইভারকে বললো, "আমরা ঠিক করছি কোথায় যাবো, ততক্ষণ আপনি সামনের দিকে চালাতে থাকুন।"

উত্তর দেবার বদলে কালো চুল আর দাঁড়িওয়ালা দক্ষিন এশিয়ান ড্রাইভারটি

কাঁধ ঝাঁকালো। তারপর গাড়ি চালাতে লাগলো।

হ্যারল্ড আর সারাহ্ দুজনে ট্যাক্সির সামনের রিয়ার ভিউ মিরর দিয়ে পেছনের লোকটির দিকে তাকালো। চামড়ার জ্যাকেটওয়ালা মোবাইলে কথা বলছে দেখতে পেল তারা।

একটু দূরে যেতেই আবার দেখতে পেল যে কালো একটি গাড়ি খুব দ্রুত এসে লোকটির সামনে থামলো। মানুষটি মোবাইল ফোন নামিয়েই গাড়ির দরজা খুলে এক পলকে উঠে বসলো। তার মতো এমন বিশাল শরীরের মানুষের এতটা দ্রুত গতি অবিশ্বাস্য। গাড়িটিও তুমুল গতিতে ছুটতে আরম্ভ করলো আর সোজা তাদের পিছনেই আসতে লাগলো।

হ্যারল্ড ঘুরে ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বললো, "আপনি কি আরেকটু জোরে চালাতে পারবেন?"

"জোরে চালিয়ে কোথায় যাবো?" ড্রাইভার অবাক হয়ে জানতে চাইলো।

সারাহ্ এবার উত্তর দিল, "যেখানে খুশি। শুধু এই পথ দিয়ে জোরে ছুটুন।"

ড্রাইভার আবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে সবজান্তার ভঙ্গি করলো। *আমেরিকান!*

তাদের পেছনেই কালো গাড়িটি লেনের মধ্য দিয়ে একেঁবেঁকে ছুটে আসতে আসতে দু'পক্ষের মধ্যকার দূরত্ব কমাতে চাইছে।

কালো গাড়ির পাশের কাঁচগুলো গাঢ় রঙের। তাই হ্যারল্ড চেষ্টা করেও বুঝতে পারছে না ভেতরে কারা আছে। গাড়ির সামনের কাঁচ দিয়ে ভেতরে তাকাতে চাইলে মাঝখানে আরেকটি গাড়ি এসে পড়ল। তারপর আরেকটি। তারপর অবশেষে এক সেকেন্ডের জন্য সে কালো গাড়ির ড্রাইভারের চেহারা স্পষ্ট দেখতে পেল : ধূসর রঙের সোয়েটার পরা টাকমাথা কিন্তু বয়সে তরুণ এক লোক। আর থুতনীর নীচে ছাগদাড়ি। হ্যারল্ড শব্দ করে শ্বাস ফেললো। "হলি শিট," শুধু এটুকুই বলতে পারলো সে।

সারাহ্ও ঠিক একই সময়ে তাদেরকে দেখতে পেল। দেখতে পেয়েই ড্রাইভারের দিকে ফিরলো। বললো, "হাই, আপনি কি এই সিগন্যালের ডান দিকে যাবেন, প্লিজ? হ্যা, ডান দিকে।"

ড্রাইভার জানতে চাইলো, "এসব কি হচ্ছে?"

সারাহ্ চিৎকার করে উঠলো, "ডান দিকে যান। এক্ষুনি।"

ড্রাইভার লেন পাল্টে ডান দিকে চলে এল। ইম্পেরিয়াল কলেজ থেকে দক্ষিণে যেতে যেতে ড্রাইভার বলে উঠল, "আমি কোন সমস্যায় পড়তে চাই না।"

"আমরাও চাই না। তাই আমাদের সমস্যা এড়ানোর চেষ্টা করা উচিত, তাই না? সামনে গিয়ে বা পাশে যান।"

"আমি আপনাদেরকে এই কর্নারে নামিয়ে দেবো"।

"না! আমাদেরকে ফলো করা হচ্ছে," হ্যারল্ড বাধা দিয়ে বলে উঠল।

ড্রাইভার বলে উঠল, "নেমে যাওয়ার সময় হয়েছে। আসুন।"

"স্যার, আমি সত্যি বলছি। পেছনের কালো গাড়ির দিকে তাকান। আপনার ক্যাবে ওঠার পর থেকেই আমাদের পিছু নিয়েছে।"

ড্রাইভার রিয়ার ভিউ মিরর দিয়ে পেছনে তাকালো। সেখানে একাধিক কালো গাড়ি আছে। "ওরা কেন আপনাদেরকে ফলো করবে? আপনারা কি বিখ্যাত কেউ? নায়ক-নায়িকা বা এই জাতীয় কিছু?"

"প্রকৃতপক্ষে, এটা একটা ভালো প্রশ্ন। আমিও জানি না তারা আমাদেরকে কেন ফলো করছে। সত্যি বলতে, তাদের কাছে এমন কিছু আছে যা আমরা চাই।"

হ্যারল্ড ভাবলো যাক নেমে যাওয়ার প্রসঙ্গ চলে গেছে।

"তাহলে আমি এখানে নামিয়ে দেই। আপনারা গিয়ে খুঁজে বের করুন কে কাকে ফলো করছে।"

"এটা খুব একটা খারাপ হয় না," হ্যারল্ড বললো।

সারাহ্ অবাক হয়ে হ্যারল্ডের দিকে তাকিয়ে রইলো। "কি?" বলে সারাহ্ দ্বিধাভরে তাকিয়ে রইলো, যেন সে উত্তরটার জন্য ভয় পাচ্ছে।

হ্যারল্ড বলে উঠলো, "আমি একটি বুদ্ধি পেয়েছি।" তারপর ওয়ালেট বের করেই এক থোকা টাকা ড্রাইভারের দিকে বাড়িয়ে ধরলো। দেখলোও না ওখানে কত টাকা আছে। ড্রাইভারকে বেশ সন্তুষ্টই মনে হলো।

তারপর হ্যারল্ড ড্রাইভারকে বললো, "আমাদের আরেকটা উপকার করুন। খুব জোরে চালান। তারপর সামনে গিয়েই বা পাশে মোড় নেবেন।" এরপর রাস্তার সাইন দেখিয়ে বললো, "ফুলহ্যাম। তারপর আচমকা থেমে যাবেন। যত তাড়াতাড়ি পারেন ততোই ভালো।"

ড্রাইভার তার সদ্য পাওয়া অর্থের দিকে তাকিয়ে, 'আপনি যেমন বলেন' ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো।

তারপর ট্যাক্সি জোরে ছুটতেই হ্যারল্ড টের পেল গদিওয়ালা সিট হওয়া সত্ত্বেও তার পিঠ পেছনে জোরে বাড়ি খাচ্ছে। সে তাই নিচের সিট খামচে ধরে সামলাতে চাইলো। সামনে থেকে এগিয়ে আসা ক্যাবগুলোকে পাশ কাটাতে গিয়ে ড্রাইভার যতবার বাম পাশে হুইল ঘোরাচ্ছে, হ্যারল্ড ততবারই তার ডান পাশে বসে থাকা সারাহ্র সাথে গিয়ে বাড়ি খাচ্ছে। প্রতিবার মোড় নেয়ার সময় সারাহ্র উরু এসে হ্যারল্ডের হাতে লাগছে। গাড়িটি সোজা হবার পর হ্যারল্ড খুব নম্রভাবে সারাহ্র পাশ থেকে সরে আসতে চাইলো। যদিও আবার তার হাত সারাহ্র উরুতে আরেকবার

ধাক্কা খেল কিন্তু সারাহ্ এসবের দিকে কোন মনোযোগই ছিল না।

হঠাৎ করেই ড্রাইভার খুব জোরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ালো। হ্যারল্ড আর সারাহ্‌র সিট বেল্ট বাধা না থাকায় দু'জনই ড্রাইভারের পেছনের ডিভাইডারে এসে বাড়ি খেল। গাড়িটি থেমে গেছে।

গাড়ি থেকে বের হতে হতে হ্যারল্ড বললো, "এখানে একটু অপেক্ষা করুন।" তারপর বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কখন কালো গাড়িটিও একইভাবে মোড় নিয়ে তার সামনে এসে থামবে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি। কিছুক্ষণ পরই গাড়িটি মাঝখানের লেন দিয়ে যত জোরে সম্ভব আসতে লাগলো কিন্তু ক্যাবটির মতো করে এটার তো থেমে যাবার কোন পরিকল্পনা ছিল না। ফুলহ্যাম স্ট্রিটে এসে আরো জোরে চলছিল গাড়িটি।

হ্যারল্ড নিজের শরীরে এড্রেনালিনের গতি দ্রুত হচ্ছে অনুভব করলো। রাস্তায় নেমে তৎক্ষণাৎ এগিয়ে আসা গাড়িটির সামনে দাঁড়ালো সে। কি ঘটতে চাচ্ছে বুঝতে পেরে কালোর গাড়ির ড্রাইভারের চোখেমুখে সংশয় ফুটে উঠল। গাড়িটি এগিয়ে আসতে আসতে হ্যারল্ড তার পরিকল্পনা পুণরায় বিবেচনা করে নিল। যদি কালো গাড়িটি তাকে মেরে ফেলতে চায় তাহলে এটাই ভালো সুযোগ। তাকে যা করতে হবে তা হলো হুইল পায়ে চেপে ধরা আর হ্যারল্ড তার গাড়ির সামনে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। এটি একটি সাধারণ দূর্ঘটনা হিসেবেই ভাবা হবে। সত্যিটা কেউ কখনোই জানতে পারবে না। এগিয়ে আসা গাড়িটির সামনে হ্যারল্ড একটি শৈল্পিক খেলা খেলতে যাচ্ছে। তথ্যের জন্যই এত কষ্ট করা। হিসাব কষে এই ঝুঁকি নেয়ার পেছনে একটাই উদ্দেশ্য। খেলায় জিতে যাওয়া নয়; বরঞ্চ তার প্রতিযোগী সম্পর্কে জানা। আর যদি সে বেঁচে যায় তাহলে বোঝা যাবে কালো গাড়ির মানুষটি তাকে খুন করতে চায় না। আর এটাও কম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নয়। আর যদি সে মারা যায়.. যাইহোক হ্যারল্ডের মনে হলো যদি তাকে মারার কোন ইচ্ছে থাকতো তাহলে এলেক্সের মতো করেই মেরে ফেলত।

হ্যারল্ড স্পষ্ট দেখতে পেল কালো গাড়িটির ড্রাইভার শেষ মুহূর্তে ব্রেক কষে বাম পাশে নিয়ে গেল গাড়িটি। রাস্তায় মেটাল ঘষা খাবার তীক্ষ্ণ আওয়াজ এই ভরদুপুরের হাজারো ট্রাফিকের চিৎকারের মধ্যেও স্পষ্ট শোনা গেল। তারপর গাড়িটি ফুটপাতের উপর খানিকটা উঠে গিয়ে হ্যারল্ড থেকে কয়েক ফুট দূরে গিয়ে অবশেষে স্থির হয়ে গেল। হ্যারল্ড সরাসরি ড্রাইভারের সিটে বসা ছাগদাড়ির দিকে তাকালো। মানুষটি মনে হলো রাগে ফেটে যাচ্ছে। হ্যারল্ড হেসে ফেললো। মানুষটি তাকে খুন করতে চায় নি বরঞ্চ তাকে বাঁচানোরই চেষ্টা করেছে। হ্যারল্ড আস্তে আস্তে হেটে গিয়ে প্যাসেঞ্জার সিটের পাশের জানালা দিয়ে নক্ করলো।

অনেকক্ষণ ধরে কোন উত্তর এল না। গাড়ির ভেতরের মানুষটি বোধহয় বুঝতে পারছে না কি করতে হবে। তাদেরকে একটি গাড়িকে ফলো করতে বলা হয়েছিল। প্ল্যান পরিবর্তিত হলে কি করতে হবে তা তাদের মাথায় আসছে না।

যাক, অবশেষে প্যাসেঞ্জার সিটের পাশের জানালা খুলে কালো জ্যাকেট পরা এক মানুষের মুখ দেখা গেল।

শান্তমুখে মানুষটি হ্যারল্ডকে জিজ্ঞেস করলো, "হ্যা?"

"আপনার কাছে তো ডায়েরিটি নেই, তাই না?" খুব জোরে কথাটা বলে উঠলো হ্যারল্ড।

মানুষটি হেসে উত্তর দিল, "আপনার কাছেও নেই তাহলে।"

শিট! হ্যারল্ডের কাছে যেটুকু তথ্য ছিল সে তাও দিয়ে দিয়েছে কিন্তু এটার দরকার ছিল। যদি তাদের কারো কাছেই ডায়েরিটি না থাকে...

"আপনি এলেক্স কেলকে খুন করেন নি," প্রশ্ন নয় বরঞ্চ স্বগতোক্তির মত করে হ্যারল্ড বলে উঠল।

মানুষটি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, "আপনি নিশ্চিত এ ব্যাপারে?" তারপরই হঠাৎ করে কোটের পকেট থেকে একটি পিস্তল বের করে সোজা হ্যারল্ডের মুখের উপর ধরলো। ব্যারেলের দিকে তাকিয়ে হ্যারল্ডের মনে হলো পিস্তলটি অবিশ্বাস্য রকমের বড়।

দ্রুত চিন্তা করতে লাগলো সে। তাই তো, সে কিভাবে নিশ্চিত হলো এই মানুষটা তাকে খুন করতে চায় না? হ্যারল্ড আর কিছু ভাবতে পারলো না। সমস্ত যুক্তিবোধ ভেঙে পড়ছে। মাথা ঠাণ্ডা রাখো বাছা। ভয়ের কাছে শার্লোকিয়ান যুক্তিবোধ নতি স্বীকার করছে।

হ্যারল্ড তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, "আমার কাছে এটি নেই। ডায়েরিটি। আমি এটাও জানি না ডায়েরিটি কোথায় অথবা কে নিয়েছে।"

হঠাৎ করেই কালো গাড়িটি নড়ে উঠল। তারপর ঝাঁকি দিয়েই হ্যারল্ডের সামনে থেকে ফুটপাথ থেকে নিচে নেমে গেল।

হ্যারল্ড কালো গাড়ির ছাদের উপর দিয়ে তাকিয়ে ওপাশে সারাহ্‌কে দেখতে পেল। সে কিভাবে এখানে এল? হ্যারল্ড এও দেখলো সারাহ্ হাটু গাঁড়া অবস্থা থেকে পিছনের টায়ারের পাশ থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে। সে চাকা পাংচার করে দিয়েছে। আর সামনের চাকাও যে পাংচার করেছে তাতো বলাবাহূল্য।

তারপর হ্যারল্ডের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো, "ক্যাব, এক্ষুনি।"

পিস্তল ধরা মানুষটির দিকে তাকিয়ে হ্যারল্ড দেখলো সে হতবুদ্ধি হয়ে জায়গা থেকে নড়ে গেছে। এই সুযোগ। হ্যারল্ড যত জোরে সম্ভব ক্যাবের দিকে দৌড়

লাগালো। ট্যাক্সি ক্যাবের দরজা খুলেই পিছনের সিটে বসে পড়লো সে। আধা সেকেন্ডের মাঝে সারাহ্ও দৌড়ে এসে ঢুকলো সেখানে।

ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে হ্যারল্ড চিৎকার করে উঠলো, "দয়া করে জোরে ছুটুন। যেখানে ইচ্ছা সেখানে যান।"

ড্রাইভার বুঝতে পারলো যে জটিল কিছু একটা ঘটেছে। তাই কিছু জিজ্ঞেস না করেই গাড়ি ছোটালো।

হ্যারল্ড পিছন দিয়ে কালো গাড়ির দিকে তাকালো। গাড়ি থেকে কেউ বেরও হয় নি। কেউ তাদের পিছুও নিচ্ছে না। গাড়িটি বাম পাশে কাত হয়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

সারাহ্ তার হাতের তালুতে ধরা ছোট্ট ছুরিটা দেখালো। কালো কেসের মধ্যে ছোট্ট ফলাটি ভাঁজ করে তার হাতব্যাগে রেখে দিয়ে এমনভাবে হ্যারল্ডের দিকে তাকালো যেন কিছুই হয় নি। বললো, "তো কেমন কাজ করলো আপনার প্ল্যান?"

অধ্যায় ২১

আচেরন-এর তটভূমিতে ভার্জিল আর দান্তে

"তোমরা এখানে যারা এসেছ, সব আশা ছেড়ে দাও।"
–দান্তে অলিয়েঘিরি, *দ্য ডিভাইন কমেডি*

অক্টোবর ৩০, ১৯০০

ব্রামস্ট্রোকার অ্যালগেট স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে হাতে ধরা ছবিটির দিকে তাকালেন। পরিস্কার সাদা কাগজের উপর তিন মাথাওয়ালা কাকের ছবি। প্রতিটি মাথায় ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে, যেন তারা শিকার ধরার ধরার জন্য উদ্যত। চোখের জায়গা শূন্য একটি ফোটা দেয়া, যার মাঝে দিয়ে সাদা কাগজ দেখা যাচ্ছে। পাখাগুলো দেখে মনে হচ্ছে ছুরির একটি ফলা অথবা তুলির একটি আঁচড়। ছবিটি দেখে মনে হচ্ছে কোন হুমকির মতো। যুদ্ধংদেহী। খুনি।

ব্রাম আর্থারকে ছবিটি ফিরিয়ে দিলেন। আর্থার চুপচাপ দাঁড়িয়ে ব্রামের পরীক্ষা নিরীক্ষা দেখছিলেন কাগজটিকে নিয়ে।

"ভয়ংকর একটি পশুর মতো লাগছে ছবিটিকে দেখতে। আমি কখনো এরকম কিছু দেখি নি," ব্রাম স্বীকার করলেন।

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে আর্থারও সম্মতি জানালেন। "আমিও না। এটি কোথা থেকে আসতে পারে বা এর মানে কি, সে-সম্পর্কেও আমার কোন ধারণা নেই।"

"ভালো কিছু যে হবে না তা আমি বাজী ধরে বলতে পারি। তো তুমি এটা স্যালি নিডলিঙের রুমে খুঁজে পেয়েছ? আর ইয়ার্ডও একই ছবিই মরগ্যান নিমেইনের পায়ের ট্যাটু আঁকা অবস্থায় পাওয়া গেছে জানিয়েছে?"

আর্থার উত্তর দিলেন, "হ্যা। আর এরপর তুমি কি জানতে চাইবে আমি সেটাও বলে দিচ্ছি। স্যালি নিডলিংও কি তার পায়ে এই ছবির ট্যাটু আকিঁয়েছিল? উত্তর দিতে আমি ভয় পাচ্ছি, আমাদের জানা নেই। অকাজের কাজি ইয়ার্ডের লোকগুলো এটুকুও নোট করে রাখে নি যে স্যালির পায়ে কোন ট্যাটু আঁকা ছিল কিনা কিন্তু সে ভালো মেয়ে ছিল। বেশ সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে এসেছে। তাই হোয়াইট চ্যাপেলে তার মৃতুদেহ পাওয়াটাই পুলিশের যথেষ্ট ঝামেলার কারণ হয়েছে। মেয়েটির পিতা মাতার সম্মান বাঁচাতে হয়তো তারা পায়ে কোন ট্যাটু থাকার কথা স্বীকার করে নি। আর

নিজেদেরও বাঁচিয়েছে, এ ধরনের কারণে অনেক ঝামেলাই হতে পারে ভেবেছে হয়তো।"

"হুম, আমি বুঝতে পারছি, দিনে দিনেই তুমি ইয়ার্ডের উপর বিরক্ত হয়ে উঠছো," ব্রাম জানালেন।

"ওহ্ ঈশ্বর! বিশ্বাস করো, তারা অপদার্থ। আমি প্রায় দুটো খুনের সমাধানের কাজে অর্ধেক পৌছে গেছি। হতে পারে আরো বেশি। যেগুলোকে তারা বহু আগেই বাতিলের খাতায় ফেলে দিয়েছে। তারা একেকজন গোয়েন্দা হিসেবে জঘন্য।"

আর্থারের এ ধরনের মন্তব্যে ব্রাম হাসতে বাধ্য হলেন। বললেন, "এটা একদিকে ভালোই হলো। আমরা একজন মাস্টারকে তো পেলাম।"

আর্থার বিরক্ত হলেন। তিনি প্রায়ই লক্ষ্য করেছেন জটিল কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময়ই ব্রামের রসত্ববোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে কিন্তু তিনি আবার ইস্ট-এন্ডে যেতে চান আর এ তদন্তকাজে কারণে ব্রামের সাহায্য তার দরকার, তাই বিরক্তি চেপে রেখে চুপ করে থাকলেন। তারপর বলে উঠলেন, "আমি আশা করি মরগ্যান নিমেইন আর স্যালি নিডলিঙের পায়ে এই ট্যাটু যে এঁকে দিয়েছে সেই লোককে খুঁজে পাবো। এই মেয়েদের কাছে নিশ্চয়ই এই ট্যাটুর কোন জরুরি অর্থ ছিল। কেননা একই ছবি এঁকে তারা কাগজও ছাপিয়েছে, আবার অন্তত একজন হলেও চামড়াতে স্থায়ীভাবে এঁকে রেখেছিল সেটা। হতে পারে সে লোকটিকে তারা ট্যাটুর অর্থ বলেছিল। এই তিন মাথাওয়ালা কাকের গূঢ় রহস্য বলেছিল।"

ব্রাম এ পর্যায়ে জানতে চাইলেন, "তোমার মনে এই চিন্তার সম্ভাবনা কি কখনো এসেছে, হতে পারে খুনি লোকটি মেরে ফেলার পর মরগ্যান নিমেইনের পায়ে ট্যাটুটি এঁকেছিল।"

"ওহ্ ঈশ্বর! ব্রাম, এটা তো একটা ভয়ঙ্কর চিন্তা। তোমার মাথায় এটা আসলো কিভাবে? না, এ ধরনের কিছু আমি চিন্তা করি নি। প্রথমত ইয়ার্ডের লোকেরা তো বলে নি ট্যাটুটি দেখে খানিক আগে আঁকা মনে হয়েছে। এছাড়াও যদি স্যালি পায়েও একই ছবি আঁকা থাকতো, এ ব্যাপারে নিশ্চিত তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই এ কাকের মাথাওয়ালা ছবির সাথে যুক্ত কোনো কিছুতে জড়িত হয়েছিল। আর এক্ষেত্রে তারা স্যালির খুনেরও অনেক আগে থেকে জড়িত।"

"ভালই যুক্তি দেখিয়েছ, আর্থার, কিন্তু ট্যাটু আর্কিয়েকে কিভাবে খুঁজে পাবে কিছু ভেবেছ? লন্ডনে হাজারো মানুষ আছে যারা সমুদ্র দিয়েই জীবনধারণ করে আর গরম সুইয়ে কালি ভরে আঁকতেও পারে," ব্রাম উত্তর দিলেন।

এবার আর্থারের হাসার পালা। তিনি খানিকটা পিছিয়ে আশেপাশে তাকালেন। অ্যালগেট স্টেশনে দুপুর নেমেছে। বড় রাস্তায় শব্দ করে আর ভিড় করে চলেছে ক্যারিজগুলো। এক দঙ্গল কমবয়সী ছেলে একে অন্যকে আর ছুটন্ত ঘোড়াগুলোকে

ছোট ছোট কাঁচপাথর ছুড়ে মারছে। ভিক্ষুকেরা তাদের জং ধরা টিনগুলো নাড়ছে আর পকেটমাররা ভদ্র কোট পরা কাউকে দেখলেই নিঃশব্দে পিছু নিচ্ছে। দক্ষিণে ডক পর্যন্ত মৃত মাছের গন্ধ বাতাসে ভাসছে। আর্থার গভীরভাবে শ্বাস নিলেন। পুতিগন্ধময় বাতাস নিলেন বুক ভরে, আবার শব্দ করে বেরও করে দিলেন। তারপর বললেন, "এখন নিজেকে এই লোকটির জায়গায় বসাও। সে এখন কি করবে বলে মনে করো? অথবা আমাদের কেসের ক্ষেত্রে মেয়েটি এখন কি করবে?"

ব্রাম বিস্মিত হলেন, "তুমি কোথাও থেকে উক্তিটি নিয়েছ, তাই না?"

"হ্যা, *অ্যা স্টাডি ইন স্কারলেট* থেকে।"

"এটা তোমার নিজের একটি গল্প?"

"হুম। আর এটি একটি ভালো উপদেশ। তাই না? আসো।" এই বলে আর্থার ব্রামকে বড় রাস্তা ধরে স্টেশনের পূর্বদিকে নিয়ে যেতে লাগলেন। যেতে যেতে বললেন, "মনে করো তুমি একজন কমবয়সী মেয়ে। তাজা টগবগে ছাব্বিশ বছর বয়সী, বেড়ে উঠেছ উত্তরে। শহরে আসো মাঝেমধ্যে। হয়তো শপিং, থিয়েটার অথবা একটু আধটু ভোটাধিকার বিষয়ে লেকচার শোনার জন্য। তুমি আর তোমার গার্লফ্রেন্ড ঠিক করেছ শরীরে ট্যাটু করাবে। কিছু ফুটিয়ে তোলার জন্য। নির্দিষ্ট কিছু। কোথায় যাবে?"

"স্ট্র্যান্ডের দিকে। সেখানকার দোকানে মেয়েটি হয়তো খবর নেবে অথবা এমন কোন দোকানে সেখানে সে আগেও গিয়েছে। শহরে কে ট্যাটু আঁকতে পারে সে সম্পর্কে খোঁজ নেবে," ব্রাম উত্তর দিলেন।

"কাছাকাছি হয়েছে, কিন্তু পুরোটা সঠিক হয় নি। অন্যভাবে বলতে গেলে স্যালি স্ট্র্যান্ড ব্যতিত অন্য যেকোন জায়গায় যাবে। পরিচিত দোকানগুলোতে সে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে যাবে না। যদি তার পিতামাতা ট্যাটু সম্পর্কে জেনে যায়? তারা কি ভাববে? নরক নেমে আসবে।"

"কিন্তু কিছু দিন ধরেই তো শরীরে ট্যাটু করা কমন হয়ে গেছে। কয়েক বছর ধরেই আমি এমন কোন ব্রিটিশ নাবিককে দেখি নি যার বাহুতে কিছু আঁকা নেই। আর এমন না যে, আমি এসব গসিপে বিশ্বাস করি কিন্তু আমি এটাও শুনেছি ইয়র্কের ডিউক পর্যন্ত ট্যাটু করেছেন। মাল্টায় থাকাকালীন নাকি এটা হয়েছে।"

"হ্যা, হ্যা, অবশ্যই। অবশ্যই সব ধরনের বোকা লোকেরাই এসব কথায় আগ্রহী হবে কিন্তু একজন বদরাগী লোক যে সমুদ্রের কাজ করে আর ওয়েল্সের একজন বখে যাওয়া উত্তরাধিকারী যা করবে, সেটা যে পশ্চিম হ্যাম্পস্টেডের একজন আইনজীবির মেয়েও করবে এর তো কোন নিশ্চয়তা নেই। যদি স্যালি ট্যাটু করিয়ে থাকে সে গোপনেই করাবে।"

আর্থারের মনে হলো ব্রাম এ যুক্তিতে যথেষ্ট খুশি হয়েছে। "আর এ কারণেই সে

জাহাজঘাটে যাবে। সে যা করতে চায় তা গোপনেই করবে। যতই ভদ্রমহিলার মত না দেখাক ঘটনাটি। প্রতিবেশীর ভয়ে সে এটাই করবে।"

আর্থার খুশি হলেন ব্রামের উত্তরে। "হুম, সেটাই। এই তো বুঝেছ।"

কিন্তু ব্রামের মুখখানা কেমন অদ্ভুত হয়ে গেল। আর্থার বুঝতে পারলেন না কেন। আজকাল তিনি গোয়েন্দাগিরির কাজটিকে উপভোগ করতে শুরু করেছেন। এটি ইয়ার্ডের কাগজ হাতড়ে বেড়ানোর চেয়ে অনেক বেশি থ্রিলিং। কারো জন্য কিছু খুঁজে বের করা বেশ আনন্দের, এতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু সন্দেহবাতিকগ্রস্ত কোন দর্শকের কাছে একে বর্ণনা করা...যাইহোক, একজন গোয়েন্দার দর্শক দরকার। আর্থার অনুভব করলেন যতই দিন যাচ্ছে তিনি তার পুরনো হোম্‌সকে বুঝতে পারছেন। বলে উঠলেন, "আমাদের মেয়েটি এখন লন্ডনে এসেছে। ডক ইয়ার্ডে যেতে চায়। সে কোথায় যাবে?"

"কাছাকাছি স্টেশন বলতে ব্ল্যাকওয়াল, লাইনে, সাদওয়েল আর ফেনচার্চ স্টেশন। অথবা এর চেয়েও ভালো পূর্ব লন্ডন লাইনে ওয়াপিং স্টেশন," ব্রাম উত্তর দিলেন।

আর্থার স্বীকার করলেন ব্রাম ঠিকই বলেছে। "এভাবেই একজন শহুরে লোক সেখানে যাবে কিন্তু স্যালি নিডলিং তো শহুরে নয়, তাই না? ব্ল্যাকওয়াল লাইনে পৌঁছাতে ক্যানন স্ট্রিটের মাঝখান দিয়ে যেতে হবে। সত্যি কথা বলতে এই পথটি বেশ জটিল। আমার মতো একজনের পক্ষেও। আর জাহাজঘাটা সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। সে একজন সাধারণ মফস্বলের মেয়ে। তোমার কি মনে হয় না, সে রেলের ম্যাপ খুঁজে খুব সহজ কোন পথ বেছে নিতে চাইবে?" এই বলে আর্থার কোটের পকেট থেকে রেলের একটি ম্যাপ বের করলেন। হাতে মেলে ধরে বললেন, "এখানে দেখো! সে অবশ্যই গ্রেট নর্দান ধরে কিংস্ ক্রসে যাবে। তারপর সে এখানে অ্যালগেটে মেট্রোপলিটান লাইন ধরবে।"

"কিন্তু ডক ইয়ার্ডের কাছে তো মার্ক লেন স্টেশন পড়ে," ব্রাম বললেন।

"হ্যা, কিন্তু তাকে তো এটা জানতে হবে। আমার মনে হয় না সে এটা জানতো। এই ম্যাপ দেখো।" আর্থার হাটতে হাটতে থেমে গেলেন তারপর একটি সরাইখানার দেয়ালের উপর হাতের তালু দিলে ম্যাপটি সোজা করে ধরলেন। এরপর দেয়ালের ওপাশ থেকে শুনতে পেলেন গ্লাসে গ্লাসে ঠোকাঠুকির আওয়াজ। সুরটি বেশ চেনা মনে হলো। প্রতি সন্ধ্যায় মাতালেরা নোংরা গ্লাস নিয়ে এভাবেই গান করে আর কাঠের উপর তাল ঠুকে।

তারপর বলে চললেন, "ম্যাপে যেভাবে রাস্তাগুলো আঁকা আছে তাতে মনে হচ্ছে না মার্ক লেনের তুলনায় অ্যালগেট স্টেশনের ডকই মেয়েটির জন্য সুবিধা হবে? তুমি আর আমি যেখানে বাস করি সেখানে মার্ক লেন কাছে কিন্তু স্যালি নিডলিং যেভাবে

ভাববে তাতে অ্যালগেইট স্টেশন সহজতর হবে। সে ঠিক এখানকার চওড়া বড় রাস্তা টাই পছন্দ করবে। তারপর স্টেশন থেকে হেটে পূর্ব দিকে এসে বাণিজ্যিক রাস্তা ধরে ঠিক ডানপাশে মোড় নিয়ে লিমান-এ যাবে। সে এই পথেই ডকে যাবে, ওয়েলক্রস স্কোয়ার থেকে ডান পাশে। এসো আমার সঙ্গে!"

আর্থার তাড়াতাড়ি চলা শুরু করলেন। তার পিছনে রেলের ম্যাপটি ঘুড়ির মতো পত্‌পত্‌ করতে লাগলো। ব্রামও আর্থারকে ফলো করলেন। পকেটমার আর বারবনিতাদেরকে পাশ কাটিয়ে দুজনে সেন্টজর্জ এর দিকে এগিয়ে চললেন। যেতে যেতে আর্থার দোকানের সামনের অংশগুলো দেখতে লাগলেন : সিগারেটের দোকান, পাবলিক বাসা, শিপিং অফিস, বোর্ডিং হাউস। ওয়েলক্রস স্কোয়ারের কাছে পৌছে আর্থার পূর্ব দিকে মোড় নিচ্ছিলেন কিন্তু ব্রাম তার কাঁধে টোকা দিয়ে দক্ষিণে ডকগুলোর কাছে নিয়ে চললেন। সেন্ট জর্জ আর ওয়েল স্ট্রট থেকে কর্ণারে একদম ঠিক ওয়েলক্রস স্কোয়ারের নিচে যা খুঁজছিলেন পেয়ে গেলেন : ফার ইষ্টান স্পাইস মার্চেন্ট এর অফিস।

হাতে লেখা সামনের বোর্ডটিতে নাম ঝুলছে ট্যাং স্পাইস। আমদানী এবং রপ্তানি।

আর্থার চিৎকার করে উঠলেন, "আহা! একদম যথোপযুক্ত। ট্যাটু সম্পর্কে স্যালি কি জানতো, যে এই চিত্রকলাটি প্রাচ্য থেকেই এসেছে? সে নিশ্চিতভাবে প্রাচ্যদেশীয় কোন দোকান থেকে এটা করিয়ে নিয়েছিল।" এই বলে আর্থার সদর দরজা ঠেলে দোকানটির ভেতরে ঢুকে গেলেন। দরজা পার হবার সাথে সাথে ব্রাম এবং আর্থারের নাকে এসে ঝাপটা মারলো অদ্ভুত গন্ধ। তাদের কারোরই এজাতীয় বিষময় গন্ধের উৎপত্তি সম্পর্কে কোন ধারনা নেই। অদ্ভুত ধরনের এই গন্ধটি মনে হলো নাসারন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করে মাথাকে হালকা করে দিল। প্রতিক্রিয়া হলো ঘুম ঘুম ভাব আর অদ্ভুত আনন্দময়।

পেছনের রুম থেকে ছোটখাটো বয়স্ক একজন চায়নিজ বের হয়ে এলো। লোকটির মাথার উপর মাত্র এক প্রস্থ সাদা চুল আর পরণে নোংরা রোব, উজ্জ্বল কমলা রঙের দাগ লেগে আছে তাতে।

মানুষটি ফিসফিস করে বলে উঠলো, "স্যার, আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

আর্থার তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, "আপনি আমাকে যথেষ্ঠই সাহায্য করবেন আশা করি। আপনি কি কোন কারণে কালি নিয়ে কাজ করেন?"

বৃদ্ধ লোকটি অবাক হয়ে গেল। "কালি? আমি তো চীন থেকে কালি আমদানি করি না, স্যার।"

"আমদানি করার জন্য নয়। চামড়ায় আকাঁর জন্য। আমি ট্যাটু পছন্দ করি আর

আমি নিশ্চিত আপনার যে বয়স আপনি নিশ্চয় একের অধিক মানুষকে এই সেবা দিয়েছেন।"

বয়স্ক লোকটি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থেকে কাঁধ ঝাঁকালো। তারপর বললো, "আমার ভয় হচ্ছে আপনারা ভুল করেছেন। এখানে আমি মসলা বিক্রি করি। চামড়ার পেইন্টিং নয়।" তারপর হাঁড়সর্বস্ব ডান হাত উঠালো, আর হাতটি কাঁপতে লাগলো। তারপর হাতটিকে সোজা মেলে ধরলে আর্থার দেখতে পেলেন মানুষটির বাঁকা হয়ে যাওয়া আঙুল। "আমি একটিও আঁকতে পারি নি। যদি চেষ্টা করতাম তাও পারতাম না।" তারপর আবার মানুষটি হাত নামিয়ে নিল।

আর্থার বুঝতে পারলেন এই মানুষটি চিরস্থায়ী কোন দাগ ছাড়া কাস্টমারের চামড়ায় কোন ট্যাটু আঁকতে পারবে না। তাই বলে উঠলেন, "আমাকে ক্ষমা করুন।"

উত্তেজনা বের হয়ে আসলো দীর্ঘ শ্বাসের মতো করে। আর একটিও কোন কথা না বলে তিনি ব্রামকে নিয়ে দোকান থেকে বের হয়ে আসলেন। মাত্র কিছুক্ষণের জন্যই তারা ভেতরে ছিলেন কিন্তু বাইরে বের হওয়া মাত্রই দিনের আলো আর তাজা হাওয়া কেমন ধাক্কার মতো লাগলো। মসলার গন্ধ যেটি আর্থারের নাকে লেগে ছিল বাতাসের এক ঝাপটায় উধাও হয়ে গেল। তারপর এক মুহূর্ত পরে বলে উঠলেন, "কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি ব্রাম, তারা এপথেই এসেছিল। এপথটাই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত তাদের জন্য।"

ব্রাম উত্তর দিলেন, "এমনো হতে পারে নদী আর হোয়াইট চ্যাপেলের রাস্তার মাঝে কোন সাধারণ ঘরে কোন ট্যাটু আকিঁয়েকে সে খুঁজে পেয়েছিল। অথবা রাস্তা দিয়ে যাওয়া কোন নাবিককেও বলতে পারে কাজটি করে দেবার জন্য। সে কোথায় এসেছিল সেটা নিশ্চিত করে বলার কোন উপায় নেই, বন্ধু।"

আর্থার সমস্যাটি বুঝতে পারলেন। ব্রাম সঠিক বলছে? সত্যিই কি কোথায় উপায় নেই, মেয়েগুলোর চিন্তা-ভাবনা আর কাজ কর্ম সম্পর্কে তথ্য পাবার? যদি এটা সত্য হয় তাহলে গোয়েন্দাগিরির যে পদ্ধতি সম্পর্কে আর্থার দুই ডজনেরও বেশি গল্পে লিখেছেন তা প্রতারণামূলক হয়ে যাবে। সবটুকুকে জোড়া লাগানোর জন্য সবকিছু তার হাতে আছে। আর্থার সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাই ভাবতে চাইলেন। আর যদি তিনি এটি করতে না পারেন তাহলে গোয়েন্দা হিসেবে নয়, একজন লেখক হিসেবেও তিনি হেরে যাবেন। তিনি এবং হোম্‌স একত্রে হাতুড়ে ডাক্তার হিসেবে তলিয়ে যাবেন। আর্থারের পর্যবেক্ষণ বিজ্ঞান বা অনুমান বিজ্ঞান, অভিজ্ঞতার আদিমতম ভীতির উপর নির্ভর করে যুক্তি দাঁড় করানোর ক্ষমতা ভয়ংকর লজ্জা হিসেবে পরিগণিত হবে। এক পেনি মিথ্যা। এর চেয়ে বেশি এর কোন মূল্যই থাকবে না।

ওয়েলক্রস স্কোয়ারের ঠিক নিচে সেন্ট জর্জে দাঁড়িয়ে আর্থারের মাথায় আরেকটি অদ্ভুত চিন্তা এলো। তার পাঠকেরাও কি এভাবে চিন্তা করে? গল্পের মাঝখানে এসে হারিয়ে যাওয়া, কোথায় যাচ্ছিল সেটা বেমালুম ভুলে যাওয়া? আর্থার ভয়ংকর ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন ঘটনা যেভাবে ঘটছে তাতে তার উপর তার নিজের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কিভাবে পাঠকেরা আর্থারের উপর ভরসা রাখবে? যদি আর্থার তাদেরকে এমন দ্বিধায় ফেলে দেয়, যেখানে তারা আশা করে আর্থার তাদেরকে সন্তুষ্টজনক কোন উপসংহার উপহার দেবে কিন্তু কেমন হয় যদি শেষ পৃষ্ঠায় কোন সমাধান না থাকে? আবার কেমন হয় যদি সমাধানটি হয় অর্থহীন? কেমন হয় যদি পুরো বিষয়টি কাজ না করে? তার পাঠকেরা লাফ-ঝাঁপ করবে। তাই না? তারা তাদের সময় এবং অর্থ ব্যয় করেছে। আর লেখক এর বিনিময়ে তাদের কি দিয়েছে?

তিনি তাদেরকে বলতে চাইলেন আমি সব সময় তোমাদের দেখাশোনা করবো। আমি জানি এটি এখন অসম্ভব দেখাচ্ছে, কিন্তু কাজ করবে। তোমরা দেখতে পাবে না আমি কোথায় যাচ্ছি, কিন্তু আমি জানি। আর সবার শেষে এটি তোমাদের আনন্দই দেবে।

আমাকে বিশ্বাস করো। আর অনেকেই তাদের বিশ্বাস দিয়ে আর্থারকে সম্মানিত করেছে। তিনি পকেট থেকে ম্যাপটি বের করে মেলে ধরে ফুটপাথে বসে পড়লেন।

ব্রামকে অসন্তুষ্ট দেখালো। বললেন, "আর্থার, নিচে নোংরা আছে।"

"তার কাছে কোন সূত্রই ছিল না সে কোথায় যাচ্ছে। আর এটাই আমাদের চাবিকাঠি। যদি তুমি এ অঞ্চল সম্পর্কে কিছু না জানো তুমি কোথায় যাবে?" আর্থার এমনভাবে ম্যাপের উপর আঙুল রাখলেন মনে হলো যেন এটি ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখা। "আমরা মেট্রোপলিটান স্টেশন থেকে সোজা ডকে এসেছি আর রাস্তায় আমি আর কোন মসলার দোকান দেখি নি।" আর্থার আবার ম্যাপের দিকে তাকালেন। "আমরা সরাসরি ডকে এসেছি। সরাসরি। এটাই সেটা!"

ব্রাম অধৈর্য হয়ে গেলেন। "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, তুমি কি বলছো?"

"আমরা সরাসরি রাস্তা দিয়ে ডকে এসেছি। কারণ তুমি জানো কিভাবে এখানে আসতে হবে কিন্তু স্যালি নিশ্চয় জানতো না। মনে কর কিভাবে আমি ওয়েলক্রস স্কোয়ারের কাছে এসে বাম পাশে চলে গিয়েছিলাম?"

ব্রাম একে একে মেলাতে লাগলো। "হ্যা। রাস্তাটি শুরু হয়েছে এই দিকে কিন্তু এটি সত্যিকারভাবে ডকের দিকে যায় নি। এটি পূর্ব দিকে গেছে এবং ক্যাবল স্ট্রিটে যাবার বিকল্প পথ।"

মহা উত্তেজিত হয়ে আর্থার বলে উঠলেন, "কিন্তু আমি এটা জানতাম না। যদি তুমি আমাকে না শুধরে দিতে তাহলে আমি স্কোয়ারে চলে যেতাম।" তিনি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আরেকটু হলেই প্রায় বিশাল ফোর হুইলারের নিচে চাপা

পড়তেন। কয়েক ইঞ্চির জন্য মাত্র ঘোড়াগুলো তাকে মিস করলো। ক্যারিজের চালকটি গালি দেবার মতো কিছু বলে উঠলো চিৎকার করে। যদিও সেটা শোনার মতো অবস্থায় ছিলেন না আর্থার। তিনি ঘুরেই উত্তরে লেমান স্ট্রিটের দিকে ছুটতে লাগলেন, ডকের থেকে আরো দূরে। ব্রামও ঠিক তার পিছু একইভাবে দৌড় লাগালেন। ওয়েলক্লস স্কোয়ারের মাঝখানে বাম পাশে নেপচুন স্ট্রিট জেলখানা থেকে আর দুই তলা উঁচুতে উঠে গেছে ড্যানিশ চার্চ। স্কোয়ারের পূর্ব পাশে, লন্ডন স্কুলের পাশে মেথোডিস্ট নাবিকদের চার্চ দ্বারা পরিচালিত নাবিকদের একটি আখড়া আছে। স্কোয়ারের নিচের বাসিন্দাদের দেখে আর্থার ভাবতে বাধ্য হলেন যে ইস্ট-এন্ডও স্কোয়ারের অদ্ভুত গঠনরীতির মতই গীর্জা তারপর জেলখানা, তারপর বস্তি, গীর্জা। জেলখানা, বস্তি।

গাঢ় বর্ণের নাবিকদের ভিড়ে আর্থার আরেকটি প্রাচ্যদেশীয় দোকান খুঁজে বের করলেন স্কোয়ারের মাঝে। তারপর আগ্রহসহকারে এর ভেতরে গেলেন।

কিন্তু দোকানের দোকানি তাকে পূর্বজনের তুলনায়ও কম সাহায্য করলো। পূর্ব-দেশীয় হওয়া সত্ত্বেও মানুষটি ট্যাটু সম্পকে কিছুঁই জানে না। আর্থার হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।

"আমি এটা সহ্য করতে পারছি না, ব্রাম। আমরা যুক্তি দিয়ে এই পথে এসেছি। আমার যুক্তি মিথ্যে হবার কোন কারণ নেই। আমি যে পথের কথা বর্ণনা করেছি তা নিয়মমাফিক আর ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেভাবে দুই আর দুই যোগ করলে চার হয়। স্যালি ঠিক সেভাবেই সত্যি এই স্কোয়ারে এসেছিল। এটা মিথ্যে হবার কোন উপায়ই নেই।"

আর্থার আবারো ভেজা মাটির উপর বসে পড়লেন। নাবিকদের বোর্ডিং হাউজের পাশের দেয়ালের গায়ে ঠেক দিয়ে বসলেন। মাথার উপরে দুটি ছোট ছোট জানালা দেখা গেল। জানালার পাশে কাঠের নোটিশবোর্ডে এই বোর্ডিং হাউজের নিয়ম কানুন ঝুলছে একটিতে লেখা "নাবিকদেরকে স্বাগতম।" "প্রাচ্যদেশীয়দের স্বাগতম," "এখানে অ্যালকোহল নিষিদ্ধ," অন্যান্য নোটিশ বোর্ডে ঝুলছে। ভেতর থেকে উজ্জ্বল একটি আলো আসছে। নোটিশ বোর্ডগুলোকে আলোকিত করছে আর আর্থারের টুপির পেছনটাও লাল আলোতে আলোকিত হয়ে উঠেছে।

ব্রাম আর্থারের সামনে দাঁড়িয়ে দুঃখিদুঃখি চেহারা করলেন।

"আমি দুঃখিত, বন্ধু। সম্ভবত টাওয়ার আর পূর্ব লন্ডনের বস্তিগুলোর কোথাও যুক্তিবোধ হারিয়ে গেছে আর এক ধরনের পাগলামী আমাদের তাড়া করে ফিরছে।" ব্রাম আরো বলে চললেন, "চল, আমরা বাসায় ফিরে যাই। রাতের জন্য বিশ্রাম দরকার। তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আগামীকাল নিশ্চয়ই তোমার মাথায় নতুন কোন সম্ভাবনার চিন্তা উদয় হবে যেটা..." ব্রাম আচমকা চুপ করে গেলেন। তার পরবর্তী

শব্দগুলো মুখের ভেতর থেকে বের হবার আগেই তিনি তাদেরকে গিলে ফেললেন। তারপর এমন এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হলো ব্রামের মুখে যা আর্থার আগে কখনো দেখেন নি।

তিনি ব্রামকে জিজ্ঞেস করলেন, "ব্রাম? কিছু হয়েছে?"

"ওহ ঈশ্বর, চুলায় যাক সব।" ব্রাম অবিশ্বাস্য রকম উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

আর্থার মাথা নেড়ে দেয়াল ঠেস দিয়ে কোলের উপর হাত রাখলেন। তিনি বন্ধুকে শান্ত করার জন্য বললেন, "আমি জানি আমরা এখানে অনেক নাবিকদের মাঝে আছি কিন্তু এর মানে এই না যে, তুমি এভাবে কথা বলবে।"

ব্রাম দাঁত কিড়মিড় করে উঠলে আর্থার চিন্তায় পড়ে গেলেন। ব্রাম কি হঠাৎ করে হুশ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলল নাকি?

ব্রাম হাসতে হাসতে বলে উঠলেন, "আর্থার, ওঠো। আমি আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না।"

মাথা ঝাঁকিয়ে আর্থার উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হাত দিয়ে কোট থেকে ধূলা ঝাড়তেই ব্রামের পরবর্তী নির্দেশ এলো, "এখন পেছনে ঘোরো।"

আর্থার পেছনে ঘুরে নাবিকদের বোর্ডিং হাউজের দিকে তাকালেন।

আর্থারের চেহারা থেকে ছয় ইঞ্চিরও কম দূরত্বে কাগজ আর কালি দিয়ে আঁকা তিন মাথাওয়ালা কাকের ড্রইং ঝুলছে। কাঠের একটি প্ল্যাকার্ড যেটাতে লেখা "প্রাচ্যদেশীদের স্বাগতম," তার গায়ে ছবিটি আটকানো। এই ড্রইংটি আর আর্থারের কোটের পকেটে রাখা ড্রইং দুটি হুবহু এক।

ব্রাম চালাকির সুরে বলে উঠলেন, "আমি দেখতে চাই, শার্লোক হোম্‌স কাজটি করেছে।"

আর্থার নিজের জয়ের দিকে কেমন বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইলেন। শান্তভাবে ব্রামকে বললেন, "আসো আমার সঙ্গে।"

আর্থার ব্রামকে নিয়ে মেথোডিস্ট নাবিকদের বোর্ডিংহাউজে এসে পৌছালেন যতক্ষণ পর্যন্ত না চার্চ থেকে দূরে পাশ দিয়ে ঢোকার কোন জায়গা পেলেন। বিল্ডিঙের বাইরের দেয়ালেও আরো কিছু প্ল্যাকার্ড ঝুলছে। প্রাচ্যদেশীয় অক্ষর দিয়ে এসব ছবি আঁকা হয়েছে; তুলির জটিল আঁচড় দিয়ে। আর্থারের মনে পড়ে গেল এলউইক দূর্গের বাইরে থাকা ছবির কথা।

আর্থার কি খুঁজে পেয়েছেন বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে বলে উঠলেন, "প্রাচ্যদেশীয় নাবিকদের জন্য তাদের ঘরের ব্যবস্থা ভিন্ন। তারা এখানে পেনির বিনিময়ে থাকতে পারে যতক্ষণ তাদের জাহাজ, ঘাটে থাকে। তাই ছোট্ট একটা কমিউনিটি গড়ে উঠেছে এখানে। নাবিকেরা একে অন্যের সাথে জিনিসপত্র বিনিময় করে।

অ্যালকোহল, সিগারেট, আফিম,তাজা পাইপ ইত্যাদি। ফলে স্বাভাবিক, এসব বাসায় ট্যাটু আঁকিয়ে থাকবে।"

আর্থার বিল্ডিঙের ভেতরে প্রবেশ করতেই তুমুল শব্দ শুনতে পেলেন। প্রাচ্যদেশের সব ধরনের পোর্ট থেকে আগত নাবিকেরা চিৎকার করে একে অন্যের সাথে কথা বলছে, অভিশাপ দিচ্ছে আর গুন গুনও করছে। এক কোণে মানুষের এক দঙ্গল পড়ে আছে। কেউ তিন ফুটওয়ালা পাইপ থেকে আফিম টানছে, অন্যরা ইতোমধ্যেই বেহুশ হয়ে একে অন্যের পায়ের উপর পড়ে আছে। দু'জন বিশালদেহী টাকমাথা প্রাচ্যদেশীয়র হাতে বোতল ধরা, সেখান থেকে ভয়ংকর এক ধরনের তরল ভরছে তারা সিরিঞ্জে। বোতলগুলো ছোট। গায়ে লেখা "ফ্রাইডরিখ বিয়ার অ্যান্ড কোম্পানি। ছোট বাচ্চার কাশি নিরাময়ের জন্য খাঁটি হিরোইন।" পাশেই আরেকটি গ্রুপ একই কাজ করছে মরফিনের বিশাল একটি জগ নিয়ে। আর্থার জরিপ করে দেখলেন যে, হিরোইন এসেছে জার্মানি থেকে, মরফিন ইংল্যান্ড থেকে, আফিম চীন থেকে, এই মুক্ত বাণিজ্যের ফলে সবাই অচেতন হয়ে পড়ে আছে।

আর্থার মনে মনে ভাবলেন স্যালি আর মরগ্যানও একই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল। দুটো নিষ্পাপ কুমারী স্টিকস নদী পার হতে এসেছিল। তিনি যত জোরে সম্ভব চেঁচিয়ে বলে উঠলেন। ব্রাম কৌতুক ভরে উত্তর দিলেন। "তুমি যদি ভার্জিল হও, আমি কি দান্তে?"

আর্থার উত্তর দিলেন, "আমার বিশ্বাস এর উল্টোটাই সঠিক।"

কালো কাপড় পরা এক কর্মচারী আর্থার আর ব্রামের সামনে এসে দাঁড়ালো। হালকা পাতলা গড়নের সাদা চামড়ার মানুষ; কথায় স্কটিশ উচ্চ-ভূমির টান; একটু হেসে জিজ্ঞেস করলো, "কোন জাহাজ তোমাদের দু'জনকে আমার দরজায় নিয়ে এসেছে?"

"চারণের ভেলা সম্ভবত কিন্তু এখন এ কথা থাকুক।" কর্মচারীটি হয়তো ব্রামের উত্তরের কোন অর্থ বের করতে পারলো না কিন্তু মুখেও কিছু প্রকাশ করলো না। "আমরা কিছু তরুণী মেয়েদের খুঁজছি।"

কর্মচারীটি বলে উঠলা, "তোমাদের আগে আরো অর্ধেক লোকও তাই চায় কিন্তু তাদের কাছে অর্থ আছে, আমার সন্দেহ আছে যে তোমাদের কাছে..." এই বলে লোকটি আর্থার আর ব্রামের উপর থেকে নিচু পর্যন্ত তাকালো। তাদের পালিশ করা জুতা, সম্ভ্রান্ত টুপি। তারপর আবার বলে উঠলো, "আমার নাম পেরি। আমি হয়তো যা খুঁজছেন তা জোগার করে দিতে পারবো।"

আর্থার উত্তর দিলেন, "ধন্যবাদ কিন্তু আজ রাতে এখানে আছে এমন কাউকে

আমরা খুঁজছি না। কয়েক মাস বা এক বছর বা তারো আগে এসেছিল এমন এক জোড়া মেয়েকে খুঁজছি। তারা আপনার আবাসিক ট্যাটু আঁকিয়েকে দিয়ে ট্যাটু আঁকিয়েছিল।"

পেরি ভ্রু কুঁচকে ফেললো। যে আশা করেছিল এই দুই ভদ্রলোকের কাছ থেকে বেশ কিছু লাভ করতে পারবে। পেছনের দরজা দেখিয়ে বলল সে, "আপনারা তাকে পেছনে খুঁজে পাবেন। আর কাজ শেষ হবার পর আমি দেখবো আপনাদেরকে কোন কিছুতে আগ্রহী করে তোলা যায় কিনা।"

বড় রুম যেখানে আর্থার আর ব্রাম দাঁড়িয়েছিল তার থেকে অপেক্ষাকৃত শান্ত একটি রুম যেখানে তারা যাচ্ছেন। আলাদা করা হয়েছে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ভেলভেটের একটি পর্দা দিয়ে। এর মাঝেমাঝে আবার পাইপের আগুন থেকে সৃষ্ট ধোঁয়ার পর্দা। ব্রাম পর্দাকে এক পাশে সরিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। ধোঁয়ার কুন্ডুলি এখানে খানিকটা হালকা আর দেয়ালে কিছু ফুট পর পরই মোটা হয়ে মোম লেগে আছে। রুমের মাঝখানে কুশনের একটি টেবিলে একজন বিদেশী নাবিক শার্ট খুলে চামড়ায় ধূসর গাছ আঁকার জন্য শুয়ে আছে। টেবিলের উপর পেট চেপে, আলোর দিকে পিঠ দিয়ে নাবিকটি শুয়ে আছে। নাবিকটির পিঠে আর হাতে আগে থেকেই আরো রঙ্গিন সব ছবি আঁকা আছে। পাশে থেকে দেখা যাচ্ছে সব।

নাবিকের সামনে ট্যাটু আঁকিয়ে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে। জাপানিদের মাঝে এত লম্বা কাউকে আর্থার আগে কখনো দেখেন নি। লোকটির মাথা সম্পূর্ণ কামানো আর সারা মাথা জুড়েই বিভিন্ন নকশার ট্যাটু আঁকা রয়েছে। আর্থার আর ব্রামের দিকে তাকাতেই তারা দেখতে পেলেন যে রঙ্গিন সব নকশা গলা বেয়ে কান থেকে কপাল পর্যন্ত উঠে গেছে।

ট্যাটু লোকটির পরণে কাজ করার মতো পোশাক : উলের জ্যাকেট আর সাদা শার্ট। লম্বা চিকন মাথাওয়ালা একটা সুই হাতে ধরে সরাসরি ব্রামের দিকে তাকিয়ে লোকটি কথা বলছে।

"বাইরে অপেক্ষা করুন ভদ্রমহোদয়।" উচ্চারণে স্পষ্ট," লন্ডনের জাহাজ-ঘাটার টান। প্রাচ্যদেশীয় ভাষার কোন প্রভাব নেই। গভীর তার গলার স্বর।

আর্থারের মনে হলো লোকটার ভেতরটাও হয়তো বাইরের মতই পোড়া। তিনি কিছু বলার আগেই ব্রাম আর্থারের কোট ধরে টান দিলেন। তারপর আর্থারের কোটের পকেট থেকে তিন মাথাওয়ালা কাকের ছবি বের করে লোকটির মুখের সামনে ধরলেন। কোন কথা বললেন না। লোকটি অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল। আর্থার দেখতে পেলেন লোকটির চোখে সম্মতিসূচক ভাব ফুটে উঠেছে। একই সাথে নিজের কাজের প্রতি গর্ববোধও।

"এই যে, এখানে! আমরা কি কাজটা শেষ করতে পারি?" টেবিলে শুয়ে থাকা নাবিকটি চিৎকার করে উঠলো।

কাস্টমারকে অবজ্ঞা করে ট্যাটু আঁকিয়ে জিজ্ঞেস করে উঠলো, "আপনারা এটা কোথায় খুঁজে পেয়েছেন?"

"এক তরুণীর মৃতদেহে। তার পায়ে আঁকা ছিল।"

"মৃতদেহে? ঐ মেয়েদের একজনকে কেউ মেরে ফেলেছে?"

মেয়েদের একজনকে? কাকে? আর্থার ভাবলেন কিন্তু চুপচাপ রইলেন।

ব্রাম উত্তর দিলেন, "হ্যা।"

"কে?"

ব্রাম এক মুহূর্ত ভাবলেন। ট্যাটু আঁকিয়ে লোকটি পিছিয়ে গেল রুমের এক কোণে রাখা ছোট যন্ত্রপাতি রাখার টেবিলের কাছে। আর্থার দেখতে পেলেন সারা টেবিল জুড়েই ডজনে ডজনে সুই ছাড়িয়ে আছে। পাতলা, তীক্ষ্ণ সব ধরনের। কিছু আছে সোজা কাপড় আটকানোর পিনের মতো। আবার কিছু আছে বাঁকা আর লম্বা, সি গালের ঠোঁটের মত। ট্যাটু আঁকিয়ে বিপজ্জনকভাবে তার সুই ঝাঁকালো।

ব্রাম বললেন অবশেষে, "আপনি নন।"

লোকটি হেসে ফেললো। তারপর কাস্টমারকে বললো, "ঠিক আছে তুমি এখন যাও। আমি আমার বন্ধুদের সাথে এখানে কিছু সময় কাটাতে চাই।"

হাত-টাত নেড়ে কাস্টমার লোকটি তার অসন্তোষ প্রকাশ করে চলে গেল। যেতে যেতে বদলোকটি আবার ব্রামের জুতার উপর থু তু ফেলে গেলেও ব্রাম তেমন ভ্রুক্ষেপ করলেন না।

আর্থার বুঝতে পারলেন তদন্তের অগ্রগতির জন্য তাকে এখনই প্রধান ভূমিকা নিতে হবে। তাই জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কিছু দিন আগে একদল মেয়ে অথবা অন্তত পক্ষে দু'জনের পায়ে একসাথে ট্যাটু এঁকেছেন?"

ট্যাটু আকিঁয়ে লোকটি উত্তর দিল, "হ্যা। এক বছরের বেশি হয়ে গেছে। নকশাটা খুব সহজ ছিল। শুধুমাত্র সেসব বিবর্ণ, ছোট পায়ের উপর কালো কালি দিয়ে ছবি আঁকা, আর কিছু না। আমি ব্যবহার করেছি..." লোকটি থেমে গিয়ে যন্ত্রপাতি রাখার টেবিলের কাছে গিয়ে মাঝারি মানের একটা সুই তুলে নিয়ে আর্থারের দিকে বাড়িয়ে দিল। "এটা।"

আর্থারের হাতের তালুতে একে দেখতে অসম্ভব হালকা লাগছিল। আইভরি দিয়ে সুইটি বানানো হয়েছে আর কয়লার একটি পেন্সিলের মতই চওড়া। আর্থার চোখ তুলে দেখতে পেলেন ট্যাটু আঁকিয়ে লোকটি আর্থারের দিকে তাকিয়ে আছে কিছু শোনার অপেক্ষায়। এমন কোন কারিগর নেই যে তার যন্ত্র নিয়ে গর্ব করে না।

"এটা খুব সুন্দর একটি যন্ত্র," আর্থার স্বীকার করলেন।

"আমি নিজে এটা বানিয়েছি। কিয়েটো'তে।" বলেই লোকটি কাঁধ ঝাঁকালো। চোখে পানি জমে গেল তার। খানিকক্ষনের জন্য স্মৃতিকাতর হয়ে গিয়েও লোকটি দ্রুত আবার বাস্তবে ফিরে এলো। "সেবারই প্রথম একদল মেয়ে একই ধরনের ট্যাটু আঁকাতে এসেছিল। আমি তাদের চারজনের পায়েই একই রকমের কাক এঁকে দিয়েছিলাম।"

আর্থার পুণরায় জানতে চাইলেন। "চারজন?"

ঠিক তাই। একসাথে চার জন মেয়ে একটা কাগজের উপর কাকের ড্রইং নিয়ে এসেছিল। যেমনটা আপনার হাতে ধরা আছে এখন।"

"তাদের নাম বলতে পারেন?"

"ঠিক আছে, দেখছি। আমার ব্যাঙ্কবুকটা দেখতে দিন। আমার মনে হয় তারা প্রত্যেকেই আমাকে একটা করে চেক দিয়েছিল।"

"আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু ড্রইংটার মানে কি? এরকম নকশা আমি আমার জীবনে দেখি নি। তিন মাথাওয়ালা কাকের অর্থ কি? কোথা থেকে এটি এসেছে?" আর্থার জানতে চাইলেন।

"আমি সঠিকভাবে বলতে পারবে না। মনে হয় না, এটি খোদ শয়তান? মেয়েরা তাদের সাথে কাগজ নিয়ে এসেছিল আর আমাকে বলে দিয়েছিল তারা কেমন চায়। চামড়ায় আঁকার আগে আমি কাগজের উপর কয়েকবার প্র্যাকটিস করেছি। এই জায়গার বাইরে আমি একটা ঝুলিয়ে রেখেছি, দেখেছেন? আমার প্র্যাকটিস ড্রইঙের একটা সেটা। আমি এটা পছন্দ করে ফেলেছি কিন্তু মেয়েরা কখনো বলে নি এর অর্থ কি।" আঁকিয়ে লোকটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়ে ফেললো। "কিন্তু আপনি জানেন আমি দেয়ালে ঝুলানোর পর থেকে নাবিকেরা এর সম্পর্কে জানতে চাইতো। জাহাজ থেকে নেমে তারা এটা দেখতো আর বলতো আমাকেও এই নকশা এঁকে দাও। ক্রমেই এটা জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। আমার মনে হয় না তারা কেউ আমার চেয়ে বেশি এটার অর্থ জানে কিন্তু এটি বেশ মজার একটি নকশা, আর এটা আমার ব্যবসা বাড়িয়ে দিয়েছে।"

"মেয়েরা আপনার দোকানে যতক্ষণ ছিল কি নিয়ে কথা বলছিল?"

"আমার ঠিক মনে নেই। অনেক ধরনের কথা বলেছিল। তারা বেশ উচ্ছল ছিল। আবার সুইয়ের ব্যথার ভয়ে একটু নার্ভাসও ছিল। প্রথমবার এসে মানুষ দু' ধরনের আচরণ করে এখানে। হয় তারা ভয় পেয়ে একেবারে চুপ হয়ে যায় অথবা কথা বলতে বলতে আমার কানের পোকা নেড়ে দেয়। আবার কেঁদে ফেলে সুইয়ের খোঁচায়। মেয়েদের সবাইকে ডাবল ডোজ দিতে হয়েছিল।" তারপর মানুষটি তার টেবিলে রাখা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ দেখালো।

আর্থার জানতে চাইলেন, "মরফিন?"

আঁকিয়ে লোকটি মাথা নাড়লো। বললো, "পরে আমি এর সাথে আমদানি করা হিরোইন মেশাই। এটা নিলে মরফিনের তুলনায় কম মাথা ঘোরায়।"

"আমরা মনে করছি এই মেয়েগুলো কোন ক্লাব বা এরকম কোন সংগঠনের সদস্য। আপনি কি মনে করে দেখবেন তারা নারী ভোটাধিকার নিয়ে কিছু বলেছিল কিনা?"

"এর মানে কি?"

"কিছু মনে করবেন না," ব্রাম বলে উঠলেন, "তারা বলেছে এরকম কোন কথা কি মনে আছে? এমনকি ছোট্ট কোন শব্দ বা বাগধারা হলেও অনেক উপকার হবে।"

আঁকিয়ে লোকটি মাথার উপর হাত রেখে ভাবতে লাগলো। টাক মাথার উপর কয়েকটা টোকাও মারলো। ঘড়িতে টিক-টিক করার মতো শব্দ হলো এর ফলে। অবশেষে বলে উঠল, 'একটি কল,' 'ফসেট।' "

আর্থার আর ব্রাম দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

ব্রাম জিজ্ঞেস করলেন, "একটি কল?"

"হ্যা। জঘন্য না? আমিও জানি। এই কারণেই মনে আছে। তাদের একজন কোন একটা কৌতুক করছিল অন্যজন বলছিল, কল এটা বলো। আর তারা সবাই একসাথে কলকল করে উঠছিল। মরফিনের কারণে এমনটা হতে পারে। অল্পবয়সি মেয়েরা। ওদের একেকজনের ওজন ছয়-সাতটা পাথরের বেশি হবে না। হয়তো আগে কখনো অ্যানেশথেশিয়া নেয় নি। যাইহোক, তারা বেশ মুখর ছিল।"

"একটি কল সম্পর্কে কথা বলছিল?"

"কল এটা করছে দেখতে পারলে আমার ভাল লাগবে। অথবা কল এখন কি বলবে? আর তারপর ড্রিপ-ড্রিপ-ড্রিপ। আর এমনভাবে হাসছিল মনে হচ্ছিল মেঝেতে গড়াগড়ি খাবে।"

ব্রামের চোখেমুখে হতাশা ফুটে উঠলো, "এর মানে কি?"

আর্থার উত্তর দিলেন, "এর অর্থ, এসব মেয়েরা জাতীয় নারী ভোটাধিকার সোসাইটির সদস্যদের নিয়ে মজা করছিল।"

আঁকিয়ে লোকটি পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেল। সে আর ব্রাম মুরগির মতো গলা উঁচু করে ভ্রু কুঁচকে আর্থারকে দেখতে লাগলো। ব্রাম জানতে চাইলেন, "তুমি কিভাবে বুঝলে এটা?"

"কারণ তোমাকে আফিম দেয়া হলে এমন জিনিসও তোমার কাছে হাস্যকর লাগবে, যা সত্যি না। এমনকি খারাপ কথা ও। এর অর্থ মেয়েরা এনইউডব্লিউএসএস-এর নেতার প্রতি ততটা সম্মান দেখায় না, যার নাম মিলিসেন্ট ফসেট।"

"আর্থার, ওহ্ ঈশ্বর! হোম্‌সের জন্য আজকের দৌড়াদৌড়ি সার্থক। আমারও অস্বস্তি হচ্ছে বলতে আমিও এই মিলিস্টে ফসেটের নাম কখনো শুনি নি।"

আর্থার মাথা ঝাঁকালেন আর ভাবলেন তিনিও যদি কখনো এই নারীর নাম না শুনতেন ভালই হতো।

"আমি যে এডিনবার্গ থেকে সংসদে যেতে চেয়েছিলাম সে কি তোমার মনে আছে?"

"অবশ্যই।" ব্রাম প্রশ্ন শুনে বিস্মিত হয়ে গেলেন।

"এটা মনে আছে, আমার মনোনয়ন বাতিল হয়ে গিয়েছিল কেননা পোপের প্রতি আমার সহানুভূতি আছে এ ধরনের একটি গুজবের কারণে?"

"হ্যা। ওগুলো বেশ জঘন্য ছিল। একেবারেই অর্থহীন।"

"ঠিক তাই। আর মিলিসেন্ট ফসেটই ওসব ছড়িয়েছে।"

অধ্যায় ২২

দি গ্রেট হায়াতাস্

"সম্ভবত শার্লোক হোম্স রহস্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাতটি হলো তার সম্পর্কে কথা বলতে গেলে আমরা তার অস্তিত্বের কল্পনাতে হারিয়ে যাই।"
টি. এস. এলিয়ট, *রিভিউ অব দি কম্প্লিট শার্লোক হোমস্ শর্ট স্টোরিজ*, ১৯২৯

জানুয়ারি ০৯, ২০১০

হ্যারল্ড আর সারাহ্ রাস্তার ধারের একটা ইন্টারনেট ক্যাফেতে বসে কফিতে চুমুক দিতে দিতে দুটি কম্পিউটারের পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের কয়েকটা কম্পিউটার পরেই বা পাশে এক ভারি চেহারার, বয়স চল্লিশের লোক অনলাইনে পর্নো ছবি দেখছে।

হোটেলে ফেরার নিরাপত্তা নিয়ে তর্কবির্তক হয়ে গেছে ক্যাবে বসে বসে। চালকও তাদের তর্ক শুনছিল আর এর বিনিময়ে কি পাবে ভাবছিল। পরিশেষে হ্যারল্ড আর সারাহ্ দুজনেই এ বিষয়ে একমত হলো যে, কালো গাড়ির লোকটির ছাগদাড়ি ছিলো আর তার সহযোগিরা যাদের হাতে বন্দুক ছিল অবশ্যই তাদের পরিচয় জানে। কে জানে কবে থেকে মানুষগুলো তাদের ফলো করছিল। হোটেলটি তাই নিরাপদ মনে হল না। তাই প্রথম কাজটি করার জন্য মানে, এলেক্স কেলের ফ্ল্যাট থেকে পাওয়া ফ্ল্যাশ ড্রাইভে কি আছে দেখার জন্য ক্যাবের চালক তাদেরকে কেনসিংটন ইন্টারনেট ক্যাফেতে নামিয়ে দিল। এখানেই এখন তারা ড্রাইভের ফাইলগুলো দেখছে।

হ্যারল্ড এত কিছুর পরও সারাহ্র ঠান্ডা মাথা দেখে অবাক হয়ে গেল। তার শরীর এখনো কাঁপছে এটা মনে করে যে, সে এগিয়ে আসা একটি গাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু সারাহ্ পিছনে নেমে দেরি না করেই চাকা পাংচার করে দেয়। হ্যারল্ডের নিজের কাছেই সব কেমন প্রশ্নবোধক, দ্বিধায় ভরা আর অনিশ্চিত লাগছে। বইয়ের বাইরের সমগ্র জগৎটাই হ্যারল্ডের কাছে একটা রহস্য। আর সারাহ্কে দেখে সবসময় মনে হয় সে সব বোঝে। হ্যারল্ড ভাবলো সেও যদি সারাহ্র মতো হতে পারতো!

তারপর ফ্ল্যাশড্রাইভ খুলে মনে হলো নোংরা নিয়ে খেলতে চলেছে। প্রথমেই বিশাল একটি টেক্সট ফাইল। নামঃ ACD BIO DRAFT 12.14.09। ডকুমেন্টটি খোলার পর দেখা গেল এটি এলেক্স কেলের লেখা বহুল প্রতীক্ষিত কোনান ডয়েলের আত্মজীবনীর সাম্প্রতিক খসড়া। হ্যারল্ড ভাবলো নির্ঘাৎ এখানে বড় একটি অংশ জুড়ে থাকবে হারানো ডায়েরির প্রসঙ্গ। কোথায় এটি কেল খুঁজে পেয়েছিল আর এতে কিই বা আছে।

হ্যারল্ড দু' ঘণ্টা ব্যয় করে সম্পূর্ণ আত্মজীবনীটি পড়লো। এ সময়টুকুতে সারাহ্ কাটালো গ্রিন-টি খেয়ে আর ই-মেইল চেক করে। একবার ফোন করতে বাইরে গেলো, আরেকবার ফোন বেজে ওঠাতে বাইরে গিয়ে রিসিভ করলো সে।

হ্যারল্ড খুব দ্রুত পাণ্ডুলিপিটি পড়ে ফেললো। কোনান ডয়েলের জীবনের নানান খুঁটিনাটি সম্পর্কে সে ইতিমধ্যেই অনেক কিছু জানে।

এডিনবার্গে ১৮৫৯ সালে জন্ম। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিনের উপর উচ্চশিক্ষা লাভ। তোয়ির সাথে বিয়ে ১৮৮৫ সালে। অতঃপর জিনকে বিয়ে করেন ১৯০৭ সালে। আরো অনেক কিছু। হ্যারল্ড স্বাভাবিক সময়ের চেয়েও দ্রুত পড়ে চললো।

এলেক্সের লেখার ভাষা বেশ সুন্দর আর বিকারগ্রস্থের মতো সুপ্রাচীন তথ্যে ঠাসা। সে কোনান ডয়েলের মত করেই গদ্য লিখতে চেয়েছে। "মুখমন্ডলে ছিল একাগ্রতার ছাপ আর কঠিন ছিল প্রতীজ্ঞা। পি অ্যান্ড ওশান লাইনার থেকে কেপ টাউনের নোংরা পোর্টে পা দেবার সময় এই ছিল কোনান ডয়েলের চেহারা।" এভাবে কেল কোনান ডয়েলের বোয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত অংশের সূচনায় লিখেছে। হ্যারল্ডের কাছে মনে হলো বিরক্তিকর আবার একইসাথে আনন্দময়। কোনান ডয়েলের মৃত্যুর বর্ণনা পড়তে পড়তে চোখে পানি এসে গেল তার। কোনান ডয়েলের মৃত্যু হয়েছিল নিজের বিছানায়। প্রিয় দ্বিতীয় স্ত্রীর হাতে মাথা রেখে। তেইশ বছরবয়সী ক্রন্দনরতা স্ত্রীর চেহারার দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন, "তুমি খুব সুন্দর।" এটাই ছিল কোনান ডয়েলের শেষ কথা। অন্যদিকে হ্যারল্ডের মনে পড়ে গেল এলেক্স কেলের মৃত্যুর কথা। নোংরা হোটেল রুমে এলেক্সের চোখ যেন কপাল থেকে ঠিক্‌রে বের হয়ে আসছিল, যন্ত্রণায় পেশীগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছিল। হ্যারল্ড বুঝতে পারলো এলেক্সের মৃত্যুর পর থেকেই এক ধরনের শোক তাকে তাড়া করে ফিরছে। এই শূন্যস্থান পূরণ করতে সত্যি কি ভূমিকা রাখবে? যদি হ্যারল্ড হারানো ডায়েরিটি খুঁজে পায়? এলেক্সের খুনিকে পেলেও বা কি হবে? মানুষটি যদি তার বাকি জীবন জেলেও কাটায় তাত কি আর যাবে আসবে? এলেক্স তো কখনো দেখতে পাবে না তার সারা জীবনের কাজ শেষ হয়েছে বা প্রকাশিত হয়েছে। নতুন কোন প্রজেক্ট সে

আর কখনো শুরু করতে পারবে না। পৃথিবী কণ্ঠটিই হারিয়ে ফেলেছে, তাই এসব বাক্যের রচয়িতাও চিরতরে হারিয়ে গেছে। "অতিপ্রাকৃতিক বিষয়ের উপর কোনান ডয়েলের বিশ্বাসকে বর্ণনা করতে গিয়ে হ্যারি হুডিনি একবার তাকে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, সত্যিকারের জাদু বলে কিছু নেই। হুডিনি শত চেষ্টা করেও ডয়েলকে বুঝাতে পারেন নি এটা। ডেক থেকে প্রতিটি কার্ড সরিয়ে ফেলার পরও সেখানে যেকোন জাদু হয় নি তা ডয়েল মানতে চান নি। হুডিনি তাকে বুঝিয়েছিলেন এই বলে যে, 'আমি তোমার কার্ড নিয়েছি হাত সাফাইয়ের মাধ্যমে। এখানে কোন অতিপ্রাকৃতিক শক্তি নেই।' এর উত্তরে কোনান ডয়েল বলেছিলেন, 'যদিও আমার কার্ড এখানে আছে এখনো, যাইহোক এটা করা হয়েছে, আমার জন্য এটাই জাদু।' হ্যারল্ড একটি ন্যাপকিন নিয়ে চোখ মুছে নাক ঝেড়ে তারপর ছোট্ট একটি বল বানিয়ে একে ট্র্যাশবিনে ফেলে দিল।

প্রথমবারের মতো হ্যারল্ডের মনে হল, সে এটা এলেক্সের জন্য করছে না। তার নিজের জন্যই করছে। সমাধান পাবার জন্য এটা করছে। এই সর্বশক্তিমান উত্তরটি শুধুমাত্র তার দৃষ্টির আড়ালেই লুকিয়ে আছে, মেঘের সাথে চড়ে স্বর্গে চলে গেছে। এটি ন্যায়বিচারের জন্য নয়, এটি রহস্যের জন্য।

তারপর নিজের কম্পিউটার থেকে চোখ তুলে দেখলো সারাহ্ তার পাশে নেই। ক্যাফের সামনের জানালা দিয়ে তাকে বাইরের রাস্তায় দেখতে পেল। উত্তেজিত হয়ে ফোনে কথা বলছে। গত কয়েক দিন ধরেই এজাতীয় রহস্যময় ফোনে কথা বলছে সে আর হ্যারল্ড যাতে শুনতে না পায় তাই প্রতিবার ফোন আসলেই বাইরে চলে যাচ্ছে। হ্যারল্ড চাইলো ভয় না পেতে কিন্তু কিছুক্ষণ আগে মাত্র একজন তার মুখের সামনে পিস্তল ধরেছিল। এধরনের অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম আর ও কখনো চায়ও না এরকম কিছু ঘটুক।

ফিরে আসার পরে সারাহ্‌কে জিজ্ঞেস করলো, "কে ফোন করেছিল?"

"নিউইর্য়ক থেকে আমার এডিটর। সে খুবই উত্তেজিত এ কাজটা নিয়ে।"

"সত্যি? আপনি তাকে কি বললেন?"

"বেশি কিছু না। বলেছি আমরা একটু একটু করে আগাচ্ছি। এছাড়াও আপনি এ কাজের জন্য বেশ চমকপ্রদ একজন চরিত্র। আমরা যখন নিউইর্য়কে ফিরে যাবো তখন তিনি আপনার সাথে দেখা করতে চাইবেন।"

হ্যারল্ড নিশ্চিত হতে পারলো না কোন কথাটি তাকে তোষামোদ করে বলা হয়েছে। সারাহ্ তাকে চমকপ্রদ বলেছে সেটা নাকি তারা একসাথে নিউইর্য়কে ফিরে যাবে সেটা?

যদিও এটি একটু দৃষ্টিকটু যে এডিটরের সাথে কথা বলার জন্যে সে রুমের

বাইরে যায়। তবুও হ্যারল্ড চাইলো সন্দেহ না করতে। তাই সহজ সুরে বলে উঠল, "সব কিছু মিটে যাবার পর আমি আপনার সম্পাদকের সাথে দেখা করবো। কেননা এগুলো শেষ হয়েছে।"

"কিসের কথা বলছেন? আপনি কি খুঁজে পেয়েছেন?" সারাহ্ জানতে চাইলো।

"এখানে অদ্ভুত কিছু একটা আছে।"

"ওহ্, তাই!"

"আর্থারের জীবনের অংশে এমন নতুন কিছু পাওয়া যায় নি যা হারানো ডায়েরিটি পূরণ করেছে। ১৯০০ সালে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর। তার জীবনের এই অংশের উপর সামান্যই লেখা আছে আর এগুলো সবাই জানে। এখানে গোপন কিছুই নেই।" হ্যারল্ড পর্দায় পৃষ্ঠা উল্টে দেখালো। "আমরা জানি কোনান ডয়েল এডিনবার্গে নির্বাচনে লড়ে হেরে যান। প্রচুর ক্রিকেট খেলতেন তিনি, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে কনসালটিং কাজ করছেন আর তারপর অবশেষে শার্লোক হোম্সকে ফিরিয়ে এনেছেন। এবই এর আগে লেখা ডজনখানেক জীবনীতে আছে। আমরা ইতোমধ্যেই এসব জানি।"

"এক মিনিট দাঁড়ান, আমি তো এটা জানতাম না। আর্থার কোনান ডয়েল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে কনসালটিং করছিলেন?" সারাহ্ জানতে চাইল।

"হ্যা, সে-সময়কার অনেক সংবাদপত্রে এই খবর ছাপা হয়েছিল। তিনি আরো বেশি...পরবর্তী বছরগুলোতে আরো বেশি খামখেয়ালী হয়ে গিয়েছিলেন। কেউ বোকার মতো তার মেইলবক্সে চিঠি বোমা রেখে মারার পায়তারা করেছিল। বলা বাহুল্য এটা কাজ করে নি কিন্তু আর্থার স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সাথে আলোচনা শুরু করেন আর বেশ কিছু কেস তদন্ত করেও দেখেন। এক সময় তো তিনি ভেবেছিলেন কোন সিরিয়াল কিলারকে তাড়া করে ফিরছেন বুঝি, কিন্তু এ ব্যাপারে তেমন কিছু জানা যায় নি আর।"

"তিনি তাকে ধরতে পারেন নি?" সারাহ্ প্রশ্ন করলো।

"না। বস্তুত আমার মনে হয় ইর্য়াড একে সিরিয়াল কিলারের কেস হিসেবে গণ্য করতো না। এর কয়েক বছর আগে জ্যাক দ্য রিপার পুরো লন্ডনকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। আর আমার ধারণা ইয়ার্ড ভেবেছিল আর্থার তার সাহিত্যিক প্রতিভার কারণে এসব করেছিল কিন্তু তারা পাবলিসিটি পেয়ে খুশি হয় আর জনগণ ভাবে আর্থার ইয়ার্ডের পাশেই আছে। পরবর্তী বছরগুলোতে জনগণই চাইতো কিছু বড় বড় কেসে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড আর্থারের সাহায্য নিক। ১৯২৬ সালে যখন আগাথা ক্রিস্টি উধাও হয়ে গিয়েছিল সব সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে কোনান ডয়েলকে বলেছিল এ কাজে যুক্ত হতে। আর মজার ব্যাপার কি জানেন? তিনি কাজ শুরু করেন এবং

ক্রিস্টিকে খুঁজেও পান। তিনি একদিন ড্রাইভে গিয়ে আর ফিরে আসেন নি। তার গাড়ি একটি গাছের সাথে ধাক্কা খেয়েছিল। কোন রক্ত বা শরীরে আঘাতের কোন চিহ্ন ছিল না।"

"জিসাস, তাহলে আর্থার কিভাবে তাকে খুঁজে পান?"

"তিনিই বের করেন সেখানে একটি মাত্র রেলস্টেশন আছে যেখানে ক্রিস্টি যেতে পারেন–অথবা গিয়েছেন। ঐ এলাকায় ঐ একটিই ট্রেন যেখানে তিনি সবার অলক্ষ্যে উঠে পড়েছেন। আমার মনে নেই কিভাবে আর্থার বের করেছিলেন কোন্ স্টেশনে ক্রিস্টি নেমে গেছে। নিশ্চিতভাবেই তার স্বামী তিন দিন পর সেই শহরে তাকে খুঁজে পান। বেনামে বসবাস করছিলেন তিনি। স্বামীর সাথে অন্য নারীর সম্পর্ক জানার পর ক্রিস্টির নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে যায়। এটা খুবই দুঃখজনক সত্যি।"

"ওয়াও। হারানো ডায়েরিটির সাথে তো এর কোন সম্পর্ক নেই, তাই না?" সারাহ্ আবার জানতে চাইলো।"

"না।"

"ঠিক আছে। তাহলে...কোনান ডয়েল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের হয়ে কাজ করেছেন এবং তারপর শার্লোক হোম্‌সকে আবার জীবন দিয়েছেন?"

"হ্যা। *দি গ্রেট হায়াতাস* শেষ হয়েছে ১৯০১ সালে মার্চে। *হাউন্ড অব বাস্কারভিল্‌স* প্রকাশিত হবার মাধ্যমে। শার্লোক হোম্‌স আট বছর ধরে মৃত ছিলেন। আর হঠাৎ করে কোন কারণ ছাড়াই আর্থার তাকে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেন। আরো অনেক ফিকশন লিখেছেন গোয়েন্দাকে নিয়ে। তিনি মানুষকে বলেছেন এটি অর্থের কারণেই হয়েছিল কিন্তু এর আসলে কোন মানে নেই। তার কাছে ততোদিনে অনেক অর্থ ছিল। এত বছর ধরেও তিনি প্রকাশক আর ম্যাগাজিনগুলোর কাছ থেকে ব্ল্যাঙ্ক চেকের অফার তো পেয়েছেনই। তাহলে দেরি করেছেন কেন? আর কেনই বা হোম্‌সকে ফিরিয়ে আনলেন এতটা পৃথকভাবে, অন্যরকমভাবে?"

"অন্যরকমভাবে?" সারাহ্ অবাক হয়ে জানতে চাইলো।

"হ্যা। *গ্রেট হায়াতাস*-এর পরে যেসব গল্পে হোম্‌স ফিরেছে, সেখানে সে ছিল একেবারে অন্যরকম। ঠাণ্ডা। চতুর। তিনি তথ্যের জন্য ধোঁকা দিতে শুরু করলেন। মানুষকে মিথ্যা বলতেন। নিজেও হয়তো কোন অপরাধ করে ফেলতেন যদি ভাবতেন যে এটি তার উদ্দেশ্য সাধন করবে। একবার এক বাসায় ঢোকার জন্য চাকরানীর সাথে প্রেম আর বিয়ের প্রস্তাব পর্যন্ত দিয়েছিলেন। তারপর আর কখনো তার সাথে কথা বলেন নি। সে একটা সত্যিকার বাস্টার্ড হয়ে গিয়েছিল। এমনকি ইংরেজ নীতি-নির্ধারণের প্রক্রিয়ার উপরও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। হঠাৎ করে

নিজেই বিচারক হিসেবে আবির্ভূত হলেন। এমনকি যেসব অপরাধীকে ধরতেন তিনি নিজেই তাদের শাস্তি দেয়া শুরু করলেন। এর আগে হোম্‌স স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের হয়ে কাজ করতো কিন্তু পরের গল্পগুলোতে সে স্বাধীনভাবেই সব করে। আর আস্তে আস্তে পুলিশের প্রতি বিদ্বেষভাবাপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। এটা ঠিক যে হোম্‌সের গল্পে পুলিশ চরিত্রগুলোর তেমন কোন ভূমিকা থাকতো না কিন্তু *হায়াতাস*-এর পরে পুলিশ একেবারেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লো। হোম্‌স তাদের সাথে কিছুই করতে চাইতো না।

"এই বিশাল নিরুদ্দেশ বা গ্রেট হায়াতাসের প্রশ্ন, যে প্রশ্নটির উত্তর এলেক্স কেলের কোনান ডয়েলের জীবনীও দিতে পারে নি। কি ঘটেছিল হোম্‌সের জীবনে যখন সে নিরুদ্দেশে ছিল?" হ্যারল্ড যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলো।

এবার উত্তর দিল সারাহ্। "আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আসলে আর্থার কোনান ডয়েলের কি হয়েছিল?"

অধ্যায় ২৩

নারী ভোটাধিকারবাদী

"পুরুষের কাছে নারীর হৃদয় মস্তিষ্ক দুটোই আমীমাংসিত রহস্যের মতো।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দি ইলাসট্রিয়াস ক্লায়েন্ট

নভেম্বর ১১, ১৯০০

আর্থার তার এস বেন্ড করসেটের উপরের বোতাম বাধলেন শক্ত করে। নিচের বোতামটি কোমর ঘুরে লাগানোর সময় খানিকটা ব্যথাও পেলেন পেটে। এরপর ট্রাম্পেট স্কার্টটি কোমরে সহজে পরা হয়ে গেলেও যখন দাঁড়ালেন স্কার্টটি সাদা মোজার উপর ঝুলে পড়ল। আর্থার বুকে আর পিঠে ব্যথা পেলেন। করসেটের কারণে বুকের পাঁজর আর কাঁধের হাড়ে ব্যথা হচ্ছে।

তিনি ব্রামের কাছে অভিযোগ করলেন, "ওহ্ ব্রাম, এগুলোর সত্যি কি কোন দরকার আছে? হায় ঈশ্বর, এগুলো মোটেও আরামদায়ক নয়।"

ব্রাম তার নিজের পেটের চারপাশে তাকালেন। আর্থারের ড্রেসটি বেশ নজর কাড়ছে। করসেটের বাইরে মাংস উঁচু হয়ে দুটি বক্ষের মত সৃষ্টি করেছে। যদিও তার স্কার্টটি তাকে ভালই মানিয়েছে কিন্তু আর্থারের ঘন দাঁড়িবিহীন চেহারায়..ব্রাম জোরে জোরে হেসে ফেললেন। যদিও আর্থার শেভ করে উইগ পড়ে একটু মেকআপও দিয়েছেন...ঠিক আছে। ব্রামের মনে হলো না আর্থারকে এতটা খারাপ দেখাচ্ছে। তাই বন্ধুকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "চিন্তা করো না আর্থার, তবে পুরোপুরি নারী মনে হচ্ছে।" কিন্তু বলার সময় হাসি থামাতে পারলেন না। "হোম্স্ তো নতুন নতুন স্কার্ট পরতো তদন্তের সুবিধার জন্য, তাই না? চেষ্টা করার জন্য এটাই ভালো সময়। আমি হেনরির ড্রেসিং রুম থেকে ভালো মেকআপ নিয়ে এসেছি আর মহিলাদের কাছ থেকে পরচুলা। তারা কিছু মনে করে নি আর হেনরি এটা খেয়ালও করবে না।"

তারপর কর্নারে রাখা পোরসেলিনের সিঙ্কের দিকে নির্দেশ দিলেন। তারা দুজনে বড় বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তৈরি হচ্ছেন। সারা ঘরে ছড়িয়ে থাকা উজ্জ্বল গ্যাসবাতি আলো দিচ্ছে। এ কাজের জন্য লাইসিয়াম থিয়েটারের একটি পরিত্যাক্ত ড্রেসিং রুম বেছে নিয়েছেন তারা। এ রুমে গ্যাসবাতির আলো হওয়ায় কোন অভিনেতাই এ ঘর এখন আর ব্যবহার করতে চায় না। ব্রাম স্টেজে বৈদ্যুতিক বাতি লাগানোর পর জোর করে হেনরি নিজের ড্রেসিংরুমেও বৈদ্যুতিক বাতি লাগিয়ে

নিয়েছে। হেনরির কাছে মনে হয়েছিল যদি সে বৈদ্যুতিক বাতির আলোয় অভিনয় করে তাহলে গ্যাসবাতির আলোয় সাজগোজ করাটা সমীচিন হবে না। তাই হেনরির পর পরই অন্যান্য সব অভিনেতারা বায়না শুরু করলে বাধ্য হয়েই ব্রামকে পুরো থিয়েটারে বৈদ্যুতিকবাতি লাগাতে হয়েছে। এর রুম বাদ রয়েছে শুধু।

আর্থার জিজ্ঞেস করে উঠলেন, "আমি বুঝতে পারছি না কেন শুধু এক জোড়া ট্রাউজার পরেই আমি আমার তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবো না।" করসেটটি পরে নিজের কাছেই বিরক্ত লাগছিল আর্থারের। এমনকি পেছনের বাঁধনগুলো মনে হলো চামড়া কেটে বসে যাচ্ছে। এই অদ্ভুত কাপড়টি পরে তিনি এক মুহূর্তও শান্তি পাচ্ছেন না।

ব্রাম এসব দেখে জানতে চাইলেন, "তুমি আমাদেরকে আর কি করতে বলো? লম্বা টুপি আর লেজ লাগিয়ে আজকের রাতের জাতীয় নারী ভোটাধিকার সোসাইটির মিটিঙে অংশ নেবে? আর আমার তো মনে হয় তারা তোমাকে এক নজরেই চিনে ফেলবে। বিখ্যাত সাহিত্যিক আর নারী ভোটাধিকার বিদ্বেষী আর্থার কোনান ডয়েল। আমরা সিটে বসার আগেই আমাদেরকে বের করে দেবে। বিখ্যাত কারো মতো না দেখিয়ে সাধারণ পুরুষের মতো দেখালেও আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করবো; যে দু'জন ভদ্রলোক র‍্যালিতে গেছে। যদি আমাদেরকে সত্যিই যেতে হয় আর ধরা না পড়তে হয় তাহলে নারীর বেশেই যেতে হবে।"

আর্থার বুঝতে পারলেন ব্রাম সত্যি কথাই বলছেন তবুও তার নিজের অসন্তুষ্টি গেল না। ব্রাম বলে চললেন, "তুমি চাইলে আমি একাই মিটিঙে যেতে পারি। কেউ জানবেই না আমি কে। এনইউডব্লিউএসএস-এর নারীদের সাথে এক সন্ধ্যা কাটানোর জন্য আমার কোন মুখোশেরই দরকার নেই।"

আর্থার ব্রামের কণ্ঠে বিরক্তি ছোঁয়া পেলেন। তিনি নিজের সাহিত্যিক ক্যারিয়ারে কোন উন্নতি করতে পারছেন না; তার মানে এই নয় যে, সাফল্য লাভকারী বন্ধুর সাথে খারাপ ব্যবহার করবেন। তাই বললেন, "না, আমি নিজে সেখানে যেতে চাই। মিলিসেন্ট ফসেট আর তার দলকে দেখতে চাই। কেউ সেসব মেয়েদের খুন করে ফেলছে, আমার তাদেরকে বাঁচানো প্রয়োজন। তাই আমাকে নিশ্চিত হতে হবে যে তারা কি করছে।"

ব্রাম জানতে চাইলেন, "সবচেয়ে ভদ্র নাইট, তাই না?"

আর্থার পাতলা একটি শাল কাঁধের উপর দিয়ে এনে গলার কাছে ডাবল করে পেঁচিয়ে নিলেন। উত্তর দিলেন, "মনুষত্ব্যের লক্ষণই হচ্ছে এটা। এটিই মানুষকে পশু থেকে আলাদা করে।"

ব্রাম নিজের স্কার্ট ঠিক করতে করতে বললেন, "এটি পুরুষকে নারী থেকেও আলাদা করে।"

"বস্তুত তাই!" তারপর হাতে বেণী করতে করতে বললেন, "নারীকে পুরুষ বানাও, পুরুষকে নারী। এটাই আমাদের সভ্যতার মৃত্যু ঘটাবে। ইংল্যান্ডের পতন ঘটাবে।"

"আমাকে বুঝতে দাও। তার মানে তুমি নারী ভোটাধিকারের চিন্তাকে আরেকবার ভেবে দেখবে না? আসো। বসো। তোমার গোঁফ কেটে দেই।" ব্রাম আর্থারকে সিঙ্কের কাছে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। তার যন্ত্রপাতি আগেই বের করে রেখেছেন। কাঁচি, ক্রিম, রেজার। "তুমি কি নিজের হাতে করতে চাও?"

আর্থার উত্তর দিলেন, "না। আমি এটা সহ্য করতে পারবো না। ছয় থেকে দশ বছর বয়স থেকে আমি এই গোঁফ রেখেছি। তুমি জানো আমার ক্লাসে আমিই ছিলাম প্রথম ছেলে।" তারপর চেয়ারে বসে বন্ধুর দিকে মুখ বাড়িয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। বলে চললেন, "আর হ্যা, নারীদের ভোটাধিকার বিষয়ে আমি ভেবেছি কিন্তু যতই ভাবি প্রতিবারই আমি দেখেছি এরা আরো চায়।"

ব্রাম দ্রুত একটি পালকের ব্রাশে শেভিংক্রিম নিয়ে নিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "নারীদের কোন অধিকারের বিষয়টি এখনো তোমাকে অসন্তুষ্ট রেখেছে?" তারপর সিঙ্ক থেকে স্টিলের কাঁচি তুলে নিলেন।

আর্থার কেঁপে উঠলেন। চোখ বন্ধ করেও দাঁতে দাঁত ঘষলেন। নিজের গোঁফ কেটে ফেলা দেখতে চান না তিনি।

তারপর আস্তে করে বলে উঠলেন, "অধিকারের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এটা দায়িত্বের ব্যাপার। সমাজের প্রতি নারী এবং পুরুষের দায়িত্ব ভিন্ন। এভাবেই উভয় প্রজাতি খুশিমনে বাস করবে। তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছ কি ঘটবে যদি স্ত্রীরাও তাদের স্বামীদের পাশাপাশি ভোট দেয়। এটা তো কোন গোপন কথা নয় যে, নারীদের মধ্যে রক্ষণশীল পার্টি জনপ্রিয় বেশি।"

আর্থারের গোঁফ কেটে ছোট করার পর ক্রিম লাগাতে লাগাতে ব্রাম বললেন, "রিফর্ম বিল নিয়ে ডুবে যাবার সময় গ্লাডস্টোনও একই কথা বলেছে।"

"ঠিক তাই। রাজনীতির বিষয়ে তোমার স্মৃতি ভালো। নিজের ইলেকশনে যুক্তির কারণে লিবারেলরা ভোটাধিকারবাদীদের নিচ থেকে পা সরিয়ে নিয়েছে। আমার বড় পয়েন্টটি শোন। মনে করো বিলটি পাশ হয়ে গেছে আর সমাজের নারীরা ভোট দেয়া শুরু করেছে। নববিবাহিত এক দম্পত্তি ভোট দিতে গেছে। স্বামীটি ভোট দিয়েছে গ্লাডস্টোনের পক্ষে। স্ত্রী সিসিলকে। কেন তারা এরকম করালো এটি নিয়ে দুজনের মাঝে শুরু হয়ে যাবে ঝগড়া। বিবাহের উপর এটি কি প্রভাব ফেলবে হঠাৎ করে স্ত্রী যদি স্বামীকে বলতে থাকে, কিভাবে ভোট দিতে হবে। অথবা এ বছরের ফ্রেঞ্চ শস্যের উপর কতটা কর দিতে হবে। এই দেশে ডির্ভোসের সংখ্যা বেড়ে যাবে, বন্ধু।"

আর্থারের কথা বলা শেষ হতেই ব্রাম উপরের ঠোঁটের উপর দিয়ে ছোট ছোট আঁচড় দিতে লাগলেন রেজার দিয়ে। এভাবে ইঞ্চি ইঞ্চি করে মুখ থেকে গোঁফ উধাও হয়ে গেল। তারপর আর্থারের হাতে একটি গরম তোয়ালে তুলে দিলেন যেটা তিনি অনেক যত্ন করে প্রস্তুত করেছেন। আর্থার চোখ খুললেন। আয়নায় নিজের চেহারা দেখলেন। তাকে দেখাচ্ছে একদম উলঙ্গ।

এরপর ব্রাম বললেন, "তাহলে চোখের উপর কিছু শ্যাডো লাগিয়ে দেই। গালে একটু পাউডার আর তারপর আমাদের শেষ হয়ে যাবে।" ব্রামের সাথে পাউডার বক্সের কাছে যেতে যেতে আর্থার জানতে চাইলেন, "মেয়েদের মেকআপ সম্পর্কে তুমি এত ভালো জানলে কিভাবে?"

"আমি থিয়েটারে কাজ করি, আর্থার। আর আমি নিশ্চিত আমার এমন আরো অনেক গুণ আছে যার সম্পর্কে তুমি জানোই না।" ব্রাম উত্তর দিলেন।

আর্থার সাদা পাউডার ধরলেন হাতের আঙুল দিয়ে। দেখে মনে হল ময়দা অথবা কোকেইনের মতো। "পাউডার তোমাকে ফর্সা বানিয়ে দেবে আর তারপর এটা," রেজরের মতো পাতলা কয়লার পেন্সিল দেখিয়ে বললেন—"তোমার চোখের পাশের লাইনগুলোকে আরো কালো করবে। এখন বসো আর তাড়াতাড়ি করো। আটটায় বক্তৃতা শুরু হবে। কে জানে, তুমিও হয়তো কিছু লিখবে।"

ওয়েস্টমিনিস্টারে ক্যাকসটন হলের কাছে পৌঁছে ব্রাম আর আর্থার দেখতে পেলেন সেখানে ইতোমধ্যেই বিশাল বড় এক দল মানুষ জমায়েত হয়েছে। নিজের ট্যাক্সি ক্যাবের জানালা দিয়ে আর্থার দেখলেন উত্তরের বুকে লম্বা কালো বেণীর মতো মানুষের ঢল নেমেছে। পানির বালতিতে আপেলের মতো করে বেণীর কিছু কিছু অংশ মাঝে মধ্যেই উঠা নামা করছে যখন নারীরা ক্যাব থেকে নেমে একে অন্যের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করছে। আর্থার এসব দেখতে দেখতে ব্রাম ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। ড্রাইভারও সরে পড়তে পারলে বাঁচে। ব্রাম বারবার সাবধান করে দিয়েছেন আর আর্থার নিজেও সাবধানে চললেন। ক্যারিজ থেকে নামার সময় স্কার্ট ধরে রেখেছেন। তিনি নারী হবার জন্যেই এতসব ঝামেলার মাঝে দিয়ে যাচ্ছেন। পুরুষের মতো তোতলামী করা, জোড়াতালি দেয়া কাজ উদ্ধারের জন্য নারী সাজতে চান না।

কিন্তু টিকেট কাউন্টারের কাছে যেতে যেতে আর্থার নার্ভাস বোধ করতে লাগলেন। এটি তার মুখোশের বা ছদ্মবেশের প্রথম পরীক্ষা হবে। যদিও আশেপাশের কোন মহিলাই তার দিকে দু'বার ঘুরে তাকায় নি কিন্তু টিকেট কাউন্টারের কথা ভিন্ন। এখানে তার থেকে মাত্র ইঞ্চিখানেক সামনেই আরেকজন

মেয়ে বসে আছে। গ্লাসের ওপারে আর্থার খেয়াল করে দেখলেন তার বয়স ষোল বছরের বেশি হবে না। একটা শিশুর মত মেয়েটি প্রত্যেক কাস্টমারের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

লাইনে দাঁড়িয়ে আর্থারের সামনে যেতে চাইলেন ব্রাম কিন্তু আর্থার রাজি হলেন না। তিনিই প্রথমে যেতে চান। যদি তার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে যায়, তাহলে এখনই তা হওয়া ভালো।

যতই লাইন ধরে সামনে এগোতে লাগলেন আর্থার বুঝতে পারলেন মেয়েটির সাথে তাকে কথা বলতেই হবে। এ জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। মুখ না নেড়ে তিনি সরাসরি গলার ভেতর থেকে নারীসূলভ একটি স্বর বের করার চেষ্টা চালাতে লাগলেন। তার বিন্দুমাত্র ধারনা নেই এ পদ্ধতি আদৌ কাজ করবে কিনা।

অবশেষে তিনি সামনে এলেন আর টিকেট বিক্রিরত মেয়েটির চোখের দিকে তাকালেন সরাসরি। মেয়েটিও তাকিয়ে রইলো। বললো, "আপনার কয়টা টিকেট লাগবে আজ সন্ধ্যার জন্য?"

আর্থার ঢোক গিললেন। "দুটো, প্লিজ।" যতটা পারলেন বললেন। এই গলার স্বর শুনে মনে হলো তিনি তো কোন নারী নয় বরঞ্চ বারো বছর বয়সী বাচ্চা ছেলের মতো বলেছেন।

যাইহোক, উত্তরে মেয়েটি সহজভাবে হাসলো। তারপর বললো, "চার পেন্স লাগবে, ম্যাম।"

আর্থার মনে মনে বিধাতাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলেন। আর কিছু না বলেই তিনি টিকেটের দাম দিয়ে দিলেন মেয়েটিকে আর মেয়েটিও টিকেট দুটো কাঁচের নিচ দিয়ে আর্থারের দিকে ঠেলে দিল। আর্থার ব্রামকে একটা টিকেট দিলেন। তারপর দু'জন ক্যাকসটন হলের ডাবল দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

আটটা বাজতে এখনো পনেরো মিনিট বাকি কিন্তু ভেতরটা এরইমাঝে ভরে গেছে। সারি সারি করে কাঠের চেয়ার পাতা রয়েছে। প্রতিটি চেয়ারই বলতে গেলে বাঁকা হয়ে আছে কেননা এর উপর বসা ভদ্রমহিলা এপাশ-ওপাশ করে বান্ধবীদের সাথে কথা বলছে। দর্শকদের একেবারে ডান দিকের কর্নারে মোট পাঁচ মিনিট ব্যয় করে আর্থার আর ব্রাম নিজের বসার সিট পেলেন। অন্তত দুশো নারী এবং তিন থেকে চার জন পুরুষ হলে বসে আছে। মেঝে থেকে স্টেজ সামান্য উঁচুতে। চেয়ার আছে দর্শকদের দিকে মুখ করে রাখা। কয়েকটি চেয়ারে মধ্যবয়সী বিখ্যাত মহিলারা বসে আছেন। আর কয়েকটি চেয়ারের মালিকেরা এখনো হাটাহাটি করে একে অন্যের সাথে বিভিন্ন আলোচনা করছেন। বিভিন্ন ধরনের ভোটাধিকারবাদী শ্লোগান লিখে ব্যানার টাঙিয়ে রাখা হয়েছে হল জুড়ে।

"চিন্তাভাবনা অগ্রসর হয়েছে, এর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে চারপাশে। এখন আর

ঘুমিয়ে থাকতে পারে না। জয়! জয়!"

শ্লোগানগুলোর মাঝে সবচেয়ে মনোহর। উপর থেকে আরো অন্তত একশো জন মহিলা কাঠের রেলিং ধরে নিচে স্টেজের দিকে তাকিয়ে অছে। সবার চোখ উত্তেজনায় চকচক করছে। শীঘ্রই অনুষ্ঠান শুরু হতে যাচ্ছে।

ভিড়ের মাঝেও আর্থার মিলিসেন্ট ফসেটকে খুঁজতে লাগলেন। পেলেন না। যতটা সম্ভব মাথা নিচু করে রাখলেন, চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে পাশে বসে থাকা মহিলার সাথে চোখচোখি না হয়ে যায়। যদিও টিকেটের মেয়েটিকে তিনি বোকা বানাতে পেরেছেন ছদ্মবেশ দিয়ে। কিন্তু সবার সাথে একই কৌশল তো কাজ নাও করতে পারে। তাই ধরা পড়ার চাইতে সাবধান থাকা ভালো।

অবশেষে মঞ্চের উপর একজন মহিলা এসে দাঁড়িয়ে সবাইকে শান্ত হবার জন্য বললেন। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত পোশাকের রঙ সাদা আর তিনিই সারা হলে উপস্থিত হাতে গোনা কয়েকজন নারীর মধ্যে একজন যার মাথায় চওড়া বেণী নেই। স্টেজের বাতির নিচে বাদামি চুল ঝিলিক দিয়ে উঠলো। তিনি ডায়াসে দাঁড়িয়ে তিনবার জোরে শব্দ করলেন আর সবাই শান্ত হয়ে গেল।

সবাই যার যার সিটে বসার পর আর্থার বুঝতে পারলেন প্রথম সারির সব দর্শকই পুরুষ। তারা স্টেজের দিকে তেমন তাকাচ্ছে না। নিজেদের নোটবুকের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি করে লিখে চলেছে। আর্থার বুঝতে পারলেন তারা সাংবাদিক। র‍্যালি কাভার করতে এসেছে।

রাজনৈতিক বক্তৃতা সেই একঘেয়েভাবে চলতে লাগলো যেমনটা আর্থার আগেও শুনেছে। একই সাথে এর কিছু অদ্ভুত দিকও আছে। প্রথমত, সাদা পোশাক পরা নারী সবাইকে অংশ নেবার জন্য আর সহযোগীতার জন্য ধন্যাবাদ জানালেন। তারপর সংক্ষেপে কিছু রক্তমাংসহীন চরিত্রের বর্ণনা এমনভাবে দিলেন যে আর্থারের মনে হলো তিনি ভুল করে কোন হার্টিকালচার সোসাইটিতে চলে এসেছেন। এখানে আছে শুভেচ্ছার পর শুভেচ্ছা, আমাদের তার অবদান ভুলে গেলে চলবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। এটিই কি তখনকার দিনের লন্ডনের সবচেয়ে বৈপ্লবিক চিন্তার আঁধার এক রাজনৈতিক দল? সাদা পোশাক আরো ঘোষণা দিলেন, দু'জন বক্তা বক্তৃতা দিবেন। প্রথমজন মিলিসেন্ট ফসেট। দ্বিতীয় জন অ্যারবেলা রেইনস্। ফসেটের নাম নিতেই আর্থার নিজের আসনে শক্ত হয়ে বসলেন।

এই দুজন নারী মঞ্চে অধিষ্ঠানের পর থেকেই দর্শকদেরকে বিমোহিত করে রেখেছে। তাদের প্রথম শব্দ থেকেই। আর্থার ভেবেছিলেন কোন বক্তৃতা শুনবেন কিন্তু মনে হলো এগুলো আদতে বিতর্ক অথবা কোন খালি হাতের বক্সিঙের মতো। ফসেট এবং রেইনস্-উভয়ে কালো ফ্রক আর ক্রিম কালারের টুপি পরা-একে অপরের বিপরীত দিকে বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়ালো। তারা একে অন্যের দিকে তেমন

তাকালো না কিন্তু পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর দর্শকদের দিকে তাকিয়ে নারী ভোটাধিকার বিষয়ের উপর নিজের নিজের অংশ বলে গেল।

শুরু করলো মিলিসেন্ট ফসেট, বেশ শান্তভাবে। তার গলার স্বর কখনোই খুব বেশী উঁচুতে উঠলো না। তার আচরণের সবকিছুতেই সম্ভ্রম আর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেলো। কিন্তু একই সাথে আদেশের সুরও ভেসে আসছে। তার উজ্জ্বল কোকড়া চুল পিছনে ব্যান্ড দিয়ে বেঁধে রাখা। চোখ দুটো গাঢ় আর গভীর। শক্ত নাক যার মাধ্যমে ভদ্রতা আর কাঠিন্যতা একসাথে প্রকাশ পাচ্ছিল। প্রথম বাক্য শেষও হয় নি কিন্তু দর্শকের কাছ থেকে বেশ সাড়া পাওয়া গেল। তারপরই সবাই তার সাথে একমত পোষণ করলো। তাই সাদা পোশাকের নারীকে বারবার এসে দর্শককে শান্ত থাকতে বলতে হলো।

নীতিগত দিক থেকে মিলিসেন্ট ফসেটের বলা বিষয়গুলো বেশ রক্ষণশীল ছিল। তিনি স্বীকার করলেন, নারী এবং পুরুষ সৃষ্টি হয়েছে আলাদাভাবে আর তাই উভয়ের দক্ষতা আর চাহিদা ভিন্ন। নারীদের ভোটাধিকার নিয়ে এরকমটাই ছিল তার কথার মূল সুর, আর্থারের তেমনটাই মনে হলো।

তিনি বলে চললেন, "যদি নারী আর পুরুষ একই হতো তাহলে পুরুষদের দ্বারা তৈরি বিধানই আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো কিন্তু আমরা তো এক রকম নই, আর তাই রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতেও আমরা যথাযথ মূল্য পাচ্ছি না। আমাদের সমাজে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে পুরুষেরাই প্রধান আর গৃহস্থালির ক্ষেত্রে নারীরা। এটি ঠিক আছে।"

উপরতলা থেকে এক মহিলা রেগে চিৎকার করে উঠলো, "হারামিরবাচ্চা টোরি!"

আরেকজন বললো, "আমাদের অধিকার আছে।"

মিলিসেন্ট ফসেট আবার কথা বলা শুরু করলেন এমনভাবে যেন কিছুই হয় নি। "অতীত কাল থেকেই পুরুষদের ব্যাপারেই আমাদের সরকার বেশি চিন্তিত কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা যাচ্ছে শিক্ষা, ছেলেমেয়ে লালন-পালন আর গৃহস্থালির বিষয়েও সরকার আগ্রহী হয়ে উঠছে। নারীদের বিষয়ে সমাজও চিন্তিত হয়ে উঠছে। তাই সরকার পরিচালনায় নারীদেরও ভূমিকা থাকতে হবে। নারীরা এখন সরকারের জীবন-যাত্রায় হস্তক্ষেপ করতে চাইছে। কেননা সরকার নিজেও নারীদের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তাই নারীদেরকে ভোটাধিকার দিলেই তারা সমাজের নিয়ম-নীতিকে ভাঙবে না বরঞ্চ সেগুলো পালনে আরো মনোযোগী হবে।"

আর্থার ভাবলেন ফসেট ভালই বলেছে। যুক্তি দেখিয়েছে সুন্দর আর গুছিয়েও বলেছে। এইভাবে বিষয়টিকে তিনি কখনো ভেবে দেখে নি। পরবর্তী কোন সময়ে যখন কোন খুনিকে তাড়া করে ফিরতে হবে না, তখন এ বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

অ্যারাবেলা রেইনস্ যখন কথা বলা শুরু করলো নারীরা আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। রেইনস্ খুব বিবর্ণ আর স্থূলকায়। কালো কাপড়ের নীচে তাকে দেখাচ্ছে অশরীরী মূর্তির মতো কিন্তু এ ধরনের ছোটখাটো শরীরের ভেতর থেকে এতটা শক্তিশালী আওয়াজ বের হতেই আর্থার নিজের চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন। মনে হলো রেইনস যেন রয়্যাল অপেরা হাউজে কথা বলছে।

রেইনস মিলের ছাত্রি ছিল আর লিবারেল রাজনীতির ক্ষেত্রে একটু বেশিই পরিবর্তনপ্রিয়। তার বক্তৃতার মূল কথাই ছিল নারীদের সহজাত অধিকার নিয়ে। মানুষ হিসেবে পুরুষের যে অধিকার, নারীরও তাই। যদিও তিনিও গুরুত্ব দিয়েছেন, উভয় লিঙ্গের মাঝে মৌলিক কিছু পার্থক্য আছে।

"আমি এটা বলছি না নারী-পুরুষ একই। আমি বলছি নারীরাও পুরুষদের সমান। শত বছর ধরে নারীরা রাষ্ট্রের কাজে যুক্ত হয়ে আছে। তারাই সব ধরনের রাজনৈতিক সংস্থার ভিত্তি এবং ধারক। প্রিমরোজ লিগের সাথে যেমন নারীরা জড়িত তেমনি সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক ফাউন্ডেশনের সাথেও। যদি নারীর উপদেশ দেয়া, আশ্বস্ত করা আর ভোটারদেরকে বোঝাতে পারে কিভাবে ভোট দিতে হবে তাহলে নিশ্চিতভাবে তারা নিজেরাও ভোটও দিতে পারবে কিন্তু এই ভোটাধিকারের পেছনের নীতিগুলো আমি একটু স্পষ্ট করতে চাই। এগুলো ঈশ্বরের আর্শিবাদ অনুযায়ী তার সব প্রাণীর জন্য সমান হওয়া উচিত। যেমন ধনীনারী ভোট দিতে পারবে, তেমনি দরিদ্র নারীও। ভারতীয়, নিগ্রো, এশিয়ান সকল নারী। এই অধিকার আমরা পেয়েছি ঈশ্বরের কাছ থেকেই। আমাদের সরকারের কাছ থেকে নয়।"

হলের ভেতর থেকে উচ্চকণ্ঠে কেউ বলে উঠলো, "পরিবর্তন।" "ভোটাধিকারবাদী!" বলে আরেকটি কণ্ঠ চিৎকার করে উঠলো। এই কথা শুনে রেইনস উপরের দিকে তাকালো দেখার জন্য যে কে বলেছে। তার চোখ-মুখ বেশ রাগি হয়ে গেল।

তিনি আবার বলতে শুরু করলেন। "এই শব্দটি ব্যবহার করা হয় খানিক উন্মাদনা বোঝানোর জন্য। আমেরিকানরা আমাদেরকে এই খেতাব জুড়ে দিয়েছে। আর ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন আমাদের নিজস্ব *ডেইলি মেইল*-এর সম্পাদকও একই রকম বলেছেন।" এই কথা বলে আবার সমানের সারিতে বসা সাংবাদিকদের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালো। "তারা আমাদেরকে এই নাম দিয়েছে কেননা আমরা বিপ্লবের পথে যাচ্ছি। আমি জানিয়ে দিতে চাই এটি কোন খেলা নয় আর আমরাও খেলছি না। আমি বরঞ্চ বলবো, আমরা আমাদের লক্ষ্যে অটল আর তা পূরণের জন্য সমান অবিচল থাকবো।"

এই কথার সাথে সাথে হল জুড়ে হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। বিভিন্ন অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার হতে লাগলো। সাদা পোশাক পরা মহিলা এসে বারবার থামাতে চাইলেও

কাউকে থামানো যাচ্ছিল না। এত কিছুর পরও মিলিসেন্ট ফসেট শান্ত হয়ে সরাসরি ভিড়ের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। আর্থার এত দূরের আসনে বসেও তার চোখে কিছু একটা দেখলেন। একটা দুঃখের ভাব। সম্ভবত কোন সুযোগ হারাবার বোধ। তিনি যেরকম আশা করেছিলেন মিটিংটা তেমন হয় নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য সবকিছু শান্ত হয়ে গেল। পরবর্তী ঘণ্টাখানেক ধরে দুই বক্তা একের পর এক বলে গেলেন। তাদের পয়েন্টসমূহ তেমন বদলালো না, বরঞ্চ মতামত আরো শক্ত হলো। যদিও তারা একই বিষয়ে যুদ্ধ করেছেন কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাদের মাঝে ব্যবধান বাড়তে লাগলো। মিলিসেন্ট ফসেট শান্ত আর পেশাদার মনোভাব নিয়ে সব বললেন। অন্যদিকে রেইনস স্টেজ থেকে সবার মাঝে আবেগ প্রবণতা সঞ্চারিত করে দিলেন। কেউ কাউকে ইঞ্চিখানেকও ছাড় দিল না কিন্তু মিলিসেন্ট ফসেট নিজের শেষ বক্তব্যের সময় বললেন, যদিও তাদের মাঝে কিছু অসংগতি রয়েছে তারপরও তারা উভয়েই নারীদের ভোটাধিকার চায়। আর এক্ষেত্রে সমগ্র নারীরাও একত্রিত হয়ে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করলো।

সব শুনে আর্থার বলে উঠলেন, "ভোটাধিকারবাদীরা হাউজ অব আর্তেস-এর মতোই ঝগড়া করছে।"

অনুষ্ঠান শেষ হবার পরও কেউই তেমন যেতে চাইলো না। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ফিসফিস করে নিজেদের কথা বলতে লাগলো। আর্থার বলে চললেন, "মিসেস ফসেট মনে হচ্ছে ঐক্যহীন একটি রাজতন্ত্রের শাসন করেছেন কিন্তু যেভাবে ট্যাটু আঁকিয়ে লোকটি বলেছে, আমি বাজী ধরে বলতে পারি আমাদের মেয়েরা ছিল ফসেট বিরোধী। তারা ছিল আরো বেশি পরিবর্তন প্রত্যাশী ভোটাধিকারবাদী।"

ব্রামও একমত হলেন। উভয় পুরুষই তাদের ছদ্মবেশ যাতে ধরা পড়ে না যায় তাই সাবধানে নিজেদের মুখোমুখি বসে কথা বলছেন।। ব্রাম বলে উঠলেন, "চলো আমরা মিসেস রেইনস্‌কে অনুসরণ করে দেখি তিনি কোথায় যান। স্যালি যদি এসব নারীদের মতো চিন্তা করে থাকে তাহলে সে নিশ্চয়ই রেইন্‌সের দলে..."

আর্থার এবং ব্রাম ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে স্টেজের দিকে এগিয়ে গেলেন। স্টেজের একটু সামনে দেখতে পেলেন অ্যারাবেলা রেইনস্‌ ডজনখানেক তরুণ ভোটাধিকারবাদীর সাথে কথা বলছে। দু'জনে অ্যারাবেলা আর তার সহকারীদের কাছাকাছি দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দু'জনের কেউ-ই ভাবলেন না সত্যিকারের নারীদের আলোচনা শোনায় সাবধানতার সাথে কাজ করতে হবে।

তারপর অ্যারাবেলা রেইনস্‌ আরেকটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কোন কথা না বলেই আর্থারও ব্রাম তাদের পিছু নিল। তারা প্রায় ধাক্কা দিয়ে দিয়ে পথ করে নিচ্ছিল। কেননা নারীদের বেশিরভাগই অ্যারাবেলার

সাথে করমর্দন করতে চায় অথবা হেসে সম্মতি প্রকাশ করতে চায়।

অ্যারাবেলার বান্ধবী তার পাশাপাশি হাটছে। বেশ ছোটখাটো। আর্থারের মনে হলো ভিড় গিয়ে মেয়েটির উপর প্রায় ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে। মেয়েটি দ্রুত পায়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে হাটতে লাগলো। বেণীর মধ্য থেকে কালো চুল প্রায় বের হয়ে কানের চারপাশে বাড়ি খাচ্ছে আর যতবারই কথা বলছে নাক কাঁপছে তিরতির করে। মেয়েটিকে দেখে আর্থারের মনে হলো ভীতসন্ত্রস্ত মেঠো ইঁদুর।

মেইন হল পেরিয়ে লবিতে না গিয়ে রেইনস্ আর তার সহচরী বাম পাশে চলে গেল। একটি দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে আবার দরজা বন্ধ করে দিল। আর ঠিক ধাক্কা দেবার আগ মুহূর্তে আর্থার দেখতে পেলেন কাঠের দরজার গায়ে লেখা ডব্লিউ.সি। নিচে লেখা *নারী*।

আর্থার হতাশ হয়ে গেলেন, "ওহ্, আমরা সম্ভবত–"

ব্রাম বলে উঠলেন, "ওহ, আর্থার এসো। তুমি কি খুনিকে বের করতে চাও নাকি চাও না?" এই বলে ব্রাম আর্থারের সামনে দরজায় ধাক্কা দিয়ে লেডিস রুমে ঢুকে গেলেন।

আর্থার এমনভাবে চারপাশে তাকালেন যেন কোন অপবিত্র কাজ করতে যাচ্ছেন। যখন দেখলেন যে কেউই তাদেরকে খেয়াল করছে না। তাড়াতাড়ি দরজা ঠেলে ব্রমের পিছু ঢুকে গেলেন। মনে হলো কোন পবিত্র জায়গায় তিনি অনধিকার প্রবেশ করছেন।

ভেতরে টাইল্‌সের মেঝেতে আর্থারের জুতা বেশ ভারি শব্দ করছিল। ব্রাম শত চেষ্টা করেও এমন একজোড়া মেয়েদের জুতা জোগার করতে পারেন নি যেটি তার পায়ে ঢুকে। তাই আর্থার এমন একটি পোশাক পরেছেন যাতে মেঝে পর্যন্ত এর ঝুল পৌছায় আর পুরুষদের জুতা ঢেকে যায় কিন্তু এতটা শব্দ করবে তিনি ভাবতে পারেন নি।

ক্যাকস্‌টন হলের মহিলাদের রুমটি ডাচদের মতই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। ডান পাশের দেয়ালে তিনটি পানির ক্লোসেট গাঢ় রঙের কাঠ দিয়ে আলাদা করা। বাম পাশে টয়লেট থেকে সিঙ্ক পর্যন্ত টাইল্‌স পাতা। আর্থার এ পর্যন্ত যতগুলো সাধারণ পাবলিক রেস্টরুমে গিয়েছেন তার মধ্যে এটিই সবচেয়ে বেশি পরিস্কার। এমনকি ব্রাম, নিজের থিয়েটার পরিচালনা করছেন তিনিও মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

সিঙ্কে গিয়ে অ্যারাবেলা বেণী খুলে আয়না দেখে চুল ঠিক করে নিল। আর্থার আর ব্রামরে দিকে ফিরে ভদ্রভাবে মাথা নেড়ে আবার আয়নায় তাকিয়ে রইলো সে। তাদের দিকে আরেকবার তাকানোর প্রয়োজনও বোধ করলো না।

একটি পানির ক্লোসেট থেকে পানির আওয়াজ এসে রেইনসের বান্ধবীর উপস্থিতি জানান দিল। ব্রাম গিয়ে দূরের একটি ক্লোসেটে ঢুকে দরজা আটকে

দিলেন। আর্থার বুঝতে পারলেন না কি করবেন। তিনি শুধুমাত্র এ দুই নারীর কাছাকাছি থেকে তাদের কথাবার্তা শুনতে চেয়েছেন কিন্তু সারাক্ষণ তো আর এদের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না, তাই না?

তারপর সমাধান চিন্তা করে সিঙ্কের দিকে এগিয়ে গেলেন। দুটো আরামদায়ক চেয়ার পাতা রয়েছে নারীদের জন্য। আর্থার চেয়ারে বসে নাটকীয়ভাবে শ্বাস টানলেন। ফ্রকের হাতা দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন নিজেকে। যদিও তিনি এটি নাটক করতে লাগলেন কিন্তু এটি স্বীকার করলেন যে এ কাপড় পরিহিতরা নিশ্চয়ই হাসফাঁস বোধ করে। এ দিনটি যদি তাকে নারীদের ভোটাধিকারের দাবিতে আশ্বাস্ত নাও করতে পারে তথাপি তিনি যৌক্তিক ড্রেস নিয়ে আন্দোলনের পক্ষাপাতি।

অ্যারাবেলার ইঁদুরের মত বন্ধুটি ক্লোসেট থেকে বের হয়ে এসে সিঙ্কের কাছে এগিয়ে গেল।

অ্যারাবেলা বান্ধবীকে বলে উঠলো, "ওহ্, এমিলি, আমি আর সে সমস্ত ম্যানচেস্টার মেয়েদের সাথে নৈশভোজে যাচ্ছি। আমার বিশ্বাস তারা তাদের নিজেদের শহরে বিশাল কিছু করার প্লট বানাচ্ছে। আসবে আমাদের সাথে?"

এমিলি বলে উঠলো, "না, তবে ধন্যবাদ। আমি বাসায় কিছু কাজ ফেলে এসেছি। ওগুলো শেষ করতে হবে।"

অ্যারাবেলা হেসে জানতে চাইলো, "সেলাই-ফোড়াই?"

দাঁত দেখিয়ে এমিলি বলে উঠলো, "হ্যা। সেলাই।" এই মেয়েটি আর্থারের পাশের চেয়ারে নিজের ডান পা তুলে হাটু পর্যন্ত স্কার্ট তুলে ফেলল। আর্থার চেষ্টা করলো ওদিকে না তাকাতে। মেয়েটির মোজা সাদা আর বেশ পাতলা। আর্থার ঠিক এর ভেতর দিয়ে সব দেখতে পারছেন। এর ভেতর দিয়ে তিনি দেয়ালের একটি ফুটোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মেয়েটি তার সুন্দর পায়ে মোজা ঠিকঠাক করে নিল। তারপর ডান হাটু নামিয়ে বাম হাটু উঠিয়ে একইভাবে মোজা ঠিক করে নিল। এ কাজের ফলে এবার তার স্কার্ট উঠে গেল উরু পর্যন্ত। আর্থার বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন।

দূরের দেয়াল থেকে চোখ দুটো চলে গেল এমিলির উরুতে। এভাবেই আস্তে আস্তে উরু থেকে হাটু, হাটু থেকে পা-তে চোখ ঘুরতে ঘুরতে এসে থেমে গেল মসৃণ পায়ের কালো দাগের উপর। কাছ থেকে দেখতেই আর্থার স্পষ্ট দেখতে পেলেন এমিলির পায়ে তিন মাথাওয়ালা কাকের ছবি ট্যাটু করে আঁকা আছে।

আর্থার কেঁপে উঠলেন আর প্রায় চেয়ার থেকে পড়েই যাচ্ছিলেন। এমিলি আর রেইনস্ দু'জনই সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালো।

যতটা পারলেন নারীসুলভ কণ্ঠে বললেন, "ক্ষমা করবেন। মাথা ঘোরাচ্ছে।"

তিনি চেষ্টা করলেন যতটা কম শব্দ বলা যায়। যাতে কথার মাঝে পুরুষ কণ্ঠের স্বরকে নারীরা আন্দাজ করতে না পারে।

সহানুভূতির স্বরে অ্যারাবেলা বলে উঠলো, "আমি বুঝতে পেরেছি। আপনার মতো করসেট পড়লে আমারও এমন হতো। আমি এ ব্যাপারে কিছু বলতে চাই না। আপনি যেরকম পোশাক চান সেরকমই পরবেন কিন্তু ওয়াইটলি'তে এখন সেল চলছে, আধুনিক বডিসের উপর। আমার জীবন পাল্টে গেছে যখন আমি করসেটেরর অভ্যাস পাল্টে ফেলেছি।"

আর্থার বলে উঠলেন, "ধন্যবাদ।"

তারপর অ্যারাবেলা আরো বলে উঠলেন, "আমি বুঝতে পারছি না, আমরা যদি ফুসফুসে শুদ্ধ বাতাসই না ভরতে পারি তাহলে ভোটাধিকারের যুদ্ধে জিতবো কিভাবে, তাই না এমিলি?"

আর্থারকে খানিকটা সন্দেহের চোখে দেখে এমিলিও একমত পোষণ করলো এ ব্যাপারে। তবে অ্যারাবেলার মতো এত সহজে বিশ্বাস করতে পারলো না।

তারপর অ্যারাবেলা আর্থারকে আবারো উৎসাহী করতে চাইলো, "ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি কিন্তু ম্যাম, আপনি সে-সব বডিসও চেষ্টা করে দেখবেন। আমি নিশ্চিত আপনি স্বাধীনতার স্বাদ পাবেন।" তারপর এমিলির দিকে ফিরে বললো, "পরের বৃহস্পতিবারে তোমার সাথে দেখা করবো, ঠিক আছে? আর প্লিজ, সাবধানে থেকো সেলাইয়ের ক্ষেত্রে। আমি চাই না কোন দূর্ঘটনা ঘটুক।" তারপর ভদ্রভাবে মাথা নেড়ে চলে গেল।

এ সময়ের মধ্যে ব্রামও পানির ক্লোসেট থেকে বের হয়ে এলেন। এমিলিও তার মোজা ঠিক করে পায়ের উপর স্কার্ট টেনে দিয়ে খুব দ্রুত বের হয়ে গেল। আর্থারের দিকে তাকালোও না সে। এমনকি ভদ্রতাসুলভ মাথাও নাড়লো না।

এমিলি রুম থেকে বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই আর্থার লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। চিৎকার করে বলে উঠলেন, "মেয়েটি ট্যাটু এঁকেছে! তার ডান পায়ে। আমি দেখেছি।"

ব্রাম দ্বিধায় পড়ে গেলেন। "অ্যারাবেলা রেইনস্?"

"না, তার বন্ধু এমিলি। তাড়াতাড়ি চলো। আমাদের নষ্ট করার মতো সময় নেই," আর্থার উত্তরে বললেন।

তারপর খুব দ্রুত মেয়েদের পাউডার রুম থেকে বের হয়ে গেলেন তারা; আরেকটু হলে নিজের স্কার্টের উপরেই পড়ে যাচ্ছিলেন প্রায়।

অধ্যায় ২৪

রক্তচিহ্ন মাখা বিয়ার ফল

"অনুমানকে তুমি প্রায় পুরোপুরি বিজ্ঞানের কাছাকাছি নিয়ে এসেছ।এভাবে কখনোই এটি পৃথিবীতে আসবে না।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *অ্যা স্টাডি ইন স্কারলেট*

জানুয়ারি ১০, ২০১০

পানি পড়ার শব্দে হ্যারল্ডের ঘুম ভেঙে গেল। মাথা তুলে শব্দের উৎস খুঁজতে লাগলো সে। চোখ চলে গেল অপরিচ্ছন্ন চাদরের উপরে। গাঢ় নীল আর লাল লাল স্ট্রাইপ চলে গেছে। ক্রিম রঙের কার্পেট আর কাঠের ডেস্কের উপর নজর বুলালো হ্যারল্ড। গত সপ্তাহ জুড়েই হ্যারল্ড বিভিন্ন ধরনের হোটেলে থেকে আসছে। তার কাছে মনে হয় সবগুলো দেখতে একই রকম। *এটি তার কোনটি?*

বাথরুমের দরজার দিকে তাকাতেই দেখতে পেল নিচ দিয়ে ধোঁয়ার কুন্ডলি বের হচ্ছে। আটলান্টিকের উভয় পাশের বাথরুমগুলোর চেহারা একই রকম দেখতে। বাথরুমে শাওয়ার নিচ্ছে কেউ। গরম মনে হচ্ছে দেখতে। ভেতরে কাউকে নড়াচড়া করতে দেখেই বুঝতে পারলো এটি সারাহ্। গতরাতের ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। এক রাত আগেই এরকম কিছু ঘটেছিল ভাবতেও খারাপ লাগছে হ্যারল্ডের।

ইন্টারনেট ক্যাফে থেকে গুগলে সার্চ করে তারা এই হোটেলটি খুঁজে বের করেছে। এটি কাছাকাছি আর নির্জন আর পেমেন্টের ব্যাপারেও ক্যাশ নিতে রাজি হয়েছে। তারা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের ঝুঁকি নিতে চায় নি।

সন্ধ্যায় হ্যারল্ড আর সারাহ্ দু'জনে পৃথকভাবে এলেক্স কেলের তৈরি কোনান ডয়েলের আত্মজীবনী পড়ে কাটালো। সারাহ্ শেষ পর্যন্ত নিজে এটি পড়তে পেরে খুশি। অন্যদিকে হ্যারল্ড এটি বারবার পড়তে লাগলো এই আশায় যে যদি জানা যায় এলেক্স এটি কোথায় খুঁজে পেয়েছে। অথবা হারানো ডায়েরির মাঝে কি আছে, কিন্তু যতবারই হ্যারল্ড এটা পড়লো কোন নতুন সূত্র বের করতে পারলো না।

সন্ধ্যার সবচেয়ে উত্তেজনাময় মুহূর্ত ছিল যখন হ্যারল্ড আর সারাহ্ জানতে পারলো হোটেলটিতে একটি লন্ড্রি রুম রয়েছে। তারা বুঝতে পারলো আগের হোটেলে না ফেরা পর্যন্ত একই কাপড়ে তাদেরকে আরেকদিন কাটাতে হবে।

বাথরুমের মাঝে সাদা রোব ঝুলানো দেখে দু'জনে পোশাক পাল্টে শুধুমাত্র রোব গায়ে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল নোংরা আন্ডারওয়্যার, জিন্স আর শার্ট হাতে নিয়ে। হ্যারল্ড দেখতে পেল প্রতিবার পা সামনে ফেলার সময় সারাহ্ রোব সরে গিয়ে তার ডানপাশের উরু থেকে কোমর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। হ্যারল্ড যথাসাধ্য চেষ্টা করলো সেদিকে না তাকাতে যদিও সে নিশ্চিত সারাহ্ এসব খেয়ালই করছে না।

রাতে বেলা দু'জনে দু'জনের বিপরীত দিকে ঘুমিয়ে রইলো। সিংগল কিং সাইজ বিছানা। পাজামার মতো করে রোব পড়েই ঘুমিয়ে গেল। সম্পূর্ণ ব্যাপারটিতে কোন খারাপ কিছু ছিল না কিন্তু হ্যারল্ডের তবুও ঘুমের সমস্যা হলো। সে পাশ ফিরে শুয়ে থাকলো সারাহ্র অন্য পাশে। যদিও সাধারণত সে চিৎ হয়ে ঘুমায়। হঠাৎ করে ফিরে সারাহ্র দিকে তাকানোর ঝুঁকি এড়াতেই এমনটা করলো সে। যদি দু'জনের চোখাচোখি হয়ে যায়, কি হতো তাহলে? সারাহ্ ভাবতো হ্যারল্ড নিশ্চয়ই সারারাত তার দিকে তাকিয়ে ছিল; যেটি আদৌ সত্যি নয়। ভুল বোঝাবুঝি থেকে অন্যদিকে ফিরে ঘুমানোই ভালো। তাই ডানপাশে ফিরে শুয়ে থাকলো। যদিও তার শরীরের ভার কাঁধের উপর পড়ায় ব্যথায় সারারাত ঘুম আসে নি।

হ্যারল্ড তার ব্ল্যাকবেরি ফোন বেজে উঠতেই বিছানায় উঠে বসল। চেক করে দেখল সেবাস্টিয়ান কোনান ডয়েলের কাছ থেকে নতুন ই-মেইল এসেছে। সেবাস্টিয়ান লন্ডনে আর তাদের সাথে তখনই দেখা করতে চায়। "এক্ষুণি" শব্দটির উপর বেশ জোর দিয়েছে সেবাস্টিয়ান।

হ্যারল্ড নিজের ফোন রাখতেই দেখতে পেল পাশাপাশি সারাহ্র ফোন পড়ে আছে সেখানে। ক্যাফেতে থাকাকালীন সারাহ্র লম্বা লম্বা কলের কথা মনে পড়ে গেল। সন্দেহ হলো তার। নিজের কাছে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, সারাহ্র প্রতি যতটা আগ্রহই থাকুক না কেন–তার ঠাট্টা যতই উপভোগ করুক না কেন–সারাহ্র প্রতি খানিকটা দূর্বলতা সত্ত্বেও হ্যারল্ড এখনো তাকে বিশ্বাস করে না।

সারাহ্র ফোনটা তুলে নিয়ে হ্যারল্ড মনে মনে ভাবলো, হোম্‌সও তো ওয়াটসনের সাথে সবসময় সৎ ছিল না। ওয়াটসনকে প্রায় মিথ্যে বলতো সে। বস্তুত হোম্‌স তার সঙ্গীকে প্রায় অন্ধকারে রাখতে চাইতো যাতে কেসের সমাধান নিজে যেভাবে ভাল মনে করে সেভাবে করতে পারে। *হাউন্ড অব বাস্কারভিলস্*-এ তো অনেক সময় তদন্তের কাজে হোম্‌স ওয়াটসনকে সঙ্গেই নিত না যাতে সে আড়ালে থেকে সন্দেহের অবসান করতে পারে। হ্যারল্ড তো এমন কিছু করছে না, যা শার্লোক হোম্‌স নিজের ক্ষেত্রে করেছিল।

তাই সারাহ্ কল রেকর্ড চেক করতে গিয়ে হ্যারল্ডের কোন অপরাধ বোধ হল না। যাইহোক, শাওয়ার বন্ধ হবার আওয়াজ পেয়ে বুঝতে পারলো তাকে তাড়াতাড়ি

কাজ শেষ করতে হবে। গতকাল সন্ধ্যায় সারাহ্ বেশ কয়েকজনের সাথে কথা বলে, যাদের নাম্বার নিউ ইর্য়কের। ৩:০৩ মিনিটে দিনের বেলায় একটা কল করেছিল। এই কলটি নিশ্চয় সে তার সম্পাদককে করেছিল।

সারাহ্ বাথরুমে থাকতে থাকতেই হ্যারল্ড রিডায়াল বাটনে চাপ দিল। সেকেন্ড গেল প্রায়। হ্যারল্ড একটা রিং শোনার অপেক্ষায় রইলো। একটা নারী কণ্ঠ উত্তর দিল দ্রুত।

"সিলভারম্যান, রামেল, তাবাকও সিগল্যার। আমি কিভাবে তোমার কলটি দেবো?"

"আমি...উমমম..." হ্যারল্ড বুঝতে পারলো না কিভাবে উত্তর দেবে। "এটা কি একটা আইন সংস্থা?"

ওপরপ্রান্তে খানিক বিরতির পর উত্তর এলো, "হ্যা, স্যার। আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?"

হঠাৎ করেই বাথরুমের দরজা খুলে সারাহ্ পুরোপুরি পোশাক পরে বের হয়ে এল শুধুমাত্র ভেজা চুলে তোয়ালে পেঁচিয়ে।

"না, ধন্যবাদ।" হ্যারল্ড উত্তর দিয়ে ফোন রেখে দিল।

সারাহ্ থেমে গেল হ্যারল্ডের হাতে নিজের ফোন দেখতে পেয়ে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "কি হচ্ছে?"

"কে সিলভারম্যান, রামেল, তাবাকও সিগল্যার?" হ্যারল্ড জানতে চাইলো।

প্রথম প্রতিক্রিয়ায় সারাহ্ রেগে গেল। "আপনি আমার ফোন ধরেছেন? কেন?"

"কারণ আপনি আমাকে মিথ্যে বলেছেন যে, সম্পাদককে ফোন করেছেন। আমি অন্তত এটা জানি এখন। দেখুন, আমি দুঃখিত কিন্তু গাড়ির রেস, বন্দুক, মৃত মানুষ সবকিছু মিলিয়ে আমি একটু অস্থির হয়ে আছি। আর আপনাকেও বেশ আগ্রহী মনে হলো লন্ডনে আমাকে ফলো করার ব্যাপারে।"

সারাহ্ মাথা নিচু করে ফেললো। মেঝের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বিছানায় বসে পড়ল সে। তারপর কথা বলতে বলতে খালি পা দিয়ে কার্পেটের উপর আকিঁবুকি কাটতে লাগলো।

"হ্যা। আমি আপনাকে মিথ্যে বলেছি। আমি এটা বলতে চাই নি যে আইন সংস্থা। তারা আমার হয়ে তালাকের জন্য কাজ করছে। আমি একটি তালাক পাবার মাঝপথে আছি।"

হ্যারল্ড যা যা শুনবে ভেবেছিল এগুলো তার কোনটাই নয়। সারাহ্ বলে চললো, "আমার আইনজ্ঞের নাম মার্ক এপসটেইন। আপনি তাকে কল করে চেক করতে পারেন। আমি আপনাকে বলতে চাই নি কারণ...যাইহোক আমার কোন সম্পাদক নেই। সত্যি করে বলতে বর্তমানে আমি কোন সাংবাদিক হিসেবে কাজও করছি না

কিন্তু আগে করতাম। আমি কয়েকটি সংবাদপত্রে লেখালেখি করেছি, কয়েকটি ম্যাগাজিনেও। আমি নিশ্চিত আপনি গুগলে পাবেন আমাকে কিন্তু বিয়ের পর আমি থামিয়ে দেই সবকিছু। আমার স্বামী, প্রাক্তন স্বামী অনেক ঝামেলা করে আর আমি লেখালেখি থেকে দূরে সরে যাই। এখন যেহেতু আমার তালাক হয়ে যাচ্ছে আমি আবার শুরু করতে চাই। তাই আমি ফ্রিল্যান্স আর্টিকেল লিখছি। অথবা চেষ্টা করছি যেকোন মূল্যে করতে। তাই যখন শুনতে পেয়েছি এলেক্স ডায়েরি খুঁজে পেয়েছে, ইরেগুলার্স সম্পর্কে জানতে পারি, আপনাদের সম্পর্কে ও, মনে হলো এটাই সঠিক। যে কেউই এটি কিনতে চাইবে। এটি অসম্ভব চমকপ্রদ একটি গল্প।"

"এ কারণে আপনি আমাকে সেবাস্টিয়ানের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। এ কারণেই এতসব কিছু করেছেন? কিছু লিখতে চান, তাই?"

সারাহ্ পায়ের উপর থেকে চোখ তুলে তাকালো। চোখের কোণে জল জমেছে। "সত্যি বলতে তাই, হ্যারল্ড। আমার দরকার ছিল। আমি আমার জীবনকে ফিরে পেতে চাই।"

হ্যারল্ডের ঘোর কেটে গেল। বুঝতে পারলো সে রেগে যায় নি। সারাহ্কে বুঝতে পারলো সে। তারপর বললো, "ঠিক আছে। আমি বুঝতে পেরেছি। আমরা ডায়েরিটি খুঁজে বের করবো। আমি প্রমিজ করছি কিন্তু আসুন একটি কাজ করি প্রথমে আমরা একসাথে এটি করছি। আপনি আমার সাথে মিথ্যে কথা বলবেন না। আমিও আর আপনার ফোনের কললিস্ট চেক করবো না।" হ্যারল্ড হেসে ফেলল। সারাহ্ও হাসলো তার জবাবে। এক মুহূর্তের ভেতরেই হ্যারল্ড উঠে সারাহ্র কাঁধে হাত রাখলো।

সারাহ্ তার তোয়ালে জড়ানো মাথা হ্যারল্ডের মাথায় রাখলো। তারপর বললো, "ধন্যবাদ।"

হ্যারল্ড উত্তর দিল, "কোন সমস্যা নেই। আমি জানি আপনি নিজেকে প্রমাণ করতে চাইছেন। নিজের জন্য একটি পথ কল্পনা করা আর তারপর সত্যিকারের জীবনে সেটা প্রয়োগ করা কেমন ব্যাপার আমি জানি। বাস্তবে আমি যতটা আশা করেছি তার চেয়েও বেশি কৌশলী।" সারাহ্ হেসে ফেললো। হ্যারল্ড আরো যুক্ত করলো, "আমরা দু'জনেই এটি সমাধান করবো।"

সারাহ্ উত্তর দিল, "হ্যা, কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি মনে করি আপনার চেয়ে প্রয়োজনটা আমার বেশি। মানে সমাধান হওয়াটা।"

সেবাস্টিয়ান কোনান ডয়েলের লন্ডনের বাসাটি হল্যান্ড পার্কের কাছে, অ্যাবোটবুরির রাস্তার ধারে। চারতলা বিল্ডিং একেবারে দাঁতের মত সাদা আর উভয় পাশে লম্বা গাছ

রয়েছে। হ্যারল্ড আর সারাহ্ রাস্তা থেকে দ্রুত এসে দারোয়ানকে নিজেদের নাম বললে তাদেরকে সরাসরি ভেতরে নিয়ে গেল সে। সেবাস্টিয়ান তাদের অপেক্ষায়ই ছিল।

বিশাল বাড়িটি দেখে হ্যারল্ড ঢোক গিলল। সিলিং মনে হলো প্রয়োজনের তুলনায় উঁচু আর হলরুমটিও প্রয়োজনের তুলনায় বেশ চওড়া। দরজাও প্রায় বিশাল সাইজের, প্রায় সিলিং অবধি পৌঁছে গেছে। দেয়াল থেকে চিত্রকলা ঝুলছে। যদিও হ্যারল্ড আর্ট সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না, কিন্তু মনে হলো এগুলোর সবই আধুনিক। ছবিগুলোতে আছে বিভিন্ন স্ট্রাকচার, নকশা, অথবা শুধুমাত্র একে অন্যের সাথে মিশে যাওয়া রঙ। উপরের তলার ল্যান্ডিং-এ সেবাস্টিয়ান তাদের সাথে দেখা করলো। দেখে মনে হলো বেশ খুশিই হলো। হ্যারল্ড আর সারাহ্ উভয়ের সাথে আন্তরিকভাবে করমর্দন করলো। তারপর ড্রইংরুমের মাঝখান দিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বললো, "আসুন।"

সেবাস্টিয়ান বড় একটি কাউচে বসলো। কুশন দেখে মনে হলো এর উপর আগে কখনো কেউ বসে নি। বিপরীত পাশে কাউচে হ্যারল্ড আর সারাহ্ বসলো খুব সাবধানে। হ্যারল্ডের মনে হলো সে এটাকে ভাঙতে চায় না বা এলোমেলো করতে চায় না, এতটাই দামি মনে হলো তার কাছে। তাদের মাঝখানে কফি টেবিলের উপর পড়ে আছে মোটা আর চিহ্নবিহীন একটি ম্যানিলা খাম।

সেবাস্টিয়ান দ্রুত বলে উঠলো, "আসুন, আমরা শুরু করি। আপনারা কি খুঁজে পেয়েছেন?"

হ্যারল্ড আর সারাহ্ একে অন্যের সাথে চোখাচোখি করলো। হ্যারল্ড বুঝতে পারলো তাকেই উত্তর দিতে হবে।

"প্রথমত, আপনি কি নিউইর্য়ক পুলিশের কাছ থেকে কিছু পেয়েছেন?"

সেবাস্টিয়ান উত্তর দিল, "হ্যা, অবশ্যই, আপনি যা যা চেয়েছেন সব। ময়নাদতন্তের রিপোর্ট, পুলিশরিপোর্ট, ক্রাইমসিনের ছবি। সবকিছুই বেশ ভয়ংকর।" তারপর টেবিল থেকে খামটি তুলে নিয়ে হ্যারল্ডের দিকে ছুঁড়ে মারলো।

হ্যারল্ড খাম খুলে ভেতরের সব দেখতে লাগলো। সেখানে আছে হাতে লেখা পুলিশের রিপোর্টের ফটোকপি, ক্রাইমসিন ছবির কম্পিউটার প্রিন্টআউট, হোটেলের ম্যানিফেস্টস, আর ময়নাদতন্তের মোটাসোটা একটি রিপোর্ট।

সারাহ্ জানতে চাইলো। "আপনি কিভাবে পেয়েছেন এসব?"

সারহর দিকে তাকালেও কোন উত্তর দিল না সেবাস্টিয়ান। তারপর বললো, "আমি কৌতুহলী হয়ে সেগুলো দেখেছি। ছবিগুলো আমি যতটা ভেবেছিলাম তার চাইতে বেশি ভয়ংকর।"

সেবাস্টিয়ানের মাঝে এমন কিছু আছে যা হ্যারল্ডকে অস্বস্তিতে ফেলে

দিল–তার অতিমাত্রায় স্বাভাবিক থাকা আর সারাক্ষণ মাথা নাড়া। যেন সেবাস্টিয়ান জানে কিছু আর সঠিক সময়ের অপেক্ষা করছে।

সে বলে চললো, "আর এখানকার সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে গোয়েন্দাদের বাড়তি রিপোর্ট। দেয়ালে থাকা রক্তের ডিএনএ টেস্ট নিয়ে।"

হ্যারল্ড পৃষ্ঠার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "ওহ্? রক্তে লেখা শব্দটি *এলিমেন্টারি*? তারা কি জানতে পেরেছে এটি কার?"

"তারা পেরেছে। এটা এলেক্স কেলের।"

কাগজপত্র উল্টানো বন্ধ রেখে হ্যারল্ড সেবাস্টিয়ানের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বলে উঠলো, "ধুর, গল্পে তো রক্তটা খুনির ছিল, ভিকটিমের নয়।"

সারাহ্ মাঝখানে বলে উঠলো, "গল্প থেকে বেশ কিছু ঘটনার বিচ্যুতিও হয়েছে। *অ্যা স্টাডি ইন স্কারলেট* গল্পে ভিকটিমকে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল, শ্বাসরোধ নয়।"

হ্যারল্ড অবাক হয়ে সারাহ্‌র দিকে তাকালো। সে ইতোমধ্যে কোনান ডয়েলের কাজের সাথে বেশ পরিচিত হয়ে গেছে। তাই দেখে সারাহ্ বলে উঠলো, "জিসাস, গত তিনদিন ধরে ক্লান্তিহীনভাবে আপনি গল্পটা বলে চলেছেন, তাই আমি যদি নিজ থেকেই আরো পড়তে চাই তাহলে দোষ দিতে পারেন না। ক্যাফেতে থাকাকালীন আমি অন লাইনে খানিকটা পড়ে নিয়েছি।"

হ্যারল্ড অনেকটা আপন মনে বলে উঠলো "ময়না তদন্তে কি রক্তে বিষ পাওয়া গেছে?"

সেবাস্টিয়ান উত্তর দিল, "না। এলেক্স কেলের মৃত্যু শ্বাস বন্ধ হয়েই হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।"

"আর তার নাক?" হ্যারল্ড অদ্ভুতভাবে জিজ্ঞেস করে উঠলো।

"তার নাক?" একই প্রশ্ন সারাহ্‌র করলো।

হ্যারল্ড উত্তর দিল, "রক্ত। এটি কি এলেক্সের নাক থেকে বের হয়েছে?"

"হ্যারল্ড, আমি তো কোন ডাক্তার নই কিন্তু আমার ধারণা তারাও বলতে পারবে না একটা মানুষের শরীরের নির্দিষ্ট কোন জায়গা থেকে রক্তটা বের হয়েছে। তারা শুধু তোমাকে এটুকুই বলতে পারবে এটা কার রক্ত।" সেবাস্টিয়ান উত্তর দিল।

"না, না, ময়না তদন্তের রিপোর্ট..."

এই বলে হ্যারল্ড তাড়াতাড়ি তার হাতে ধরা কাগজ উল্টাতে লাগলো। তারপর নির্দিষ্ট জায়গা খুঁজে পেয়েও পড়তে পারলো না লেখার অস্পষ্টতার জন্য। ফটোকপিটিও বেশ ঝাপসা। তাই রিপোর্টটি পড়া আরো সমস্যা হয়ে গেলো। অপর দুজনকে জিজ্ঞেস করলো সে, "আপনারা কেউ কি পড়তে পারবেন এখানে কি লেখা আছে?"

সারাহ্ কাছাকাছি এসে আঙুল বুলিয়ে পড়তে লাগলো। সে আড়চোখে তাকিয়ে পড়ছে বলে বাঁকা হয়ে থাকার কারণে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের উপর এক গোছা চুল এসে পড়ায় হোটেলের শ্যাম্পুর গন্ধ পেল হ্যারল্ড। তারপরই সারাহ্ তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে কানের পেছনে সরিয়ে ফেললো চুলটুকু।

"হেমারেজ? কোন একটা হেমারেজের কথা লেখা আছে," উত্তর দিল সারাহ্।

"নাকের ভেতরে। রক্তের জমাটবাঁধা অংশ..." হ্যারল্ড আবারো পড়তে না পেরে মাঝপথে থেমে গেল।

সেবাস্টিয়ান বলে উঠলো, "আমি বিন্দুমাত্র বুঝতে পারছি না আপনি কি বোঝাতে চাইছেন, হ্যারল্ড। এলেক্সের নাকের ভেতরে জমাটবাঁধা রক্ত পাওয়া গেছে? খুনির সাথে যুদ্ধ করতে গিয়েই নিশ্চয় নাকে ব্যথা পেয়েছে?"

"না। তাকে আমরা যখন পাই চেহারায় কোন দাগ ছিল না। নাকও ভাঙা ছিল না। এটি ইচ্ছাকৃত। ওহ্, *অ্যা স্টাডি ইন স্কারলেট* গল্পে দেয়ালে রক্ত দিয়ে মেসেজটি লিখে রেখেছিল হত্যাকারী, খুনির নাক থেকে এসেছিল সেই রক্ত। ভিকটিমের সাথে কথা কাটাকাটির সময় নাক থেকে রক্ত পড়ছিল।"

এবার সারাহ্ বললো, "আর এখানে, হত্যাকারী এলেক্সের রক্ত ব্যবহার করেছে নিজের বদলে। খুন করার পর এলেক্সের নাক কেটেছে বা এ জাতীয় কিছু করেছে। নিশ্চয় ডিএনএ ও প্রমাণ নিয়ে ভয় পাচ্ছিল। এটাকে এত সহজ করে দিতে চায় নি। মানে তাকে খুঁজে পাওয়াটা।"

"এটা বেশ অদ্ভুত। গল্পটা যে হুবহু পুণরায় ঘটানো হয়েছে তা নয়। হত্যাকারী এটার অংশবিশেষ ব্যবহার করেছে।"

"যেদিকে ইশারা করছে, এর মাধ্যমে কি কিছু বলতে চাইছে আমাদেরকে? অথবা নাকি সে..." হ্যারল্ড আবারো মাঝপথে চুপ করে গেল। তারপর ফুস করে শ্বাস ফেললো।

"অথবা কি?," সেবাস্টিয়ান জানতে চাইলো।

"অথবা হয়তো হত্যাকারী গল্পটা জানতো না ভালভাবে। হৃদয় দিয়ে এটা অনুভব করে নি। তাড়াহুড়া করে এলেক্সকে খুন করেছে। পরিকল্পনা ছিল না কোন। তারা ঝগড়া করেছে। তর্ক-বিতর্ক ডায়েরিটা নিয়ে। তারপর এমনভাবে করেছে যেন মনে হয় কোন এক শার্লোকিয়ান এটা করেছে। তাই এসব শার্লোকিয়ান সূত্র তৈরি করেছে কিন্তু তার পরও ভুল করে ফেলেছে।"

সারাহ্ দ্বিধায় পড়ে গেল। "তাই এখন আপনার মনে হচ্ছে এটা কোন শার্লোকিয়ান করে নি?"

সেবাস্টিয়ানের দিকে তাকিয়ে হ্যারল্ড উত্তর দিল, "আমি সম্ভাবনার কথা বলছি।

হতে পারে হত্যাকারী শার্লোকিয়ানদের পরিচিত কিন্তু তাদের কেউ নয়।"

সেবাস্টিয়ানও চুপচাপ তাকিয়ে রইলো হ্যারল্ডের দিকে। তারপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। গাল দুটো আপেলের মতো লাল হয়ে গেছে।

"সত্যি হ্যারল্ড? এটাই? আপনি এত চেষ্টা করে এটা পেয়েছেন?"

সারাহ্ নিজের অবস্থান নিয়ে কিছু বুঝতে পারছিল না। একেকবার একেকজনের দিকে তাকাতে লাগলো।

হ্যারল্ড বলে উঠলো, "কেলের অ্যানসারিং মেশিনে আপনার মেসেজ পেয়েছি আমরা। আপনাকে বেশ রাগি মনে হচ্ছিলো।"

"হ্যা, হ্যা, হ্যা...তারপর কেল মারা গেল, আমি আপনাদের মতো দুজন আনাড়িকে দিয়ে খুনিকে খুঁজে বের করার জন্য সাহায্যের প্রস্তাব দিলাম। আর কেলের সাথেও আমার মতভেদের সবই বলেছি। কোন কিছু গোপন করি নি।"

সারাহ্ হঠাৎ করে জানতে চাইলো, "আমাদেরকে কে ফলো করছিল?"

এবার সেবাস্টিয়ান দ্বিধায় পড়ে গেল, "কেউ আপনাদেরকে ফলো করেছে?"

"হ্যা।" সারাহ্ উত্তর দিল।

হ্যারল্ড আরো যোগ করল, "তাদের সাথে বন্দুক ছিলো। খুব বড় বন্দুক। আর যেই হোক না কেন, কেলের অফিসেও লুটপাট করেছে সে।"

হ্যারল্ড সাবধানে সেবাস্টিয়ানের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগলো কিন্তু বোঝাই গেল স্পষ্টতই সে এসব প্রথম শুনছে।

সেবাস্টিয়ান পাল্টা প্রশ্ন করলো, "তাহলে কি আপনার মনে হয় না, যে-ই হোক না এই বন্ধুকধারী...ওহ্, শুধুমাত্র অনুমান করছি, সে-ই কেলের খুনি?"

"হতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় না এই লোকের কাছে ডায়েরি আছে। আমার মনে হয় আপনার কাছে আছে সেটা।"

দীর্ঘক্ষণ কেটে গেল নীরবতায়। সেবাস্টিয়ান তারপর ঠাণ্ডাস্বরে বলে উঠলো, "মিঃ হোয়াইট, সম্ভবত আপনার ব্যবহারিক যোগ্যতা শেষ হয়ে গেছে।"

হ্যারল্ডও সাবধান হয়ে উঠলো। সেবাস্টিয়ান কি তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে? তার কাছে কি অস্ত্র আছে? হ্যারল্ড পিছিয়ে গেল। নিজেকে সবকিছুর জন্য প্রস্তুত করে রাখলো সে।

সেবাস্টিয়ান আরো বলে চললো, "আমার মনে হয় আপনাদের চলে যাওয়া উচিত।" তার কণ্ঠ বেশ স্থির কিন্তু কঠিন। মনে হলো সে ভাঙবে তবু মচকাবে না।

দরজার দিকে যেতে যেতে হ্যারল্ড বলে উঠলো, "আমি যোগাযোগ রাখবো।" তার মনে হলো পরিস্থিতি সে ভালোই সামাল দিয়েছে।

নিচে রাস্তায় নেমে সারাহ্ হ্যারল্ডকে জিজ্ঞেস করলো, "তো হঠাৎ করে এমন

কথা মাথায় আসলো কিভাবে?" তারা অ্যাবোটবুরির রাস্তা ধরে হাটতে লাগলো। তারা ঠিক করে নি কোথায় যাবে কিন্তু তবুও না থেমে হাটতেই লাগলো। হ্যারল্ড নতুন পাওয়া তথ্যসমূহ নিয়ে গভীরভাবে ভাবছে। মনে হলো সে কিছুর একেবারে কিনারে পৌছে গেছে। তারপরও জানা আর না জানার মাঝে একটা ফাঁক থেকেই যাচ্ছে। সমাধানের একেবারে কাছাকাছি পৌছেও কিছুতেই একে ধরতে পারছে না।

গভীর চিন্তা থেকে যেন জেগে উঠে হ্যারল্ড জানতে চাইলো, "দুঃখিত, কিছু বলছেন?"

সারাহ্ পেছনে সেবাস্টিয়ানের বিল্ডিঙের দিকে ইশারা করে জানতে চাইলো, "বলগুলো কোথায় পেয়েছেন, জায়গা মত মারার জন্য? আপনি সত্যিই মনে করেন সে কেল্‌কে খুন করেছে? খুব ভালো করেছেন।"

"আমার মনে হয় না সে করেছে কিন্তু আমি ভুলও করতে পারি। দেখতে চেয়েছি সে কিভাবে প্রতিক্রিয়া করে। হতে পারতো সে ভেঙে পড়ে সবকিছু স্বীকার করেছে। প্রায়ই সময়ে হোম্‌সের গল্পে খুনিরা এমনটা করেছে, যখন তারা ধরা পড়ে যায় আর কি। এমনকি তাদের বিরুদ্ধে কোন সত্যিকার প্রমাণ না থাকলেও।"

পরবর্তী কিছু সময় তারা নিরবে হেটে চললো। হল্যান্ড পার্ক থেকে নটিংহিল চলে এল। তারপর বেইজওয়াটার। বিল্ডিংগুলো হয়ে গেল আরেকটু উঁচু আর রাস্তার শব্দ আরো কয়েক ডেসিবেল তীক্ষ্ণ।

হঠাৎ করেই সারাহ্ বললো, "সুতরাং *দেজাভুঁ*...আমাদেরকে আবার ফলো করা হচ্ছে।"

"কি?" হ্যারল্ড অবিশ্বাসের কণ্ঠে বলে উঠলো।

"বৃদ্ধমানুষ। বাদামি সুট। চোখে গ্লাস। আমি এখান থেকেও তাদের কণ্ঠ শুনতে পারছি।"

"তারা আমাদেরকে কিভাবে খুঁজে পেল? আর আপনিই বা কিভাবে এত ভালো বলতে পারছেন যে কেউ আমাদেরকে ফলো করছে?" হ্যারল্ড প্রায় চিৎকার করে উঠলো।

"আমি জানি না। হতে পারে সেবাস্টিয়ানের ফ্ল্যাটে তাদের কেউ ছিল। আমরা তো সেখানেই যাবো? আর কখনো নারী হিসেবে রাস্তা দিয়ে চলার চেষ্টা করে দেখবেন। স্পষ্ট বুঝতে পারবেন ক' জোড়া চোখ আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। এটা সিআইএ-এর চাইতেও ভালো প্রশিক্ষণ।"

এরকম কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় হ্যারল্ড সারাহ্‌র যুক্তি মেনে নিল। আরো দ্রুত হাটতে হাটতে বলে উঠলো, "আপনি বলছেন লোকটি বৃদ্ধ?"

"হ্যা, সত্তর হতে পারে সম্ভবত।"

"সত্তর?"

"এই বয়সের খুব বেশি গুন্ডা দেখা যায় না। যদি না...যদি না সেই এই অপারেশনের বস্ হয়। সে আমাদেরকে অনুসরণ করার জন্য লোক ভাড়া করেছিল। তারা না পারায় এখন নিজেই মজা নিতে এসেছে।"

হঠাৎ করে সারাহ্ নার্ভাস হয়ে গেল। "শিট। সামনের বাম পাশে একটা গলি দেখতে পাচ্ছেন? দশ কদম? না, আট?"

"হ্যা।"

"আমার সাথে মোড় নিন। ঠিক...এখনই।"

হঠাৎ করে সারাহ্ বামপাশে মোড় নিলে হ্যারল্ডও তার পিছু নিল। হঠাৎ করেই তার হাত চেপে ধরলো সে। হ্যারল্ডের পিঠে রুক্ষ আর ঠাণ্ডা ইটের ছোঁয়া লাগলো। বুকের কাছে সারাহ্র হাত শক্ত অনুভূত হলো।

"নড়বেন না," সারাহ্ নিষেধ করলো।

তারপর কোটের পকেট থেকে ছোট্ট ছুরিটা বের করলো সে। গলির ভেতরটা বেশ অন্ধকার। এমন একটা কুয়াশাময় দুপুরবেলাতে লম্বা বিল্ডিংগুলো সূর্যের আলো পৌছাতে দিচ্ছে না। মৃদু আলোয় তাই স্টিলের ফলাটি নীল দেখালো।

সারাহ্ নিজের পিঠও দেয়ালে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল গলির প্রবেশমুখে। হ্যারল্ড দেখল সারাহ্ ঠাণ্ডা বাতাসে মেপে মেপে শ্বাস নিচ্ছে। ভাবলো সে হয়তো দম আটকে রাখছে। হ্যারল্ড নিজেও নিঃশ্বাস নিতে ভয় পেল। গলি দিয়ে পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে শোনা গেল। আস্তে করে বাতাসে ছোট্ট করে শ্বাস ফেললো হ্যারল্ড।

হঠাৎ করেই উত্তেজনা চলে এল। বৃদ্ধমানুষটি গলির ভেতর ঢুকতেই সারাহ্ তার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। চলাফেরায় খানিকটা পেশাদারিত্ব, খানিকটা অপটুভাব। হ্যারল্ড একটা নিঃশ্বাসও ফেলতে পারে নি। খুবই কম সময়ের মাঝে সারাহ্ মানুষটিকে রাস্তায় ফেলে চেপে ধরে গলার কাছে ছুরি ধরলো।

মানুষটি হাটু চেপে পড়ে আছে। সারাহ্ নিশ্চয়ই সেখানে লাথি মেরেছিল।

"আ-হ-হ!" মানুষটি গুঙিয়ে উঠল।

হ্যারল্ড মানুষটির চেহারা দেখলো। বড় চশমা। রোদে পোড়া বাদামি চামড়া। মোটা, ঘন ভুরু। মুখের তুলনায় বড় নাক, নরম আর ভেজা। মনে হলো যেন ছদ্মবেশী নাক। মানুষটির পতনের সাথে সাথে অর্ধেক খুলে এসেছে সেটা...*হায়, ঈশ্বর।*

"না! আমি!" মানুষটি আবার গোঙাতে লাগলো।

"তাকে উঠতে দাও," হ্যারল্ড সারাহ্কে বললো।

সারাহ্ এক চুলও নড়লো না, যেমন ছিল তেমনি কঠিনভাবে তাকিয়ে মানুষটির

গলায় ছুরি ধরে রাখলো সে।

"হ্যারল্ড, প্লিজ...আমাকে মেরে ফেলতে দিও না।" মানুষটি প্রায় কেঁদে উঠলো।

হ্যারল্ড বুক ভরে অক্সিজেন নিয়ে বলে উঠলো, "সারাহ্, সব ঠিক আছে। তাকে উঠতে দাও।" এই বলে হ্যারল্ড সারাহ্র কাঁধে হাত রাখলো। এই প্রথম সারাহ্ মানুষটির উপর থেকে চোখ সরিয়ে হ্যারল্ডের দিকে তাকালো।

হ্যারল্ড আবারো অস্বস্তির সঙ্গে বলে উঠলো, "ঠিক আছে। এটি রন। আমাদের ইরেগুলার্সের সদস্য, রন রোজেনবার্গ।"

অধ্যায় ২৫

নজরদারি

"বিপদ আমার কাজের একটি অংশ।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দি ফাইনাল প্রবলেম*

নভেম্বর ১২, ১৯০০

আর্থার ফুসফুস ভর্তি করে মরিস টোবাকো টানলেন। পরক্ষণেই কাশতে কাশতে ধূসর এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে দিলেন মাথার উপরে গ্যাসবাতির উপর। রাস্তার পাশে বাতির গায়ে দাঁড়িয়ে থেকে আবারো সিগারেট টানলেন। আর্থার নিয়মিত ধুমপান করেন না কিন্তু স্বীকার করতে বাধ্য হলেন কেউ যখন নজরদারি অর্থাৎ কারো উপর নজর রাখার কাজ করতে চায়, ধুমপান সময় কাটাতে সাহায্য করে। তিনি রাস্তার ওপাশের শান্ত একটি চারতলা বিল্ডিঙের তিনতলার জানালার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভেতরে আলো জ্বলছে আর সেই আলোতে রাতের অন্ধকার স্পষ্ট কেটে গেছে। জানালার সামনে কাউচে চায়নিজ ছায়া নাটকের মতো অভিনয় করছে মনে হলো মানুষটি। আর্থার তৎক্ষণাৎ পিছিয়ে রাস্তার অন্ধকার কোণে গিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। জানালায় দেখা নারী মূর্তিটির নাম এমিলি। আগের রাতের তরুণ ভোটাধিকারবাদী, আর এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে মেয়েটি যেন বুঝতে না পারে আর্থার তার উপর নজর রেখেছে। তারপরই এমিলি জানালার সামনে থেকে সরে আর্থারের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। তিনি আরেকবার মরিসে টান দিলেন। ওহ্ ঈশ্বর, এর মতো বিরক্তিকর কোন কাজ কি তিনি এর আগে করেছিলেন?

আগের দিনের এমিলির পিছু নেওয়াটা এতই সাধারণ ছিল যে, আর্থার ভাবলেন তিনি যদি এর স্ক্রিপ্ট লিখতে পারতেন! এমিলি পামার স্ট্রিটে যাবার জন্য দুই চাকার ঘোড়াগাড়িতে উঠে বসলো আর ব্রামও আর্থারও জলদি নিজেদের জন্য ক্যাব জোগার করে ফেললেন। তারপর তারা ড্রাইভারকে একগাদা কয়েন দেখিয়ে ক্যাবের পিছু নিতে আর সফল হলে আরো বেশি দেবার লোভে প্রলুব্ধ করে ফেললেন। ড্রাইভারটিও আর্থারের দিকে তাকিয়ে 'আপনি যেমন চান, ম্যাম'সুলভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে চালাতে লাগলো। যদি চালকের আর্থারের কাপড় আর গলার স্বর নিয়ে কোন অসামঞ্জস্যতা চোখে পড়েও থাকে, তাও লোকটি কিছু বললো না।

তারা ওয়েস্টমিনিস্টার থেকে ক্লারকেনওয়েল গেলেন এভাবে। আর চালক এক

মুহূর্তের জন্যও এমিলিকে নজরের বাইরে যেতে দিল না। এমিলি তার চাবি দিয়ে সদর দরজা খুলছে, তখন আর্থারও এলিসবুরি স্ট্রিটের চারতলা বিল্ডিংয়ের সামনে পৌঁছে যান। আর্থার চালককে বললো একটু দূরে রাখতে, তারপর এমিলি ভেতর ঢুকে গেলে কাছে যেতে। তারা তিন তলার ফ্ল্যাটে আলো জ্বলে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। এত দূর থেকে আর্থার বা ব্রাম নিশ্চিত হতে পারলেন না এমিলি কি করছে কিন্তু তারা এখন এটুকু জানেন সে কোথায় থাকে।

চালককে বিদায় করে দেবার পর তারা বুঝতে পারছিলেন না এরপর কি করবেন। আর্থার চাইলেন সরাসরি গিয়ে সদর দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকে মেয়েটিকে তার অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে কিন্তু ব্রাম ভেবে দেখলেন এ কাজে যথেষ্ট বিপদ আছে। এটা বোঝাই যাচ্ছিল এমিলি অন্তত দুজনকে খুন করার কাজে সহায়তা করেছে। সে-ই হয়তো স্যালি নিডলিং ও তার বান্ধবিকে খুন করা এমনকি আর্থারের স্টাডিতে বোমা বিস্ফোরণের কাজে জড়িত আছে। আর্থাররা এখনো জানেন না ট্যাটুটার অর্থ কি। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, হত্যাকারী স্বামী সম্পর্কেও তাদের কাছে কোন তথ্য নেই। যদি এমিলিও তাকে চেনে, তার সাথে এ ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকে, তাহলে এমিলি তাকে যেকোন মুহূর্তে ডেকে বসতে পারে। তাই এমিলিকে ধরার আগে তাদের আরো কিছু তথ্য সংগ্রহ করা দরকার।

আর্থার যদিও ব্রামের যুক্তিতে তেমন আশ্বস্ত হলেন না কিন্তু সাবধান হলেন। তাই রাজি হয়ে বললেন, "খুব ভালো। এমিলি আর তার বাড়ির উপর পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে প্রথমে। তারপর আমাদেরকে যত শীঘ্র সম্ভব এই জবরজং পোশাক বদলাতে হবে। আমরা শার্ট আর ট্রাউজার আনতে আনতে পাহারাদারের উপর নজর রাখবে। যদি এমিলি কোথাও যায় আমরা আবার পিছু নেব। সে থাকলে আমরাও তাই করবো। রাজি?"

সুতরাং তারপর তারা চলে যান। আর্থার প্রথমেই বাসায় যান কাপড় বদলানোর জন্যে। এই সময়ে কোন ট্রেন ছিল না, তাই তিনি আরেকবার ব্যয়বহুল ক্যাব ভ্রমন করেন। ঘরে ফিরে দেখেন সবাই ঘুমুচ্ছে। তালায় চাবি ঢুকানোর শব্দ, সামনের হলওয়ের মেঝেতে জুতার শব্দ সবকিছুতেই নিজেকে কেমন ভিনগ্রহেরপ্রাণী মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল নিজের ঘরে চোরের মতো ঢুকছেন। এই বাসার কেউ যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতো তিনি কিসের পেছনে ছুটে মরছেন গত কয়েক সপ্তাহ, তাহলে তারা কেউই শান্তিতে ঘুমাতে পারতো না। দ্বিতীয় তলার এসব ঘুমন্ত মানুষের কাছ থেকে তিনি সাবধানে সবকিছু লুকিয়ে রেখেছেন। তার স্ত্রী তোয়ি বা তার ভালোবাসা জিনও তার চেতনার জগৎ এতটা দখল করে নেই যতটা সেই মৃত মেয়েরা আর তাদের খুনিরা দখল করে রেখেছে।

কেউই দেখতে পেল না যখন তিনি সিঁড়ি বেয়ে নিজের চেম্বারে গেলেন।

ভাগ্যক্রমে তোয়ি এবং তিনি এখনো পৃথক কক্ষে ঘুমান। তাই তোয়িকে বিরক্ত করার বা ফরসেট নিয়ে বিব্রত করার প্রয়োজন পড়লো না।

যে ক্যাবে করে গিয়েছিলেন তিন ঘণ্টা পর তাতে করেই আবার ক্লারকেনওয়েলে ফিরে এলেন। তখন ব্রাম ক্যাবটি ব্যবহার করার সুযোগ পেলেন। তাই চালকের জন্য সন্ধ্যাটা বেশ সৌভাগ্য বয়ে আনল। পরবর্তী দিনেও ব্রাম আর আর্থার এভাবে পালা করে পাহারা দিলেন। এ কাজের সময় তারা কাছের কোনো হোটেলে ঘুমাতে লাগলেন, যদিও কেউই তেমন ঘুমাতে পারেন নি।

আর এখন ছয়টা বাজতে এখনো পনেরো মিনিট বাকি; ভোটাধিকারবাদী লেকচারের পরের সন্ধ্যায় আর্থার একা মরিস সিগারেট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রাতটা কঠিন ছিল। কিন্তু দিনটি মনে হয় আরো বেশি কঠিন। ভোর হওয়া পর্যন্ত জেগে ছিলেন কিন্তু সারাদিনের আধা জাগরন আর আধা নিদ্রাতুরভাবে একটি জানালার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এলোমেলো হয়ে গেলেন। পথচারী আসছে-যাচ্ছে, তবুও আর্থার নিজেকে জাগিয়ে রাখতে চাইলেন। ট্রান্সভ্যালে সৈন্যদের সেন্ট্রি ডিউটির শব্দ শুনতে শুনতে এক ঘণ্টা পার করে দিলেন। একেক সেকেন্ডকে মনে হচ্ছিল ঘণ্টা। আর্থার অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন ব্রাম তার পকেটঘড়ি নিয়ে পৌছাবেন।

একদম ছয়টায় ব্রামকে দেখা গেল এলিসবুরির রাস্তার কর্নার দিয়ে আসতে। ব্রামকে দেখতে মনে হলো আর্থারের তুলনায় ভালোই বিশ্রাম নিয়েছেন কিন্তু তাদের মিশন নিয়ে তিনি ততটা খুশি নন। একে অন্যের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন। যদিও এক্ষেত্রে কাউকেই তেমন খুশি মনে হলো না।

এমিলির ফ্ল্যাটের আলো নিভে যেতেই ব্রাম আর আর্থার সচকিত হয়ে উঠলেন। দুজনেই মাথার উপর গ্যাসবাতির আলোর ক্ষেত্র ১২ ফুট থেকে দূরে পিছিয়ে আসলেন। কিছুক্ষণ পরেই এমিলিকে সদর দরজায় দেখা গেল। তার হাতে একটি ব্যাগ। দরজা বন্ধ করে চাবি রেখে দিল তাতে। সদর দরজা আর রাস্তার মাঝখানে চার নম্বর ধাপে, ঠিক একটা বৃদ্ধা নারীর উপর পড়ে গেল। এমিলি দ্রুত ক্ষমা চেয়ে চলে গেল আর বৃদ্ধা নিজেকে শান্ত করল রেলিং ধরে। তারপর এমিলি বিল্ডিঙে ঢুকে গেল।

আর্থার ব্রামের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার কি মনে হয় আমরা একই পরিকল্পনা করছি?"

ব্রাম সতর্ক হয়ে উত্তর দিল, "আমার মনে হয়, না।"

"ঠিক আছে আমি বর্ণনা করছি। এখন আসো!" এই বলে আর্থার সোজা এমিলির বিল্ডিঙের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো। সে পূর্ব দিকে হাটছে। কর্নারের দিকে এগোচ্ছে। কয়েক সেকেন্ডের মাঝেই চোখের বাইরে চলে যাবে।

কিন্তু আর্থার সেদিকে খেয়ালই করলো না। তার বদলে তিনি দৌড়ে দৌড়ে এমিলির বাসার চতুর্থ ধাপে উঠে গেলেন, যখন বৃদ্ধা তার চাবি দিয়ে তালা খুলছে।

আর্থার বলে উঠলেন, "ক্ষমা করবেন। আমি কি আপনাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি?"

আর্থারের উজ্জ্বল চেহারা দেখে বৃদ্ধা হাতের চাবির দিকে দ্বিধাভরে তাকালো। আর্থার বাসায় শেভ করেছিলেন কিন্তু উপরের ঠোঁটের উপর কিছু রয়ে গেছে। এখনো চব্বিশ ঘণ্টাও হয় নি। আর্থারের গোঁফের জায়গায় ছোট ছোট দাগ দেখা যাচ্ছে। মনে হলো বয়ঃসন্ধির কোন বালক নিজের পুরুষত্ব প্রমাণ করতে চাইছে।

বৃদ্ধ তোতলাতে লাগলেন। "আমি...ঠিক আছে আমি...নিশ্চয়ই..."

আর্থার প্রায় ছোঁ মেরে চাবিরগোছা নিয়ে নিলেন। সঠিক চাবিটি খুঁজে নিয়ে বিল্ডিঙের দরজা খুলে ফেললেন। তারপর বৃদ্ধাকে চাবি ফিরিয়ে দিয়ে প্রথমে যেতে সুযোগ দিলেন। বললেন, "আপনার পরে আমরা।"

বৃদ্ধা বুঝতে পারলো না কি করবে কিন্তু সামাজিক ভদ্রতাবশে বলে উঠলো, "ধন্যবাদ, স্যার।"

আর্থার হাসতে হাসতে খোলা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বৃদ্ধা ভেতরে ঢুকে যেতেই ব্রামকে ডাকলেন। চিৎকার করে উঠলেন, "অপেক্ষা করছ কেন? চলে এসো।"

ব্রাম আর্থারকে অনুসরণ করে প্রধান সিঁড়ি বেয়ে তিন তলার ল্যান্ডিঙে উঠে এলেন।

তারপর 'C' লেখা একটি দরজার সামনে থামলেন দু'জনে। আর্থার প্রথমে দরজার নব ঘুরিয়ে দেখলেন, কোন ফাঁকে যদি তালা না লাগানো হয়ে থাকে কিন্তু সেরকম কিছু হয় নি।

ব্রাম বলে উঠলেন, "তো এখন কি?"

উত্তর দিতে গিয়ে আর্থার দরজা থেকে পিছিয়ে গিয়ে ডান পা দিয়ে সজোরে দরজার আঘাত করলেন। তুমুল শব্দ হলো আর দরজার কাঠামোটি নড়ে উঠলো কিন্তু দরজা একচুল খুললো না। আর্থার আবার লাথি মারলেন নবের কাছাকাছি কিন্তু সমস্ত হলওয়ে জুড়ে শব্দ হওয়া ছাড়া আর কিছুই হলো না। দরজা খুললো না।

এই শব্দে বৃদ্ধা নিজের ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে হলে এসে উপরের তলায় কিসের শব্দ দেখতে চেষ্টা করলো। সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো বৃদ্ধি মহিলা। "কিসের শব্দ হচ্ছে?"

আর্থার আর ব্রাম মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন। কি বলবেন বুঝতে পারলেন না। এরপর আর্থার চিৎকার করে উত্তর দিলেন, "প্রায় শেষ হয়ে গেছে! আমরা মিনিট খানেকের মধ্যে নামছি! "এটি হয়তো বৃদ্ধাকে তেমন আশ্বস্ত করতে পারলো না, কিন্তু

সে পুণরায় আর কিছু বললোও না, আর আর্থাররাও একটু সময় পেলেন। আর্থার কাঁধ ঝাঁকিয়ে আরেকটি লাথি দিতে উদ্যত হলেন। এটিও কোন কাজে লাগলো না।

বৃদ্ধা আবার জানতে চাইলো, "আপনারা নিশ্চিত যে কোন সমস্যা নেই?"

আর্থার বললেন, "না, ম্যাম।" বলেই তিনি আবার লাথি দিতে যাবেন তখনই ব্রাম তার হাত ধরে ফেললেন।

ফিসফিস করে বলে উঠলেন তিনি, "দাঁড়াও। তুমি যদি সত্যিই শক্তি প্রয়োগ করে এমিলির ফ্ল্যাট খুলতে চাও তবে তা-ই হবে।" তারপর কোটের পকেটে হাত দিয়ে মুক্ত বসানো রিভলবার বের করে এনে দরজার দিকে ট্রিগার টিপে দিলেন।

বন্দুকের আওয়াজে সমস্ত বিল্ডিংটি প্রায় কেঁপে উঠলো। আর্থারের মনে হলো চার তলার প্রতিটি কর্নার থেকে কম্পন ছুটে আসছে। কানে পরিপূর্ণ শব্দ শোনার পর বুঝতে পারলেন আদতে কি ঘটে গেছে।

ব্রাম নিচের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "দুঃখিত ম্যাম! এখনকার মত সব শেষ হয়েছে।"

আর্থার দরজার দিকে তাকালেন। নবটি দরজা থেকে খুলে গিয়ে ঝুলছে আর লকটি দেখে মনে হল চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। ব্রাম খুব সহজেই হাতের একটি টোকায় দরজা খুলে ফেললেন।

বৃদ্ধা আর কোন উত্তর না দিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকে গেলো। অথবা হতে পারে আর্থারই নিচের তলা থেকে আর কোন শব্দ শুনতে পেলেন না।

আর্থার বলে উঠলেন, "আমি যতটা কল্পনা করেছি তার চেয়েও বেশি জোরে আর দ্রুত হয়েছে। মনে হয় না এভাবে বাড়ির ভেতরে আর কখনো পিস্তলের শব্দ শুনেছিলাম কিনা।"

ব্রাম উত্তর দিলেন, "যদি তুমি এখানে খোঁজাখুঁজি করতে চাও আমি বলবো তাড়াতাড়ি করো। শীঘ্রই কেউ না কেউ শব্দের সম্পর্কে খবর নিতে আসবে।" তারপর তিনি ফ্ল্যাটে ঢুকতেই আর্থারও তাকে অনুসরণ করলেন।

ভেতরের অবস্থা খুবই বিশৃংখল। তাদের পিস্তলের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কাউচের পাশে টি-সেট পড়ে আছে। সমস্ত ফ্ল্যাট জুড়ে কাপ আর পিরিচ। কাপের ভেতরে একসময় হয়তো চা ছিল এমন তরল পদার্থ জমে আছে। পচে যাওয়া দুধ ফেনা হয়ে আছে।

রুমের একপাশে বেডরুমে যাবার দরজা খোলা পড়ে আছে। আর্থার দেখতে পাচ্ছেন বিছানা পুরোপুরি এলোমেলো আর সারা বিছানা জুড়ে মেয়েদের কাপড় চোপড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মেঝেতেও পড়ে আছে কিছু কিছু। রাস্তা থেকে দেখতে যে জানালাগুলোকে বিশাল দেখাচ্ছিল, যেটার মধ্য দিয়ে আর্থার এমিলিকে দেখতেন সেটিই এখন এতটুকু দেখাচ্ছে। দিনের বেলাতেও তেমন একটা আলো

পৌঁছায় না। বাইরে অন্ধকার হয়ে আছে। আর্থার জানালার সামনে গিয়ে রাস্তার বাতি দেখলেন। যার নিচে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন কিন্তু এখান থেকে এটা তেমন স্পষ্ট দেখা যায় না। বেডরুমের দরজার পাশেই একটি টেবিল রাখা। তার উপর জড়ো করে রাখা আছে রাজ্যের জিনিস। আছে রাসায়নিক তরল, টেস্ট টিউবস, রঙ্গিন পাউডার, কর্নিং ভায়ালস, সস্তাদরের বাদামি রঙের কাগজ। এই টেবিলের উপর নিশ্চয় বৈজ্ঞানিক কোন কাজ করা হয়; অন্তত আর্থারের তাই মনে হলো। টেবিলের মাঝখানে সাদা একটি বাক্স খোলা পড়ে আছে। আর্থার ভেতরে তাকাতেই ডিনামাইটের টিউব দেখতে পেলেন।

এটি দেখতে হুবহু সেই টিউবের মতো যেটি তিনি তার চিঠির বাক্সে পেয়েছিলেন। ভাগ্যক্রমে এখানকার ডিনামাইট কিছুর সাথে যুক্ত থাকা অবস্থায় নেই। কোন রকম ট্রিগার চোখে পড়ছে না। আর্থার গিয়ে প্যাকেটটি উল্টে দিলেন। নিচে ইতোমধ্যেই ঠিকানা লেখা হয়ে গেছে। এতে লেখা আছে : "ডা: আর্থার কোনান ডয়েল, আন্ডারশ, হাইন্ডহেড।"

ব্রাম এসে চোখ বুলাতে লাগলেন। পত্র বোমা আর ঠিকানায় লেখা নামটি দেখে আস্তে করে মাথা নাড়লেন।

"ওহ্ ঈশ্বর! এই মেয়েটিই এমিলি। সে-ই আমাকে খুন করতে চেয়েছিল," আর্থার বলে উঠলেন কিন্তু ব্রাম কোন উত্তর দেবার আগেই ফ্ল্যাটের দরজায় পদশব্দ শুনতে পেয়ে উভয়েই ঘুরে তাকালেন।

এমিলি রঙ্গিন একটি কোট পরে ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। এক হাত বোঝাই হয়ে আছে চিঠির বান্ডিলে, আরেক হাতে ধরা রিভলবার, সরাসরি আর্থারের দিকে তাক্ করা।

আর্থারের হঠাৎ করে মনে হল ব্রামের কথা। অদ্ভুতভাবেই তার পারিবার, তার ভালোবাসা কারো কথাই নয়। আর্থার ভাবতে লাগলেন ব্রামের মতো এত ভালো একজন বন্ধুকে এসবের মাঝে টেনে আনাটা ঠিক হয় নি। ব্রাম আরো বেশি কিছুর যোগ্য। এমিলির পিস্তলের স্টিলের মাথা আর পিনটা দেখতে দেখতে আর্থার কেবলই এসব ভাবতে লাগলেন।

অধ্যায় ২৬

রন রোজেনবার্গ জানতে চাইলেন, "তুমি কিভাবে এটা জানো?"
"আমি আপনাকে ফলো করেছিলাম।"
হোম্‌স বলে উঠলো, "আমি তো কাউকে দেখি নি।"
"আমি যখন আপনাকে ফলো করবো তখন এমনটাই আশা করতে পারেন।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব ডেভিল্‌স ফুট*

জানুয়ারি ১০, ২০১০

বহু কষ্টে রন রোজেনবার্গ নিজের পায়ের উপর উঠে দাঁড়ালো। সে তখনো হাটু ধরে, সারাহ্ যেখানটায় লাথি মেরেছিল, সেই জায়গাটা ঘষছে। সারাহ্ পিছিয়ে এসে রনকে জায়গা করে দিল। রন জোরে জোরে শ্বাস নিল কিন্তু তখনো সারাহ্‌র হাতে ধরা ছুরির ফলাটি যে কোন মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

হ্যারল্ড জানতে চাইলো, "আপনি কেন আমাদেরকে ফলো করছিলেন?"

সারাহ্ আরো যোগ করলো, "তারচেয়েও বড় কথা, আপনি এসব কি পড়েছেন?"

হঠাৎ করে ছদ্মবেশের কথা মনে পড়াতে রন নকল নাক, ধূসর আই ভ্রু আর ধূসর রঙের পরচুলা খুলে ফেললো। কপাল আর গাল থেকে নকল চামড়ার একটু একটু ঝুলে রইলো। মনে হলো যেন তার মুখমন্ডল খসে খসে পড়ছে।

তারপর হ্যারল্ড আর সারাহ্‌কে জিজ্ঞেস করলো রন, "মনে হয় আমিও তোমাদের দু'জনকে একটা প্রশ্ন করতে পারি। ডায়েরিটি কি করেছ?"

হ্যারল্ড সারাহ্‌র দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "জিসাস। রন আমাদের কাছে ডায়েরিটা নেই। ছদ্মবেশ, বৃদ্ধমানুষ হওয়া...এগুলো শার্লোক হোম্‌সের জিনিস। অপরাধীকে ধরার জন্য শার্লোক হোম্‌স অনেকবারই ছদ্মবেশ নিয়েছিল। সে প্রায়ই বৃদ্ধা-বৃদ্ধা, অনেক কিছু সেজেছিল। এরকম বহু গল্প আছে।" তারপর রনের দিকে তাকিয়ে বললো, "কিন্তু এগুলোর কিছুই বর্ণনা করে না, আপনি এখানে কি করছেন।"

"আমি এত তাড়াতাড়ি নিজেকে প্রকাশ করতে চাই নি, হ্যারল্ড। কিন্তু আমাকে কোন বিকল্প দাও নি। আমি মনে করি তুমি এলেক্সকে হত্যা করে ডায়েরিটা চুরি করেছ। আর আমি এও মনে করি তোমরা সেবাস্টিয়ান কোনান ডয়েলের সাথে

একত্রিত হয়েই এ পরিকল্পনা করেছ।"

সারাহ্ হেসে ফেললো এ কথা শুনে।

হ্যারল্ড হাত দিয়ে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো, "কেন আমি কেলকে খুন করবো?" রাগের থেকেও সে বিরক্ত হলো বেশি।

"কারণ তুমিই নাম্বার ওয়ান হতে চেয়েছ, হ্যারল্ড। ভান করো না তোমার উচ্চাশা নেই। এক সপ্তাহ হয়েছে তুমি ইরেগুলার হয়েছ। অথচ ইতোমধ্যেই বেকার স্ট্রট জার্নালে আর্টিকেল ছেঁপেছ তুমি। দলের সব শ্রেষ্ঠদের সাথে বন্ধুত্ব করেছ, আমিসহ। এলেক্স কেলের মৃত্যুর আগের রাতেও তার সাথে দেখা করেছ। জেফরি অ্যাঙ্গেলস্ তোমার হয়ে ওকালতি করেছে। তুমি জানো এসব কিন্তু তুমি কি ভেবেছ সে তোমাকে খুনখারাবিটাও ধামাচাপা দেবার ব্যাপারে সাহায্য করবে? এত বোকা হয়ো না, হ্যারল্ড।"

হ্যারল্ড বুঝতেই পারলো না কোন কথা দিয়ে উত্তর শুরু করবে। রন বেশ অস্বস্তিকর। নিজের কাছেও আর হ্যারল্ডের কাছেও। গোয়েন্দাগিরি বেশ কঠিন জিনিস, হাস্যকর কিছু নয়। রন এটা করতে পারে নি। এটি অনভিজ্ঞদের সময় নয়।

হ্যারল্ড তাই উত্তর দিল, "আমি কাউকে খুন করি নি। আমিই যদি খুনি হতাম তাহলে আমিই কিভাবে প্রথমে মৃতদেহ খুঁজে বের করলাম? কেন আমি খুনিকে বের করতে উঠেপড়ে লেগেছি? তাহলে কি ঘরে ফিরে গিয়ে আমার ১০ মিলিয়ন মূল্যের ডায়েরি উপভোগ করতাম না? যেটা চুরি করেছি?"

রন উত্তরে বললো, "আমিও তোমাকে সন্দেহ করি নি। কেউই ভাবতে পারবে না গোয়েন্দা নিজেই একজন খুনি। এটা খুব পুরাতন একটি পদ্ধতি কিন্তু খুবই কার্যকরি, সন্দেহ নেই। আগাথা ক্রিস্টি এটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন, কোনান ডয়েল নন। *The Murder of Rogen Ackroyd*। মনে রেখো আমিও সেসব গল্প পড়েছি যেগুলো তুমি পড়েছ। আমি জানি তুমি কোথায় আছো।"

"ঠিক আছে, যদি এটাই সত্যি হয়, তাহলে যেহেতু আমাকে তদন্ত করছেন, গোয়েন্দাগিরি করছেন, তাহলে হয়তো আপনিই তাকে খুন করছেন," হ্যারল্ড বলে উঠলো।

রন স্থির হয়ে গেল। ভেবে দেখলো কথাটা। হ্যারল্ড সারাহ্‌র দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো, সারাহ্ রনের দিকে তাকিয়ে নম্রভাবে হাসলো কেবল। তারপর দু'জনে রাস্তা দিয়ে হেটে চলে গেল। রন একা মগ্ন হয়ে পড়ল গভীর চিন্তায়।

অধ্যায় ২৭

এমিলি ডেভিসনের অদ্ভুত গল্প

"তাহলে, আপনার ব্যবসাটা কি? [হেনরি উড বললো]
"এটি সব মানুষেরই কাজ, ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা।" [হোম্‌স উত্তর দিল]
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য ক্রুকডম্যান*

নভেম্বর ১২, ১৯০০

এমিলির শক্ত পিস্তল আর তার মুখের কঠিন ভাব দেখে আর্থার একেবারে জমে গেলেন। এমিলির মুখের চামড়াগুলোও রাগে কঠিন হয়ে আছে। মনে হলো শত সেকেন্ড কেটে গেল। আর্থার বুঝতে পারলেন শ্বাস নিতে চাইলেও শরীর সাড়া দিচ্ছে না। ব্রাম আর এমিলির ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। ব্রাম হয়তো তিন ফুটও দূরে নয় কিন্তু আর্থার বন্ধুকে অনুভব করতে পারছেন না।

এমিলি ফিসফিস করে উঠল, "শয়তান! আপনি আমার স্যালিকে মেরেছেন। আমার অ্যানাকেও হত্যা করেছেন। শেষবারের মতো চোখ বন্ধ করে তাদের ছবি ভাবুন।" রাগে কাঁপতে কাঁপতে এমিলি ট্রিগারে আঙুল চেপে ধরলো।

আর্থার চেষ্টা করলেন গলা থেকে স্বর বের করতে, "তুমি ভুল বুঝছো। আমরা কাউকে খুন করি নি।" তারপর মাথার উপর হাত তুলে সারেন্ডারের ভঙ্গি করলেন। পেছনে মনে হলো ব্রামের কোটের হালকা নড়াচড়ার শব্দ পেলেন। আর্থার ভেবে দেখলেন ব্রামের পকেটে এখনো রিভলভার আছে। তিনি কি এটি ব্যবহার করবেন?

"আমি ঠিক এখানে অপরাধ করার মুহূর্তে ধরে ফেলেছি। তারপরও মিথ্যা কথা!" এমিলি আরো জোরে চিৎকার করে ট্রিগারে হাত আরো চেপে ধরলো। "আমি আশা করি নি দুজনকে ধরতে পারবো কিন্তু আপনাদের শেষ করার পরেও আমার কাছে আরো চারটা বুলেট বেশি থাকবে। আমার দুজনের জন্য আপনারা দুজন। ঠিক আছে! আমি বাজী ধরে বলতে পারি এটাই ন্যায্য।"

আর্থারের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই এমিলি কি বলছে কিন্তু মেয়েটির চোখ দেখে মনে হলো তিনি বুঝুক বা নাই বুঝুক মেয়েটি খুন করবেই। তিনি পেছনে আবারো কাপড়ের শব্দ পেলেন। "ব্রাম! এলিমেন্টারি!" আর্থার চিৎকার করে উঠলেন।

এমিলি হতবুদ্ধি হয়ে গেল। ঠোঁট নড়তে গিয়েও থেমে গেল, চেহারায় দ্বিধার ভাব ফুটে উঠলো তার। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "এলিমেন্টারি?"

"আমার নাম আর্থার কোনান ডয়েল। তুমিই আমাকে খুন করতে চেয়েছিল।"

এই তথ্য শুনে মনে হলো যেন এমিলি কেঁপে উঠলো। আর্থারের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে, তার চেহারায় সত্যি কথার সত্যতা খুঁজছে। *তিনি কি সত্যিই কোনান ডয়েল?*

আর্থার ব্যাখ্যা করে বললেন, "আমি আমার গোঁফ কেটে ফেলেছি। গতকাল।"

এমিলির রাগ মনে হলো আস্তে আস্তে কমে এল। সমস্ত শরীরে দ্বিধার ভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি আর্থার কোনান ডয়েল?"

"হ্যা।"

"আর আপনি কে?" আর্থারের পেছনে তাকিয়ে জানতে চাইলো।

"আমার নাম ব্রামস্ট্রোকার। আমি আর্থারের বন্ধু।"

এমিলির চেহারায় পরিচিতের কোন ভাব ফুঁটে উঠলো না।

আর্থারের মনে হলো কোন শিশুর সাথে কথা বলছেন, "আর তুমি?।"

মেয়েটি উত্তর দিল, "এমিলি...এমিলি ডেভিসন।"

"মিস ডেভিসন, তুমি আমাকে খুন করার জন্য পত্র বোমা পাঠিয়েছিলে। পেপার থেকে কেটে নেয়া একটা সংবাদও ছিল। তোমার বন্ধুর খুনের ঘটনা। এর উপরে লিখেছিলে 'এলিমেন্টারি,' যদিও আমার কোন ধারণা নেই কেন। আমি কেসটি তদন্ত করেছি। এখানে অনেক সূত্র আছে যা ইর্য়াড দেখে নি। আমি তাদেরকে অনুসরণ করেছি। তারপর তোমার কাছে পৌঁছেছি।"

আর্থার দেখলেন এমিলি গভীরভাবে শ্বাস নিল। হঠাৎ করেই তার ভ্রু আর হাতের নিচে ঘাম জমতে দেখলেন।

এমিলি রিভলবার নামিয়ে নিল। আর্থার দেখল আস্তে আস্তে তার চেহারায় রক্ত ফিরে আসছে। চোখের পলক ফেলার আগেই দেখলেন মেয়েটি ধপ করে পাশের কাউচে বসে মাথা নিচু করে ফেললো। মনে হলো তার উপর থেকে বিশাল কোন বোঝা নেমে গেছে।

আস্তে করে বলে উঠলো, "আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। এটা কাজ করেছে। আমি আশা করেছিলাম...ওহ্ ঈশ্বর আমি খুব আশা করেছিলাম যেন এটি কাজ করে। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না...আপনি কিভাবে আমাকে খুঁজে পেয়েছেন?"

আর্থার সাবধানে বলে উঠলেন, "তোমার ট্যাটু। আমরা সেই মানুষকে খুঁজে পেয়েছি যিনি এটা এঁকেছিলেন। তুমি আর তোমার বন্ধুরা একই ট্যাটু এঁকেছিলে?"

"ওহ, কিন্তু আপনি ভালো কাজ করেছেন, তাই না? আমি জানতাম আপনি

পারবেন। আমি প্রার্থনা করেছিলাম যেন পারেন কিন্তু আপনার তো এখানে আসার কথা ছিল না। আমাকে খুঁজে পাবারও কথা ছিল না।"

"আমাদের কাকে খোঁজার কথা?" ব্রাম জানতে চাইলেন।

"সেই মানুষটিকে যে আমার বন্ধুদেরকে খুন করেছে। যে স্যালি আর অ্যানাকে খুন করেছে। আমি আপনাকে আঘাত করতে চাই নি, বিশ্বাস করুন। আমি আপনাকে ভাড়া করার চেষ্টা করেছিলাম।" বলেই মেয়েটি বিশাল কাউচে ডুবে গেল। এমনভাবে টেবিলের উপর রিভলবার রাখলো তারপর যেন চাবির গোছা। হঠাৎ করেই তাকে একবারে নিরীহ মনে হলো।

সুযোগ পেয়ে পেছনে ব্রাম আস্তে আস্তে রিভলবারের জন্য কোটের পকেটে হাত ঢুকালেন। আর্থার ব্রামের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। ব্রাম এক ভ্রু উঁচু করে যেন জানতে চাইলেন, তুমি নিশ্চিত? আর্থার হ্যা-বোধক মাথা নাড়লেন। তিনি নিশ্চিত তাৎক্ষণিকভাবে বিপদ কেটে গেছে। এখন প্রয়োজন কথা বলা।

আর্থার বলে উঠলেন, "সম্ভবত তুমিই ভালো বলতে পারবে।"

এমিলি থেমে দীর্ঘক্ষণ ভাবলো। মনে হলো আর্থারকে খুলে বলার কথা কখনো তার মাথায় আসে নি। তারপর গভীর ভাবনায় ডুবে গেল সে। তারপর বললো, "হ্যা, সম্ভবত আমিই পারবো। আমাদের অনেক কথা আলোচনা করতে হবে। আমি কি আপনাদের জন্য চা নিয়ে আসবো? এটুকু আমি করতেই পারি। আমি জানি না যথেষ্ট দুধ আছে কিনা কিন্তু কার্বাডে কিছু টাটকা মধু আছে।"

ব্রাম বলে উঠলো, "আমি এক কাপ চাই।" তারপর আর্থারের বিপরীত আর্মচেয়ারে বসলে এমিলি গিয়ে রান্নাঘরে গরম পানি বসালো।

"হ্যা। আর এর জন্য অনেকবার ক্ষমা চাইছি কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনাকে খুন করার কোন ইচ্ছে ছিল না আমার।" ড্রইংরুমে ফিরে এসে এমিলি বললো। "এটা শুধুমাত্র একটু শব্দ আর ধোঁয়াই তৈরি করার জন্য পাঠিয়েছিলাম। এটাই আমার তৈরি প্রথম পত্র বোমা। আমার মনে হয় একটু বেশিই ডিনামাইট ব্যবহার করে ফেলেছিলাম। আমি কখনো আপনাকে আঘাত করতাম না। বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই? আপনাকে নয়।" মাথা নিচু করে এমিলি বললো। দুই মিনিট আগেও তার ভেতরে যে রাগ দেখা যাচ্ছিল তার বদলে অদ্ভুত গলার স্বর বের হলো তার মধ্য থেকে।

আর্থার জানতে চাইলেন, "আমরা কি প্রথম থেকে শুরু করতে পারি?"

"প্রথম থেকে? কিন্তু এটা বেশ শক্ত, বলাটা। সারা জীবন ধরেই আমি একজন নারী।" হেসে এমিলি উত্তর দিল, "কিন্তু ভোটাধিকারবাদী হিসেবে কিছুদিন হলো মাত্র।"

আর্থার পুণরায় তাকে আশ্বস্ত করতে চাইলেন, "তাহলে সেখান থেকেই শুরু

করো না কেন? তুমি এবং তোমার বন্ধুরা স্যালি এবং মরগ্যান, তুমি তার নাম বলেছ অ্যানা, সত্যিকারের নাম? তুমি স্যালি এবং অ্যানা তোমরা প্রত্যেকেই কি ভোটাধিকারবাদী?"

"আমার বলতে লজ্জা নেই, ওদের দুজনের থেকে এই কাজে আমার ভূমিকা বেশি কিন্তু এটা তো এখন দিনের মতোই স্পষ্ট," তাই না?" থেমে গিয়ে হেলান দিয়ে বসল এমিলি। "ওহ্ কিন্তু সব কেমন মিথ্যা হয়ে গেল! আপনাকে আমি ব্যাখ্যা করবো, ডা: ডয়েল আর ধন্যবাদও দিবো। আমরা ছিলাম চারজন। স্যালি, অ্যানা, জ্যানেট এবং আমি। অনেক বছর ধরে আমরা ক্যাকসটন হলেই মিলিত হতাম কেননা সেখানে মিটিং হতো। আপনি যদি বিশ্বাস করেন আমার বয়স সতেরোও হয় নি যখন আমি এনডব্লিউএসএস-এ যোগ দেই। অন্যরা একটু বড় ছিল। আমরা মিটিঙে একে অন্যের সাথে সবসময় দেখা করতাম। তারপরই হঠাৎ করে দুই বছর আগে এক সন্ধ্যায় ব্যাং..." আচমকা হাততালি দিয়ে এমিলি আর্থারকে ভয় পাইয়ে দিল। "আমরা খুব দ্রুত বন্ধু হয়ে গেলাম। হাস্যকর ব্যাপার, বছরের পর বছর ধরে আপনারা একে অন্যকে চেনেন, অথচ হঠাৎ করে একেবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলেন। আমাদের ক্ষেত্রে এরকমটাই হয়েছিল। বিশেষ করে জ্যানেট এবং আমার মধ্যে। সে ছিল আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দরী। প্রথমবার দেখা হওয়ার পর থেকে আমরা একে অন্যের সাথে বেশ সহজ হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের মাঝে কোন অনিশ্চয়তা বা দ্বন্দ্ব ছিল না। মাঝেমাঝেই মানুষ আমাকে ভুল বুঝতো। তারা যা বলতো তাতে আমার সমস্যা হতো কিন্তু জ্যানেটের সাথে কখনো হয় নি। আপনার কি এমন কোন বন্ধু আছে যার সাথে আপনি সবকিছু ভাগ করে নিতে পারেন আর আপনাদের মাঝে নিষিদ্ধ কোন কিছু নেই?"

আর্থার ব্রামের কথা ভাবলেন। তাদের সম্পর্ক, এর সবটুকু বিশ্বস্ততা বা সুনাম নিয়ে অবশ্য এমিলি যা বলছে সেরকম নয়। তিনি কিছুই বললেন না। এমিলি তার অদ্ভুত গল্প শোনাতে লাগলো আবার।

"অন্তত এখনো জ্যানেট আর আমি এক আছি। এই মানুষটা এই বেজন্মাটা যেই হোক না কেন এখনো জ্যানেটকে পায় নি।"

কেটলিতে শব্দ শোনা গেলে এমিলি চা বানাতে উঠে দাঁড়ালো। তিনটা খালি কাপ নিয়ে একটু পরেই ফিরে আসলো। ধোঁয়া ওঠা কেটলিসহ সবকিছু অতিথির সামনে রেখে কথা বলতে লাগলো।

"আমরা নিজেরা, চারজন মিলে একটা দল ছিলাম। মিসেস ফসেট খুবই তুচ্ছ মহিলা। মানুষ জানে, তিনি আমাদের ভোটাধিকার যুদ্ধ জিততে পারবেন না। সে অনেক দূর্বল আর ভীতু। সমাজকে এমনভাবে রাখতে চায় যেন আমরা তার ব্যাগ আর স্বামীর জন্য আছি। তিনি ইংল্যান্ডের নারীদের নিয়ে কোন উচ্চচিন্তা করেন

না।" এমিলি তিক্তভাবে হেসে বললো, "আপনার মতো! ফসেট আর তার অর্থহীন সংস্থার কাছে আমাদের যুদ্ধ শুধুমাত্র রাজনীতির জন্য। কতটা ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ, আপনি চিন্তা করতে পারেন? তাই আমরা একটা প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা গড়ে তুলেছি। প্রথমে কিন্তু আমরা এমন চাই নি, মনে রাখবেন। আপনি অবাক হয়ে যাবেন মিলিসেন্টের চাটুকারদের মাঝেও কতটা ছোট ছোট বিভক্তি আছে। ম্যানচেস্টারের সেসব মেয়েরা আপনি শীঘ্রই তাদের কথা শুনতে পাবেন। আমি বাজী ধরে বলতে পারি।"

আর্থারের কোন ধারণাই নেই যে ম্যানচেস্টারের মেয়েরা কারা তবে তিনি তার চিন্তায় বাধা দিতে চাইলেন না।

এমিলি তিন কাপ চা ঢাললেন। যদিও আর্থার চান নি তবুও অভ্যাসবশে নম্রভাবে চুমুক দিলেন। তারপর হঠাৎ করে মনে হলো, যে নারী তাকে মারতে চেয়েছিল তার সাথে বসে চা খাচ্ছেন এখন। নিজেকে বোকা মনে হতেই কাপ নামিয়ে রাখলেন টেবিলে।

"আইরিশ দেবীর নামানুসারে আমরা নিজেদের নাম রেখেছিলাম মরিগ্যান। যুদ্ধ এবং ভবিৎষ্যবাণীর দেবী। তিনি প্রায়ই রূপ পাল্টাতে পারতেন–কখনো হতেন ঈল, কখনো নেকড়ে কিন্তু আমাদের সবচেয়ে প্রিয় ছিল তিন মাথাওয়ালা কাক। আমরা আমাদের প্রতীক হিসেবে কাককেই বেছে নিয়েছিলাম আর আমাদের কাজের প্রতি উৎর্সগীকৃত হিসেবে নিজেদের পায়ের উপর এর ছবি এঁকেছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম আমাদের কাজের মাধ্যমে এই রাজ্যকে কাঁপিয়ে দিতে। এই বসন্তে আমরা ইশতেহার বিলি করার কর্মসূচীর পরিকল্পনাও করেছিলাম। আমরা প্রিন্টার জোগার করেছিলাম। প্রিন্টার জোগার করে আমাদের প্রতীক ছেঁপেছিলাম। এতে সময় লেগেছিল। এই প্রিন্টার লোকটিই আমাদের সবচেয়ে বেশি কাজে লেগেছিল। অনেক ঘণ্টা কাজের জন্য এমনকি আমাদের কাছ থেকে টাকাও নেয় নি। আমরা এও জানতাম শুধুমাত্র ইশতেহারই দেশকে বাঁচাতে পারবে না। প্রয়োজন হলে আমরা আরো বেশি কিছুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। বোমার পরিকল্পনা। আর যদি বোমা ফাটিয়ে ইংল্যান্ডের নারীদের সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তুলতে না পারি ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রয়োজন হলে আরো বোমা তৈরির প্রস্তুতি নেবো। আরো বড় বোমা। এনডব্লিউএসএস তার কাজে সফল হয়েছে এটা আমি দেখতে চাই।"

আর্থার জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি লন্ডনে বোমা মারতে? তুমি তোমার নিজের মাতৃভূমিকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করতে সংসদীয় রাজনীতির জন্য?"

এমিলি জোরের সাথে উত্তর দিল, "লন্ডনে এ যুদ্ধ হবেই। আমরা যোগ দেই আর না দেই।"

তারপর টেবিলে হাত দিয়ে বাড়ি মেরে উঠলে কাপ থেকে পিরিচে চা পড়ে

গেল। ব্রাম নিজের কাপ তুলে নিয়ে সাবধানে চুমুক দিতে লাগলেন।

"ইংল্যান্ড বদলে যাচ্ছে। এর জন্যে মরিগ্যান দায়ি নয়-সে একটি প্রতিক্রিয়া। আপনি হোয়াইট চ্যাপেলে কখনো গিয়েছিলেন, ডাঃ ডয়েল? সেখানকার ধ্বংস দেখেছেন? শত শত নারী পতিতাবৃত্তি করছে দাসের মতো। কখনো ওয়েস্টমিনিস্টার গিয়েছেন? আরো শত শত দাসের মতো পরিচ্ছন্নকর্মী হিসেবে কাজ করছে। আজকের দিনে ইংল্যান্ডের নারীদের মাত্র তিনটি ক্ষেত্র আছে-আমরা আমাদের হাত দিয়ে পরিশ্রম করবো, আমাদের গোপনাঙ্গ দিয়ে পরিশ্রম করবো অথবা ধনী কাউকে বিয়ে করে সমস্ত হৃদয় উজার করে পরিশ্রম কবো। যেটা আপনার পছন্দ।"

কথা বলতে বলতে আবারো এমিলি রেগে উঠতে লাগলো। আর্থার কুশন চেপে ধরলেন। ভয়ে ভয়ে ভাবছেন ঘটনা কোথায় যাচ্ছে।

"আমি আপনার বক্তব্য পড়েছি, জানেন। এডিনবার্গে যা বলেছেন তা পড়েছি। আমরা সবাই। আর আমি আপনার শার্লোক হোম্‌সও পড়েছি। আপনার লন্ডনও তার সাথে সাথে মারা গেছে। চূড়া থেকে পড়ে নোংরা পানিতে ডুবে গেছে। মরিগ্যানও এসমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে দেখেছে।"

মেয়েটি বহু দূরের দিগন্তে মনে হলো কিছু দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল। আর্থারের নিজেকে ভিলেন মনে হচ্ছে। এই ধরনের রাগই মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করে দেয়। যতটা সম্ভব শান্তভাবে তিনি জানতে চাইলেন, "বক্তব্যের জন্য তুমি আমাকে মারতে চেয়েছিলেন?"

"না, না, অবশ্যই না। আমি তো আপনাকে বলেছি, আমি কখনো আপনাকে আঘাত করতে চাই নি। সাহায্য চেয়েছিলাম আপনার।"

"আমার সাহায্য?"

"আমরা কখনো বোমা বানাতে পারি নি। ইশতেহার বিলি করতে পারি নি। লন্ডনে এনডব্লিউএসএস এখনো ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে একমাত্র আর গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠ হিসেবে শাসন করছে। আমরা আমাদের কাজের ফল দেখার আগেই স্যালি খুন হয়ে যায়। তারপর অ্যানা। আমি সংবাদপত্রে আর্টিকেলটি দেখেই বুঝেছি এটা সে। তারপর আপনাকে পাঠিয়েছি। মরগ্যান নিমেইন। হাহ্! এটি আমার আর অ্যানার মাঝে একটা মজার কৌতুক ছিল। মরগ্যান ছিল মরিগ্যানের জন্য আর নিমেইন-এটা পুরনো একটা গল্পে মরিগ্যানের আত্মার নাম। সে-ই ছিল সবচেয়ে মজার। অ্যানাও তাই..."

"জ্যানেট, আমার প্রিয় জ্যানেট সব দেখে ভয় পেয়ে সব ছেড়ে দেয়। আংকেলের সাথে লিডসে চলে গেছে সে। আমি আমার পরিকল্পনা জানিয়ে তাকে চিঠি লিখেছি। আমি কিভাবে একা মরিগ্যান হবো? সে এমনকি আমাকে উত্তরও দেয় নি।"

এমিলির তরুণ চোখে আর্থার কিছু একটা দেখতে পেলেন। চোখেমুখে বিষাদের ছায়া, মুখ লাল হয়ে সবুজ চোখে পানি জমলো। "এমনকি সবচেয়ে পছন্দের জ্যানেটও আমাকে ছেড়ে গেছে। এই খুনিটা সব কেড়ে নিয়েছে, আপনি দেখতে পারছেন না? আমি যাদের ভালোবাসার উপর নির্ভর করতাম, আমার প্রতিটা আত্মা কেড়ে নিয়েছে। আমার কারো কাছে যাবার নেই, আপনি ছাড়া।"

আর্থার উত্তরে বললেন, "আমি দুঃখিত, আমি বুঝতে পারি নি।"

"আমি আপনার সব গল্প পড়েছি। প্লটগুলো খুবই ভালো। আমি কল্পনাও করতে পারি না, আপনি কিভাবে এসব লিখেছেন। আর এই হোম্‌স! সে নারীদেরকে পছন্দ করে না, কিন্তু ও ব্যাটা একটা জিনিয়াস। সবকিছুই তার কাছে সহজেই ধরা দেয়। আপনি এটি লক্ষ্য করেছেন? "Elementary" বলেছিল সে, কোন চেষ্টা ছাড়াই এর সবকিছু বের করেছিল। আমি নিজে কখনো একা বের করতে পারবো না কে স্যালি আর অ্যানাকে খুন করেছিল কিন্তু হোম্‌স পারবে। আপনি পারবেন। আমি আপনাকে বিশ্বাস করি, ডাঃ ডয়েল। আমি বিশ্বাস করি আপনি মহৎ আর ভালো একজন মানুষ, আপনার সৃষ্টির মতই। আর আমি জানি আমি সঠিক। এটা কাজ করেছে। আমার ঈশ্বর, এটা সত্যিই কাজ করেছে...'দ্য ক্রুক্‌ড ম্যান' আমার সবচেয়ে পছন্দের গল্প। প্রত্যেকেরই বোধহয় তাই? এখানেই তো সে তার বন্ধু ওয়াটসনকে "Elementary" শব্দটা বলেছিল? আমিও এটি চিঠিতে লিখেছি আপনার কৌতূহলের জন্য আর এটি সত্যিই কাজ করেছে।"

আর্থারের মনে হলো মেয়েটা হয় পাগল নয়তো বেশ মেধাবী। তিনি বুঝতে পারলেন না কোনটা সঠিক। অবিশ্বাসের সুরে বলে উঠলেন, "তুমি চেয়েছ আমি তোমার বন্ধুদের খুনের তদন্ত করি?"

মেয়েটি বিজ্ঞের মতো বললো, "আর কে পারবে? ইয়ার্ডের কোন দায় পড়ে নি আমার বন্ধুদের জন্য। তারা ভেবেছে স্যালি একটা সস্তা পতিতা আর অ্যানার পরিবার যখন বললো তাদের মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না, তারা কিছুদিন এদিক ওদিক জিজ্ঞেসবাদ করে বাদ দিল সব। তারা তার লাশও খুঁজে পায় নি। আর আরো বাজে ব্যাপার যদি আমি ইর্য়াডকে আমাদের দলের ব্যাপারে বলি তাহলে তারা খুনিকে ধরার বদলে আমাকে ধরতেই আগ্রহী হবে বেশি। আমি আপনাকে অর্থ পাঠিয়ে সাহায্য চাইতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার স্বল্পসঞ্চয়ের সব অর্থ বোমার পেছনে চলে গেছে। আমি বুঝতে পারলাম আমার হাতে আর একটাই কৌশল আছে।" এই বলে মেয়েটি দূরের টেবিলে ডিনামাইটের দিকে ইশারা করলো। "আপনি সিরকার বদলে মধু দিয়ে বেশি মাছি ধরতে পারবেন কিন্তু কোর্য়াটার পাউন্ডের ডিনামাইট দিয়ে?" এমিলি হেসে ফেললোও আর্থার কিন্তু হাসতে পারলেন না।

তিনি এমিলির সামনে উঠে দাঁড়ালেন, যেন স্বর্গের দরজায় সেন্ট পিটার।

তারপর শুরু করলেন, "মিস ডেভিসন। তুমি একজন সাধারণ অপরাধী। তুমি একজন ভিলেন আর আমি তোমার শাস্তি চাই। তোমার খুন হয়ে যাওয়া বন্ধুদের প্রতি আমার সহানুভূতি আছে কিন্তু তোমার প্রতি নেই। আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গিয়ে বলবো তুমি আমাকে পত্র বোমা পাঠিয়েছিলে। আমিও তোমার হতাশার সাথে একমত যে, হোয়াইট চ্যাপেলের নারীরা কেমন আছে। হতে পারে নিউগেট জেলখানায় গিয়ে সেখানকার নারীরা কেমন আছে সে ব্যাপারেও তুমি আমাকে বলতে বিস্তারিত জানাতে পারবে।"

এমিলি চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, "কিন্তু ডাঃ ডয়েল, আমি বুঝতে পারছি আমি আপনার সাথে ভালো ব্যবহার করি নি। আপনার রাগের কারণ বুঝতে পারছি কিন্তু আমি মরিয়া হয়ে গিয়েছিলাম। আপনার কোন দয়া হচ্ছে না? স্যালি আর অ্যানা খুন হয়েছে! আপনি খুঁজে দেখবেন না তাদেরকে কে মেরেছে?"

দরজার দিকে যেতে যেতে আর্থার বললো, "না। দেখবো না। আগামীকাল তুমি তোমার দরজায় পুলিশকে আশা করতে পারো।" আর্থার দরজা খুলে বের হয়ে গেলেন।

ব্রামও অবশেষে কাউচ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পিরিচের উপর কাপ রাখলেন। বললেন, "শুভ সন্ধ্যা, মিস ডেভিসন। তোমার সাথে দেখা হয়ে ভালো লাগলো।"

এই বলে ব্রাম, এমিলিকে ড্রইংরুমে একা রেখে বন্ধুর পেছনে চলে গেলেন। এমিলি তাদের পিছু নিল না।

অধ্যায় ২৮

ভাবছি

শার্লোক হোম্‌স চোখ বন্ধ করে কনুই রাখলেন তার চেয়ারের হাতের উপর। দুই হাতের আঙুলগুলো একসাথ করলেন। "একজন আদর্শ যুক্তিবাদী হচ্ছে যখন সে একটি বিষয়কে সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপন করতে পারে। এর মধ্য থেকে যেসব ঘটনার জন্ম হবে শুধু তাই নয়, ফলাফলগুলোকেও উপস্থাপন করতে পারে।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য ফাইভ অরেঞ্জ পাইপস*

জানুয়ারি ১০, ২০১০

হ্যারল্ড সবকিছুকে গভীরভাবে ভেবে দেখতে চাইছে।

শার্লোক হোম্‌সও এভাবে কাজ করতো। নিজের আরামকেদারায় বসে, ড্রেসিং গাউন, হাতে পাইপ নিয়ে চোখ বন্ধ করে সম্পূর্ণ ডুবে যেত হাতে থাকা সমস্যা নিয়ে। পদ্ধতিগতভাবে ধাপের পর ধাপ চিন্তা করে চলতো। যুক্তি দিয়ে চিন্তা করে কি ঘটেছে বের করতো। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎ করেই দাঁড়িয়ে যেত। কেননা সে তার উত্তর খুঁজে পেয়েছে।

হ্যারল্ডের মনে হলো এটাই হোম্‌সের সবচেয়ে বড় প্রতিভা। পর্যবেক্ষণের বিশাল শক্তি নয়, পায়ের ছাপ আর বিষ সম্পর্কে বিশ্বকোষসদৃশ জ্ঞান নয়। ছদ্মবেশ আর গন্ধ পাওয়া কুকুরের মতো ক্ষমতাও নয়। হোম্‌সের আসল কৌশল ছিল মনোসংযোগ। একটা রহস্যের গভীর পর্যন্ত ভাবার ক্ষমতা। অজানার বিরুদ্ধে যুক্তিই তার অস্ত্র। যদি হ্যারল্ডও হোম্‌সের মতো হতে চায় অন্তত তার উত্তরাধিকারসুলভ আচরণ করতে চায়, তাকেও একই কাজ করতে হবে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এটা যতটা আশা করা হয়েছিল তার চেয়ে বেশি কঠিন।

হ্যারল্ড গিয়ে লাল আরাম কেদারায় বসলো, বাঁকানো হাতলের উপর নিজের কঁনুই রাখলো সে। কুশনের আসনটি যথেষ্ট আরামদায়ক হওয়া সত্ত্বেও ডান পাশের জিন্সের পকেটে রাখা ওয়ালেটটি তার পশ্চাদদেশে ব্যথা দিচ্ছিল তাকে, এটা সরিয়ে ফেলতে হবে, তাহলেই আরো আরামদায়কভাবে বসতে পারবে।

হ্যারল্ড হোটেলের রুমে ফিরে এসেছে। গত রাতে এখানেই সে আর সারাহ্ রাত কাটিয়েছিল। এলেক্স কেলের তৈরি কোনান ডয়েল জীবনী পড়তে পড়তে সারাহ্

গ্রিক সালাদ খেতে লাগলো বিছানার উপর বসে বসে। হ্যারল্ড শুনতে লাগলো মুখের ভেতর লেটুস পাতার মুচমুচে আওয়াজ আর প্লাস্টিকের বোলে কাঁটা চামচের টুংটাং শব্দ। এই শব্দ তাকে মনোঃসংযোগ করতে দিচ্ছে না।

পকেটে থাকা ওয়ালেটটিও তাকে বড্ড বেশি জ্বালাচ্ছে। তার তলপেটের উপরও চাপ পড়ছে, তাই আরাম করে বসাই যাচ্ছে না। তার উচিত ওয়ালেট বের করে আরাম করে বসে চিন্তা করা কিন্তু সে যে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল, কোন সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত উঠবে না। তার পরিকল্পনাই জয়ী হলো। হ্যারল্ড বসেই রইলো। ওহ্ ঈশ্বর, তাকে বলা উচিত উঠে অন্য দিকে যাও বা অন্য কিছু করো। যেহেতু তার কিছু করার নেই তাই সে লাঞ্চ করতে করতেই এলেক্সের লেখা শেষ করার প্ল্যান করেছে। অবশ্য সারাহ্ হ্যারল্ডকে জিজ্ঞেস করেছিল চিন্তা করার সময় সে আশেপাশে থাকলে ক্ষতি হবে কিনা কিন্তু হ্যারল্ড বলেছে, হবে না। সে বেশ নম্র হয়েই বলেছে। আর সারাহ্র আশেপাশে থাকাটা সে পছন্দও করে কিন্তু একটি যৌক্তিক চিন্তার গাড়ি ছোটাতেই বেশ বিরক্তই করছে সে।

হাতে থাকা সমস্যাটি হলো এরকম : অক্টোবর মাসে এলেক্স ঘোষণা করলো সে আর্থার কোনান ডয়েলের হারানো ডায়েরিটি খুঁজে পেয়েছে। বোনকেও সুসংবাদ দিয়েছে কিন্তু এটা সেলিব্রেট করতে চায় নি। পরের মাস কাটালো ডায়েরিটি পড়ে আর গবেষণা করে যাতে আত্মজীবনীতে ঢুকাতে পারে এর থেকে পাওয়া তথ্যগুলো। যদিও ডিসেম্বর ১৪ তারিখ পর্যন্ত পাওয়া পাণ্ডুলিপিতে ডায়েরির কোন অংশ পাওয়া যায় নি। জানুয়ারির ৫ তারিখে এলেক্স নিউইর্য়কের অ্যালোনকুইন হোটেলে পৌঁছালো সহ-শার্লোকিয়ান বন্ধুদের সামনে ডায়েরিটি প্রকাশ করার জন্য। তাকে বেশ ভীত দেখাচ্ছিল। কেননা তার মনে হয়েছিল তার পেছনে কেউ লেগেছে। মধ্যরাতে তিনবার ভিজিটেরদের জন্য তার রুমের দরজা খোলা হয়েছিল কিন্তু তারা কে, এ সম্পর্কে কোন সূত্র পাওয়া যায় নি। তারপর ভোর ৪টা থেকে সকাল ৮টার মধ্যে নিজের জুতার ফিতা দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এলেক্স মারা গেছে।

নিজের জুতার ফিতা! এই ব্যাপারটাই একটু অদ্ভুত। কোনান সমগ্রের কোন গল্পেই জুতার ফিতা দিয়ে শ্বাসরোধের উদাহরণ নেই।

অন্ধকার হোটেল রুমের অন্ধকার দেয়ালের কোণে হত্যাকারী এলিমেন্টারি কথাটি লিখে রেখে গেছে। এটি লেখা হয়েছে কেলের রক্ত দিয়েই। খুনি কেলের নাকের ক্ষত থেকে রক্তটা নিয়েছে। তারপর রুমে লুটপাট চালিয়ে ডায়েরি নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে।

অথবা–হ্যারল্ড ভাবলো, *অপেক্ষা করো।* যদি এমন হয়, নিউইর্য়কের হোটেল রুম থেকে ডায়েরিটি আসলে সরানো হয় নি? যদি এমন হয়, এলেক্স তার লন্ডনের লেখালেখি করার অফিসে ডায়েরিটি ফেলে গিয়েছিল? এই কারণে খুনিকে সেখানেও

খুঁজতে হয়েছিল। *না, ধুর। এভাবে হবে না।* হ্যারল্ড জানে লন্ডনের অফিসে কে লুটপাট করেছে। ছাগদাড়ি আর পিস্তল হাতে তার বন্ধু কিন্তু তাদের কাছেও ডায়েরি নেই। থাকলে তারা হ্যারল্ডকে জিজ্ঞেস করতো না। তাই লন্ডন অফিসে ডায়েরি ছিল না। এটি তাহলে হোটেলেই থাকার কথা। এর মানে কি দুই ধরনের মানুষ এটার পেছনে লেগেছে? খুনি যে হোটেল থেকে নিয়ে গেছে আর ঐ ছাগদাড়ি যে লন্ডনে খুঁজেছে কিন্তু যদি এটা সত্যি হয় তাহলে সত্যিকারের খুনি সম্পর্কে ঐ ছাগদাড়ি কি জানে? সেও কি রন রোজেনবার্গের মতো মনে করে যে হ্যারল্ডই খুনি? এই কারণেই তাকেও ডায়েরির কথা জিজ্ঞেস করেছে? যদি সে...

সারাহ্ হঠাৎ করেই কুড়মুড় শব্দে একটা মচমচে লেটুস পাতায় কামড় বসালো। হ্যারল্ড তার প্রতিটি দাঁতের শব্দ টের পেল চিবানোর সময়। আবারো প্লাস্টিকের বোলে কাঁটা চামচের শব্দ পেল। তারপর অন্য কিছু চিবানোর শব্দ। মনে হলো একটা শসা হতে পারে? অথবা ফেটা চিজে মেশানো অলিভ? হ্যারল্ড সম্পূর্ণভাবে চিন্তার ধারা হারিয়ে ফেললো। মনোসংযোগ ভেঙে গেল। আবার ওয়ালেটটি জ্বালাতে লাগলো তাকে।

শার্লোক হোম্‌সকেও কি এসব সমস্যা মনোসংযোগে বাধা দিত? আর্থার কোনান ডয়েলকে? হ্যারল্ড স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে আর্থার কোনান ডয়েলের জড়িত হবার কথা মনে করল কিন্তু একে কেউই তেমন সফলতা হিসেবে মানতে চাইতো না। কোনান ডয়েলের কতটা দম্ভ ছিল যে, তিনি ভাবতেন, যেহেতু তিনি রহস্যের কাহিনী লেখেন তিনি বাস্তব জীবনের রহস্যেরও সমাধান করতে পারবেন।

হ্যারল্ড আবার শক্ত করে চোখ বন্ধ করে চিন্তা করতে লাগলো। শার্লোক হোম্‌স বলেছিল, "আমাদেরকে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। এর অভাব থাকলেই সন্দেহ করতে হবে।" সুতরাং এখানে কোথায় তার ব্যত্যয় হয়েছে? কি আছে যার কোন মানে হয় না?

কড়মড়, কড়মড়, কড়মড়।

ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা মাথায় রেখেই হ্যারল্ডের মনে হলো, এভাবে সারাহ্ যদি ট্রাক্টর চালানোর মতো করে তার সালাদ চিবানো বন্ধ না করে তাহলে এখানে আরেকটি খুন হয়ে যাবে। হঠাৎ করেই হ্যারল্ড দেখলো সারাহ্ তার চিবানো বন্ধ করে দিয়েছে। যেন হ্যারল্ডের মনের ভাব বুঝতে পেরেছে সে। তারপর বাথরুমে গিয়ে দরজা আটকে দিলো মেয়েটি। তারপরই পানি পড়ার শব্দ। হ্যারল্ডের মনে হলো সারাহ্ বাথরুম থেকে বের হবার আগে মাত্র মিনিটখানেক হ্যারল্ড চিন্তা করতে পেরেছে বাধাহীনভাবে। তারপরই আবার চিবানো শুরু।

এখন যদিও ওয়ালেটটি তাকে অনেক জ্বালাতন করতে লাগলো হ্যারল্ড একে অগ্রাহ্য করলো। এই শেষ মিনিটে সে তাজা নিখাদ মানসিকশক্তি পেয়েছে। সে

কাজে মন দিল। কেউ তাকে এর থেকে সরাতে পারে নি। *তো, কি এমন আছে যার কোন মানে হয় না?*

আর তখনই হ্যারল্ড এটা বুঝতে পারলো। খুলে গেল তার চোখ। তারপর পিটপিট করে তাকালো। দিনের আলোতে আস্তে আস্তে চোখ সয়ে এল। কেননা অনেকক্ষণ ধরে বন্ধ ছিল। আরামকেদারা থেকে উঠে দাঁড়াতেই হাটুতে ব্যথা টের পেলো। সে নির্ঘাত ঘণ্টাখানেক বসে ছিল।

তারপর সারাহ্‌কে ডাকলো। "সারাহ্!"

পানির শব্দ ছাঁপিয়ে তার কণ্ঠ শোনা গেল। "হ্যা?"

"এলেক্স কেল কখনোই স্যার-আর্থার কোনান ডয়েলের হারানো ডায়েরি খুঁজে পায় নি।"

হ্যারল্ড শুনতে পেল পানি পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। সেকেণ্ডের মধ্যেই সারাহ্ চোখেমুখে অদ্ভুত ছাপ নিয়ে বের হয়ে এলো। "কি! "

"এলেক্স কেল আর্থার কোনান ডয়েলের ডায়েরি কখনো খুঁজেই পায় নি। সে মিথ্যে বলেছিলো।"

"আপনি কিভাবে জানেন?"

"একমাত্র এই একটি বিষয় আছে যার কোন মানে হয় না। এই একটি জিনিস যেটা কখনো ছিলই না। আমি যখনই বুঝতে পেরেছি এটা কোন্‌টা তখনই সমস্ত গল্প মিলে গেছে।"

"আর এই জিনিসটা ছিল...?"

"পাণ্ডুলিপি! গল্পটা কি এখনো আমরা জানি? কেল এর উপর বিশ বছর কাজ করেছে। এটা হওয়ার কথা ছিল সারা জীবনের কষ্টের কাজ। তারপর সে খুঁজে পেল যা খুঁজছিল। ডায়েরিটি। যাক, এত বছর পরে তার পাণ্ডুলিপি শেষ হবার কথা কিন্তু সে কি করেছে? এটা খুঁজে পাবার পর তিন মাস সে কি নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল? তার শ্রেষ্ঠ কাজে ডায়েরি উল্লেখ আছে? এর কোন মানে হয় না।"

"কিন্তু অপেক্ষা করুন, আমরা তার একটি পাণ্ডুলিপির একটি খসড়া কপি পেয়েছি শুধু। হতে পারে এই অধ্যায়টি অন্য কোন ফাইলে রাখা আছে। আমাদের জানার কোন পথ নেই।"

হ্যারল্ড ব্যাখ্যা করলো, "সত্যি কিন্তু আরেকটি জিনিস ভাবুন এলেক্সের বোন কি বলেছিল? ডায়েরি খুঁজে পাবার তার প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?"

সারাহ্ চোখ বড় করে ভাবার চেষ্টা করলো। তারপর মনে করতে পেরে বললো, "তিনি বলেছিলেন সে সেলিব্রেট করতে চায় নি। ডায়েরিতে কি ছিল তাও বলতে চায় নি। কিছুই বলে নি। সেই শেষ মাসগুলোতে যা-ই পেয়ে থাকুক না কেন এলেক্স বেশ বিমর্ষ থাকতো।"

"এর কি কোন মানে হয়? অথবা এটাই কি তাকে বিষাদগ্রস্ত করে রাখতো যে ডায়েরি না খুঁজে পেয়েও মানুষকে বলা যে সে পেয়েছে? কেল ডায়েরিটি খুঁজে পাবার পর থেকে কাউকে এতটুকু ইশারা কি দিয়েছে সে কোথেকে এটি পেয়েছে?"

"না।"

"এলেক্সের নিজের কথা ছাড়া আর কোন প্রমাণ কি আছে যে সে ডায়েরিটি পেয়েছিল?"

"না, কোনো প্রমাণ নেই।"

"সুতরাং সবচেয়ে সম্ভাব্য উত্তর কোনটা   এলেক্স কেল শার্লোকিয়ান বিদ্যার সবচেয়ে বড় রহস্যের সমাধান করেছে; কিন্তু কাউকে বলতে চায় নি, কিভাবে এটি করেছে বা উত্তরটি কি; তারপর এমন কি তার প্রায় শেষ হওয়া বইতেও এর উল্লেখ করে নি; অথবা সবাইকে মিথ্যে বলেছে যে সে ডায়েরি খুঁজে পেয়েছে?"

সারাহ্ মাথা নাড়লো। হ্যারল্ডের কথায় যুক্তি আছে। তারপর বললো। "সে যদি ডায়েরি কখনো খুঁজেই না পায় তাহলে তাকে খুন করলো কে?"

"কেউ না। এলেক্স কেল আত্মহত্যা করেছে," হ্যারল্ডের সোজা উত্তর।

একটু আগে যদি সারাহ্ বিস্মিত হয়ে থাকে তাহলে এখন বোবা হয়ে গেলো। "বাজে কথা!"

"যখন তুমি অসম্ভবকে ঝেড়ে ফেলো, যা বাকি থাকে তা অবশ্যই সত্যি হবে।"

"আমার মনে হয় শার্লোক হোম্‌স বলেছে এটা?"

"হ্যা। সে ঠিকই বলেছে। আমি জানি এটিই হয়তো সম্ভাব্য উত্তর ছিল না, কিন্তু এভাবেই সবকিছুকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।"

বিছানার উপর ধপ করে বসে পড়ে সারাহ্ বললো, "তাহলে ঠিক আছে। সবকিছু ব্যাখ্যা করুন।" তারপর আগ্রহী দর্শকের মতো হ্যারল্ডের দিকে তাকিয়ে রইলো। মনে হলো কোন নাটকের পর্দা উন্মোচন হবে। এভাবে আর কখনো হ্যারল্ডকে দেখে নি। উত্তেজনা বেড়ে যাচ্ছে ক্রমেই।

"প্রথম যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন তা হচ্ছে কেন এলেক্স কেল মিথ্যে বললো যে সে ডায়েরিটি খুঁজে পেয়েছে। আবার তারপরও সম্মেলনে অংশ নিতে গেলো। তার কি প্ল্যান ছিল? পরের দিনের লেকচারে সে কি খালি হাতে গিয়ে বলতো, সে দুঃখিত? আত্মহত্যা এটি ব্যাখ্যা করছে। কখনোই লেকচার দিতে চায় নি। প্রথম দিন থেকেই তার প্ল্যান ছিল ডায়েরি খুঁজে পাবার ঘোষণা দেয়া, তারপর নিজেকে হত্যা করে সন্দেহময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। যাতে মনে হয় ডায়েরি চুরি হয়ে গেছে। সে নিজেই নিজের রুম লুটপাট করেছে। নিজেই মধ্যরাতে তিনবার নিজের দরজা খুলেছে আর বন্ধ করেছে। দেখাতে যে সম্ভাব্য হত্যাকারী এসেছিল। আর মনে রাখুন কেউ বলে নি, কেলের সাথে রাতে দেখা হয়েছিল। নিশ্চিতভাবে হত্যাকারী

বলবে না কিন্তু দুজন সরল শার্লোকিয়ানও কি পুলিশের কাছে মিথ্যে বলবে ঝামেলার ভয়ে?"

বিছানার ধার থেকে নিজের পা দোলাতে দোলাতে সারাহ্ জিজ্ঞেস করলো, "নিজের জুতার ফিতা দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়েছে? এটাও কি সম্ভব?"

"চিকিৎসক সমাজ এক্ষেত্রে বিভক্ত। কেউ মনে করে এটি সম্ভব কেউ মনে করে না," হ্যারল্ড উত্তর দিল।

"আপনি এটা কোত্থেকে জানলেন?"

"আমি অনেক রহস্যগল্প পড়েছি। এটাই প্রথমে নয় যে কেউ নিজের গলায় ফাঁস দিয়েছে। আরো আছে। সে অবশ্যই অন্য কোন কিছুর সাহায্য নিয়েছে। আপনার কি ক্রাইমসিনটা মনে আছে? মেঝেতে মৃতদেহের কাছাকাছি পুরাতন একটা কলম রাখা ছিল। কোনান ডয়েল যেমনটা ব্যবহার করতো তেমন। হতে পারে না যে এলেক্স কলমটা ব্যবহার করেছিল গলায় ফিতাকে জোর করে বাঁধতে? তারপর সে পড়ে যাবার সাথে সাথে কলমটিও পড়ে যায়। পেশীশক্তি হারিয়ে ফেলার আগে কলম দিয়ে শক্ত করে ফিতা বাঁধাটাই সহজ ছিল।"

"কিন্তু এটা তো সত্যি না-ও হতে পারে?

"এক্ষেত্রে আপনি মনে করতে পারেন একটি গ্লাস অর্ধেক ভরা অর্ধেক খালি অবস্থায়। এটা হতে পারে। আমরা কেউই ডাক্তার নই। আর যদি হতামও নিশ্চিতভাবে সম্ভাবনা বলতে পারতাম না।"

সারাহ্ হেসে ফেললো। তার বেশ মজাই লাগছে।

"হোম্‌সের একটি গল্পেও এমনটা হয়েছিল। জুতার ফিতা দিয়ে শ্বাসরোধ করা নয় কিন্তু *The problem of thor Bridge* গল্পে একটি নারী নিজেকে এমনভাবে খুন করেছিল যে হত্যা করা বোঝায়। এটি করেছিল তার স্বামীর প্রেমিকাকে ফাঁসানোর জন্য।"

"কিন্তু আপনিই তো বলেছেন এলিমেন্টারি শব্দটি অন্য আরেকটি গল্পে ছিল।"
"হ্যা। এটা আছে। কেল যখন দেয়ালে এলিমেন্টারি শব্দটি লিখেছে সে আমাদেরকে *Thor Bridge* বোঝাতে চায় নি। সে আমাদেরকে *A Study In Scarlet*-এর দিকে নির্দেশ করেছে। যেখানে হত্যাকারী নিজের রক্ত দিয়ে দেয়ালে মেসেজ রেখে যায়। আর দেয়ালে কার রক্ত পাওয়া গেছে?"

সারাহ্ জোর দিয়ে বলে উঠলো, "এলেক্সের।"

"আর তারপর দ্বিতীয়ত এলিমেন্টারি শব্দটি *The Crooked man* গল্প থেকে নেয়া। সত্যি কথা বলতে আমার কোন ধারণা নেই, কেলের মৃত্যুর সাথে এর কি সম্পর্ক? এটি অন্য গল্প যেখানে দেখা যায় খুন আসলে খুন নয়। একজন কর্নেল বার্কলে তার স্ত্রী কর্তৃক খুন হয়েছিল কিন্তু হোম্‌স বের করেছিল, কর্নেল মারা গেছে

অধ্যায় ২৯

আর্থার স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ফিরে এসেছেন

"এর মানে কি, ওয়াটসন?...এই দুর্দশা ভয় আর আক্রমণের চক্র দিয়ে কোন্ উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে? এর নিশ্চয়ই কোন শেষ আছে, নতুবা আমাদের বিশ্ব শাষিত হচ্ছে সুযোগ দ্বারা, যেটি অভাবনীয়।"
—স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য কার্ডবোর্ড বক্স*

নভেম্বর ১৩, ১৯০০

সকালবেলায় নিউ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ভেতরের আবহাওয়াটা বেশ রমরমা। মনে হলো যেন বিশাল কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে। একই রকম দেখতে ইউনিফর্ম পরে কনস্টেবলরা সামনের গেট দিয়ে যাচ্ছে আসছে। পাঁচতলা বিল্ডিংটির উপর নিচ করছে, যেন বুনসেন বার্নারের ভেতরে ছোট ছোট কার্বন-ডাই অক্সাইডের বুদবুদ। আর্থার ঠিক বিগ বেনের ঘড়ির নিচে অবস্থিত রট আয়রনের গেইট দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। মাথার উপরের ঘড়িটি দেখাচ্ছে এগারোটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি।

ইন্সপেক্টর মিলারের অফিসে যেতে তেমন কোন সমস্যা হলো না। দরজা খোলাই আছে আর আর্থার শব্দ না করেই ঢুকে পড়লেন। ইন্সপেক্টর পেপারের উপর থেকে চোখ তুলে তাকালো আর আর্থারের আবারো মনে হলো যে দাঁড়ির পেছনের মুখখানা কতটা তরুণ।

ডেস্ক থেকে পেপার সরাতে সরাতে মিলার বলে উঠলো, "ডা: ডয়েল, আজকে আপনি আসবেন আমি ভাবতে পারি নি।

আর্থার তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "কেননা আমার আসার কথা টেলিগ্রাফ করার মতো সময় ছিল না আমার হাতে।"

ইন্সপেক্টর মিলার হেসে ফেলল। তিনি অপরাধীকে কোন অপরাধের সময় ধরে ফেলেছেন। বাতাসে এমন গন্ধ পেল মিলার। বললো, "ঠিক আছে। আপনাকে দেখে সত্যি ভাল লাগছে।" তারপর নিজের সামনে রাখা চেয়ার দেখিয়ে দিল।

আর্থার বসলেন, এর আগে এসেও এখানেই বসেছিলেন। এটা কি মাত্র দুই সপ্তাহ আগে না? কত দ্রুত একটা মানুষের জীবন পাল্টে যায়?

"কেমন চলছে আপনার...আ-আ...আপনার তদন্ত?" কৌতুহলের সাথে জানতে চাইলো ইন্সপেক্টর মিলার।

নিজের উপর গর্বে বুক আধহাত ফুলে গেল হ্যারল্ডের। বলল, "আমি জানি।"

"তারপরও আমি দুটো ব্যাপার বুঝতে পারছি না," সারাহ্ বলে উঠলো, "প্রথম সমস্যা : এখন কেন? কেন এত বছর পরে নিজেকে খুন করে এলেক্স তার সারা জীবনের কাজ নষ্ট করেছে? আর সেবাস্টিয়ানকে সন্দেহের জালে ফেলেছে?"

হ্যারল্ড উত্তর দিল, "আমি এ ব্যাপারে একমত। আমরা জানি সে কি করেছে কিন্তু কেন করেছে তা জানি না। আমরা এটা খুঁজে বের করবো।"

"সমস্যা নাম্বার দুই, আর এটা বেশ জটিল," সারাহ্ গভীর করে শ্বাস নিয়ে বললো, "যদি এলেক্স কেল ডায়েরি নিয়ে মিথ্যে বলেও থাকে, নিজেকে খুন করেও থাকে আর নিজের হোটেল রুম লুটপাট করে থাকে, তাহলে কোন শয়তান আমাদেরকে ফলো করছে?"

এর উত্তর হ্যারল্ডের জানা নেই।

অধ্যায় ২৯

আর্থার স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ফিরে এসেছেন

"এর মানে কি, ওয়াটসন?...এই দুর্দশা ভয় আর আক্রমণের চক্র দিয়ে কোন্ উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে? এর নিশ্চয়ই কোন শেষ আছে, নতুবা আমাদের বিশ্ব শাষিত হচ্ছে সুযোগ দ্বারা, যেটি অভাবনীয়।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য কার্ডবোর্ড বক্স*

নভেম্বর ১৩, ১৯০০

সকালবেলায় নিউ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ভেতরের আবহাওয়াটা বেশ রমরমা। মনে হলো যেন বিশাল কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে। একই রকম দেখতে ইউনিফর্ম পরে কনস্টেবলরা সামনের গেট দিয়ে যাচ্ছে আসছে। পাঁচতলা বিল্ডিংটির উপর নিচ করছে, যেন বুনসেন বার্নারের ভেতরে ছোট ছোট কার্বন-ডাই অক্সাইডের বুদবুদ। আর্থার ঠিক বিগ বেনের ঘড়ির নিচে অবস্থিত রট আয়রনের গেইট দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। মাথার উপরের ঘড়িটি দেখাচ্ছে এগারোটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি।

ইন্সপেক্টর মিলারের অফিসে যেতে তেমন কোন সমস্যা হলো না। দরজা খোলাই আছে আর আর্থার শব্দ না করেই ঢুকে পড়লেন। ইন্সপেক্টর পেপারের উপর থেকে চোখ তুলে তাকালো আর আর্থারের আবারো মনে হলো যে দাঁড়ির পেছনের মুখখানা কতটা তরুণ।

ডেস্ক থেকে পেপার সরাতে সরাতে মিলার বলে উঠলো, "ডাঃ ডয়েল, আজকে আপনি আসবেন আমি ভাবতে পারি নি।

আর্থার তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "কেননা আমার আসার কথা টেলিগ্রাফ করার মতো সময় ছিল না আমার হাতে।"

ইন্সপেক্টর মিলার হেসে ফেলল। তিনি অপরাধীকে কোন অপরাধের সময় ধরে ফেলেছেন। বাতাসে এমন গন্ধ পেল মিলার। বললো, "ঠিক আছে। আপনাকে দেখে সত্যি ভাল লাগছে।" তারপর নিজের সামনে রাখা চেয়ার দেখিয়ে দিল।

আর্থার বসলেন, এর আগে এসেও এখানেই বসেছিলেন। এটা কি মাত্র দুই সপ্তাহ আগে না? কত দ্রুত একটা মানুষের জীবন পাল্টে যায়?

"কেমন চলছে আপনার...আ-আ...আপনার তদন্ত?" কৌতুহলের সাথে জানতে চাইলো ইন্সপেক্টর মিলার।

"আমি অপরাধীকে খুঁজে পেয়েছি যে পত্র বোমার মাধ্যমে আমাকে খুন করতে চেয়েছিল।"

ইন্সপেক্টর মিলার অবাক হয়ে গেল। "আপনি পেয়েছেন?"

"হ্যা। আমি পেয়েছি–"

দরজার দিক থেকে একটি কণ্ঠ বলে উঠলো, "আমাকে ক্ষমা করবেন, একটু সময় হবে, স্যার?"

আর্থার চেয়ার থেকে ঘুরে একজন তরুণ কনস্টেবলকে দেখতে পেলেন। মাথায় টুপিটি ভালোভাবে ফিট হয় নি আর এলোমেলো চুলও দেখা যাচ্ছে। কনস্টেবল আর্থারের দিকে তেমন একটা মনোযোগ দিল না।

ইন্সপেক্টর মিলার উত্তর দিলেন, "আমি এখন একটা ইন্টারভিউর মাঝে আছি। এর পরে তোমাকে সময় দিবো।"

"ঠিক আছে তাহলে কিন্তু প্রধান ইন্সপেক্টর আমাকে নিচে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন দেখতে আপনি ব্যস্ত কিনা। নয়তো নতুন কাজে পাঠাতে। এটা মাত্রই এসেছে।"

"আমি এখন যথেষ্ট ব্যস্ত। ইন্টারভিউ শেষ হলে আমি যাবো। ধন্যবাদ কনস্টেবল।" এই বলে মিলার আর্থারের দিকে তাকালেন। এসব নতুন রিক্রুটরা! ইন্সপেক্টরের চেহারায় লেখা ছিল, দেখুন আমি কাদের নিয়ে কাজ করি। তারপরও তরুণ কনস্টেবলটি দরজায় দাঁড়িয়েই রইলো। তার গলার স্বরে খানিকটা আবেগের ভাবও পাওয়া যাচ্ছে। মনে হলো সে কিভাবে তা প্রকাশ করবে বুঝতে পারছে না।

"আমি কি বলতে পারি?" আর্থার ইন্সপেক্টর মিলারকে জিজ্ঞেস করলেন।

ইন্সপেক্টর বললো, "প্লিজ, বলুন।"

"আমি আপনাকে একজন খুনি ধরে দিয়েছি অথবা বলতে পারেন। এখন আমি তার পরিচয় বলবো, মানে মেয়েটির।"

"মেয়ে?" ইন্সপেক্টর অবাক হয়ে গেল।

"হ্যা। মেয়ে। একজন নারী ঐ পত্র বোমাটি বানিয়েছিল। সে বেশ উন্মত্ত স্বভাবের আর এখন বোঝা যাচ্ছে বেশ মেধাবীও।"

ইন্সপেক্টর মিলার আর্থারকে পরিচয় করিয়ে দিল কনস্টেস্টবলটিকে। "ইনি ডা: আর্থার কোনান ডয়েল।"

"ওহ্! আমি বুঝতে পেরেছি!" কনস্টেবলটি মনে হলো হঠাৎ করে অস্বস্তির মাঝে পড়ে গেছে এ আলোচনার মাঝখানে এসে পড়ে। তার চেয়েও বেশি সে এখনো এ জায়গা ছেড়ে নড়েও নি।

"...সুতরাং তোমার কোন আপত্তি না থাকলে আমরা আমাদের কাজে ফিরে

যাই। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আমার এবং ডাঃ ডয়েলের কিছু জিনিস আছে আলোচনা করার।"

"অবশ্যই! হ্যা, অবশ্যই স্যার।" তারপর কনস্টেবলটি আর্থারের দিকে তাকিয়ে বললো, "আপনার সাথে দেখা হয়ে অনেক খুশি হয়েছি, স্যার। আমি একজন বড় ভক্ত....ঠিক আছে, আমরা সবাই তাই, তাই না? আমার মনে হয় না আমি যদি এসব গল্প না পড়তাম তাহলে এ পেশায় আসতাম কিনা। আমি একটা সাধারণ ছেলে ছিলাম, যখন এসব গল্প পড়েছি...আর এখন দেখুন আমাকে।"

আর্থার তার দিকে তাকালেন কিন্তু কতদূর এসেছে ছেলেটি সেটা বলা হয়তো অভদ্রতা হবে ভেবে চুপ করে তাকলেন।

ছেলেটি আবার বলে চললো, এবার ইন্সপেক্টর মিলারকে উদ্দশ্য করে, "ব্যাপারটা এমনই যে প্রধান ইন্সপেক্টর চাইছেন আপনি এখনই সেখানে যান।"

"কনস্টেবল! আমি একটি ইন্টারভিউর মাঝখানে আছি, ডাঃ ডয়েলের সাথে। আমি নিশ্চিত এক ঘণ্টার মধ্যেই আমার সময় হবে–"

"সিআইডি'র অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌছে গেছেন, স্যার।" হঠাৎ করেই এরকম বলে উঠে কনস্টেবলের মনে হলো সে তার প্রথম গুলিটি ছুঁড়েছে, আর দেখতে ভয় পাচ্ছে এটি কোথায় লেগেছে।

আর্থার ইয়ার্ডের কাজকর্মের এই ভগ্নদশা দেখেও বিশ্বাস করতে পারলেন না। এ ধরনের প্রায় ভেঙে পড়া একটি সংস্থার অপদার্থগুলোকে কি সামরিক ডিভিশনে পাঠিয়ে দেয়া উচিত না? লর্ড কিচেনারকে এর দায়িত্ব নিতে দেখলে তিনি খুব খুশি হবেন।

ইন্সপেক্টর মিলার ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠলো, "ধুর! মিঃ হেনরি ইতোমধ্যেই পৌছে গেছে? বোকা কোথাকার, এটা এতক্ষণ বল নি কেন?"

তারপর ডেস্কের উপর থেকে ঝটকা মেরে দাঁড়িয়ে কর্নার হুক থেকে কোট আর টুপি নিয়ে নিলেন।

"ওহ্, কি পরিতাপের বিষয়। ইন্সপেক্টর, আমি নিশ্চত আপনার ডিউটিতে আপনাকে যেতে হবে কিন্তু এটি হবার কথা ছিল না," আর্থার বলে উঠলেন।

"ভয়ংকরভাবে দুঃখিত, ডাঃ ডয়েল। এভাবে চলে যেতে আমার খারাপ লাগছে কিন্তু আপনি এডওর্য়াড হেনরিকে জানেন না। ইয়ার্ডের তিনি নতুন এসেছেন। ভারত থেকে ফেরার পর। কমিশনার সারাসরিই তাকে সিআইডিতে অ্যাসিসট্যান্ট বানিয়ে দিয়েছে। কয়েকটি কেস চলছে, দেখা যাক সে লন্ডনে কি করতে পারে। আমি আপনাকে জানাবো সে লন্ডনে কি করে। দশ বছর ধরে আমি অন্ধকার জগতের বাসিন্দাদেরকে খাঁচায় পুরছি, আর এখন সে এমন ভাব দেখাচ্ছে সে ব্রিটিশ অপরাধী কেসগুলোকে মোকাবিলা করতে পারবে। তার শেখার আছে অনেক কিছু, বদ

কোথাকার। সে পুরো ইউনিটকে ঢেলে সাজাতে চায়, মূল বিষয়গুলোকে বদলাতে চায়, তদন্তের জায়গায় অফিসে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি বসাতে চায়, নিয়ম-নীতির পিছনে ছুটছে। সময়ের অপচয়। আপনি কি জানেন, ডা: ডয়েল, একজন গোয়েন্দার সবশ্রেষ্ঠ অস্ত্র কোন্‌টা? মাটিতে বুটের আঘাত, এটি একটা কেসকে সমাধা করতে পারে।" চকচকে হাটু সমান উঁচু বুটের উপর চাপড় মেরে বলে উঠল ইন্সপেক্টর মিলার।

আর্থার দাঁড়ালেন, তাদের দুজনকে অনুসরণ করে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের প্রধান করিডোরে বের হয়ে আসলেন।

"একটি তরুণ মেয়ে বোমা বানানোর চিন্তা-ভাবনা করছে। আমি জোর দিয়ে বলবো, আপনার উচিত তাকে অ্যারেস্ট করা," আর্থার বললেন।

হাটতে হাটতে ইন্সপেক্টর মিলার কনস্টেবলের দিকে ইশারা করে বলে উঠলো, "নিশ্চয়ই। এখানে কনস্টেবল বিলিংস আছে। আপনি চাইলে সে তাকে ধরে নিয়ে আসবে।"

"তার ফ্ল্যাটে সব প্রমাণ পাওয়া যাবে। সেখানে গেলেই তাকে হাতেনাতে ধরা যাবে।"

বিল্ডিংের প্রধান সিঁড়ি দিয়ে এককেবারে দুই ধাপ করে নামতে নামতে মিলার বলে উঠলো, "অসাধারণ, আপনার কথার উপর ভিত্তি করেই আমরা যে কাউকে ধরতে রাজি আছি। আপনি কাকে গ্রেফতার করতে চান, বলুন?"

আর্থারের হঠাৎ করে নিজেকে বেশ শক্তিশালী মনে হলো। তিনি জানেন ইর্য়াড তার ধ্যানধারণা বা সামর্থ্যকে কখনো এতটুকু আমল দেয় নি। আর এখন তিনি দেখছেন তারা কিভাবে তার নাম নিচ্ছে। নাম-ডাকের সামনে সম্পূর্ণ কাঠামোই নতি স্বীকার করছে।

"তার নাম এমিলি ডেভিসন, ক্লারকেনওয়েলে থাকে," আর্থার তরুণ কনস্টেবলকে এমিলির পরিচয় দিলেন।

সন্তুষ্টির স্বরে কনস্টেবল বলে উঠলো, "ঠিক আছে, স্যার।"

"এখন আমি কোথায় যাবো?" ইন্সপেক্টর মিলার জানতে চাইলো। বিলিংস মিলারের হাতে ভাঁজ করা কিছু কাগজ ধরিয়ে দিল। মাত্র এগুলো খেয়াল করলেন আর্থার কিন্তু এগুলো নিশ্চয়ই এতক্ষণ ছেলেটির হাতেই ছিল। তারপর ইন্সপেক্টর মিলার কাগজগুলো পড়ে ডাবল মার্চ করে ইয়ার্ডের দরজা দিয়ে বের হয়ে আসলেন। কিন্তু সদর দরজা থেকে একটু বেরিয়েই আবার থেমে গেলেন। মুখে অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠলো।

কাগজটি দেখতে দেখতে মিলার আস্তে করে বলে উঠলো, "ডা: ডয়েল, আপনি

কিছু মনে না করলে আমাদের সাথে আসুন। আমাদের হয়তো কোন সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে।"

আর্থার মানুষটির কথা শুনে দ্বিধায় পড়ে গেলেন কিন্তু তিনি দ্রুত সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। বললেন, "অবশ্যই কিন্তু আমি কি জানতে পারি আপনার কেন মনে হচ্ছে একাজে আমি সাহায্য করতে পারবো?"

আর্থারের মুখের দিকে তাকিয়ে মিলার বলে উঠলো, "কেননা একজন এমিলি ডেভিসনের খুনের তদন্ত করতে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সে থাকে ক্লারকেনওয়েলে।"

এ মুহূর্তে আর্থারের মাথায় যেসব চিন্তার ঝড় বইছে তার মধ্যে তাকে সবচেয়ে বেশি যেটি আঘাত করলো তা হচ্ছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লবিতে দাঁড়িয়ে থাকা। না হলেও একশ গোয়েন্দা তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, কাঁধে কাঁধ ঠোকর খাচ্ছে। অন্যদিকে আরো অন্তত একশ তাকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকছে। আর এসবের মাঝখানে তিনি একজন মধ্যবয়স্ক লেখক স্থানুবৎ হয়ে একটা রহস্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অধ্যায় ৩০

ব্রিটিশ পাখি, ক্যাটুলাস আর পবিত্র যুদ্ধ

"আমার কাছে সেটা সবসময় সত্যি মনে হয় তা হলো, খুব কম জিনিসই আছে যা শাশ্বতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য কেস অব আইডেনটিটি*

জানুয়ারি ১১, ২০১০

যদি তুমি এলেক্স কেল হতে আর আত্মহত্যা করতে আর তারপর তোমার যুক্তির পেছনে কিছু শার্লোকিয়ান সূত্র রেখে যেতে, তাহলে এগুলো কোন্ দিকে যেত?

হ্যারল্ড আর সারাহ্‌র সামনে এখন এই একটিই প্রশ্ন। তারা তাদের অপশনগুলো নিয়ে আলোচনা করছে। তারা হয়তো নিউইর্য়কে কেলের রুমে গিয়ে আরেকবার তল্লাশি করতে পারে, যদি না এর ভেতরেই সব প্রমাণ সরিয়ে ফেলা হয়। সেবাস্টিয়ান কোনান ডয়েলের ফ্ল্যাটেও ফিরে যেতে পারে, যদি শেষ কয়েক মাসে কেলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন সূত্র পাওয়া যায়। যদিও সেবাস্টিয়ানের সাথে তাদের শেষ মিটিংটি সুখকরভাবে শেষ হয় নি। সুতরাং খুব ভালো কোন তদন্তের অপশন না পেয়ে সারাহ্ আর হ্যারল্ড ঠিক করলো কেলের লন্ডন অফিসে আরেকবার যাবে।

হ্যারল্ড বললো, "কেল তার সহ-শার্লোকিয়ানদের জন্য একগাদা সূত্র রেখে গেছে। যে কোন শার্লোকিয়ানই কেলের পদচিহ্ন খুঁজতে তাই তার লেখালেখির অফিসেই যাবে। সুতরাং এটি ভাবার যথেষ্ট যুক্তি আছে, সেখানে আমাদের জন্য কোন সূত্র অপেক্ষা করছে।"

সারাহ্ স্বীকার করলো তাদের হাতে থাকা অন্য যেকোন অপশনের তুলনায় এটিই বেশি যুক্তিযুক্ত। তারপরও বলে উঠলো, "কিন্তু, অফিস এখন ক্রাইমসিন। জেনিফার পিটারস্ পুলিশকে ডেকেছিল। আর মনে হয় না সে আমাদেরকে ততটা পছন্দ করেছে। আমরা কিভাবে ওখানে ঢুকবো?"

এই চিন্তা তাদের মাথাতেই আসে নি। বিল্ডিঙের সামনে পৌঁছে এক ঘণ্টার পনের মিনিটও যায় নি, সারাহ্ এমন ভান করলো যে সে তার ব্যাগের মাঝে চাবি খুঁজছে। এমন সময় মনে হলো হাওয়া থেকে একটা ছোট ছেলের উদয় আর ছেলেটি তাদেরকে ভেতরে নিয়ে আসে। ছোট ছেলেটি সারাহ্ বা হ্যারল্ডের চোখের দিকে

একবারও তাকায় নি, বরঞ্চ তালা খোলার সময় নিচের দিকে তাকিয়েছিল। মনে হলো আপন চিন্তায় বিভোর হয়ে ছেলেটি প্রধান সিঁড়ি বেয়ে পা টেনে টেনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের ফ্ল্যাটের দিকে চলে গেল। হ্যারল্ড এই দেখে খুশি হলো যে, আটলান্টিকের এপারেও সাধারণ একটা বিবাদ, টিনএজের মৌলিক কাপড়ের চলন। কেলের ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ কিন্তু হ্যারল্ড নবটি টান দিতেই দেখতে পেল তালা ভাঙা। ছাগদাড়ি নিশ্চয়ই এটা ভেঙে ভেতরে ঢুকে খোঁজাখুঁজি করেছে, আর বিল্ডিঙের মালিক এখনো এটা ঠিক করে নি। ইংরেজি X অক্ষরের মতো হলুদ টেপ দরজায় আড়াআড়িভাবে লাগনো আছে। হ্যারল্ড আর সারাহ্ এর নিচ দিয়ে ফ্ল্যাটে প্রবেশ করলো।

দুই দিন আগে তারা যেমন দেখে গেছে, দেখা গেল তেমনি আছে। দুই দিন হয়েছে? নাকি তিন দিন? অথবা মাত্র গতকালকের কথা যখন হ্যারল্ড মেঝেতে শক্ত শক্ত মলাটের বই গড়াগড়ি খেতে দেখেছিল? সে বুঝতে পারলো খুনের ঘটনার পর থেকে তার সময় বোধ উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে। তার মনে হলো অদ্ভুত। তার সারা জীবনের এই সবচেয়ে মনে রাখার মতো দিনটি এড্রেনালিন আর ষড়যন্ত্রের মাঝে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

সারাহ্ দিকে তাকিয়ে দেখলো, সে বইয়ের আর কাগজের স্তূপের ভেতর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। ঈশ্বরই জানে সে কি খুঁজছে। সে অনুভব করলো তার মিথ্যা আর ডিভোর্সের ব্যাপারে জানার পর থেকেই হ্যারল্ড কেমন একটা স্বস্তি বোধ করছে। কেননা সে নিজে থেকে সারাহ্কে জিজ্ঞেস করতে পারছিল না। তাই ছোট্ট এ রহস্যের সমাধান তাকে সন্তুষ্টি দিয়েছে। যদিও সে তার শীঘ্রই প্রাক্তন হতে যাওয়া স্বামী সম্পর্কে আর কোন বিষয়, তার আইনজীবির সাথে সমস্যা সৃষ্টি করছে সে-সম্পর্কে কিছুই জানে না। তার হিংসাও হচ্ছে একটু, স্বীকার করতেই হবে। এ কারণে জিজ্ঞেসও করা হয় নি। একসময় সে ভালোবাসতো আর এখন সেই মানুষটিই সারাহ্র সাথে কিছু তুচ্ছ আর বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে লড়াই করছে। তার কথা জিজ্ঞেস করতেও হ্যারল্ডের ভয় লাগছে। হ্যারল্ড নিজের ক্ষেত্রে বিয়েকে কখনো এতটা গুরুত্ব দিয়ে ভাবে নি। যদিও সে এটার বিপক্ষেও নয়। এটা এমন যে কখনোই তেমন গুরুত্ব নিয়ে মাথায় আসে নি। সে সবসময় ভেবেছে সে হয়তো একদিন বিয়ে করবে। এখনো তরুণ সে। যদিও সারাহ্র তেমন বয়স্ক নয় কিন্তু সে ইতোমধ্যে এ পথ অতিক্রম করেছে। তারপরই পাথরে আঁছড়ে পড়েছে আর তীরে ফিরে এসেছে আবার।

হ্যারল্ড কল্পনা করার চেষ্টা করলো সারাহ্ রবিবারের সকালের কফি তৈরি করছে। বিছানায় শুয়ে ক্রসওর্য়াড পাজল মেলাতে মেলাতে পায়ের উপর সাদা চাদর জড়িয়ে হ্যারল্ডকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে adze শব্দটির মানে হলো কাঠ-কাটার

যন্ত্র। কল্পনাটি বেশ অসমীচিন দেখালো। সে শুধুমাত্র কল্পনা করতে পারলো, সারাহ্ কালো সেডানের টায়ার পাংচার করছে; নয়তো লুটপাট হওয়া ক্রাইমসিনে কোন মেসেজ খুঁজছে। হ্যারল্ডের সাথে তার সম্পর্ক যেমনই হোক না কেন, এ সম্পর্ক শুধুমাত্র কিছু অদ্ভুত ঘটনার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ করেই হ্যারল্ডের মন খারাপ হয়ে গেল। যত শীঘ্রই এটা শেষ হবে তত তাড়াতাড়ি সারাহ্ এমন কোথাও চলে যাবে যা হ্যারল্ডের জীবন নয়। আর হ্যারল্ড ফিরে যাবে তার স্পারসলি পাতার মতো এক রুমের ফ্ল্যাটে, লস ফেলিজ-এ, সিভিল কোর্টের ফাইলের স্তূপ, পুরাতন বিশাল বইয়ের জগতে। স্থানীয় বন্ধুদের সাথে প্রতি মাসে একবার ডিনার–আর নিউইর্য়কে বাৎসরিক গালা অনুষ্ঠানে, যেখানে সে সবার সামনেই তার ডিয়ারস্টকার টুপি পরতে পারবে আর কেউই তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে না। সারাহ্‌র সাথে কাটানো এসব দিনগুলো মনে হচ্ছে স্বপ্ন আর শীঘ্রই বাস্তব জীবন ফিরে আসবে। কতটা বিষাদময় এ চিন্তা। এটি রবিবারের সকালের ধীরে ধীরে কফি পান দিয়ে শেষ হবে না। এটি এমনিই শেষ হয়ে যাবে।

কলেজের পর পরই তার একটি গার্লফ্রেন্ড হয়েছিল। আমান্ডা। তার সবচেয়ে বেশি জিনিস যেটি হ্যারল্ডের মনে আছে তা হলো–তারা যে এগারোটি দিন বুয়েন্স আর্য়াসে কাটিয়েছিল অথবা যে রাতে তারা সাড়ে চার বার মিলিত হয়েছিল আর মাত্র এক সেকেন্ডের জন্য হ্যারল্ড 'সোলমেট' শব্দটি বলতে পারে নি। সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মেয়েটির অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বর্তমানকে উপভোগ করার। দুঃখ এবং আনন্দ যেভাবেই আসুক না কেন তাকে সেভাবে গ্রহণ করতে পারতো সে। কখনোই ভাবতো না কখন আনন্দ শেষ হয়ে যাবে বা খারাপ ভাগ্য কেটে যাবে।

সম্পর্ক শেষ হবার পর হ্যারল্ড বেশ ভেঙে পড়েছিল। সে কোথায় ছিল বা কি করছিল এটা শেষ হবার পর তা ভাবতে পারলো না। সে খুব চেষ্টা করেছে বর্তমান নিয়ে খুশি থাকতে। তুলনামূলকভাবে আনন্দময় ছিল এমন অতীতকে ভুলতে চেষ্টা করেছিল। বর্তমানকে ঘটনাপ্রবাহ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছে কিন্তু সে কখনো তা পারে নি। এই মুহূর্তে সে চেষ্টা করলো তার পায়ের নিচে থাকা বইগুলো নিয়ে ভাবতে। রহস্যটা আর এ নিয়ে ঘটে যাওয়া অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে ভাবতে আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সারা রুম জুড়ে বয়ে যাওয়া সারাহ্ মৃদু শ্বাসের শব্দ কিন্তু মনে পড়ে গেল, এল.এ-তে তার ফ্রিজে পড়ে থাকা পচা দুধ আর অ্যানসারিং মেশিনে পাওয়া চারটি মেসেজের কথা, যেগুলো সে শুনেও নি আর এভাবেই এগুলোও শেষ হয়ে যাবে।

হ্যারল্ড চিৎকার করে উঠলো, "এটি কখন থামবে?" এত জোরে বলার কোন চিন্তা ছিল না হ্যারল্ডের কিন্তু বলা হয়ে গেছে।

"আপনি কি বলছেন?" স্তূপ থেকে একটা বই হাতে নিয়ে পা ভাঁজ করে বসে

পাতা উল্টাতে উল্টাতে সারাহ্ জিজ্ঞেস করলো।

হ্যারল্ড নিজেও নিশ্চিত নয় কি বলবে। আর সে চাচ্ছিল-ও না কিন্তু সে শুরু করে দিয়েছে। আর বের হবার পথও জানা নেই।

"মানে এই তদন্তটা কখন থামবে? আমরা এখন কি খুঁজছি আসলে? গোয়েন্দাগিরি হ্যাস্যকর একটা কাজ। এটি যেন নিজেই নিজের উত্তরদানকারী, স্থায়িত্বদানকারী মেশিন। একটা সূত্র খুঁজে পেলেন। তারপর কিছু অনুমান করে আরেকটা খুঁজতে লাগলেন। আর তারপর আরেকটি। হতে পারে আমরা একটু এগিয়েছি অথবা হতে পারে গোয়েন্দাগিরি হচ্ছে একটি নিত্য ঘুরে যাওয়া মেশিনের মধ্যে আটকে পড়ার মতো। এখানে সব সময় কিছু না কিছু থাকে বিশ্লেষণ করার জন্য। সবসময় কিছু খুঁজে যেতে হয়। আমরা আমাদের নিজেদের বিশ্লেষণ শুরু করতে পারি। আমরা আমাদের ধোঁয়ার উপরই ঘুরপাক খাচ্ছি সবসময়!"

সারাহ্ কৌতুহলী হয়ে তাকিয়ে রইলো। "আমার মনে হয় আপনি বিষয়টি নিয়ে বেশ দার্শনিকসুলভ কথা বলছেন কিন্তু আমি নিশ্চিত নই ঠিক কি বোঝাচ্ছেন।"

"আমরা কি করতে এসেছি? আমরা বের করতে চেয়েছি কে এলেক্স কেলকে হত্যা করেছে। আর আমরা ডায়েরিও উদ্ধার করতে চেয়েছি। ঠিক আছে। আমরা জানি কে কেলকে খুন করেছে। আর এও জানি ডায়েরি কখনো পাওয়া যাবে না। কারণ এটা কখনো পাওয়াই যান নি।"

"আমরা তো জানি না কেন কেল এটা করেছিল?"

"কিন্তু এর কি অর্থ আছে কোন? 'কেন'র উত্তর কেন খুঁজতে যাবো, যেহেতু আমরা ইতোমধ্যেই জানি কি?"

সারাহ্ থেমে হ্যারল্ডের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করলো। তার মনে কিছু আছে কিন্তু তারা উভয়ের কেউই জানে না এটা কি? "আপনি কি বলতে চান হ্যারল্ড? ফিরে যেতে চাইছেন?"

"না, কিন্তু আপনি এখনো এখানে কি করছেন?"

সারাহ্ প্রশ্নটা শুনে দ্বিধায় পড়ে গেল। "আমি কেন এখানে?"

"আমি জানি আমি এখানে কেন আছি। কারণ এলেক্স কেল আত্মহত্যা করে আমাকে একটা মেসেজ দিয়ে গেছে কিন্তু আপনি কি করছেন এখানে?" মনে মনে হ্যারল্ড চাইছিল সারাহ্ বলুক সে এখানে আছে হ্যারল্ডের জন্য।

সারাহ্ হ্যারল্ডের দিকে শীতলদৃষ্টিতে তাকালো, তারপর বললো, "ডায়েরির জন্য। আমি এখানে ডায়েরি খোঁজার জন্য এসেছি। এটাই আমার গল্প।"

হ্যারল্ড তার দিকে একই রকম ঠাণ্ডা অনুভূতিশূন্যভাবে তাকানোর চেষ্টা করলো কিন্তু সে জানে সে পারছে না। সারাহ্ নিশ্চয়ই তার দুঃখ বুঝতে পারছে।

তারপরও বললো, "এলেক্স কখনো ডায়েরি খুঁজেই পায় নি।" নিজের কণ্ঠে

উত্তেজনা দমিয়ে রাখতে পারলো হ্যারল্ড।

"না, কিন্তু আপনি পারবেন।"

"আপনি কি বই পেয়েছেন এখানে?" কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গিতে হ্যারল্ড সারাহ্র পাশে পড়ে থাকা বইয়ের স্তূপের দিকে দেখালো।

"কিছু আছে ইতিহাস। কিছু কবিতা। জার্মান, রোমান।"

"দাঁড়ান। কবিতা রোমান নাকি রোমান ইতিহাস?"

"উমম...ক্যাটুলাসের কবিতা, তিনি তো রোমান ছিলেন, তাই না?" বইয়ের স্তূপের ভেতর থেকে পুরাতন, ভারি আর শক্ত মলাটের একটা বই বের করে বললো সারাহ্। এর কোন চকচকে ভাব নেই। শুধুমাত্র ভাঙাচোড়া আর কালো শক্ত মলাট।

হ্যারল্ড হেসে ফেললো। বললো, "হ্যা, আর আমি বাজী ধরে বলতে পারি সেখানে সামরিক ইতিহাস টাইপেরও কিছু আছে যেমন নাম হতে পারে *The Holy war*?

হ্যারল্ডের নিশ্চিতভাব দেখে সারাহ্ অবাক হয়ে তার স্তূপের দিকে তাকালো। তারপর আরেকটি শক্ত মলাটের বই বের করে আনলো। "হ্যা। আপনি কিভাবে জানেন এটি এখানে আছে?"

"বইটি খুলুন।"

বই খুলে সারাহ্ হতবিহবল হয়ে হ্যারল্ডের দিকে তাকালো। "পৃষ্ঠাগুলো খালি।"

"হ্যা। এটা ভুয়া। কেলের একটা ছোট্ট কৌতুক। শার্লোক হোম্স যখন তার বিখ্যাত নিরুদ্দেশ ছেড়ে আবার জীবনে ফিরে এসেছিল তখন ওয়াটসনের সামনে একজন পুরাতন বই বিক্রেতার ছদ্মবেশে এসেছিল। তার সাথে তিনটা বই ছিল। যেগুলো সে তার বন্ধুকে উপহার হিসেবে দিয়েছিল। বইগুলো ছিল ক্যাটুলাস-এর কবিতা সংগ্রহ, আর *The Holy war* নামের কিছু, যেটি আমাদের জানামতে কোন সত্যিকারের বই ছিল না আর একটি প্রাকৃতিক গাইড বই নাম British Birds। আমি নিশ্চিত আপনি শেষটিও খুঁজে পাবেন এখানে। সারাহ্ বইয়ের স্তূপে শেষ বইটি খুঁজতে লাগলো। "ক্যাটুলাস অধ্যায়টি শার্লোকিয়ানদের জন্য সবসময় একটা কৌতুহলের বিষয়। তিনি রোমান কবিদের মধ্যে সবচেয় খোলামেলা যৌনবাদী ছিলেন। হোমো এবং হেটেরো দু' অর্থেই। আপনার সবচেয়ে কাছের বন্ধুকে দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর এ জাতীয় বই দেয়া হাস্যকর ব্যাপার।"

সারাহ্ বই খোঁজা শেষ করে হ্যারল্ডে দিকে ফিরলো খালি হাতে। বললো, British Birds নামে কিছু নেই এখানে।"

"আমি নিশ্চিত এটি এখানেই কোথাও আছে।" হ্যারল্ড এবার সারাহ্র সাথে মেঝেতে বসে স্তূপের মাঝে খুঁজতে লাগলো কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না।

তারপর তারা পুরো ফ্ল্যাট খুঁজে দেখলো। মেঝের উপর হাটু গেঁড়ে বসে। হাতড়ে হাতড়ে সব বই দেখলো তারা। প্রথমে হ্যারল্ড গেল দক্ষিণে। সারাহ্ উত্তরে কিন্তু যখন তারা খুঁজে পেল না তখন পালা করে একে অন্যের পাশেও আবার খুঁজে দেখলো কিন্তু এবারো ফলাফল শূন্য।

সারাহ্ অবশেষে বলে উঠলো, "এখানে এটা নেই।"

"এর কোন মানে হয় না। এলেক্স কেল কোনভাবেই শার্লোকিয়ান ট্রিলজির মাত্র দুটো বই রাখতে পারে না। তার মতো এতটা উৎসর্গীকৃত কেউ? অবশ্যই তার কাছে একটা কপি থাকবেই থাকবে।"

"তাহলে মনে হয় ছাগদাড়ি নিয়ে গেছে," সারাহ্ বলে উঠলো।

হ্যারল্ড ভেবে দেখল, "হতে পারে। এর সম্ভাবনা আছে কিন্তু সে কেন ভাববে যে এই বইয়ে বিশেষ কিছু আছে? আর যদি সে জানতোই এই বইয়ে আছে, পুরো অ্যাপার্টমেন্ট এলোমেলো করার কি মানে থাকতে পারে?"

"এটাও একটি ভালো যুক্তি।"

"আর যদি এমন হয় যে ছাগদাড়ি এটা খুঁজে চুরি করে নি...ঠিক আছে...যদি সে এটা চুরি নাই করে থাকে তাহলে এটি এখানে ছিলই না। আর এলেক্স কেল আমাদেরকে আরেকটি মেসেজ দিতে চাইছে।"

অধ্যায় ৩১

মি: এডওয়ার্ড হেনরির পরিচয়

"অপরাধীর কেসগুলোর একটাই পয়েন্ট থাকে। হতে পারে অপরাধ ঘটার মাসখানেক পরে কাউকে সন্দেহ করা হয়। তার কাপড়-চোপড় পরীক্ষা করে বাদামি দাগ পাওয়া যায় তাদের উপর। এগুলো কি রক্তের দাগ, কাদার দাগ অথবা কিসের দাগ? এই প্রশ্নটি বিশেষজ্ঞদের মাথা খারাপ করে দেয়, তারপর কেন? কারণ এখানে কোন বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষাগার নেই। এখন আমাদের কাছে আছে শার্লোক হোম্‌সের মতো পরীক্ষা পদ্ধতি। আর এখানে কোন সমস্যা থাকবে না।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *অ্যা স্টাডি ইন স্কারলেট*

নভেম্বর ১৩, ১৯০০

আর্থার চাইলেন সবকিছুকে একটু ব্যাখ্যা করে বলতে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ক্যারিজে চেপে ক্লারকেনওয়েলে যেতে যেতে আর্থার এ কাজটি করতে চাইলেন। তিনি এবং ইন্সপেক্টার বেশ দ্রুত গতিতে চলেছেন। তাই আর্থারও ভাবলেন যা করার দ্রুত করতে হবে। এমিলি ডেভিসনের ফ্ল্যাটে চার-চাকার বিশাল ক্যারিজটি পৌছাতে পৌছাতেই আর্থার ইন্সপেক্টার মিলারকে তার তদন্তের বেশ সন্তুষ্টিজনক একটি সারাংশ ব্যাখ্যা করে শোনালেন।

এমিলি ডেভিসনের ফ্ল্যাট ভরে আছে পুলিশে। ড্রইংরুমে ডজন খানেকেরও বেশি। বিভিন্ন কাজ করে চলেছে তারা। সারা রুমে যত্রতত্র পড়ে আছে কয়লার গুড়ো। জায়গায় জায়গায় কালো চাইয়ের স্তুপ দেখে মনে হচ্ছে ঘুমন্ত কোন আগ্নেয়গিরির লাভা উদগীরণ করেছে। পুলিশের লোকেরা পাউডারের গুড়া থেকে গ্লাসে উঠিয়ে আবার গ্লাস আলোতে নিয়ে পরীক্ষা করছে। তারা গ্লাসের গায়ে পড়া কালেডোম কোপিক ইমেজে খুশি না হয়ে আবারো গ্লাস মেঝেতে ঠেকিয়ে ভিন্নভাবে ইমেজ নেয়ার চেষ্টা করছে। আরেক দল তদন্তকারী একসাথে মেঝেতে কিছুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আছে। তাদের হাতে অদ্ভুত কিছু যন্ত্র। সেটা দিয়ে হাত বাঁকা করে হাটু গেঁড়ে মেঝেতে পড়ে থাকা কিছু নিয়ে কাজ করছে। আর্থার ড্রইংরুমের আরো ভেতরে ঢুকতেই দলটির মাঝখানে মোজা পরা এক জোড়া পা দেখতে পেলেন। তারপর অরেকটু এগোতেই দেখতে পেলেন পা থেকে খানিকটা উপরে কালো ফ্রক

উঠে অছে। ছেড়া আর অদ্ভুত ভঙ্গিমায় আছে সেটি। আর্থার বুঝতে পারলেন এটাই এমিলি ডেভিসনের মৃতদেহ। ঝুঁকে পড়া একদল তদন্তকারীর পাশে আর্থার দেখতে পেলেন পাশে একজন হাটু গেড়ে বসে আছে। তার হাতে ধরা একটি বিশাল স্টিলের রড। সেটি অর্ধচন্দ্রাকারের মত বাঁকানো। রডের মাঝখানে একটি আঙটা আছে। যেটা দিয়ে মানুষটি এমিলির মাথার উপর রেখে উপরে কোন মাপ নিলেন। এই কনস্টেবলটি তারপর তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা সহকারীকে একের পর এক নাম্বার বলছে। সহকারী আবার একই সংখ্যা বলছে নিশ্চিত হবার জন্য। আর্থার বুঝতে পারলেন মানুষটি এমিলির মাথার খুলির ডায়ামিটার মাপছে।

এর মধ্যেই আর্থার আবিষ্কার করলেন সিআইডি-র অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার এডওর্য়াড হেনরিকে। যদিও কোন পরিচয়পত্র দেখা যাচ্ছে না কিন্তু তার অবস্থান সম্পর্কে আর্থারের কোন সন্দেহ রইলো না। প্রতিটি মানুষের চেয়ে তার উচ্চতা অন্তত আধা ফুট উঁচু। লম্বা পা অন্য মানুষগুলোর তুলনায়। চামড়া হাঁড়ের সাথে লেগে আছে। ঘন ভ্রু আর পরিমিত গোঁফ। দায়িত্বপূর্ণভাবে তার অধস্তনদের মাঝে হাটতে হাটতে কেমন একটা বিদেশী ভাষায় কথা বলছে।

"জা-ল-দি-কা-রো! জানা হ্যায়! তোমরা কি পেয়েছ, বয়েজ?"

ডজনখানেক কনস্টেবল এমনকি ইন্সপেক্টার মিলার পর্যন্ত ঘুরে তার দিকে তাকালো। তারপর রুমের এ মাথা থেকেও মাথা পর্যন্ত ডানে বামে নিজের লোকদের দেখলো হেনরি। তারা সবাই থেমে গেছে।

"এটা হিন্দি। ভদ্রমহোদয়গণ। বেঙ্গল ইন্সপেক্টর জেনারেলের অফিসে এটি শিখেছি। যদি তুমি কোন বদ লোককে ধরতে চাও তার ভাষায় কথা বললে সুবিধা হয়। মিস ডেভিসনের বেডরুমে দুটি ব্যবহৃত হওয়া চায়ের কাপ পাওয়া গেছে। তুমি এবং তুমিম," তারপর নিজের দু'জন মানুষের দিকে ইশারা করে বললো, "এখানকার কাজ শেষ করে কাপের উপর পাউডার লাগাবে। মনে আছে আমি কিভাবে দেখিয়েছি? ভালো।"

ইন্সপেক্টার মিলার আর্থারের দিকে তাকালো। তারা তখনো দরজার কাছেই রয়ে গেছে। মিলার ফিসফিস করে বলে উঠলো, "দেখুন আমার উপর কিসের দায়িত্ব পড়েছে। কমিশনার ভাবছেন সে একটা জাদুকরের মতো, সবাই ভাবছে সে নেটিভ হয়ে গেছে কিন্তু নতুন কেউ এসেই সিআইডি হয়ে আমার ছেলেদের উপর হিন্দি-হুডু'তে চিৎকার করবে তা আমি বরদাশত করবো না।"

ইন্সপেক্টর মিলারের ফিসফিসানির আওয়াজ শুনে হেনরি দরজার দিকে তাকিয়ে আর্থার আর মিলারকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলো, "ইন্সপেক্টর মিলার।"

ইন্সপেক্টর মিলার গম গম স্বরে বলে উঠলো, "আমার ভুল হয়ে গেছে, ভদ্রমহোদয়গণ। আমি জানতাম না আমরা আজকে বিচে যাচ্ছি যাতে কালো বালি

দিয়ে খেলা করতে পারি।" কয়েকজন কনস্টেবল হেসে ফেলল। আবার কেউ কেউ কি করবে, কার পক্ষে যাবে বুঝতে না পেরে দু'জনের মুখের উপর তাকাতে লাগলো।

এডওর্য়াড হেনরি দীর্ঘ সময় নিয়ে ইন্সপেক্টর মিলারের দিকে তাকিয়ে রইলো।

কাউচের পাশে ছোট টেবিলটির উপরে রাখা চায়ের সামগ্রীর দিকে ইশারা করে অবশেষে হেনরি জানতে চাইলো, "আমরা কি এখানে পড়ে থাকা কাপ-পিরিচের উপর কোন হাতের ছাপ পেয়েছি?"

একজন বলে উঠলো, "হ্যা, স্যার। আমার মনে হয় আপনি যেভাবে বলেছেন সে-রকম কিছু ছাপ আমরা আলাদা করতে পেরেছি।"

হেনরি খুশি হয়ে উঠলো। "ব্রিলিয়ান্ট। চলো দেখা যাক এগুলো কার সেটা বের করা যায় কিনা।"

"এগুলো আমার," আর্থার আস্তে করে বললেন।

তার কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়লো সারা ড্রইংরুমে। হেনরি এমনভাবে আর্থারের উপর নিচ দেখতে লাগলো যেন এই প্রথমবার তাকে এখানে দেখতে পেল। জিজ্ঞেস করলো, "আপনার নাম, স্যার–?"

"আমার নাম আর্থার কোনান ডয়েল।"

মিলার রুমের উপস্থিত প্রতিটি গোয়েন্দা বাদে হতবিহ্বল হয়ে গেল। ইন্সপেক্টর হেসে ফেললো। যেন সে এই আন্তঃডিপার্টমেন্টাল যুদ্ধে আর্থারকে পাশে পেয়ে জয়ি হয়ে গেছে। মিলার তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, "মি: ডয়েল আমার অতিথি। তিনি এবং আমি আরেকটি কেসে একসাথে আছি, আর এর শেষটাই আর্থারকে, ক্ষমা করুন, ডা: ডয়েলকে এখানে নিয়ে এসেছে।"

কণ্ঠে সত্যি শ্রদ্ধার ভাব এনে হেনরি বলে উঠলো, "এটা বেশ সম্মানের ব্যাপার, ডা: ডয়েল। ভারতে থাকাকালীন এক সন্ধ্যায় দরজা বন্ধ করে আমি আপনার পুরো একটি গল্প পড়েছি যাতে কেউ আমাকে বিরক্ত করতে না পারে। শার্লোক হোম্‌সের আর এমন কোন সাক্ষাত শিষ্য আপনি পাবেন না আমাকে ছাড়া।"

আর্থার বলে উঠলেন। "এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। এখন, কি হচ্ছে এখানে?"

ড্রইংরুমে হাটতে হাটতে আর্থার খানিকটা শক্তিশালী বোধ করলেন। জানালার কাছে মৃতদেহের কাছে আসতেই ভিড়ের মানুষগুলো সরে গিয়ে তাকে জায়গা করে দিল। তিনি ভাবলেন ব্যাপারটা একটু হাস্যকর। কেননা দুজন প্রতিষ্ঠিত গোয়েন্দা এ রুমে উপস্থিত আছে আর তিনি এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ একজন। অথচ তিনিই সকলের শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছেন।

হেনরি বর্ণনা শুরু করলো, "এমিলি ডেভিসনকে নির্যাতন করার পর হত্যা করা

হয়েছে শ্বাসরোধ করে। খুব সম্ভবত গতরাতে বা ভোর বেলায়। মেয়েটির প্রতিবেশী নিচতলার মিসেস ল্যানসিং আজ সকালে এসে অভিযোগ করছিল যে গত সন্ধ্যায় অনেক ধরনের শব্দ শুনেছে। এরমধ্যে গুলির শব্দও ছিল। মিস ডেভিসনের ফ্ল্যাটে এসে দেখতে পায় তালায় গুলি করা হয়েছে আর আংটা ঝুলছে, দরজা খোলা।"

এটা তো ব্রামের কাজ, আর্থার ভাবলেন, কিন্তু হেনরির কথায় বাধা দিলেন না।

"মিসেস ল্যানসিং উদ্বিগ্ন হয়ে ডেভিসনের ফ্ল্যাটে প্রবেশ করে দেখতে পায় মিস ডেভিসন মৃত পড়ে আছে। তারপর পুলিশকে খবর দেয়।"

কাছ থেকে এমিলি ডেভিসনের মৃতদেহের চামড়া দেখে আর্থারের মনে পড়ে গেল তিমি মাছের চামড়ার কথা। যেভাবে তিমি'র মোটা চামড়ায় হারপুন বিঁধে গিয়ে সমুদ্রের উপরিভাগ মাখামাখি হয়ে যেত রক্ত আর পানিতে। তরুণ বয়সে গ্রিনল্যান্ডের উপকূলে তিমি শিকার করে তিনি পুরো একটা শীতকাল কাটিয়েছিলেন। একটা নৌকায় পঞ্চাশজন স্কটসম্যান একত্রিত হয়েছিল তাদের অসভ্য ভাষা আর স্পিয়ার গান নিয়ে। বসন্ত আসলে তারা ডকে ফিরে আসে আর ছোট মাংসের খোঁজে চলে যায়। মাসখানেক ধরে তারা সিল শিকার করেছিল। বরফ খণ্ডের উপর দিয়ে ছুটেছে পিচ্ছিল মাংসের পেছন পেছন। জাহাজের ফোরমাস্টার কলিন একদিন সকালবেলায় সিলমাছের ব্রেইনের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে যায়। অন্যেরা সবাই হেসে ফেলেছিল। কৌতুক করেছিল, তারপরও যার যার কাজ করে গেছে। এটি বেশ কঠিন কাজ ছিলো।

চব্বিশ ঘণ্টাও পার হয় নি আর্থার এমিলি ডেভিসনের সাথে সময় কাটিয়ে গেছে। তখন মেয়েটির উপর বেশ রেগে গিয়েছিলেন তিনি। তার বোমা তৈরি করে ক্যামপেইন করার কথা শুনে ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছিলেন। আর এখন সে তার নিজের ড্রইংরুমে মাংসের দলা হয়ে পড়ে আছে। মেয়েটির গলায় লাল আর বেগুনি দাগ। মুখেরও অবস্থা বেশ খারাপ। নাক ছিঁড়ে খোলা অবস্থায় আছে। একপাশ একেবারে থেতলে গেছে। চোখের পাতা লাল আর শতচ্ছিন্ন। যেন দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া পোকা। আর্থার খেয়াল করে দেখতে পেলেন যে মেয়েটির বাম চোখ থেকে রক্তের একটি ধারা কাঠের মেঝেতে পড়েছে। এটা ইতোমধ্যেই জমে কালো রাবারের মত হয়ে আছে। এমিলি ডেভিসনের প্রতি আর্থার যতটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, তার শতগুণ এখন অনুভব করছেন সেই বদমাশটার প্রতি যে তার এই হাল করেছে।

এ পর্যায়ে এডওয়ার্ড হেনরি নীরবতা ভাঙলেন। "মেয়েটির টেবিলে ডিনামাইট আর তার পাওয়া গেছে। মেয়েটির দিকে তাকালে এটি বিশ্বাস করা শক্ত যে সে বোমা তৈরির সাথে যুক্ত ছিল।"

নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আর্থার স্থির হতে চাইলেন। যদি সম্ভব হয় তিনি আর এই মৃত দেহের দিকে তাকাতে চান না। বললেন, "আমি জানি।"

এবার হেনরি আর্থারকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো, "আমার লোকেরা আঙুলের ছাপ পেয়েছে, আমরা যখন সন্দেহভাজন কাউকে পাবো তখন এগুলো মিলিয়ে দেখবো। মানুষের আঙুলের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে আমি বিভাজন করার জন্য একটি প্রক্রিয়া বের করার চেষ্টা চালাচ্ছি। আমরা কাগজের উপর মোট দশ রকমের ছাপ নিয়েছি আর তাদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যগুলো বের করার চেষ্টা করছি। যদি আমরা সন্দেহভাজনকে খুঁজে পাই, তাহলে মিস ডেভিসনের জিনিসপত্রের উপর পাওয়া ছাপের সাথে মিলিয়ে নেবো। আর যদি তারা মিলে যায় তাহলেই *সাব হো গ্যায়া।* এটা শেষ হয়ে যাবে।"

"মানুষের আঙুলের ছাপের রেকর্ড রাখার জন্য প্রক্রিয়া? এটি বেশ চমৎকার শোনাচ্ছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে এত চমৎকার কিছু আমার হোমসের করার কথা ছিল কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে কারণ এসব কাপের উপর পাওয়া ছাপ হয়তো আপনার ততটা কাজে লাগবে না। আমি বলেছিলাম, তাদের কয়েকটি আমার। আর কিছু আছে আমার প্রিয় বন্ধু মি: স্ট্রোকারের।" আর্থারের এসব কথা শুনে হেনরি আরো কিছু শোনার আশায় রইলো। আর্থার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এখন আবার ক্লান্তিকর দীর্ঘ বর্ণনা করতে হবে তাকে।

আর্থার হেনরিকে তার বর্ণনা শোনাতে শোনাতে কনস্টেবলরা এমিলির মৃতদেহের কাজ শেষ করলো। আর্থার কথা বলার সময় ইন্সপেক্টর মিলার একটি সিগারেট ধরিয়ে বেশ শান্তভাবে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। এডওয়ার্ড হেনরি তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। শুধু মাঝে মাঝে কোন জায়গা স্পষ্ট বুঝতে না পারলে আর্থারের কাছ থেকে পুণরায় জেনে নিলো। তারপর বুঝতে পেরেছে এমনভাবে মাথা নেড়ে আবার মাথা নাড়লো আর্থার যাতে চলা চালিয়ে যায়। মানুষটির চেহারায় বিষয়টির প্রতি পেশাদারিত্ব আর সাবধানতার ভাব ফুটে উঠলো। আর্থার চমৎকৃত না হয়ে পারলেন না। ইয়ার্ডের যদি একজন মানুষও শার্লোক হোমসের অনুসারী হয়ে থাকে তাহলে ইনিই সেই।

আর্থার শেষ করার পর হেনরি শুধু বললো, "ধন্যবাদ, ডা: ডয়েল।"

তারপর মিলারের দিকে তাকিয়ে বললো, "আপনি এসব কিছু জানতেন?"

"জানতাম। তদন্তের একদম প্রথম থেকেই ডা: ডয়েলের সাথে আমার যোগাযোগ ছিল।"

হেনরি বলে উঠলো, "ঠিক আছে। ডা: ডয়েল, আমার মনে হয় স্ট্রোকার সাহেব আপনার কাহিনীর সাথে একমত হবেন?"

আর্থার বুঝতে পারলেন না কেন তার বর্ণনাকে পুণরায় একমত হতে হবে। তারপরও বললেন, "নিশ্চয়ই। আপনি চাইলে আমি তার ঠিকানা দিতে পারি আপনাকে।"

এডওয়ার্ড হেনরি নাক দিয়ে শ্বাস ফেললো। তারপর অদ্ভুতভাবে পায়ের উপর ঝাঁকি দিয়ে পেছনে হাত রেখে হাটতে লাগলো। মনে হলো কোন আত্মদ্বন্দ্বে ভুগছেন। কিছুক্ষণ নিরবে হাটার পর বলে উঠলো, "এটি একটি চমৎকার গল্প। মনে হলো যেন আপনার কোন বই থেকে নেয়া, তাই না? কিন্তু আমি অবাক হয়ে ভাবছি কোন সাধারণ পাঠক এটা বিশ্বাস করবে কিনা।"

আর্থার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "স্যার, আমি জানতে চাই আপনি এ বলে কি বোঝাতে চাইছেন?"

"আমি বোঝাতে চাইছি, আপনি চান আমি যেন বিশ্বাস করি এক সন্ধ্যায় এই মেয়েটিকেদেখার পর আপনি ভাবছেন সে আপনাকে খুন করতে চেয়েছিল। তারপর আপনি তার ফ্ল্যাটে আসেন ফলো করে, দেখেন সেটা তালাবদ্ধ। তারপর আপনি বা আপনার সেই বন্ধু পিস্তল বের করে তালা ভেঙে ফেলেন। আপনার তথাকথিত হত্যাকারীর চেষ্টায়রত মেয়েটির মুখোমুখি হবার পর চা পান করেন, তার ভুলগুলো দেখিয়ে দিয়ে চলে যান। বাসায় ফিরে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পরদিন সকালে আমার প্রিয় ইন্সপেক্টর মিলারকে সব খুলে বলেন। এদিকে আপনারা চলে যাবার পর কেউ একজন এসে এই বেচারা মেয়েটাকে এমনভাবে পেটায় যেন সে একটা ভেজা কাপড়! এটি বেশ ভালো একটি গল্প বানিয়েছেন আপনি, ডাঃ ডয়েল। আর এর প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি জড়িত আছেন যা আপনি না বললেও আমরা অন্য কোনভাবে বের করতাম। মনে হচ্ছে ইন্সপেক্টর মিলারকে হিসাবের বাইরে ফেলে দিয়েছেন। তাই না?"

আর্থার মর্মাহত হলেন। কখনো ভাবেন নি ইর্য়াড তাকে সন্দেহ করবে এমিলির খুনি হিসেবে। এটি জঘন্য একটি ব্যাপার যে কেউ ভাবতে পারে, তিনি এমন একটি কাজ করতে পারেন।

ইন্সপেক্টর মিলার জানালার ওপাশ থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন। আর্থারের মনে হলো তার মুখে মৃদু হাসিও দেখা গেল। তারপর মিলার বলে উঠলো, "আপনি আর্থার কোনান ডয়েলকে হত্যাকারী হিসেবে সন্দেহ করতে পারেন না। সবাই বলছে তিনি শীঘ্রই নাইট খেতাব পাবেন। আপনি যদি মিথ্যা দোষে তাকে দোষি করেন তাহলে আপনার সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ারের জন্য খারাপ হবে ব্যাপারটা।"

হেনরি উত্তর দিলো, "আমি কাউকে অভিযুক্ত করছি না। আমি বলতে চাইছি আমরা তার কাহিনী বিশ্বাস করবো। আর আমাদেরকে হয়তো ডাঃ ডয়েলকে আরো ভালোভাবে তদন্ত করতে হবে।"

হঠাৎ করে আর্থার বেশ রেগে গেলেন। ধীরে ধীরে রক্ত গরম হওয়া নয়, যেমন কেটলীতে পানি ধীরে ধীরে গরম হয়। একেবারে চট করেই রেগে গেলেন তিনি।

"কত বড় সাহস আপনার? আপনি তার চেহারা দেখেছেন? আমি এসব করতে

পরি? আমি এই হাত দিয়ে এসব করেছি?" হঠাৎ করে তিনি হেনরির উদ্দেশে চিৎকার করে উঠলেন।

পরবর্তীতে যা ঘটলো তাকে আর্থার সবসময় অদ্ভুত ঘটনা হিসেবে মনে করেছেন। তিনি তার হাত হেনরির সামনে তুলে ধরেন, দেখাতে চান যে সেগুলো কতটা নরম আর ভদ্র। এগুলো একজন লেখকের হাত, কসাইয়ের নয়। আর্থার গোয়েন্দাকে এটাই বুঝাতে চেয়েছিলেন শুধু কিন্তু নিজের চেহারার মাত্র ইঞ্চিখানেক সামনে আর্থারের হাত দেখে আর্থারের হাতে বাড়ি মারেন হেনরি। এভাবে আক্রমণ হতে দেখে অন্য যেকোন রক্ত গরম মানুষ যা করতো আর্থারও তাই করলেন। তিনিও আঘাত ফিরিয়ে দিয়ে গোয়েন্দার চোয়াল বরাবর ঘুষি মারলেন।

হেনরি নিজের মুখ চেপে পিছিয়ে গেলে রুমের সবকটা চোখ আর্থারের দিকে ঘুরে গেল। আর তখনই কয়েক সেকেন্ড পরই আর্থার বুঝতে পারলেন তিনি একজন পুলিশ অফিসারকে মেরে বসেছেন।

এডওর্য়াড হেনরি নিজের লোকদের শান্তভাবে নির্দেশ দিল, "তোমরা চাইলে ডা: ডয়েলকে হাজতে নিতে পারো।"

তারপর দু'জন গোয়েন্দা পিছন থেকে এসে আর্থারের দিকে এগিয়ে এসে তার হাতে একজোড়া হাতকড়া পরিয়ে কোমরের পাশ দিয়ে আটকে দিল। আর্থারের পাশে দাঁড়িয়ে দু'ইজনে তার দুই কাঁধে হাত রাখলো। চোখ নামিয়ে রাখলো মেঝেতে নিজেদের বুটের দিকে। যেন চোখে চোখ রাখতে ভয় পাচ্ছে।

আর্থার বোবা হয়ে গেলেন। কি করেছেন তিনি? তারপর ইন্সপেক্টর মিলারের দিকে তাকালেন সমর্থনের জন্য।

মিলার আশ্বাস দিয়ে বলে উঠলো, "কিছু ভাববেন না, আর্থার। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আর্থার কিছুই বললেন না। দুজন পুলিশ সিঁড়ি দিয়ে তাকে নামিয়ে বাইরে অপেক্ষমান ক্যারিজে নিয়ে গেল নিউগেট জেলখানার উদ্দেশ্যে।

অধ্যায় ৩২

লাইব্রেরি

"ওয়াটসন জোর দিয়ে বলছে, বাস্তব জীবনেও আমি বেশ নাটুকে" [হোম্‌স বললো]। "আমার মাঝেও বেশ কিছু আর্টিস্টের ছোঁয়া আছে, আর সবসময় সত্যিকারের মঞ্চে অভিনয়ে প্রলুব্ধ করে। নিশ্চিতভাবে আমাদের পেশা রঙবিহীন আর তুচ্ছ হয়ে যাবে যদি না ফলাফলকে উজ্জ্বল করার জন্য মাঝে মাঝে কোন দৃশ্য রচনা না করি।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য ভ্যালি অব ফিয়ার*।

জানুয়ারি ১১, ২০১০

সেন্ট পানএ্যাসে ব্রিটিশ লাইব্রোরর বাইরের রঙ টেরাকোটা রঙের। বুননরীতির দিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যায় যে, কিছু আয়তাকারক্ষেত্র একে অন্যের উপরে পড়েছে কিন্তু একেবারে খাপ খায় নি পরস্পরের সাথে। হ্যারল্ডের মনে হলো কোন ভাঙা লেগো কিট।

হ্যারল্ড আর সারাহ্ লম্বা পোর্টিকোর নিচে পাবলিক গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলো। পোর্টিকের উপর সিলিং থেকে বৃটিশ লাইব্রেরি লেখা নামফলক ঝুলছে। ভেতরে যেতে যেতে হ্যারল্ড দেখলো আইজ্যাক নিউটনের বিশাল মূর্তিটি। যদিও হ্যারল্ড কোন ভাস্কর নয় তারপরেও তার মনে হলো ব্রোঞ্জের মূর্তিটির হাতের পেশী একজন গণিতবিদের তুলনায় একটু বেশিই শক্তিশালী।

রেজিস্ট্রেশন অফিসে তারা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পূরণ করলো। নিজেদেরকে পাখির উপর পড়াশোনা করছে এমন পরিচয় দিয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স জমা দিল। হ্যারল্ড ভেবেছিল ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে প্রবেশ করাটা বেশ দুরূহ আর সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হবে কিন্তু মাত্র বারো মিনিটের মধ্যেই সে আর সারাহ্ সিকিউরিটি চেকিং শেষ করে প্রাইভেট রিডিংরুমে চলে এল।

"এটা কোথায় থাকতে পারে?"

"মনে আছে জেনিফার পিটারস কেলের গবেষণা নিয়ে আমাদেরকে কি বলেছিল? সে বেশিরভাগই করেছে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে। তার মানে তার শেষ সপ্তাহের বেশির ভাগ সময় সেখানেই কাটিয়েছে আর আমি যদি লন্ডনে এমন কোন

জায়গা খুঁজে বের করতে চাই যেখানে একটা বই লুকিয়ে রাখবো আর কেউ তাকে বিরক্ত করবে না..."

তাই চতুর্থ ফ্লোরে পাখির উপর সেকশনটি দেখেই হ্যারল্ড সন্দেহ করতে লাগলো তার ধারণাই সঠিক। এখানে নিশ্চয় কোন সূত্র পাওয়া যাবে। পুরো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অংশটুকুই কোন ভিজিটরবর্জিত হয়ে আছে। শেল্ফের প্রতিটি বইয়ের উপর জমে আছে ধুলো। মনে হলো গত এক মাসেও এখানে কেউ আসে নি। যদি কেল এখানে কিছু রেখে যায় তার মৃত্যুর পরে উন্মোচনের আশায় তাহলে হ্যারল্ডের এখনো সম্ভাবনা আছে সেটা খুঁজে পাবার। হাটু গেঁড়ে বসে উত্তেজনায় বইগুলো দেখতে লাগলো হ্যারল্ড।

সারাহ্ও হ্যারল্ডের সাথে মেঝেতে বসে জিজ্ঞেস করলো, "আমরা কি নির্দিষ্ট কোন বই খুঁজছি?"

"ঠিক তা নয়। ব্রিটিশ আর বার্ডস টাইটেল থাকলেই হবে। গল্পে বইয়ের নাম ছিল British Birds কিন্তু এনামে সত্যিই কোন বই নেই কিন্তু একই ধরনের আরো অনেক আছে," এই বলে হ্যারল্ড একটি বই বের করলো। নাম লেখা, *Bird song : A Field Manual For Naturalists on the songs of Bnitish Birds*। বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বলে উঠলো, "হুমম। ১৯২৫ সালের। বেশি দিনের পুরোনো নয়। সে নিশ্চয়ই এমন কোন বই ব্যবহার করেছিল যেটি কোনান ডয়েলের জীবিত থাকাকালীন সময়কালের। এমন কিছু যেটা শার্লোক হোম্‌স হয়তো পড়েছে। এমন কিছু যার প্রকাশকাল ১৮৮০ বা ১৮৯০-এর দিকে।"

সারাহ্ মোটা একটি ছবির বই বেছে নিল। নাম *The Varieties of British Birds*। তারপর তারিখের দিকে তাকিয়ে দেখলো ১৯৭৫। কোন লাভ হলো না। পরবর্তী কয়েক মিনিট ধরে তারা শেল্ফ থেকে একের পর এক বই নামিয়ে দেখলো। দুজনেই অবাক হয়ে গেল ব্রিটিশ প্রাকৃতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে পাখিকে কতটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

চোখের কোণা দিয়ে এরপর হ্যারল্ড কোণা ছিঁড়ে যাওয়া ছোট্ট একটি ভলিউম বের করে আনলো। শেল্ফ থেকে নামিয়ে নাম পড়লো : *Bacon's Guide to British Birds*। বিবর্ণ হয়ে যাওয়া মলাটে লেখা রয়েছে নামটি। খুলে দেখলো। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৬ সালে। এই সংস্করণটি ১৮৯৪ সালের প্রকাশিত হয়েছিল।

হ্যারল্ড উৎসাহের সাথে পাতা উল্টালো। মুখের সামনে বইটি ধরেও নি তার আগেই সাদা একটি কাগজের টুকরো পৃষ্ঠার ভেতর থেকে মেঝেতে গড়িয়ে পড়লে হ্যারল্ড নিচে তাকালো। সাদা কাগজটি দু'ভাঁজ হয়ে আছে। দেখতে মনে হলো নতুন।

সারাহ্‌ও মেঝেতে পড়ে থাকা কাগজটি দেখে হ্যারল্ডের দিকে ঝুঁকে এল। হ্যারল্ড কাগজটি তুলে নিতেই সারাহ্‌ তার কাঁধের উপর মাথা হেলিয়ে দিল যাতে সেও পড়তে পারে কি লেখা আছে কাগজে। হ্যারল্ডের কানে এসে বাড়ি খাচ্ছে সারাহ্‌র নিঃশ্বাস। কাগজটি খুলতেই দেখা গেল টাইপ করে কিছু লেখা আছে :

"এটি যার জন্য প্রযোজ্য, তুমি যদি একজন অনভিজ্ঞ পাখিবিশারদ হও আর এই নোট হাতে পাও, চিত্র-বিচিত্র দোয়েল পাখির রঙ সম্পর্কে কোন তথ্য জানার জন্য তাহলে দয়া করে এই কাগজটি ফেলে দাও। এর আগ্রহীগ্রহীতা এখানে আসতে দেরি করে ফেলেছে। তাই নিচের তথ্যের আর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। আর অন্যদিকে যদি তুমি সেই বিশাল খেলার খেলোয়াড় হও আর নিউইর্য়কের হোটেল রুমে পাওয়া মৃতদেহকে অনুসরণ করে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে এই নোটটি পেয়ে থাকো তাহলে আমার শুভেচ্ছা নাও। তোমার যাত্রা শেষ হয়েছে প্রায়। তাই বন্ধুকে, হে তুমি, ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে বসে এই লেখা পড়ছো? জেফরি অ্যাঙ্গেলস, এটা কি তুমি? আমি যদি বাজীকর হতাম তাহলে তোমার উপর বাজী ধরতাম। অথবা লেস...আমার প্রিয় বন্ধু লেস...আমার মনে হচ্ছে হয়তো তুমিই সারাবিশ্ব এক করে মৃত লোকটির শেষ মেসেজ খুঁজতে এসেছ। অথবা রন? আমার মনে হয় না এতটা আসার মতো বুদ্ধি তোমার ঘটে আছে কিন্তু তারপরও তুমি যদি রন রোজেনবার্গ হয়ে থাকো আমার শুভেচ্ছা নাও। তুমি শেষ পর্যন্ত আমাকে বিস্মিত করেছ। আর যদি সেবাস্টিয়ান কোনান ডয়েল...ঠিক আছে, তুমি যদি সেবাস্টিয়ান কোনান ডয়েল হয়ে থাকো তাহলে আমি হেরে গেছি। তাদের মধ্যে কে তোমাকে সাহায্য করেছে? আমার ধারণা তুমি টাকা ছড়িয়ে আমার কোন শার্লোকিয়ান বন্ধুকে ভাড়া খাটাবে তোমার পরিবারের রহস্য উদ্ধারের জন্য। তারা এত বোকা যে একমত হয়েছে? আমি শুধু এটুকুই আশা করি তোমরা উভয়েই নরকে আমার সঙ্গি হবে, শীঘ্রই। যেমনটা তুমি জানো, আমি মৃত। আমি অ্যালোনকুইন হোটেলে নিউইর্য়কে নিজের রুমে ভোরের দিকে জানুয়ারির ৬ তারিখে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছি। জানো, কে আমাকে হত্যা করেছে? তুমি যদি এতটা পথ পাড়ি দিয়ে এখানে আসতে পারো তাহলে আমি বাজী ধরে বলতে পারি, তুমি জানো। আমিই আমার হত্যাকারী। আর হ্যা, তোমরা নিশ্চয়ই অবাক হয়েছ কেন এটা করলাম কিন্তু ভয় পেও না। তুমি এটাও জেনে যাবে। যদি তুমি এতটা স্মার্ট হও! তুমি কি জানতে পেরেছ ডায়েরিটি কোথায়? আমার ধারণা পারো নি। এটা বেশ কৌশলের ব্যাপার। আর আমার নিজের প্রায় দশক লেগে গেছে এটা বের করতে কিন্তু যখনই আমি জানতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি এই গোপন ব্যাপারটি আমার সাথে কবরে নিয়ে যেতে হবে। যাইহোক, এটা হয়তো ভালো হচ্ছে না যে কাউকে এতটুকু কিছু জানার সুযোগ দিচ্ছি

না। তাই সঠিক পথের দিকে খানিকটা ইশারা করছি। আর ছোট এই রহস্যটি খেলেছি যাতে আমি আমার মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকতে পারি। জীবিতকালে আমিই ছিলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শার্লোকিয়ানবিদ। যে-ই এই রহস্যটা সমাধান করুক না কেন তার জন্য আমি দ্বিতীয় স্থানটি ছেড়ে যাচ্ছি। এখন আমি চলে গেছি, তুমি নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ শার্লোকিয়ানবিদ ভাবতে পারো। কনগ্রাচুলেশনস। তুমি এর প্রাপ্য। তাই তোমার পরবর্তী গন্তব্য কোথায়, গোয়েন্দা? এর মাঝে তুমি অবশ্যই জেনে গেছ নিউইর্য়কে আমার সাথে ডায়েরিটা ছিল না। আর এটাও জানো এটা আমার লন্ডনের ফ্ল্যাটেও নেই। এটি কোথায় তাহলে? এটি বেশ মজার একটি রহস্য, তাই না? আমি শুধু এটুকুই আশা করি, আর্থার কোনান ডয়েল বেশ গর্ব বোধ করতেন। আমার বাবা-মারা গেছেন জানুয়ারির ৬ তারিখে। তুমি কি এটা জানো? আমি নিশ্চিত তার কোন ধারণাই ছিল না তার যেদিনটিতে ব্রেইন অ্যাটাক হয়েছে সেদিন শার্লোক হোম্‌সের জন্মদিন। আমার মনে হয় না জেনিফারও ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছে। আমার লক্ষ্মী জেনিফার–সে ছিল একজন অসম্ভব ভালো বোন, সে এখন যাই বলুক না কেন আমার সম্পর্কে। আর এখন আমিও মারা গেছি জানুয়ারির ৬ তারিখে। তাহলে আমি কি আমার বাবার তুলনায় ভালো ছিলাম? ওহ্ ঈশ্বর, আমি তাই আশা করছি। তুমি, গোয়েন্দা তুমি আমার সম্পর্কে খারাপ কিছু বের করবে এই লেখাটি পড়ার পর। তুমি হয়তো ভাববে আমি দুষ্ট আর নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। তুমি হয়তো এও ভাববে আমার কোন স্থিরতা ছিল না। তুমি হয়তো আমার মানসিক অবস্থাকে এভাবেই বর্ণনা করবে। উন্মাদ হোম্‌সের জন্য, নিজের বাবার মৃত্যুর পর স্থিরতা হারিয়ে গেছে, তার না মেনে নেয়া থেকে আমি বের হতে পারি নি ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু তোমার উচিৎ আমার মস্তিষ্কের মাঝে প্রবেশ করা, তাই না? তোমাকে অনুভব করতে হবে তুমি আমাকে ব্যাখ্যা করতে পারবে। একজন শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা এরকমই করে : তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। পুরাতন শতাব্দীগুলোর নিজেদের শক্তি ছিল, যা তুচ্ছ আধুনিকতা ধ্বংস করতে পারে না। আমি মনে করি এসব ব্যাখ্যাই তুমি করবে।

বিদায়।

আলেকজান্ডার হোরাস কেল।

হ্যারল্ড তার হাত শক্ত করে চিঠিটি ধরেই রাখলো যতক্ষণ না সারাহ্ পড়া শেষ করে। তারপর নম্রভাবে মাথা নেড়ে হ্যারল্ডের কানের ফুটোর উপর আরো কিছু গরম বাতাস ফেললে সামনের দিকে ঝুঁকে নিজেকে একটু আলাদা করলো সে। তারপর সারাহ্‌র দিকে ফিরে তাকালো। এমন একটি নীরবতা তাদের ঢেকে দিয়েছে যা গত সপ্তাহ জুড়েই চলছে। কেউ কিছু একটা বলে এই নীরবতা ভাঙতে চাইছে না। আর তাছাড়া এতটা স্পষ্ট করে বলার মতো তাদের কাছে কিছু নেইও। তারপর হ্যারল্ড

সারাহ্‌কে নোটটা দিতেই সে আবারো পড়লো। পেছনে বিশাল একটি খালি শেল্ফের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললো হ্যারল্ড।

এখানে এখন বিষদই বিষাদ। এলেক্স কেলের আত্মহত্যার নোটটিতে তার বুদ্ধি, উচ্ছাস, তার ব্যক্তিত্বের শক্তি টের পাওয়া গেছে। এমনকি এই নোট পড়েও তাকে জানতে ইচ্ছে করবে। আর যেটা মনে হলো কেউ তাকে সত্যিই জানতে চায় নি। সে নিজেকে সবার কাছ থেকে দূরেই রেখেছিল।

দ্বিতীয় বার চিঠিটি পড়ার সারাহ্‌ জানতে চাইলো, "আপনি তাকে চিনতেন?"

"আমি দুঃখিত। ঠিক বুঝি নি।"

হ্যারল্ড কিছুই বললো না। তার মন খারাপ হলো এটি দেখে যে কেল তার নাম উল্লেখ করে নি শার্লোকিয়ানদের মাঝে যার কিনা এতটা পথ আসার সক্ষমতা রয়েছে। এমনকি কেল মৃত্যুর আগে হ্যারল্ডের কথা জানতোও না। অথচ সে-ই এতটা দূর আসতে পেরেছে। এক মুহূর্তের জন্য নিজেকে তার জয়ি মনে হলো আর তারপরই এ বোধের জন্য মনে মনে লজ্জাও পেল সে। কেল তো এ কারণে মারা যায় নি যে হ্যারল্ড যাতে নিজেকে প্রমাণ করতে পারে–ভিন্নভাবে বলতে গেলে সে মারা গেছে তাই প্রমাণও হয়েছে।

"ড্রাকুলা," হঠাৎ করেই বলে উঠলো হ্যারল্ড।

সারাহ্‌ দ্বিধায় পড়ে গেল। "কি? দেখুন আমি জানি আপনি আর এলেক্স ভালো বন্ধু ছিলেন, তার মানে এই নয় যে–"

"না, ড্রাকুলা। নোটের শেষ অংশটি একটি কোটেশন। " 'পুরাতন শতাব্দীগুলোর নিজস্ব শক্তি ছিল, যা তুচ্ছ আধুনিকতা ধ্বংস করতে পারে না।' " এটি ড্রাকুলা থেকে নেয়া হয়েছে। সে আমাদেরকে কিছু বুঝাতে চাইছে। এটিই পরবর্তী সূত্র।"

"ওহ্‌! এটা...খুব দ্রুত, ভালো। আমি এলেক্সের জন্য সত্যিই দুঃখিত। আমি শুধুমাত্র...যাইহোক। আমি আপনাকেও বলতে চাই আমি সত্যি দুঃখিত। আমি কখনো তার সাথে পরিচিত হতে পারি নি ব্যক্তিগতভাবে, তবে আমি বুঝাতে চাইছি, শুধু কিছু ই-মেইলের আদান-প্রদান। আর আমি তার বই পড়েছি। যে কপিটি আমরা পেয়েছি সেটা। এটা বেশ মজার যে, একজন লোকের আত্মহত্যার নোট দেখে তার ব্যক্তিত্বকে যাচাই করা।"

"আমরা যদি এটি নিয়ে আলোচনা না করি তাহলে কি চলবে?" হ্যারল্ড এলেক্সকে নিয়ে ভাবতে চাইছে না এখন। সে আরো এগিয়ে যেতে চায়, আরো তদন্ত করতে চায়।

"হ্যা।" হাত কচলাতে কচলাতে সারাহ্‌ বলে উঠলো। "কিন্তু আপনি তদন্ত করছেন আর সবকিছুই খাপে খাপে বসে যাচ্ছে তাই মনে রাখুন আমি আপনাকে

শুভেচ্ছা জানাতে চাই। আপনি তাই করছেন যা এলেক্স চেয়েছে। আপনি তার সূত্র অনুসরণ করছেন। আপনি তার রহস্যটি প্রায় সমাধান করে ফেলেছেন। এর থেকে ভালভাবে আর তার স্মৃতিকে সম্মান জানানো যাবে না।"

"ধন্যবাদ," হ্যারল্ড উত্তর দিল।

"তাই যাই ঘটুক না কেন, যেভাবে শেষ হোক না কেন আপনি গর্ব বোধ করতে পারেন।"

"আমি তাই করবো।"

"প্রমিজ?"

হ্যারল্ড হেসে ফেললো, "প্রমিজ।"

"ভালো। তো, ড্রাকুলার সাথে এসবের কি সম্পর্ক?" কিছু পাখির বই শেল্ফে রাখতে রাখতে সারাহ্ জিজ্ঞেস করলো।

"এটাই আমাদের প্রশ্ন," হ্যারল্ড উত্তর দিল। "আমরা জানি ব্রামস্ট্রোকার আর কোনান ডয়েল ভালো বন্ধু ছিলেন। সবাই এটি জানে কিন্তু এমন যদি হয় স্ট্রোকারই ডায়েরিটি খুঁজে পাবার চাবিকাঠি? এটাই কেল খুঁজে পেয়েছিল। যদি কেল কোনভাবে ব্রামস্ট্রোকারের মাধ্যমে ডায়েরিটি খুঁজে পেয়ে থাকে।"

উত্তর দেবার বদলে সারাহ্ বই গুছিয়েই চললো।

"ক্যামব্রিজ!" হ্যারল্ড চিৎকার করে উঠলো।

হেসে ফেললো সারাহ্। সে জানতো হ্যারল্ড এটা পারবে। তাকে শুধু অপেক্ষা করতে হবে। হ্যারল্ড গর্ববোধ করলো আর এজন্য সারাহ্‌কে ধন্যবাদ।

"ক্যামব্রিজে কি আছে?" জানতে চাইলো সে।

"জেনিফার পিটারস বলেছিল না তার ভাই মৃত্যুর ঠিক আগে ক্যামব্রিজে গিয়েছিল?"

ভেবে নিয়ে সারাহ্ বললো, "আমারও তাই মনে হচ্ছে, তো? সম্ভবত সে একগাদা বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে গবেষণা করছিল।"

"ঠিক আছে, কিন্তু ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রামস্ট্রোকারের বেশিরভাগ অরিজিনাল চিঠি রয়েছে।" উত্তর দিতে গিয়ে হ্যারল্ডে চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

সারাহ্ চিঠিটি নিয়ে ভাঁজ করে নিজের হাতব্যাগে রেখে তারপর বললো, "ঠিক আছে, চলুন। ডায়েরিটা নিয়ে আসি।"

অধ্যায় ৩৩

নিউগেট

আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা সবাই পাগল। আর আমাদের উচিত সোজাভাবে মানসিক সুস্থতার জন্য জেগে উঠা।
–ব্রামস্ট্রোকার, *ড্রাকুলা*

নভেম্বর ১৩, ১৯০০

নিউগেট জেলখানার গভর্নর আর্থারের সামাজিক মর্যাদার কথা বিবেচনা করে তাকে একটি ব্যক্তিগত সেল দিলেন। এর মানে এটিই নিউগেটের সবচেয়ে বড় আর সুন্দরভাবে রাখা হয়েছে এমন একটি সেল, যা ভেবে তিনি আরো শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। রুমটি আট বাই বারো ফুট। কোণে একটি মাত্র জানালা যার মুখ আঙিনার দিকে। যেহেতু আর্থার একাই এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় ফ্লোরে আছেন তাই খেয়াল করলেন মোটা বার পেরিয়ে খুব বেশি আলো আসছে না। জানালার নিচে একটি পানির পাত্র আর ওয়াশ বেসিন আছে। আরো আছে রোল করে রাখা বিছানাপত্র। সেলটিতে কোন টেবিল নেই। একটি শেল্ফ অছে। যাতে রাখা আছে একটি প্লেট, একটি মগ আর একটি বাইবেল। জানালার ওপর পাশ দিয়ে আর্থার গ্যালারির দিকে সেলের দরজাগুলো দেখতে পাচ্ছেন। বারের দিকে মুখ দিয়ে তিনি একের পর এক সেল দেখতে পেলেন। বেশ পরিস্কার সারিবদ্ধভাবে দেখা যাচ্ছে। মনে হলো বহুদূর পর্যন্ত বেড়া চলে গেছে। আর্থার সেলের কোন শেষ দেখলেন না। অথবা তার উপর বা নীচের কোন ফ্লোর। জেলখানার গ্যালারির উপর একটি স্কাই-লাইট আছে। আর এর থেকে খুব কম আলোই পাওয়া যাচ্ছে। গ্যালারি থেকে পঁচা লাশের গন্ধ ভেসে আসছে আর ভেতরের মানুষগুলো এমনভাবে চিৎকার করছে যেন তারা অর্ধ-মৃত।

আর্থার সময় কাটানোর জন্য একটি বাইবেল খুলে বসলেন। এটি রাজা জেমসের সংস্করণ। আর এতটাই নোংরা হয়ে আছে যে ঠিকভাবে পড়াই যাচ্ছে না। তার ভেবে আশ্চর্য লাগলো এখন প্রয়োজনের সময়ে তিনি যদি এটা পড়ে একটু শান্তি পেতেন। যদি তিনি এমন একটি পৃষ্ঠা খুলতেন যেখানে এই জেলখানার অসমতা থেকে তার ভগ্ন-হৃদয় রক্ষা পেত? বাইবেলটি খোলার পর তিনি প্রথম যে শব্দটি দেখতে পেলেন তা হলো : আমি একজন সুগন্ধীযুক্ত নারীর শিকারে পরিণত হয়েছি। এই সেলে থেকে যাওয়া কিছু পূর্বতন ব্যক্তি এই লাইনটির নীচে দাগ রেখে গেছেন।

আর্থার সম্পাদরের ছাঁপার পংক্তিগুলো দেখতে লাগলেন। তিনি জোশুয়ার কিছু অংশ পড়ে দেখলেন যেখানে 'ইস্রায়েলের সন্তানেরা দ্বিতীয়বার লিঙ্গচ্ছেদ করেছে। আর জোশুয়া নিজেকে তীক্ষ্ণ ছুরি বানিয়ে ফেলে ইস্রায়েলের সন্তানদের পুরুষাঙ্গের চামড়াছেদ করলো।' আর্থার নিশ্চিত হতে পারলেন না নির্দিষ্ট করে এর মাধ্যমে কি কিছু বোঝানো হচ্ছে নাকি মানুষটির শুধু সেদিনকার মানসিকতা ফুটে উঠেছে, যেদিন সে এটা লিখেছিল। এক মিনিট বিষয়টি নিয়ে ভাবার পর আর্থার বুঝতে পারলেন বাইবেল বা এখানে থাকা পূর্ব কোন অপরাধী কারো ব্যাপারেই তিনি তেমন পরোয়া করেন না।

দিন গড়িয়ে চললো। আর্থার পার্শ্ববর্তী সেলের বন্দীদের সাথে কোন কথা বললেন না। যখন অন্যদেরকে আঙিনায় নিয়ে যাওয়া হলো আমোদ-প্রমোদের জন্য, আর্থারকে তার রক্ষী উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে আটকে রাখলো।

"আপনি এখানেই নিরাপদ থাকবেন।"

একজন গার্ড অন্যান্য সেল খুলে দিলেও আর্থারের দরজা ছুঁয়েও দেখলো না। আর্থারও অমত করলেন না। অন্যান্য বন্দীরা যখন নিচের উঠানে হৈ-হল্লায় ব্যস্ত, নিউগেট জেলখানার গভর্নর নিজে নেমে আসলেন আর্থারের সাথে দেখা করার জন্য। মানুষটি বেশ আন্তরিকভাবে বললো, "এসমস্ত কিছুর জন্য আমি সত্যিই বেশ দুঃখিত। ইন্সপেক্টর মিলার কথা দিয়েছেন রাত নামার আগেই আপনাকে বের করার চেষ্টা করবেন। আপনার সময় কাটানোর জন্য আমরা কি কোন কিছুর ব্যবস্থা করবো?"

আর্থার মানুষটির সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ জানালেন আর বললেন, "প্রয়োজনীয় সব কিছু তার আছে।"

গভর্নর চাইলেন আর্থার বললে তিনি পরিবারের কাছে মেসেজ পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারেন। "আমি নিজে এটা জিপিও'তে নিয়ে যাবো–"

কিন্তু আর্থার শুনলেন না। তিনি চাইলেন এই সম্পর্কে তোয়ি আর ছেলেমেয়েরা কিছু না জানলেই বরঞ্চ ভালো। গভর্নর মাথা নাড়লেন, তিনি বুঝতে পেরেছেন।

"আমারও পরিবার আছে, ডাঃ ডয়েল। আমার স্ত্রী শেলি আর আমার ছেলে। ভয়ংকর ছেলে। নাম আর্থার। মজার, তাই না?"

"হ্যা, আপনার বিচক্ষণতার জন্য ধন্যবাদ।" আর্থার বুঝতে পারলেন আলোচনা কোন দিকে মোড় নিচ্ছে। অনেক বছর ধরেই তিনি লক্ষ্য করে দেখেছেন কেউ যখন তার ভয়ংকর ছেলের বর্ণনা করা শুরু করে আর্থারের উচিত আশেপাশে কলম খুঁজে দেখা।

"আপনি যদি কিছু মনে না করেন স্যার, সে আপনার খুব বড় ভক্ত। আমার ছেলের কথা বলছি আর কি...আমিও কিন্তু আপনার ভক্ত। যদি কিছু মনে না করেন,

এটা যদি খুব বেশি কোন চাওয়া না হয়ে যায়..."

"ওহ্, আমাকে বইটি দিন শুধু" বলে আর্থার, গভর্নরের জন্য *The memoirs of sherlock Holmes* আর *The Sign of the Four*-বই দুটিতে অটোগ্রাফ দিয়ে দিলেন। আর্থার কোনান ডয়েলকে একদিনের বন্দী হিসেবে পেয়ে গভর্নর নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করলো আর যাবার সময় আন্তরিকভাবে হাত মিলিয়ে গেল। এমনকি মানুষটি যাবার সময় হুইসেল বাজাতেও শুনতে পেলেন আর্থার।

সূর্যাস্তের পরপরই আর্থার মুক্ত হয়ে গেলেন। যদিও গার্ডরা অবাক হয়ে গেল এই অসময়ে বন্দী মুক্তি দেখে, তারা একের পর এক আর্থারের রিলিজ অর্ডার চেক করতে লাগলো। একদল আবার মাথা নিচু করে তাকে সম্মান জানিয়ে প্রধান গেট খুলে দিল আর শব্দময় ব্যস্ত রাস্তা আর্থারকে অভ্যর্থনা জানালো।

ব্রামস্ট্রোকার আর ইন্সপেক্টর মিলার উভয়েই নিউগেটের রাস্তায় আর্থারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারা দু'জনেই আর্থারকে জড়িয়ে ধরলেন আর ব্রাম তো এমনকি এক ফ্লাস্কে করে জিনও নিয়ে এসেছেন ঘটনাটি উদ্‌যাপনের জন্য।

ব্রাম তার রুপালি রঙের ফ্লাস্কটি আর্থারের নোংরা হাতে বাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, "ইন্সপেক্টর মিলার কিছু মনে না করলে আমার মনে হয় তোমার একটু ড্রিংক করা দরকার।"

"অবশ্যই, প্লিজ। আপনি অনেক খারাপ সময়ের ভেতর দিয়ে গিয়েছেন," ইন্সপেক্টর উত্তর দিল।

আর্থার এমন মানুষ নন যে জনসমক্ষে পান করার বিরোধী, আবার এমনও নন যে পান করার বেশ তেষ্টা পেয়েছে কিন্তু তারপরও হাতে রুপালি রঙের ফ্লাস্কটি পেয়ে ব্রামের পরিণামদর্শীতার প্রতি তৎক্ষণাৎ খুশি হয়ে গেলেন। আর্থার গভীরভাবে পান করলেন আর বেশ চনমনে বোধ করলেন জিনের উত্তেজনাকর স্বাদ পেয়ে।

তার পান শেষ হলে ইন্সপেক্টর মিলার জানালেন অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনারকে তার এই হঠকারী কাজের জন্য সরকারীভাবে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। "আমিও যদি কিছু বলি এই নিয়ে তাহলে নির্ঘাৎ তার গুরুদায়িত্ব এক বছরের জন্য কেড়ে নেয়া হবে। কমিশনার সাহেব নিজে আমাকে বলেছেন যেন তার গভীর সহমর্মিতা পৌঁছে দেই আপনার কাছে। আর তিনি এও প্রমিজ করেছেন, এঘটনার কোন রেকর্ড...ইয়ার্ডের রেকর্ডে রাখা হবে না। নিউগেটের জন্য আমাদেরকে কিছু কাগজপত্র তৈরি করতে হবে কিন্তু আমি নিজে দেখবো যেন সপ্তাহান্তে তা পুড়িয়ে ফেলা হয়।"

"ইন্সপেক্টর মিলার, তোমার রিলিজের ক্ষেত্রে অনেক সাহায্য করেছেন। তিনি আমার সঙ্গে আজ সকালে যোগাযোগ করে এক্ষেত্রে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন," ব্রাম বলে উঠলেন।

আরেক চুমুক জিন পান করে আর্থার উত্তর দিলেন, "আপনাদের দু'জনকেই

ধন্যবাদ।"

"কোথায় নিয়ে যাবো তোমাকে? আমি বরঞ্চ বলবো তোমার বাসায় গিয়ে হট শাওয়ার নাও অথবা আমার বাসায় গিয়ে গরম জল ও চিনি মেশানো মদ খাও কিন্তু আমি তো তোমাকে জানি, আমার মনে হয় তুমি তোমার কেসে ফিরতে চাও। এমিলি ডেভিসনের হত্যাকারী, এইসব আর কি," ব্রাম বললেন।

আর্থার হেসে ফেললেন। ব্রাম তার এত প্রিয় বন্ধু যে আর্থারের মনে কি আছে তা সে ঠিকঠাক বুঝতে পারে। আর এই মুহূর্তেও ব্রাম ঠিকই বুঝতে পেরেছেন আর্থারের কি ইচ্ছা।

"ধন্যবাদ। মৃত মিস ডেভিসন আর বন্ধুরা তাদের কবরে যা খুশি করুক গিয়ে আমার তাতে কিছু যায় আসে না। আমার মনে হয় এই জিনটিই এখন আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো পথ আর ক্লান্ত হবার আগ পর্যন্ত আমি আরো চাই। আসো! কাছের কোন পানশালায় চলো যতক্ষণ না সবকিছু ডাবল দেখবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আজকে পান করবো," আর্থার উত্তর দিলেন।

ব্রাম আর ইন্সপেক্টর দু'জনেই কৌতুহলী হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

"আর্থার এটা তো তুমি নও। আমার অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে কয়েক সপ্তাহ আগেই তুমি আমাকে লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিয়েছো নীতিটিতি বা সত্য-টত্য এসব নিয়ে। আমার বিস্তারিত মনে নেই কিন্তু বেশ নীতিবাক্য টাইপের ছিলো কথাগুলো।"

আর্থার তিক্তভাবে হেসে ফ্লাস্কে মুখ ডুবিয়ে দিলেন।

"তুমি জানো অনেকেই বলে জিন হচ্ছে দরিদ্রের অভিশাপ।" অ্যালকোহল ইতোমধ্যেই তার পাকস্থলীতে কাজ শুরু করে দিয়েছে আর আর্থার মাতাল হয়ে পড়ছেন। "কিন্তু আমার মনে হয় এর উল্টোটাই সত্যি। দরিদ্ররাই জিনের অভিশাপ।" আর্থার আপন মনেই হেসে ফেললেন। তারপর এক চুমুকে ফ্লাস্কের সবটুকু তরল শেষ করে রাস্তায় ফেলে দিলেন।

ইন্সপেক্টর মিলার নম্রভাবে বলে উঠল, "ঠিক আছে তাহলে। আপনারা দুজনে সময় কাটান। শুভ সন্ধ্যা।"

আর্থার ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করলেন। ব্রাম আন্তরিকভাবে হাত মেলালেন। তারপর ইন্সপেক্টর চলে যাবার পর ব্রাম তার মাতাল বন্ধুকে বললেন, "আর্থার, যথেষ্ট হয়েছে। এটা বেশ অস্বস্তিকর।"

"তাই? তুমি অস্বস্তিতে পড়ে গেছ?" আর্থার সেন্ট পল্স রাস্তার দিকে হেলে বলে উঠলেন, "আমি প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম। আমি হোয়াইট চ্যাপেলে গেছি। ডকে গেছি। আমার মাথার উপর পিস্তল ধরা হয়েছিল। আমাকে ইয়ার্ড অ্যারেস্ট করে নিউগেট জেলখানায় ছুঁড়ে ফেলেছে। এর জন্য আমাকে কি দেখতে হয়েছে– তিনটা মৃত মেয়ে। আমি এমিলি ডেভিসনের মার খাওয়া মৃতদেহ দেখেছি। সেখানে

কি ছিল জানো? কিছুই না। খরগোশের গর্তে কিছুই নেই, বুঝতে পেরেছ? সে অকারণে মারা গেছে, ব্রাম। তাদের সবাই। সে ভালোবাসার জন্য খুন হয় নি, আর অর্থের জন্যও নয়। সে খুনের জন্যই খুন হয়েছে। আমি এখানে কি করতে পারি? কেউ কিভাবে এর তদন্ত করবে? আর আমি কীই বা খুঁজে পাবার আশা করতে পারি? মৃত মেয়ের থেকে মৃত মেয়ে। আমি শুধু লন্ডনের পাপই হাতড়ে গেছি কিন্তু শেষ পর্যন্ত?" আর্থারের চোখ বন্ধ হয়ে এল। তিনি রাস্তার ধুলোর উপর বসে পড়ে হাটুর মাঝে মুখ গুঁজে দিলেন।

দক্ষিণের আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "সেখানে তাকাও, সেন্ট পলস্ ক্যাথেড্রাল থেকে হয়তো মাত্র পঞ্চাশ কদম দূরে আছি। আর আমরা চাইলে মাত্র আধা ঘণ্টার মাঝেই মদ খেয়ে মাতাল হয়ে চিকিৎসাও নিতে পারি। একসময় এখানে একটি সভ্যতা ছিল। কাঁদামাটি থেকে এতদূর পর্যন্ত উন্নতি হয়েছে হাজারো বছরে। এখানে শাসন ছিল। এখানে নিয়ম-নীতি ছিল। এখন ব্রিটেন! ছি! আমি সত্যিই ভেবেছি আমি সাহায্য করছি, কল্পনা করতে পারো? সেসব অর্থহীন গল্পগুলোর কথা বলছি। আমরা যুক্তিহীন একটা সময়ে বাস করছি। সত্য আর মেধাবী আলো আসছে। পুতিগন্ধময় এই শহরে বিজ্ঞানের আলো আসছে।"

আর্থার সবেগে থু থু ছিটিয়ে বলে উঠলেন, "ধুত্তরি। প্রথম থেকে তুমিই সঠিক ছিলে। সবসময়। এটা খুব বড় একটা ভুল হয়ে গেছে। আর এখন আমি শেষ হয়ে গেছি। আমি তোমার কাছে প্রমিজ করছি, আর গোয়েন্দাগিরি নয়। মৃতরা তাদের গোপন কথা গোপনই রাখুক। আমরা জীবিতরা জানি না তাদের সাথে কি করতে হবে।"

ব্রামস্ট্রোকার কিছু না বলে আর্থারের কাঁধে হাত রাখলেন যতটা দৃঢ়ভাবে সম্ভব।

অধ্যায় ৩৪

হৃদয় সেগুলোকেই সত্য বলে জানে, "একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীতে অনেক শূন্যস্থান ছিল আর কল্পনাশক্তিসম্পন্ন একজন মানুষ সে জায়গা ভরাট করার সুযোগ পেত। কিন্তু...এসব স্থান দ্রুতই ভরে গেছে আর প্রশ্ন হলো, রোমান্টিক লেখকেরা কোথায় যাবে?
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, রবার্ট পেরির সম্মানে, মে, ১৯১০

জানুয়ারি ১২, ২০১০

কিংস ক্রস থেকে ক্যামব্রিজে যাবার ৯:১৫ মিনিটের ট্রেনটির একটি পাঁচ গাড়ি এক্সপ্রেস। ফার্স্টক্লাস কেবিনে চুপচাপ হ্যারল্ড আর সারাহ্ পাশাপাশি বসে রইলো। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে হ্যারল্ড নীরবতার মূর্তি হয়ে গেছে। এমনকি বিভিন্ন ধরনের নীরবতাকে শ্রেণীবিভাগ করার মতো বিশেষজ্ঞও হয়ে গেছে সে। যেমন এটা কি প্রশান্তির নীরবতা যেখানে মৃদু শ্বাস, টুকরো টুকরো হাসি আছে? অথবা ক্লান্তির নীরবতা যেখানে চেয়ার সরিয়ে রাখা হয়? অথবা চিন্তার নীরবতা যেখানে সাবধানী নজর আর শক্ত নিঃশ্বাস থাকে?

সে আর সারাহ্র এর সবগুলোরই অভিজ্ঞতা হয়েছে। এবারকারটা কিন্তু ভিন্ন। এটি বেশ সিদ্ধান্তমূলক মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে এটি ডিনারের পরের নীরবতা। যেখানে উভয়েই তাদের খাবার হজম করছে আর সন্ধ্যা শেষ হবার অনুভূতি অনুভব করছে।

সারাহ্ যখন কথা শুরু করলো হ্যারল্ড বিস্মিত হয়ে গেল কিন্তু চমকালো না। তার কণ্ঠ বেশ নম্র।

"আপনি তো পড়ছেন, না?"

"না। আমার কিছু পড়ার নেই। আমি যত বই সাথে এনেছি তার সবই প্রথম হোটেল রুমে রয়েছে, কিন্তু জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতেও ভাল লাগছে।"

"কি দেখছেন তাহলে?"

হ্যারল্ডের মনে হলো সে একটা বাচ্চাছেলে আর সারাহ্ তার সাথে সময় কাটানোর জন্য খেলা করছে। হ্যারল্ড জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। "উমমম...কিছু ভেজা, ধূসর গাছ কিন্তু ভেজা, ধূসর ট্রেনের পথ। বিপরীত দিক

থেকে কিছু ভেজা, ধূসর ট্রেন আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। অনেক দূরে কিছু শহর আর যদিও তারা দিগন্তের সাথে মিশে আছে কিন্তু আমি নিশ্চিত তারাও ভেজা আর ধূসর।"

সারাহ্ হেসে ফেললো। "অন্য কথায় বলতে গেলে ব্রিটেন।"

"এটি বেশ মজার। আজকের দিনের ব্রিটেনের চাইতেও একশো বছর আগেকার ব্রিটেনের সাথে আমি বেশি পরিচিত।"

"আচ্ছা?"

"আমার মনে হয় এটি সব শার্লোকিয়ানদের জন্য সত্যি। ভিনসেন্টস্টারেট-এর একটি কবিতা আছে। তিনি প্রথমদিককার শার্লোকিয়ানদের একজন।"

"কবিতাটা কি?"

" 'এখানে দুজন বিদ্বান একত্রে বাস করে। যারা কখনোই জীবিত ছিল না তাই মারাও যাবে না। তারা কত কাছে তাও কত দূরে। পৃথিবীর এই যুগ ছিল ভুলে ভরা কিন্তু এখনো খেলাটি চলছে। দূরের দৃশ্যের জন্য। ইংল্যান্ড এখনো ইংল্যান্ড। আমাদের সব ভয়ের জন্য। আর সেসব জিনিসই হৃদয় জানে সত্য...শেষটুকু বেশ সুন্দর। আমার সবসময়েই ভালো লাগে। আর এখানে যদিও পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেছে তারা দুজন বেঁচে থাকবে। আর এইটি সবসময় ১৮৯৫।' "

হ্যারল্ড থেমে গেল। তারপর বললো, "এটি বেশ সুন্দর, না?"

"হ্যা, কিন্তু অদ্ভুত...আমি যখন আপনাকে এটা বলতে শুনছি...আপনারা শার্লোকিয়ানরা কেমন যেন রক্ষণশীল, তাই না? আমি রাজনৈতিকভাবে বলছি না, নন্দনশৈলীর দিক থেকে। সবসময় এমন গোলাপী সুখকর সময়ে ফিরতে চান যা ছিল একশো বছর আগে। ইংল্যান্ড এখনো ইংল্যান্ড...এটাও তো ইংল্যান্ড, তাই না? শুধুমাত্র এখনই নারীরা ভোট দিতে পারে আর জাতিগত বিভেদ প্রায় শেষ হয়ে আসছে। একজন নারী হিসেবে আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বলতে পারি আমি কখনোই ১৮৯৫ সালে বাস করতে চাইবো না।"

"আমি বুঝতে পেরেছি। সেখানে কিছু একটা...মানে হোম্‌সের সময়ে অসম্পূর্ণতা ছিল। আমি জানি এটা সত্যি নয়। আমি জানি সত্যিকারের ১৮৯৫ সালেও লন্ডন শহরে হাজারো পতিতা ছিল। সিফিলিসে ভরে গিয়েছিল চারপাশ। বেশিরভাগ রাস্তায় পড়ে থাকতো মল। নিউগেটে ভারতীয় অধিবাসীদেরকে জেলখানায় বন্দী করে রাখা হয়েছিল তুচ্ছ সন্দেহের বশে। তথাকথিত হোমো সেক্সুয়ালিটি অপরাধ গণ্য করে জেলখানায় বন্দী রেখে শাস্তি দেয়া হতো। এ সময়টা ছিল বর্ণবাদ আর যৌনবাদের সময়।"

তারপর কিভাবে বলবে ভাবতে ভাবতে হ্যারল্ড শ্বাস ফেললো। "দেখুন, আমি

জেনেছি আমি শ্বেতাঙ্গ। এটা আমার জন্য বলা বেশ সহজ। ওহ্,উনিশ শতকটা কি ভয়ংকর ছিল না? কিন্তু চেষ্টা করে দেখুন। কল্পনা করুন মোট জানালার উপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। বাইরে বেকার স্ট্রিটে গ্যাসবাতি এতটাই দূর্বল যে ফুটপাতও ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না। বাতাসে একটা ব্যাঙের নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে। গ্যাসের আলো দেখাচ্ছে বিবর্ণ হলুদ। প্রতিটি অন্ধকার রুমের অন্ধকার কোণে ছড়িয়ে আছে রহস্য। আর এই টিমটিমে কুয়াশায় পৃথিবীতে একজন মানুষ এলো আর জীবনের গল্প শোনালো। এই মিটমিটে অন্ধকারে নিজের মেধা দিয়ে আলো জ্বালালো আর তার সিগারেটের ধোঁয়া তাকে সাহায্য করলো। এখন। বলুন এটা কি ভয়ংকর রোমান্টিক নয়?"

সারাহ্ হেসে ফেললো। "এটি সত্যিই বেশ রোমান্টিক শোনাচ্ছে।" তারপর বাইরের ধূসর দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে বললো, "কিন্তু এটিও বেশ রোমান্টিক।"

হ্যারল্ড দ্রুত সরে যাওয়া গাছগুলো দেখতে লাগলো। একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে তাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলো। তারপর জানালা থেকে চোখ সরিয়ে সারাহ্‌র দিকে তাকালো আর দু'জনের সিটের হাতলে হাতে হাত ঠেকে গেল। "আমি আপনার পয়েন্ট বুঝতে পারছি।"

"একারণে আপনি গল্প এত ভালবাসেন? রোমাঞ্চের জন্য?"

হ্যারল্ড ভেবে দেখলো কথাটা। বুঝতে পারলো আগে কখনো ভেবে দেখে নি সে কেন হোম্‌সের গল্প পছন্দ করে। এই ধরনের উন্মত্ততার কি কোন যুক্তি থাকে? যদি হ্যারল্ডকে সারাহ্ জিজ্ঞেস করে সে কেন তার মাকে ভালবাসে, হ্যারল্ড উত্তর দিতে পারবে না। তাহলে হোম্‌সের প্রতি ভালোবাসাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?

"আমার মনে হয় আমি সমস্যা সমাধান হবার ব্যাপারটিকে ভালোবাসি। আমার মনে হয় এটাই রহস্যগল্পগুলো পছন্দ হবার কারণ। হোক না সেটা হোম্‌সের বা অন্য কারোর গল্প। এসব গল্পে আমরা যুক্তির পৃথিবীতে বাস করি। আমরা এমন একটি পৃথিবী পাই যেখানে সব সম্যার সমাধান আছে। আর আমরা যথেষ্ট স্মার্ট হলেই সেগুলো খুঁজে পাবো।"

"এর বিরুদ্ধেও তো বলা যায় যে..."

"...পৃথিবীটা চলছে উদ্দেশ্যবিহীন, খেয়াল-খুশিমত। যেখানে হিংসা আর মৃত্যু ঘটেই চলেছে-থামানোও যায় না। নিরাময়ও হয় না। সব রহস্যগল্পের একটিই উদ্দেশ্য-শেষের সমাধানটিকে কিছুতেই নষ্ট করা যাবে না। কোনান ডয়েল তার জার্নালেও এ সম্পর্কে লিখে গেছেন। আরও অনেক ঔপন্যাসিক চেষ্টা করে গেছেন। আপনি এমন কোন রহস্যগল্প লিখতে পারবেন যার শেষটা অনিশ্চয়তায় ভরা? যেখানে আপনি কখনোই জানবেন না কে এটা করেছে? হয়তো পারবেন কিন্তু এতে

সন্তুষ্টি মিলবে না। পাঠক পছন্দ করবে না। শেষে তাই কিছু একটা দরকার। এটা এমন না যে হত্যাকারীকে ধরতেই হবে বা বন্দী করতে হবে। পাঠক জানলেই যথেষ্ট। যেকোন রহস্যের গল্পের সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হলো, না জানাটা। কারণ আমরা বিশ্বাস করি পৃথিবীতে যা আছে তার সবই বোধগম্য। ন্যায় হচ্ছে ঐচ্ছিক কিন্তু উত্তর অবশ্যই দিতে হবে। আর হোমসের এই জিনিসটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি টানে। উত্তরগুলো স্পষ্ট আর যে পৃথিবীতে সে বাস করে তা যৌক্তিক আর নিয়মমাফিক। এটা অসাধারণ।"

"যৌক্তিক পৃথিবীর রোমাঞ্চ! আপনার কি এখনো মনে হয়, এসব কিছুর শেষে কোন উত্তর আছে?" সারাহ্ জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা।"

"সন্তোষজনক হবে?"

হ্যারল্ড বৃষ্টি দেখতে লাগলো। সে ভেবে পেল না কিভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দেবে আর সে যে চায় সে ব্যাপারেও নিশ্চিত নয়।

অধ্যায় ৩৫

সাহায্যের আর্তি

"একজনের পক্ষে যতটা সম্ভব, অসত্যকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য তাকে দরজার উপর পা রাখতেই হবে।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *অপ্রকাশিত জার্নাল সংস্করণ* ১৯১২

নভেম্বর ২৩, ১৯০০

আর্থার নিউগেট থেকে মুক্ত হবার সপ্তাহখানেক পরেই হাইন্ডহেডের জীবনযাত্রা চলতে লাগলো স্বাভাবিক গতিতে। অথবা যতটা স্বাভাবিক বলা সম্ভব। সকালবেলায় গৃহপরিচারিকাদের তৈজসপত্রের শব্দের থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যায় বাটলারদের চিমনি পরিস্কার করা পর্যন্ত হাইন্ডহেড পূর্ণ থাকে দিনে-রাতের নিত্য সব শব্দে। স্পেন থেকে মাত্র আসা নতুন একটি ঘোড়া নিয়ে আস্তাবলের মাস্টার আছেন সমস্যায়। কিংসলি রজারকে ছোট্ট হুইল গাড়িতে চড়াতে গিয়ে ফেলে দেয় আর এতে কোন না কোনভাবে হাত ভেঙে যায় ছোট্ট রজারের। রজারের হাতের উপর ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়া হয়েছে আর ঘরের মাঝে ছোট্ট ভাইয়ের সাথে দুষ্টুমি করার জন্য কিংসলিও ভর্ৎসনা শুনেছে।

তোয়ি নিজের কক্ষে আরামে বিশ্রাম নেয়। আর এক সকালে আর্থার চাকরের ড্রেস পরে তোয়ির জন্য নাশতা নিয়ে যায় মজা করার জন্য। তোয়ি ছোট্ট মেয়েদের মতো করে খিলখিল করে হেসে ওঠে যখন বুঝতে পারে আর্থার তার ওটমিলের ট্রে নিয়ে গেছেন। ঘরের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য আর্থার এখন জিনের সাথে দেখা করার সময় পান নি কিন্তু শীঘ্রই শহরে গিয়ে তার সাথে দেখা করবেন। তিনি বেশ ভালো আছেন, আর্থার ভাবলেন। যেমনটা ইদানিংকালের মধ্যে তেমন খুশি আর হন নি। প্রক্রিয়ার মাঝে একটা ধাক্কা না খেলে মানুষ কখনো বুঝতে পারে না যে তার কতটা ভালো দিক আছে।

কেমন একটা পাগল আর অন্ধকার সময়ের ভেতর দিয়ে তিনি এসেছেন–তিনি তখন ভেবেছিলেন নিজেই গোয়েন্দা হবেন। এটি বিষাদগ্রস্ত মানুষের বিষাদগ্রস্ত সময় কিন্তু ধন্যবাদের বিষয় এই যে, মাথা থেকে সেই কুয়াশা সরে গেছে।

আর্থার নতুন করে জীবনকে চিনছেন। মধ্যবয়সের দিনগুলো নতুন রূপে

এসেছে তার সামনে। তিনি একজন পিতা। একজন স্বামী। একজন লেখক। তিনি কোন গোয়েন্দা নন, অপরাধীও নন। আর তিনি এ দু'পেশার সবাইকে ত্যাগ করেছেন। তারা নিজেদের গন্ডিতে ঘুরে মরুক। *The Scarlet Thread of Murder* লাইনটি একবার তিনিই লিখেছেন অনেক বছর আগে; যেন এটি ছিল বেশ চনমনে আর সুন্দর। ঠিক আছে, এখন তিনি একে বদলাতে চান। তিনি নিজের জীবন সাজাবেন। তার সত্যিকারের জীবন। আরেকটি কাপড় দিয়ে।

অবশ্যই একটি নিশ্চয়তার কৌতুহল, প্রাকৃতিক। কে হত্যা করেছে এমিলি ডেভিসন আর তার বন্ধুদের? মাঝেমাঝে এটি ভাবতে কোন লজ্জা নেই; যেহেতু তিনি নিজে এটা শেষ করেন নি। আর্থার কখনোই জানতে পারেন নি খুন হওয়া দ্বিতীয় মেয়েটির আসল নাম কি। বোর্ডিং হাউসের খাতায় সে মিথ্যা নাম মরগ্যান নিমেইন লিখেছিল কিন্তু এমিলি তাকে অ্যানা নামে ডেকেছে। ইয়ার্ড নিশ্চয় এমিলির জিনিসপত্রের মাঝে এমন কিছু খুঁজে পেয়েছে যাতে অ্যানার পারিবারিক নামটিও জানা যাবে। তিনি ইন্সপেক্টর মিলারকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। কিন্তু না। এই পথের শেষে আছে পাগলামী। যখনই বুঝতে পারলেন এই কথাটা তাকে খোঁচানো শুরু করেছে, তিনি চোখের সামনে থাকা দৃশ্যই নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। নিজের পা রাখলেন পুণরায় নির্মাণ হতে যাওয়া তার স্টাডিতে। এক ধরনের উত্তেজনা শিরদাড়া বেয়ে নেমে গেল। তার ঘাড় থেকে পা হয়ে মেঝেতে তারপর গভীর মাটিতে। আর্থার ঘরে আছেন। নিজের ঘরে। দোটানা কেটে গেল।

বাস্তব তার কাজ করে চললো। ওহ্! বদলে যাওয়ার জন্য কিছু করাটা কতটা আনন্দের। আর নয় কুয়াশাময় গলির মাঝে কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে হতচ্ছাড়া হত্যাকারীর পিছু নেয়া। আর নয় কোন জাদু, কোন কল্পনা, কোন রোমাঞ্চ। সত্যিকার সাহিত্যের কাঠিন্যের তুলনায় কতটা পৃথক গোয়েন্দা ফিকশন! হোমস্‌কে মৃত্যুদন্ড দেবার পর থেকে আর্থার চেষ্টা করে চলেছেন ঐতিহাসিক এপিকস, বৈজ্ঞানিক অ্যাডভেঞ্চার আর এমনকি ভূতের গল্প লেখার। এখানে আছে নাইটদের অভিযান, সম্মোহনী জাদু, প্রেত সাধনা কিন্তু এখন তিনি বুঝতে পারলেন তিনি কি চান : যুদ্ধের গল্প।

ট্র্যান্সভ্যালে তার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তিনি জঙ্গলে বোয়াদের পিছু নেয়া সাহসী যোদ্ধাদের নিয়ে একটি সিরিজ গল্প লেখা শুরু করলেন। তারা বেশ কঠিন ছিল। বয়স বিশও পেরোয় নি আর এখন এই গরমে যুদ্ধ করে তারা তাদের পৌরুষত্ব অর্জন করেছে। গল্পগুলো রক্তময়, গ্রাফিক আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, ওগুলো একদমই সত্যি।

একদিন সন্ধ্যায় চা খেতে গিয়ে আর্থার খেয়াল করলেন, গত সাতদিনের মাঝে শার্লোক হোম্‌স নামটি তার সামনে কোনভাবেই উপস্থাপিত হয় নি। এমনকি তার

মাথাতেও আসে নি।

পরের দিনই বেল বেজে উঠলো। আর্থার নিজের স্টাডি থেকে শব্দ শুনলেন। তিনি একজন তরুণ স্কটিশ যোদ্ধার গল্প শেষ করছিলেন যে নুবিয়ান মরুভূমিতে আরব শেখের অক্রমনের কবলে পড়েছে।

বেলের অওয়াজ শুনে মনে হলো অচেনা কেউ। আর্থার অনেক দিন ধরেই এর আওয়াজ শোনেন নি। দ্বিতীয়বার বাজার পর তিনি নতুন লেখার ডেস্ক থেকে মাথা তুলে তাকালেন। এটি অদ্ভুত। আর্থারের কাছে তো কেউ আসার কথা না। আর যে কোন ধরনের ডেলিভারি সরাসরি পেছন দিক দিয়ে যায়। গৃহপরিচারকেরা নানা কাজে ব্যস্ত। তিনি সদর দরজা খোলার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তারপর কিছু দ্রুত আলোচনা কিন্তু এ জায়গা থেকে মনে হলো ফিসফিসানি। তিনি কলম নামিয়ে রেখে স্টাডিতে নক হবার অপেক্ষায় রইলেন। প্রায় এক মিনিট কেঁটে গেল ফল পেতে আর তারপরই তিনি বাটলারের নম্র নকের আওয়াজ পেলেন দরজায়।

"হ্যা?"

"ক্ষমা করবেন, স্যার। কিন্তু দরজায় একজন অচেনা লোক দাঁড়িয়ে আছেন...ভদ্রমহিলা...আপনার সাথে দেখা করতে চান," বাটলার ব্যারো জানালো।

"দেখা করতে চায়? ভদ্রমহিলা?"

"হ্যা, স্যার। তিনি নিজের নাম বলেছেন জ্যানেট ফ্রাই।" ব্যারো স্টাডিতে ঢুকে আর্থারের হাতে একটি সাদা কাগজ দিল। "তার কোন কার্ড নেই কিন্তু এটা দিয়ে বললো, আপনি নাকি বুঝতে পারবেন।"

আর্থার কাগজটি নিয়ে দেখলেন। চোখের সামনে কাগজটি থাকলেও তিনি জানতেন কি দেখবেন। তিন মাথাওয়ালা একটা কাকের ছবি।

ফিকশনকে একপাশে সরিয়ে কাগজটি ডেস্কের উপর রেখে ব্যারোকে বললেন, "তাকে ভেতরে নিয়ে আসো। আর ব্যারো, পারলে কাছাকাছি থেকো।"

ব্যারো মাথা নেড়ে জ্যানেট ফ্রাইকে স্টাডিতে নিয়ে আসতে গেল। আর্থার দ্রুত উত্তরদিকে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত লম্বা বুক শেল্ফ থেকে একটি বাক্স নামিয়ে হুডকো খুলে একটি রিভলবার বের করে আনলেন।

তিনি নিজে কখনো সামরিক বাহিনীতে ছিলেন না কিন্তু চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার সময় অনেককেই তাদের পিস্তল পরীক্ষা করতে দেখেছেন। আর্থার নিজের পিস্তলের দিকে তাকালেন। প্রতিটি চেম্বারে বুলেট ভরা আছে। ব্যারেলটিও ঠিকঠাক জায়গায় আছে। বুড়ো আঙুল দিয়ে ছোট্ট হ্যামারটা দেখে নিলেন।

ডেস্কে ফিরে এসে তার প্রায় শেষ হওয়া গল্পের নিচে পিস্তলটি রাখলেন তিনি। তারপর ব্যারো স্টাডির দরজা খুলতেই তিনি দু'হাত কোলে নিয়ে বসে রইলেন আর দেখলেন তার দেখা অন্যতম সুন্দরী এক তরুণীকে।

ব্যারো দরজা খুলে বের হয়ে যাবার আগে বলে গেল, "মিস জ্যানেট ফ্রাই।"

আর্থার চোখ পিটপিট করলেন। তিনি কি সত্যি দেখছেন। না, সত্যিই। মেয়েটির কালো চুল থেকে কালো গাঢ় চোখ সবকিছুই কেমন পাগল করে দেয় আর কেমন দূর্ভাগ্যজনক মনে হয়। এই মেয়েটি এমিলি ডেভিসনের ঠিক বিপরীত মনে হচ্ছে। জ্যানেটের বিশাল উপস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে কালো কোন বিষয়ের উপর আলো ছড়াতেই তার জন্ম। আর্থার তৎক্ষণাৎ ভালোলাগায় পূর্ণ হয়ে গেলেন আবার একই সাথে ডান হাত রাখলেন রিভলবারের উপর।

"যদি তুমি আমাকে খুন করতে এসে থাকো তাহলে নিশ্চিত জেনো কখনোই তা পারবে না," আর্থার মেয়েটিকে বলে উঠলেন।

জ্যানেট আস্তে করে ভ্রু কুঁচকে আর্থারের চিন্তাকে উড়িয়ে দিল, তারপর শান্ত আর মেপে মেপে কথা বলা শুরু করলো। আর্থার সবচেয়ে বিস্মিত হলেন যে তার কণ্ঠে মাখা আছে বিষাদ।

"এ কারণে আমি এসেছি ভাবছেন? আপনাকে খুন করতে?"

"এমন নয় যে তুমিই প্রথমবার এরকম চেষ্টা করছো। তোমার বন্ধু এমিলি ডেভিসন আমাকে বলেছে বোমা তৈরিতে তুমিও যুক্ত ছিলে।"

জ্যানেটের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। তার কণ্ঠে ঝরে পড়লো আর্তি। "তাহলে আপনি তাকে সত্যি খুঁজে পেয়েছিলেন?"

"হ্যা।"

"সে আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল যে রাতে সে মারা যায়। সে এটাও লিখেছিল তার সাথে আপনার দেখা হয়েছিল আর আপনি দ্বিধায় ছিলেন কিন্তু এমিলি ধারণা করেছিল আপনি সাহায্য করবেন তাকে।"

অন্য কোন সময় হলে আর্থার হেসে ফেলতেন। এটি সত্যি তিনি মিস ডেভিসনকে ওকেম অবস্থায় রেখে এসেছিলেন।

"আমি তাকে ধরেছিলাম, মিস ফ্রাই। আরেকটি বোমা বানাবার সময় হাতে-নাতে ধরেছিলাম। সে মারা গেছে, নয়তো এখন নিউগেট জেলখানায় থাকতো।"

জ্যানেট শক্ত হয়ে গেল। মনে হলো সে তার চেহারার পেছনে গভীর দুঃখ ঢাকতে চাইছে। চুপচাপ এমনভাবে বসে রইলো যেন সে এখানে নেই-ই। মনে হলো সে তার সবটুকু শক্তি দিয়ে দুঃখ লুকোবার চেষ্টা করছে।

"সে কি..." জ্যানেট নিজের দু'হাত কোলের উপর নিয়ে বসে রইলো। আর্থারের চোখের দিকে তাকাতে পারছিল না। "এমিলি কি আমার সম্পর্কে কিছু বলেছে? সে কি বলেছে আমরা...সে কি আমার নাম উল্লেখ করেছিল?"

"এমিলি বলেছে তুমি হচ্ছ তার দেখা সবচেয়ে সুন্দর মেয়ে। তোমরা খুব তাড়াতাড়ি বন্ধু হয়েছিলে। তোমরা দু'জনে ছিলে অবিচ্ছেদ্য। একে অন্যের সব

গোপন জিনিস জানতে।"

জ্যানেট ফ্রাইয়ের যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। মনে হলো হাঁসফাঁস করছে। তারপর সামনে ঝুঁকে হাটুর উপর মাথা রেখে বমি করে দিল সে।

আর্থার ব্যারোকে ডাকলেন আর এত দ্রুত সে এল যে, বোঝাই গেল দরজার বাইরেই ছিল। তারপর পানি আর ভেজা কাপড় নিয়ে এলো সে। জ্যানেট কিছুই বলতে পারছিল না। ব্যারো তার কালো ড্রেসের উপর থেকে ময়লা পরিস্কার করে মাথায় একটা ভেঁজা কাপড় রেখে দিয়ে ব্যারোর সহায়তায় চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। মনে হলো তার দুঃখ পেটের মাঝে বিশাল পাথর হয়ে ছিল।

ছুরিকাহত মেয়ে। গুলিবিদ্ধ মেয়ে। ডুবে যাওয়া মেয়ে। শ্বাসরুদ্ধ মেয়ে। কান্নারত মেয়ে। দুঃখি মেয়ে।

আর্থার দেখলেন জ্যানেটের ঠোঁট থেকে গড়িয়ে তার স্কার্টের উপর পড়লো রঙবিহীন পানির ফোঁটা কিন্তু তিনি ভয় পেলেন না। এই সুন্দরি মেয়েটির পাকস্থলী ভর্তি দুঃখ দেখেও ভয় পেলেন না তিনি কিন্তু নিজের হৃদয়ের তোয়াক্কাহীন অনুভূতিকে ভয় পেলেন। আচমকা শুধু তার এটুকুই মনে হলো, নাস্তার পরে গলার কাছে গ্যাস জমা হয়েছে।

তিনি বুঝতে পারলেন খুন তার নোংরা হাত দিয়ে আর্থারের উপরও প্রভাব ফেলেছে। যেমনটা হয়েছে স্যালি নিডলিং, অ্যানা আর এমিলি ডেভিসনের বেলাতে। ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। এখন তিনিও ডুবে গেছেন রক্ত আর বোধ বুদ্ধিহীন চেতনার আড়ালে। ভায়োলেন্স এখন আর তাকে স্পর্শ করে না। তিনি সর্বংসহা হয়ে গেছেন। আর এখন তার মনে হলো এটা ভালো হয় নি।

মিস ফ্রাই একটু ধাতস্থ হতেই ব্যারো তাকে পরিস্কার রুমাল আর গরম চা দিল এক কাপ। আর ব্যারোর যাবার সাথে সাথে স্টাডিতে নেমে এলো নির্জনতা।

বেশ কিছুক্ষণ পরে জ্যানেট বলে উঠলো, "আমাকে ক্ষমা করুন। আমিও তাকে ভালোবাসতাম। ও ছিল খুব অস্থিরমতি আর যুক্তি দিয়ে তাকে ক্ষান্ত করা যেত না কিন্তু খুব মেধাবী আর আবেগপ্রবণ ছিল। প্রায় খিলখিল করে হাসতো। আমি এটা ঠিক বোঝাতে পারবো না, যেন জীবন ওর কাছে হাস্যকর একটা কৌতুক ছিল আর এই নোংরামী ওই শুনতে পেত শুধু। যখন থেকেই সে বোমার কথা বলা শুরু করলো...তখন থেকেই আমরা আলাদা হয়ে গেলাম। আমি এটার কোন অংশ ছিলাম না। ও শুধু বলতো কেউ আঘাত পাবে না; তুমি দেখো। কিন্তুও ভুল ছিল। কেউ না কেউ সবসময় আঘাত পায়। এ কারণেই তো বোমা তৈরি করা হয়, তাই না? মানুষকে আঘাত করার জন্য। আমাদের একটা মতবিরোধ হয়েছিল। তারপরই তাকে ছেড়ে আমি নরউইচে বাবা-মায়ের কাছে চলে আসি। বুঝতে পারছেন নিশ্চয়, আমি রেগে গিয়েছিলাম। আমরা যা বিশ্বাস করতাম তার সবকিছুই সে ধ্বংস করে

দিয়েছে আপনাকে এই বোমা পাঠিয়ে। এটাই সান্ত্বনা যে আপনার কিছু হয় নি। এটা বেশ গাধার মতো একটা কাজ ছিল—আমি অবশ্য অরো আগেই আপনাকে চিঠি লিখেছিলাম। আপনার কি মনে আছে, পেয়েছিলেন সেটা?" আর্থার কিছুই বললেন না কিন্তু তার নীরবতা বলে দিচ্ছে, তিনি অনেক চিঠিই পেয়েছেন।

"হ্যা, নিশ্চয় আপনি পেয়েছেন। আমাদের প্রয়োজন ছিল আপনার সাহায্য...আর কোন উপায় মাথায় আসছিল না। আমি খুশি যে তার সেসব বোকার মত বোমা আপনাকে আঘাত করে নি কিন্তু হ্যা, আমি রেগে গিয়েছিলাম। তাই সে যখন আমাকে চিঠি লিখলো আমি উত্তর দেই নি। আর কী-ই বা বলার ছিল? আমি বুঝাতে চাইছি এমিলি যখন কোন কিছুতে মন দেয় তাকে টলানো যায় না। আমি চেষ্টা করলেও তাকে থামাতে পারতাম না। আপনার আমাকে বিশ্বাস করতেই হবে।"

উত্তর দেবার বদলে আর্থার কয়েকবার চোখ বন্ধ করে আর খুলে এই বর্ণনা হজম করলেন। যখন বুঝতে পারলেন মেয়েটির কথা শেষ হয়ে গেছে তখন বললেন, "আমার কিছু যায় আসে না। প্লিজ, এখান থেকে চলে যাও।"

জ্যানেট অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তারপর প্রায় আর্তনাদের মত করে বলে উঠলো, "আমার আপনার সাহায্য দরকার। আমি নিরুপায়।"

"আমি কোন পরোয়া করি না," আর্থার উত্তর দিলেন।

জ্যানেট এতটা বিতৃষ্ণা আর ভয়ের দৃষ্টিতে তাকালো যে আর্থার কখনো আর দেখেন নি। তারপর বললো, "এমিলি কোন সাধ্বী বা দেবদূত কিছুই ছিল না কিন্তু একজন মানুষ ছিল। আর আমি তাকে ভালোবাসি। তাকে মেয়ে ফেলা হয়েছে।"

"আমি পরোয়া করি না।" মনে হলো এটি কোন প্রার্থনা বাক্য এমনভাবে আর্থার বাক্যটা আওড়ালেন।

"আমি ইতোমধ্যেই জানি কে তাকে খুন করেছে, ডাঃ ডয়েল। আমি শুধু প্রমাণ করার জন্য আপনার সাহায্য চাই।"

"বললাম তো , এসব আমার শোনারও দরকার নেই।"

"এটি মিলিস্টে ফসেটের কাজ। তিনি আমাদের দল মরিগ্যান সম্পর্কে জানতে পারেন। আমি জানি কিভাবে কিন্তু তিনি আমাদেরকে খুঁজে বের করেছিলেন। আর তারপর একের পর এক হত্যা করেছেন। এনইউডব্লিউএসএস-এর মাঝে যেকোন প্রকার ঝামেলাকে থামাতে চেয়েছেন। এই তার উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়া আর কেই বা আমাদেরকে মৃত দেখতে চাইবে? আর তার সে ক্ষমতাও আছে। আমাদের নাম পরিচয় সব তিনি জানেন। আপনি কখনো তাকে দেখেছেন? মহিলার চোখের দিকে কখনো তাকিয়েছিলেন? আমার মনে হয় তিনি তার সারা জীবনে কখনোই কোন কিছু অনুভব করেন নি। পুরো পৃথিবীই তার কাছে রাজনীতি আর সবকিছুই নির্ভর করে

কৌশলের উপর। আমাদেরকে মারার পর নিশ্চয় এক ফোঁটা চোখের পানিও ফেলেন নি।"

"আমার কিছুই যায় আসে না।"

"পুলিশ আপনাকে চেনে। বিশ্বাস করে। তারা এটা করবেই, তাই না? আপনার প্রতিপত্তি আছে। আপনি একজন বিদ্বান লোক। আপনি একজন সুনাগরিক। আপনার জন্য তারা একজন হত্যাকারীকেও ধরবে।"

"আমার কিছু যায় আসে না।"

জ্যানেট গভীরভাবে তাকালো। দেখতে পেলো তার ভিতর রাগের পাহাড় জমেছে আর তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে এ সম্পর্কে কিছুই করবেন না। তারপরও বললো, "আপনি মিথ্যা বলছেন। আপনার অবশ্যই কিছু যায় আসে কিন্তু কাপুরুষ বলে কিছু করতে চাইছেন না।"

জ্যানেট উঠে কাঠের চেয়ারে রুমালটা রেখে দিল। তারপর আর্থারের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে সম্মান জানিয়ে বের হতে উদ্যত হলো ঘর থেকে। দরজার নবে এক হাত রেখে আবার বললো, "আপনি যতটাই তুচ্ছ মনে করুন না কেন, আমি নিজেই এটা বের করবো।"

মেয়েটি চলে যাবার মিনিটখানেক পর আর্থার নিজের ডেস্কের দিকে ফিরলেন। ডেস্কের উপর হাত দিয়ে দেখলেন কাগজপত্রের নিচে রিভলবারটি রাখা। এতক্ষণ তিনি এটার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলেন। আর্থার রিভলবারটি আবার শেল্ফে জায়গামতো বাক্সে ঢুকিয়ে রেখে দিলেন। আর নিশ্চয় দরকার হবে না। তারপর ডেস্কের কাছে ফিরে এসে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। মাথা থেকে জ্যানেট ফ্রাই আর এমিলি ডেভিসনের সব চিন্তা দূর করে দিয়ে নিজের যুদ্ধের গল্পের উপর মনোযোগ দিলেন। শেখদের ফাঁদ আর ছোট্ট স্কটিশ রেজিমেন্টের সাহসী কৌশলের উপর লিখতে লাগলেন আর্থার কোনান ডয়েল।

অধ্যায় ৩৬

একটি অমীমাংসিত সমস্যা

"অমীমাংসিত ছাত্র-ছাত্রিদেরকে আগ্রহী করে তুলতে পারে কিন্তু সাধারণ পাঠককে নয়।
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য প্রবলেম অব থর ব্রিজ*

জানুয়ারি ১২, ২০১০

হ্যারল্ডের দেখা সবচেয়ে খাটো নারীদের মাঝে ডা: ওয়েন গারবারকে সহজেই ফেলা যায়। সেন্ট জনস কলেজের অফিসে নিজের ডেস্কের পিছনে বসে সামনে রাখা বইয়ের স্তুপের সামনে তাকে আরো ছোট দেখালো। কয়েক মিনিট হয়ে গেছে সারাহ্ আর হ্যারল্ড এখানে এসে নম্রভাবে তাদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছে। উপরের দিকে চিবুক তুলে ডেস্কের উপর কঁনুই রেখে হ্যারল্ডের আর সারাহ্র দিকে তাকালো মহিলা। তারপর বললো, "হ্যা। এলেক্স কেল এখানে এসেছিল। কয়েক মাস আগে। এখানে বামস্ট্রোকার-এর চিঠি পড়তে এসেছিল আর তাই আমার সাথেও কথা বলতে হয়েছে। আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে তাদের উপরে বেশ কিছু কাজ করেছি।"

"সে কি বলেছিল বিশেষভাবে কিছু খুঁজছিল কিনা?" হ্যারল্ড জানতে চাইলো।

চিবুকে হাত রেখে স্মৃতি হাতড়ে ডা: গারবার জানালো, "আমি মনে করতে পারছি না কিন্তু আমার মনে হয় সে তোমার গবেষণা কাজে সাহায্য করতে পারলে খুশিই হবে। সে বেশ আন্তরিক মানুষ।"

"তিনি মারা গেছেন," হ্যারল্ড বললো।

এলেক্সের মৃত্যুর পর থেকে এ পর্যন্ত হ্যারল্ড যত জায়গায় গিয়েছে খোঁজ খবর করার জন্য এই প্রথম সরাসরি কাউকে কথাটা বলতে হলো। ডা: গারবার কোন উচ্চবাচ্য করলো না। কারণ সে এলেক্সকে তেমন ভালো চিনতো না। শুধু কয়েকবার এমনভাবে তাকালো যেন হ্যারল্ড মিথ্যে কথা বলছে, এখনই আবার তা শুধরে নেবে। তারপর যখন হ্যারল্ডের দিক থেকে আর কোন সাড়া এল না, চোখ নামিয়ে নিজের জুতার দিকে তাকালো, বললো, "আমি সত্যিই দুঃখিত। আমি জানতাম না। আপনারা কি বন্ধু ছিলেন?"

"আমরা বন্ধুর মতই ছিলাম।"

"আমরা তার গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি। তার কাজ শেষ করছি," সারাহ্ আরেকটু যোগ করলো।

"তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে," হ্যারল্ড বললো।

"ওহ্, খুব ভাল করছেন। প্লিজ, আমি কোন তথ্য যদি দিতে পারি খুশিই হবো। এটা বেশ দুঃখজনক। আমাকে বলবেন...আমাকে বলবেন কি হয়েছিল? তিনি কি অসুস্থ ছিলেন?"

"তাকে খুন করা হয়েছে।" যতটা দ্রুত সম্ভব হ্যারল্ড উত্তর দিল। এটি শুধুমাত্র এটা লুকানোর জন্য যে সে মিথ্যে বলছে। আর এখন পর্যন্ত বলতে গেলে সত্যটা এর চেয়েও বেশ জটিল। তারপর আস্তে করে যোগ করলো, "খুব সম্ভবত।"

খবরটি হজম করতে গিয়ে মনে হলো ডাঃ গারবার চেয়ার থেকে পড়ে যাবে। সম্ভব হলে হয়তো তাকে আরো ছোট দেখাতো। মহিলা বলে উঠলো, "ওহ্ ঈশ্বর!"

"আপনি যতটা বলতে পারবেন, চিঠিগুলোতে কি আছে আর এলেক্স কেল কি খুঁজছিল, আমরা ততোটাই দ্রুত তার বই শেষ করতে পারবো," সারাহ্ বলে উঠলো।

ড. গারবার সারাহ্‌র দিকে তাকিয়ে রইলো। সব সময়কার মতো এবারো সারাহ্ আশ্বস্ত করতে পেরেছে কাউকে। "ঠিক আছে। আসুন খুঁজে দেখি। আমি যা জানি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করবো।" তারপর উজ্জ্বল হলুদ একটি শীতের কোট গায়ে দিল ডাঃ গারবার। "স্ট্রোকারের চিঠির যে বিশাল সংগ্রহটি আছে আমাদের তা বেশ বড় কিন্তু এলেক্স শুধুমাত্র আগ্রহী ছিল আর্থার কোনান ডয়েলের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে এমন চিঠিগুলোতে। তারা বেশ ভালো বন্ধু ছিলেন। আর কোনান ডয়েল অনেক নাটক লিখেছেন যেগুলো অভিনীত হয়েছে স্ট্রোকারের থিয়েটারে। হেনরি আরভিং অভিনয় করেছিলেন। যেহেতু স্ট্রোকার থিয়েটার আর হেনরি আরভিং দু'জনের দেখাশোনা করতেন তাই কোনানের সাথে তাকে বেশ আলোচনা করতে হতো। শুধুমাত্র পেমেন্ট স্কিম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এরকম একটি বই রয়েছে এখানে। এটা বেশ শক্ত বলা তবে একটি চিঠির শেষটা দেখে মনে হয়েছে ব্রামস্ট্রোকার হয়তো কোনান ডয়েলের সাথে বক্স অফিস নিয়ে কোন একটা বিষয়ে চিটিং করেছিল। মজার, সত্যি কিন্তু আমার মনে হয় না আপনারা এ বিষয়ে আগ্রহী, তাই না?"

"সাধারণ কোন সময় হলে আমি আগ্রহী হতাম কিন্তু এ মুহূর্তে...ঠিক আছে, যাইহোক, আপনার কি মনে আছে এলেক্স কোন সময়টা খুঁজছিল? ১৯০০ সালের বসন্ত?" হ্যারল্ড জানতে চাইলো।

"হ্যা...হ্যা, আমারও তাই মনে হয়। কেল খুঁজে বের করতে চেয়েছিলেন,

১৯০০ সালের বসন্তে কোনান ডয়েল আর স্ট্রোকার একত্রে কি করেছিলেন। এ সময়ে স্ট্রোকার 'ডন কুইহোট'-এর একটা প্রোডাকশন নিয়ে কাজ করছিলেন আর কয়েকটি ছোট গল্পও লিখেছিলেন কিন্তু আমার মনে হয় কেল খুঁজে বের করতে চেয়ে ছিলেন কোনান ডয়েল এ সময়গুলোতে কি করেছিলেন। অক্টোবর নভেম্বর, ডিসেম্বর।"

"হারানো ডায়েরির সময়টাও এটা," হ্যারল্ড সারাহ্‌কে বললো কিন্তু সারাহ্‌ এমনভাবে তাকালো যে তার কোন ব্যাখ্যার দরকার নেই আর সে এভাবে বলাটা পছন্দও করে নি।

"ওহ্‌, হ্যা। এবার মনে পড়েছে। কেলও কোনান ডয়েলের একটি হারানো ডায়েরির কথা বলছিলেন। এর পেছনে কিভাবে তিনি বহু সময় ব্যয় করেছেন। যখন থেকে আমি প্রথম শার্লোকিয়ান সম্পর্কে পড়াশোনা শুরু করি, এরকমই কোন বাক্য ব্যবহার করেছিলেন। তিনি এ ধরনের চরিত্র ছিলেন।" ডাঃ গারবার বলে উঠলো।

"আপনি কি জানেন চিঠিতে সে হারানো ডায়েরি সম্পর্কে কিছু খুঁজে পেয়েছিল কিনা?"

লাইবেইর বিল্ডিঙের ডাবল দরজা খুলে ডাঃ গারবার থেমে গেলেন। দরজা ধরেই রাখলেন যেন রাজকীয় কেউ আসার ঘোষণা দেবেন। কিছুক্ষণ ভেবে উত্তর দিলেন, "সত্যি করে বলতে আমি জানি না। তবে যা পেরেছিলেন তাতে তাকে খুশি মনে হয় নি। এ কথাটা শুধু বলতে পারি। শেষ করে বেশ দ্রুত বের হয়ে যান, বিদায় জানাবার জন্যও থামে নি–

আমি একটা লেকচার দিতে যাবার সময় আমার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেছেন। বেশ আত্মমগ্নভাবে বিড়বিড় করে কী যে বলছিলেন। আমি হয়তো ভাবতাম যে এটা ঠিক নয় কিন্তু অনেক বছর ধরেই আমি গবেষকদের চিনি। আমি জানি তারা কেমন হয়। অনেকটা অভিনেত্রীদের মতো। কোন একটা ঘটনায় একটু বেশিই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে।"

হ্যারল্ড খুব চেষ্টা করলো যাতে সে নিজে আত্মমগ্ন না হয়ে যায়। ডাঃ গারবার যতই বলছেন, এসব চিঠিগুলোকে ততই সম্ভাবনাময় মনে হচ্ছে। পরিস্কারভাবে, চিঠিগুলোতে যা আছে তা কেলের তদন্তের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মুখের ভিতরে হ্যারল্ডের জিভ শুকিয়ে গেল। ঠোঁট ভিজিয়ে নিল একটু করে। আর যখনই চিঠিগুলো দেখতে পেল বুঝতে পারলো রহস্যের সামধান এগিয়ে আসছে তার দিকে কিন্তু ডাঃ গারবার আন্ডারগ্রাউন্ডে বিরল পাণ্ডুলিপি সেকশনে তাকে আর সারাহ্‌কে একা রেখে যাবার দশ মিনিট পরেও তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বোঝা গেলো না।

শুকনো, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত কক্ষের ভেতর বন্দী হয়ে ছোট্ট কাঠের টেবিলের উপর হ্যারল্ড দুটো কার্ডবোর্ডের বাক্স এনে রাখলো। উভয় বাক্সই সাদা দড়ি আর

লাইন করে রাখা ইনডেক্স কার্ডে ভর্তি। কার্ডগুলোতে লেখা, 'স্ট্রোকার ব্রাম। সংগৃহীত চিঠি।' স্ট্রোকারে জীবনের কোন অংশের চিঠি আছে তাও লেখা আছে। হ্যারল্ড দড়ির ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে দিল। কিন্তু সে পারছিল না বলে সারাহ্ তার লম্বা পাতলা নখ দিয়ে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলো। বিড়ালের মতো আঁচড় কাটতেই নখের সাহায্যে বাক্স থেকে দঁড়িটা ছিঁড়ে ফেললো সে। তারপর হ্যারল্ড আর সারাহ্ দুজনে একত্রে ক্ষুধার্থের মতো বাক্সের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে প্লাস্টিকের মোড়া চিঠির স্তুপ বের করে আনলো। প্রতিটি পৃষ্ঠা পূর্ণ হয়ে আছে ব্রামস্ট্রোকারের নিজের হাতের লেখায়। হ্যারল্ড বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়লো। তার আঙুল থেকে মিলিমিটারও দূরে নয় ব্রামস্ট্রোকারের নিজের কলমের আঁচড়।

এসব চিঠি লেখার সময় স্ট্রোকার কোথায় ছিলেন? তার স্টাডিতে? কেনসিংটনের বাসায়? হ্যা, তা-ই। স্ট্রোকার ১৯০০ সালে কেনসিংটনে বাস করতেন। হ্যারল্ডের মনে পড়ে গেল কোনান ডয়েলের ডায়েরির কথা। যে ভলিউমটি হারিয়ে যায় নি তাতে লেখা ছিল এই বছরে স্ট্রোকার কিভাবে তার বাসায় বৈদ্যুতিক বাতি লাগিয়েছেন। এটা ছিল তখনকার দিনের লন্ডনের ব্যক্তিগত বাড়িগুলোর মধ্যে অন্যতম যেটাতে বিদ্যুৎ ছিল। কোনান ডয়েল লিখে রেখেছিলেন যতবার তিনি স্ট্রোকারের বাড়িতে ওসব বাতির নিচে গিয়েছিলেন তার কেমন জানি ভীতিকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। হ্যারল্ড খুব কাছ থেকে কলমের আঁচড়গুলোর দিকে তাকালো। কি বলবে তারা?

হ্যারল্ড সবটুকু জেনে গেল শীঘ্রই আর অন্যভাবে বলতে গেলে কিছুই জানা হলো না। সে আর সারাহ্ চিঠিগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করে নিলো, ১৯০০ সালের বসন্তের সময়কার কোনগুলো আর্থার কোনান ডয়েলকে লেখা হয়েছিল তাই বের করতে লাগলো। তারা স্ট্রোকারের পুরো যৌথ পরিবারকে লেখা অনেকগুলো ছোট ছোট চিঠি পেল। সে-সময়কার লন্ডনে নামকরা পেশাদার থিয়েটার অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাছে লেখা চিঠি পেল। এমন কি প্রখ্যাত লেখক হল কেনকে লেখা চিঠিও পেল, যা পড়ে মনে হলো তার কাছ থেকে স্ট্রোকার ভালো একটি অর্থ ধার করেছিলেন কিন্তু কোনান ডয়েলকে লেখা কোন চিঠি নেই। শুধুমাত্র স্ট্রোকার পাঠিয়েছিলেন এমন একটি টেলিগ্রামের কার্বন কপি। ডিসেম্বরের ১, ১৯০০ তারিখে স্ট্রোকার কোনান ডয়েলকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন, তাতে শুধু এটুকুই লেখা ছিল : "জলদি এসো। প্লিজ, বি.এস।" এই ব্যাপারটি একই সাথে বেশ উত্তেজনার আর চিন্তার। এত জরুরি ভিত্তিতে কেন স্ট্রোকার কোনান ডয়েলকে দেখা করতে বলেছিলেন? কোনান ডয়েলের উত্তর কোথায়? কি নিয়ে দুজন ব্যস্ত ছিলেন?

হ্যারল্ড বুঝতে পারলো যা ঘটছিল তার চাবিকাঠি স্ট্রোকারের হাতে ছিল কিন্তু স্ট্রোকার আর কোনান ডয়েল একত্রে কিসের পেছনে লেগেছিল তা মাথায় এলো না।

প্রথম যেটা মনে হলো তা হলো তারা দু'জনে একত্রে একটি গল্প লিখছিলেন কিন্তু তাহলে কেলের শেষ সূত্রের সাথে কোন মিল নেই। যতই খারাপ হোক না, এটি জনসমক্ষে এল না কেন?

হ্যারল্ড এই সময়ে কোনান ডয়েলের অন্যান্য কাজকর্মে স্ট্রোকারের সম্পৃক্ততার কথা মনে করার চেষ্টা করলো। স্ট্রোকারও কি কোনান ডয়েলের সাথে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কোন অসফল তদন্ত কাজে সঙ্গী ছিল? কোন সংবাদপত্রেই এসময় কোনান ডয়েলের মনে রাখার মতো কোন নির্দিষ্ট সত্য আবিষ্কারের রিপোর্ট করা হয় নি। পণ্ডিতেরা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের রেকর্ড ঘেঁটেও কোনান ডয়েলের কোন কর্মকাণ্ডের বর্ণনা পান নি।

কৌতূহলের বশে হ্যারল্ড ব্রামের লেখা একটি চিঠি পেল। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর মিলারকে লেখা হয়েছিল সেটা। তার সাহায্যের জন্য ব্রাম সংক্ষিপ্তাকারে তাকে বেশ ধন্যবাদ দিয়েছেন। চিঠিতে লেখা, "নিউগেটে আপনার সাহায্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।" হ্যারল্ড ভাবলো এটা বেশ অদ্ভুত কিন্তু এর অর্থ কি তা বুঝলো না। স্ট্রোকার কেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে লিখতে যাবেন? আর নিউগেট...এর মানে কি কেউ জেলখানায় ছিল?

ঘণ্টাখানেক ধরে আধা-স্পষ্ট চিঠিগুলো পড়তে পড়তে হ্যারল্ডের উত্তেজনা কমে আসলো। ১৯০০ সালের বসন্ত আর ১৯০০-১৯০১-এর শীতকালীন সময়টুকুতে ব্রামস্ট্রোকার যতগুলো চিঠি লিখেছেন তার কোনটিই আর্থার কোনান ডয়েলকে উদ্দেশ্য করে নয় বা এমন কিছু নয় যা এলেক্স কেলকে বিমর্ষ করে দিতে পারে।

হাতভর্তি চিঠি নামিয়ে রেখে সারাহ্ জানতে চাইলো। "কিছুই নেই, তাই না?"

"ঠিক। কিছুই না।" হ্যারল্ড ভেবে পেল না পরবর্তীতে কী করবে।

"এসব বক্সে এগুলোই ছিল।"

হ্যারল্ড মাথা নাড়া ছাড়া কিছুই করতে পারলো না। এখানে কিছু একটা আছে, সে নিশ্চিত কিন্তু কোথায়? সে বারবার এলেক্স কেলের শেষ মেসেজটি ভাবতে লাগলো। তারপর জোরে জোরে বলে উঠলো "পুরাতন শতাব্দীগুলোর...নিজেদের কিছু শক্তি ছিল..." ড্রাকুলা থেকে উক্তিটি করলো হ্যারল্ড। "পুরাতন শতাব্দীগুলোর..." হ্যারল্ডের মনে হলো এটি বেশ সুন্দর একটি লাইন। "...যা তুচ্ছ আধুনিকতা ধ্বংস করতে পারে না।" শেষের এই অংশটুকু কতটা কবিত্বময় আর বোধসম্পন্ন "তুচ্ছ আধুনিকতা।" এখানে কিছু একটা আছে। কোন খারাপ কিছুই হোক না কেন, এত পুরাতন যে আধুনিকতার মত ছোট্ট একটি জিনিস একে হারাতে পারবে না।

"কেল স্ট্রোকার সম্পর্কে আমাদেরকে কি বলতে চেয়েছিল? কেন সে আমাদেরকে স্ট্রোকারের লেখার দিকে নির্দেশ করেছে? স্ট্রোকার কি জানতো যা

ক্লেস আবি-" হ্যারল্ড শব্দের মাঝখানেই থেমে গেল। তার মাথায় হঠাৎ করেই উৎসাহ এলো। এরকম একটা মুহূর্তই সে হোটেলের আরাম কেদারায় পেয়েছিল। প্রথমে যখন বুঝতে পারছিল না একটি সময় পার করেছে, তারপরই একটা সময় এলো যখন সে বুঝতে পারে। সে এমনি...এমনিই জানে।

"ডায়েরি চলে গেছে।"

"কি বলছেন আপনি?"

"ডায়েরি নেই। ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। এটাই হয়েছিল। কেলকে আর কোন সংবাদই বা এতটা বিমর্ষ করে ফেলতে পারে? মনে করে দেখুন, হোটেলে ডায়েরি ছিল না। ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে যে আত্মহত্যার নোট পেয়েছিলাম তাতেও বলে নি সে ডায়েরি পেয়েছিল। শুধু জানতো কি ঘটেছে।"

"তো কি ঘটেছিল?" সারাহ্ আবার জানতে চাইলো।

"এটা নেই। খুঁজে পাবার জন্য এখানে কোন ডায়েরি ছিলই না।"

"আমি বুঝতে পারছি না। সবাই একমত কোনান ডয়েল ডায়েরি লিখতেন, তাই না? এ ধরনের আরও ডজনখানেক ভলিউম লিখে গেছেন তিনি।"

"হ্যা। কোনান ডয়েল লিখেছিলেন কিন্তু তারপর এটি ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে।"

"কেন তিনি এটি ধ্বংস করবেন?"

"তিনি করেন নি।"

"তাহলে কে করেছে?"

হ্যারল্ড হেসে পায়ের কাছে পড়ে থাকা চিঠিগুলোর দিকে ইশারা করলো। "ব্রামস্ট্রোকার!"

সারাহ্র মুখে তিক্ততা ছেয়ে গেল। এ সংবাদে সে খুশি হয় নি কিন্তু হ্যারল্ডের শ্বাস দ্রুত হয়ে গেল। উত্তেজনায় বুদ হয়ে গেল সে, সমস্যা সমাধান করার আনন্দ এটি। হ্যারল্ডের মুখ যতটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সারাহ্র মুখ ততটাই অন্ধকারে ঢেকে গেল নিমেষে।

"কেল কিভাবে এটা জানতে পেরেছিল?" সারাহ্ জানতে চাইলো।

"এটি নিশ্চয়ই চিঠিতে আছে কিন্তু এই চিঠিগুলোতে নয়। পরেরগুলোতে। পেয়েছেন এটা? কোনান ডয়েল ডায়েরি লিখেছেন। ব্রামস্ট্রোকার এটা চুরি করেছেন অথবা বাইরে ছুঁড়ে ফেলেছেন বা এই জাতীয় কিছু। আর তারপর তিনি আর কোনান ডয়েল নিশ্চয় এ ব্যাপারে চিঠি আদান-প্রদান করেছেন। এভাবেই কেল জানতে পেরেছিলেন। 'তুচ্ছ আধুনিকতা' কোনান ডয়েলের ডায়েরি ধ্বংস করে নি। ব্রামস্ট্রোকার করেছেন।"

হ্যারল্ড এসব ভাবতে ভাবতে বেল বাজিয়ে লাইব্রেরি অ্যাটেনডান্টকে ডাকলো।

তারপর দ্রুত তারা এখন যে চিঠিগুলো পড়েছে এর পরেরগুলো দেখতে চাইলো। মহিলা হ্যারল্ডকে নতুন ফর্ম দিলো ফিলআপ করার জন্য। হ্যারল্ড অধৈর্যসহকারে তাড়াতাড়ি তাই করলো। দ্রুততার জন্য স্ট্রোকারের চেয়েও দূর্বোধ্য হয়ে গেল তার হাতের লেখা।

খুব কষ্ট করে হ্যারল্ড, সারাহ্ নিজেদেরকে শান্ত রাখলো। পনেরো মিনিট পর তাদেরকে নতুন চিঠির বোঝা এনে দিল অ্যাটেনডান্ট। এ সময়টুকুতে হ্যারল্ড উদভ্রান্তের মতো পিছনে হাত দিয়ে হাটতে লাগলো। সারাহ্র দিকে তাকিয়ে দেখলো সেও তার নিজের চিন্তায় ডুবে আছে। তারপরও তার চেহারায় অন্য রকম একটা কিছু। চিন্তা আর আশা ভঙ্গের ছোঁয়া দেখা যাচ্ছে তার চেহারায়। তাই দেখে হ্যারল্ডের মনে হলো সারাহ্ আর তার চিন্তার বিষয় ভিন্ন। সে বুঝতে পারলো না সারাহ্ কি ভাবছে আবার জানতে চাইতেও পারলো না। কিভাবে জিজ্ঞেস করবে তা-ই মাথায় এলো না।

অবশেষে অ্যাটেনডান্ট একই রকম দেখতে বক্সে সাদা দড়ি বাঁধা চিঠি নিয়ে এলো।

পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ে হ্যারল্ড পেয়ে গেল সে যা খুঁজছিল। তারপরেও মনে হলো কত সময় কেটে গেছে। ঘামে ভেজা আঙুল বারবার প্লাস্টিকে আটকে যাচ্ছিল পাতা উল্টাতে গিয়ে।

হাতে ধরা চিঠিতে লেখা "প্রিয় আর্থার, তোমার রাগ বুঝতে পারছি কিন্তু নিরুপায় আমি। যা করেছি তার সবই বন্ধুত্ব আর প্রতিষ্ঠার খাতিরে। যা তোমার আর আমার মত মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। তুমি যদি এখন আমাকে ধন্যবাদ নাও জানাও, আমি জানি কোন একদিন স্বর্গের দরজা থেকে নিশ্চয় জানাবে। সেন্ট পিটার ঠোঁট নাড়িয়ে ফিসফিস করে উচ্চারণ করবেন। ব্যক্তিগতভাবে তো আমরা এটা আলোচনা করতে পারি, তাই না? তুমি যে সব চাইবে তা-ই সই। বি.এস।"

স্তুপের পরবর্তী চিঠিতেও একই কথা লেখা।

"প্রিয় আর্থার, এ ধরনের অপমান তোমাকে শোভা পায় না কিন্তু এ ঘটনায় আমরা এর বাইরেও কিছু ভাবতে পারি না। চলো তোমার স্টাডিতে ব্র্যান্ডির বোতল নিয়ে একত্রে বসি। যেমনটা আমরা আগেও করতাম। আর এই বিষয়ে কথা বলি। বি.এস।"

তৃতীয় চিঠিতে দু'জনের মধ্যে আরো বেশি রাগ আর উষ্মা প্রকাশ পেল প্রথম দুটো চিঠির তুলনায়।

"প্রিয় আর্থার। দয়া করে এরকম বাচ্চাদের মত আচরণ থামাও। আমার ভয় হচ্ছে তুমি যা চাইছো তা আমি দিতে পারবো না। এটি তোমার নিজের ফায়ারপ্লেসে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। প্রথম এলিমেন্টারি শব্দটি থেকে শেষ পর্যন্ত। আর তোমার

কর্কশ চিঠিগুলো পুড়ে গেছে আমার ফায়ারপ্লেসে। প্লিজ, আমি তোমার কছে অনুনয় করছি, আমাকে তোমার বাসায় এসে বিষয়টি আলোচনা করতে দাও। আমাকে সুযোগ দাও নিজেকে প্রকাশ করার আর একইরকম সুযোগ তুমিও পাবে। বি. এস।"

আর এটা ছিল এরকমই। হ্যারল্ড অরো হাতড়ে দেখলো কিন্তু কোনান ডয়েলকে লেখা আর কোন চিঠি পেল না বক্সে। সারাহ্ও একইভাবে খুঁজে দেখলো কিন্তু কিছুই পেলো না। উভয়েই নিজেদের কাজে সন্তুষ্ট হওয়ার আগে, কোন কথাই বললো না তারা।

কথা বলার মতো ধাতস্থ হয়েই হ্যারল্ড বলে উঠলো, "আমি ঠিকই বলেছিলাম। স্ট্রোকার ডায়েরি চুরি করে আর্থারের নিজের ফায়ারপ্লেসে পুড়িয়ে ফেলেছেন। এই রহস্যটিই একশো বছর ধরে গোপন ছিল। এখানে খোঁজার জন্য কোন ডায়েরি ছিলই না।"

"কিন্তু কিন্তু ডায়েরিতে কি ছিল? কেন স্ট্রোকার ওটা পুড়ে ফেললেন?" সারাহ্ জানতে চাইলো।

"আমার মনে হয় না আমরা কখনো সেটা জানতে পারবো। এ কারণেই এলেক্স কেল আত্মহত্যা করেছেন। কারণ রহস্যের শেষে তিনি তার সম্পূর্ণ তরুণ বয়সে যে গল্পের উপর ভিত্তি করে বেঁচে ছিলেন তার উপসংহারে কোন সমাধান খুঁজে পান নি। তাই নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নতুন রহস্য বানাতে চেয়েছেন। এমন কিছু যা অন্য কেউ তদন্ত করবে। তিনি ক্রাইমসিনে 'এলিমেন্টারি' শব্দটি লিখে গেছেন আমরা যাতে এগুলো খুঁজে পাই। এলিমেন্টারি, কোন রহস্যের শুরু নয়, এটা আসলে শেষ। এটা বেশ মর্মান্তিক কিন্তু ভাবতে গেলে এটাই সত্যি। এলেক্স কেল যে মর্মান্তিক সত্যিটা আবিষ্কার করেছেন তা ডায়েরিতে থাকা কোন ভয়ংকর গোপন কথা নয়। আসলে কোন ডায়েরিই নেই। এই গোপন কথাটি সবসময়ে লুকিয়ে রাখা ছিল।"

"এটা অসুস্থতা।"

সারাহ্ ঠিক কথা বলেছে, হ্যারল্ড বুঝতে পারলো কিন্তু এলেক্স কেলের যুক্তিও বুঝলো যথার্থভাবে।

হ্যারল্ড আবার শুরু করলো। "কোনান ডয়েলের একটি উক্তি আছে, "সমাধানবিহীন সমস্যা ছাত্র-ছাত্রিদের আকৃষ্ট করতে পারে কিন্তু সাধারণ পাঠককে নয়।" তারপর আস্তে করে হেসে হ্যারল্ড আরো বললো, "কিন্তু আমার মনে হয় কোনান ডয়েল সত্যি বলেন নি। এক্ষেত্রে সমাধানবিহীন সমস্যা আমাদেরকেও মর্মাহত করেছে।"

"সে নিজেকে মেরে ফেললো একটি রহস্য সংরক্ষণ করার জন্য, তাহলে এতগুলো সূত্র ফেলে যাবার মানে কি?" সারাহ্ আবার প্রশ্ন করলো।

"সে নিজেকে খুন করেছে কারণ সে ব্যর্থজীবন কাটিয়েছে। তার বিশাল কাজটি কখনো সম্পূর্ণ হয় নি। এটা হতেও পারতো না। সে কখনো এমনভাবে সফল হতে পারতো না যা তার বাবা চাইতো। সে তার বাবার কবরের উপর কখনো মোটা-সোটা পুরস্কারপ্রাপ্ত কোনান ডয়েলের জীবনী রাখতে পারতো না। তার জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই সে ভাবলো যদি সে তার জীবন শেষই করে দেয় তাহলে কেন একটা চারা রোপন করে দেয়া যায় না? সে তো সবাইকে বলতে পারে না রহস্য মিটে গেছে...তাই সে একটি পুরস্কার রেখে গেল আমাদের জন্য। আমার জন্য।"

এ কথা শোনার পর সারাহ্‌র মুখের দিকে তাকানো গেলো না। এটি বিরক্তি বা হতাশা ছিল না কিন্তু কেমন দুঃখবোধ। তারপর সারাহ্‌কে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি আমার উপর খেপে গেছেন?" বুঝতে পারছিল না আর কি বলা যায়। এখনো সে বেশ উত্তেজনা বোধ করছে কিন্তু আস্তে আস্তে তার মাত্রা কমে অসছে।

"না। আমি খেপে যাই নি," এই বলে সারাহ্ নিজের চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলো। "তো, তাহলে এটাই? আপনি নিশ্চিত? ডায়েরিটা নেই? ব্রামস্ট্রোকার কোনান ডয়েলের নিজের ঘরে পুড়ে ফেলেছেন সেটা? আমরা কখনোই এটা খুঁজে পাবো না, কিংবা এ জাতীয় কিছু?"

হ্যারল্ড কয়েক সেকেন্ড নিল ভাবতে। তার মাথায় ঘটনাগুলো সাজাতে লাগলো আর এভাবেই উপসংহারে পৌঁছে গেল সে। তারা বেশ নিয়মমাফিক। বেশ যৌক্তিক আর ভুল-ভ্রান্তিহীন।

একটা ভয়ংকর চিন্তা খেলে গেলো হ্যারল্ডের মাথায়। বলে উঠলো, "হ্যা, এটাই সেটা।" তারপর সারাহ্‌কে বললো, "আপনি কাউকে বলবেন না তো? আপনার রিপোর্টে? আমার মনে হয় কেল চায় নি কেউ...ঠিক আছে, দেখুন, সে একটি রহস্য রেখে যেতে চেয়েছে। সে চেয়েছে কেউ সূত্রগুলো অনুসরণ করুক, কেউ একজন শুধুমাত্র। যে সবচেয়ে ভালো। আর এটা হচ্ছি আমি। সে চায় নি সবাই জানুক। আপনি তাই এ সম্পর্কে লিখবেন না। আমি জানি এ আর্টিকেলের কতটা মূল্য আপনার কাছে কিন্তু এলেক্স যা করেছে তা সম্পর্কে লিখবেন না, দয়া করে।"

সারাহ্ নিজেকে শক্ত করে ধরে বললো, "ঠিক আছে। আমি বুঝতে পেরেছি। আমিও কাউকে বলবো না।" তারপর নিজের কোট গায়ে দিয়ে বললো, "আমার কাছে আপনার গোপন কথা নিরাপদেই থাকবে।"

হ্যারল্ডও দাঁড়িয়ে পড়লো। কারো সাথে তার বিজয় শেয়ার করতে পেরে ভালোই লাগছে। বিশেষ করে সারাহ্‌র সাথে। এখানে রহস্য ছিল; পরীক্ষা ছিল; সে পাশ করেছে কিন্তু তারপরও কেমন যেন ফাঁকা বোধ হচ্ছে। কেন সারাহ্‌ও তার মতো বিষয়টি উপভোগ করতে পারছে না? কেন হ্যারল্ড একাই এই অভিজ্ঞতা বোধ করছে?

তারপর সারাহ্কে জিজ্ঞেস করলো সে, "আপনি চলে যাচ্ছেন?"

"হ্যা। আমি মনে করি এটি এখন শেষ। এখানে কোন ডায়েরি নেই। লেখার মতো কিছু নেই। আপনার সাথে দেখা হয়ে কিন্তু ভালো লাগলো।" তারপর সারাহ্ হাত বাড়িয়ে দিল। কি করছে বোঝার আগেই হ্যারল্ডও নম্রভাবে হাত মেলালো।

"কি হচ্ছে এসব?"

"বিদায়। আপনি সত্যি বেশ স্মার্ট," সারাহ্ তার ব্যাগ তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। অ্যাটেনডান্ট এসে দরজা খুলে দিয়ে হ্যারল্ডের কাছে জানতে চাইলো সেও যেতে চায় কিনা। না ছাড়া আর কিছুই বলার ছিল না তার। অ্যাটেনডান্ট সারাহ্কে নিয়ে হ্যারল্ডকে একা রেখে চলে গেল। আর হ্যারল্ডের মাথায় রাজ্যের চিন্ত। ঝাঁপিয়ে পড়লো যা তার সামনে পড়ে থাকা ব্রামস্ট্রোকারের লেখার চেয়েও বেশি দ্বন্দ্বে ভরা।

মিনিটখানেক পরেই এই উজ্জ্বল রুমটিতে বসে তার মনে পড়ে গেল লন্ডনে গাড়ি নিয়ে রেসের কথা; হ্যান্ডগান; ছাগদাড়ি। সে কি এখনো হ্যারল্ড আর সারাহ্র খোঁজ করছে?

বুঝতে পারলো সমাধান ছাড়া সমস্যা শুধু বিরক্তিকরই নয়, এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাগলামী আর ভয়ংকর জিনিস।

অধ্যায় ৩৭

পরিবারে একটি মৃত্যু

"আমরা যে জিনিসটা ভুল করি তা হলো, যদিও সময় থাকতে বোঝা যায় না; আর যদিও আমাদের হৃদয়ের কঠোরতার জন্য তাদেরকে হালকাভাবে নেই, আমাদের কাছে ফিরে আসে তিক্তভাবে; যখন বিপদ আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমরা কতটা কারো সাহায্যের আর কতটা শাস্তির যোগ্য।
–ব্রামস্ট্রোকার, *আন্ডার দ্য সানসেট*

ডিসেম্বর ১, ১৯০০

টেলিগ্রামটিতে লেখা "জলদি এসো, প্লিজ।" নিচে শুধুমাত্র সাইন করা বি.এস। আর্থার রেগে ছিলেন এমনিতেও তারপরও মনে হলো হোম্‌স সবসময় এভাবে ওয়াটসনকে মেসেজ পাঠাতো। আর ব্রাম এটা জানে। কি বদ!!! কোন রকম ব্যাখ্যা করার ভদ্রতা না করে আর্থারকে আবার এই ভয়ংকরতার মাঝে টেনে আনা। ব্রামের মতো মানুষের পক্ষে এ ধরনের কাজ শোভা পায় না আর তার মত বন্ধুর পক্ষে তো নয়ই। "এখনি এসো।" ওহ্, ঈশ্বরের দোহাই। আর্থার ভাবতে চান এ ধরনের কাজ করার মতো মোটা মাথা নয় ব্রামের।

তিনটা বাজার কিছু পরে আর্থার মেসেজটি পেয়ে ৩:৫৫ মিনিটে ওয়াটারলু স্টেশনে গেলেন। এখান থেকে কেনসিংটনে, সেন্ট লিওনার্ডস টেরেস ব্রামের বাসায় যেতে দুই চাকার গাড়িতে বিশ মিনিট লাগে।

আর্থার বুঝতে পারলেন না এমন জরুরি কি পেয়েছে ব্রাম যে আর্থারকে এত জরুরি ভিত্তিতে ডেকেছে। হতে পারে, নিশ্চয় এটা কিছুই না। ব্রাম কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না আর্থার আর গোয়েন্দা কাজ করবেন না কিন্তু তাই বলে এভাবে...সূত্র নিয়ে ঠাট্টা করা! এটা মনে হচ্ছে পাড় মাতালের নাকের সামনে সস্তাদরের জিন ধরা। আর্থার কিছুতেই ভুলতে পারছেন না।

তিনি চলেছেন। সেন্ট লিওনার্ডস টেরেসে গিয়ে দেখবেন ব্রাম কি নিয়ে কি করছে। আর তারপর তিনি যুক্তি দিয়ে শান্তভাবে বোঝাবেন এরকম করার জন্য ব্রামের বয়স একটু বেশিই হয়ে গেছে। যদি ব্রাম আর্থারের তদন্ত কাজ চালিয়ে যেতে চায় আর্থার বাঁধা দেবেন না কিন্তু আর্থার আর কোন সাক্ষীর ইন্টারভিউ বা

শ্বাসরুদ্ধকর রক্তের দাগ দেখতে চান না। সার্কাস পার্টি শহর ছেড়ে চলে গেছে আর আর্থার আর তাদের সঙ্গী হতে চান না।

আর্থার যতটা ভেবেছিলেন তারচেয়েও ১৮ নাম্বার, সেন্ট লিওনার্ডস টেরেস অনেক বড়। ব্রাম ১৯ নাম্বার থেকে এখানে এসেছেন। একটি একস্ট্রা ফ্লোর পাবার জন্য পুরো একটি বাড়ি বদলেছেন। নতুন বাড়িটিও পুরাতনটির মতো করে বানানো হয়েছে। প্রায় নিচ থেকে শুরু করে ড্রইংরুমে রাখা ভাস পর্যন্ত। এটা ব্রামের মতই কাজ। ব্যয়বহুল, শ্রমসাধ্য আর সুক্ষ্ম কারুকাজসমৃদ্ধ। শহর জুড়ে বিভিন্ন জল্পনা ছড়িয়ে আছে যে নতুন বাড়ির ফার্নিশিঙের জন্য ব্রামকে প্রচুর দেনা করতে হয়েছে কিন্তু এ ধরনের গুজব সবসময় থাকে আর আর্থার এসবে কান দেন না। এটি এমন নয় যে আর্থার জিজ্ঞেস করতে পারেন। তিনি এবং ব্রাম এক্ষেত্রে একে অন্যের ব্যাপারগুলো জানেন। ওজন বাড়াবার জন্য কিছু যোগ করতে হবে না।

বাটলার আর্থারকে চিনতে পেরে আর কিছু বলার আগেই পথ দেখিয়ে বললো, "এই পথে, ডাঃ ডয়েল। মিঃ স্ট্রোকার আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

"কিন্তু আমার মনে হয় আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি অসন্তুষ্টই হবেন," আর্থার উত্তর দিলেন।

বাসাটি বেশ গভীর আর কারুকার্যময়। বাইরে থেকে এখানে খুব কমই আলো আসে। যদিও এর দক্ষিণ দিকে রয়্যাল হাসপাতালের পার্ক রয়েছে। জানালাগুলোও আর তেমন ছোটছোট নেই। আর্থার ভাবলেন ড্রইংরুমে কেমন যেন বিষাদ মাখানো। চায়ের সেটে থাকা গোল্ড আর সিলভারকেও কেমন যেন মৃদুমন্দ লাগছে। দেয়ালের লাল পেইন্টিংগুলো ব্রোঞ্জের মতো বাদামি হয়ে আছে।

ব্রাম তার ডেস্কের দিক থেকে ফিরতেই আর্থার দেখলেন সে তার সিগারের আগুন ধরাচ্ছিল। ম্যাচবাতিটি কমলা আলো জ্বেলে দিতেই ব্রামের ঠোঁটের থেকেও আলোর ঝলকানি এলো। সিগারের ধোঁয়াও অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে।

"তুমি আমাকে কি বলতে চাও তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। আমার জানার কোন আগ্রহ নেই, এমিলি ডেভিসনকে কে হত্যা করেছে," আর্থার বাক্যবান শুরু করে দিলেন।

ব্রাম শুধু তাকিয়েই রইলেন, তারপর বললেন, "ঠিক আছে। আমাকে মনে করিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ কিন্তু এ কারণে আমি তোমাকে এখানে আসতে বলি নি।"

আর্থার কোনমতে বলতে পারলেন, "ওহ্!" তার এটা মাথাতেই আসে নি যে খুন ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে ব্রাম তার সাথে কথা বলতে পারেন।

"অস্কার মারা গেছে।"

আর্থারের দীর্ঘসময় লেগে গেল বুঝতে যে ব্রাম কার কথা বলছেন। তাই আস্তে করে জানতে চাইলেন, "...ওয়াইল্ড?"

ব্রাম মাথা নাড়লেন। *এছাড়া আর কে হতে পারে?*

আর্থার ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। মনে হলো তিনি খুব দ্রুত কোন চূড়া থেকে পড়ে যাচ্ছেন। জানতে চাইলেন, "কোথায়?...কখন?"

"প্যারিসে। তুমি কি জানতে ও কোথায় ছিল? আমি জানতাম না। দুই বছর ধরে সে হোটেল ডি-আলসেচে বাস করেছে। আমি কখনো তাকে একটা চিঠি এমনকি একটা নোটও পাঠাই নি। তুমি? না। অবশ্যই না। গতকাল কোন এক সময়ে মারা গেছে। ফ্লোরেন্স আজ সকালে টেলিগ্রাম পেয়েছে আর আমাকে জানিয়েছে।" ব্রাম কাঁধ ঝাঁকালেন। "সে জেলখানা থেকে ছাড়া পাবার পর আমরা কেউ তেমন ভালোভাবে কথা বলি নি তার সাথে, তাই না? আমরা বেচারাকে একা ছেড়ে দিয়েছি মদ খেতে আর মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে।"

আর্থার ব্রামের কণ্ঠের ভাবটুকু ধরতে পারলেন না। "আমাদের আর কীই বা করার ছিল? অস্কার, সে পাপের মাঝে ডুবে গিয়েছিল। এটা একটা ট্র্যাজেডি। এরকম বড় মাপের একজন মানুষ এমনটা করতে পারে! এখানে ভিলেন হচ্ছে পাপ, তুমি আমি কেউ না।"

"পাপ? তোমার কি মনে হয় এটাই তাকে হত্যা করেছে? না। পাপ এমন একটি জিনিস যাকে হয়তো হাততালি নিয়ে শান্ত করা যায় কিন্তু বেশি ব্যবহারে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। এক আউন্স মরফিন কোন ক্ষতি করে না কিন্তু এক গ্যালনে ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে যায়। কারো স্ত্রীর প্রতি ভালো লাগাটা তো খারাপ নয় কিন্তু অন্ধের মত পেতে চাওয়াটা হচ্ছে পাপ, যা একজন মানুষকে অসুস্থ করে ফেলে।"

ব্রাম শূন্য চোখে আর্থারের দিকে তাকালেন। আর্থার অবাক হয়ে গেলেন, ব্রাম কি জিনকে বোঝাচ্ছে? ব্রাম তাকে মেপে দেখছে। করুক, কি এসে যায় তাতে?

"না। পাপ অস্কারকে খুন করে নি। এটা ছিল একাকীত্ব," ব্রাম বলে চললেন।

"তোমার কি মনে আছে সে রাতের কথা, ও আর আমি দেখা করেছিলাম? ল্যাঙহাম হোটেলে ডিনারে? না, ঠিক আছে। তুমি সেখানে ছিল না। এটির আয়োজক ছিল লিপিনকটের জোসেফ স্টোর্ডাট। অস্কার বেশ মজা করছিল আর তার উপস্থিতিও ছিল বিশাল। আমার জন্য বেশ আনন্দের সন্ধ্যা ছিলো ওটা। অস্কার আমার কাজের প্রশংসা করেছিল। স্টোর্ডাট আমাদের উভয়ের কাছ থেকে উপন্যাস কমিশন করেছে, তুমি জানো? সেই একই সন্ধ্যায় অস্কার লিখেছে ডোরিয়ান গ্রে," আর্থার বললেন।

"আর তারপর সে জেলে গেল। তুমি গেলে রাণীর সাথে দেখা করতে। ওহ্,

আমি জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গেছি তোমার নাইটহুড কি এখনো পাও নি?" ব্রাম জানতে চাইলেন।

"দেখো, তুমি যতটা সোজা হিসেবে ভাবছো এটা ততটা সোজা নয়। ঠিক আছে? এটা এমন নয় যে *ডোরিয়ান গ্রে*'র কারণেই সে জেলে গেছে আর *দ্য সাইন অব ফোর*-এর জন্যই আমি নাইডহুড পেতে যাচ্ছি, যেমনটা সবাই ভাবছে। এর মাঝেও অনেক ধাপ আছে। আমাদের পথ ভিন্ন, দেখতে পারছো?" আর্থার উত্তর দিলেন।

"হ্যা, আর্থার, আমি জানি।" তারপর দীর্ঘক্ষণ দু'জন চুপচাপ বসে রইলেন।

আর্থার পুরাতন স্মৃতি ভাবতে লাগলে ব্রাম চুপচাপ সিগারে টান দিতে লাগলেন। অস্কারের সাথে ডিনারের রাতটিই আর্থারের মনে পড়ছে বেশি। আরো কয়েকজানের সাথে এটা ছিল সন্ধ্যার খেলাধূলার সময় বা ব্র্যান্ডির আগের সময় কিন্তু আর্থারের শুধু মনে পড়ে অস্কারের সাথে ডিনারের সময়টা। লম্বা টেবিলের মাথায়, তার উভয় পাশে বসেছিল ছয়জন করে অতিথি। সবগুলো মাথা তার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিল পরবর্তী কৌতুক শোনার জন্য। অস্কারের কথাগুলো আর্থারের মনে আছে। এমনকি কিভাবে অস্কার মনোযোগ আর হাসির সব কিছুকে বিবর্ণ করে দিয়েছে তাও মনে আছে। অস্কার হয়তো বেশ দ্রুত বুদ্ধির। কিন্তু সে-ই ছিল সবচেয়ে বেশি কোলাহলমুখর। এটা এমন যে দর্শক ছাড়া এসব করার কোন মানেই হয় না, এমনি ছিল অস্কার।

ব্রাম হঠাৎ করে বলে উঠলেন, "অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।"

আর্থারও দেখলেন সত্যি তাই। জানালার বাইরে সূর্যের আলোর আর বেশি অবশিষ্ট নেই। ব্রাম দাঁড়িয়ে দরজার কাছে গিয়ে ছোট্ট একটি সুইচ টিপে দিলে সারা ঘর ভেসে গেল আলোয়।

অথবা এটা আর্থারের কাছেই শুধু মনে হলো। আস্তে আস্তে চোখ সইয়ে এলো তার। তারপর আর্থার তার পাশের দেয়ালে ছবি দেখতে পেলেন। উপরে বৈদ্যুতিক বাতি। মাত্র ছয় ইঞ্চির টিউব থেকে এতটা স্বচ্ছ আলো আসতে পারে যা আর্থার আগে কখনো দেখে নি।

"ওহ্, তুমি আমার বাতিগুলো এখনো দেখ নি? আমি গ্রীষ্মে লাগিয়েছি। তুমি হয়তো রাস্তারগুলো দেখেছ কিন্তু এগুলো ছোট, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য। ভয়ংকর বেশ দামি, তোমাকে বলতে দ্বিধা নেই কিন্তু তাকাও তাদের দিকে। আমার মনে হয় আমি যেন স্বর্গের মেঘের দিকে তাকিয়ে সিগারের ধোঁয়া ছাড়ছি!" তার কথাকে প্রমাণ করার জন্যই যেন ব্রাম তার সিগার থেকে মেঘের মত ধোঁয়া ছাড়লেন। মনে হলো ধোঁয়াটা উজ্জ্বলতায় মিশে গেল।

আর্থার চোখ পিটপিট করলেন। নিজের চোখের সামনে মনে হলো লাল আর কমলা আলোর হ্যালুসিয়েশন হচ্ছে। তারপর যখন তার দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক হয়ে এলো তিনি ব্রামের ড্রইংরুম আবার দেখতে লাগলেন।

রঙের সমারোহ। সব লালই টকটকে লাল, আর সব নীলই একেবারে গাঢ় নীল। গোল্ডেন রঙের পারসিয়ান কার্পেটের উপর চেয়ারের হাতলের কালো ছায়া সবকিছুই বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আর স্থির হয়ে আছে। আর্থার ভাবলেন রুমটি দেখতে মনে হলো মাইকেল অ্যাঞ্জেলো আর সেটি আরো তীব্র হয়েছে। বৈদ্যুতিক আলোর তীক্ষ্ণতার কারণে গ্যাসেরবাতির অন্ধকার আর ঝাপসাময়তা হেরে গেছে।

গলার কাছে দ্বিধা নিয়ে আর্থার বলে উঠলেন, "তারা বেশ রত্নের মত।"

"হতেই হবে। তারপরও তোমার কণ্ঠে কিছু একটা আছে। কিছু একটা তোমাকে বিরক্ত করছে," ব্রাম জানতে চাইলেন।

আর্থার চারপাশে তাকালেন, অনুভব করলেন এতটা উন্নতির মাঝেও কি যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। "আমি এটি সঠিকভাবে বলতে পারবো না কিন্তু তারা আমাকে কেমন যেন বিমর্ষ করে দিচ্ছে," আর্থার জানালেন।

"তোমারও এটা মনে হচ্ছে? তারপর?" ব্রাম জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি বুঝতে পারছি না কী বলছো?"

ব্রাম উত্তর দিলেন, "এটা হচ্ছে একটা যুগের শেষ। আর নতুন আরেকটি যুগের শুরু। বিংশশতক শুনতে কেমন অদ্ভুত শোনায়, তাই না? ক্যালেন্ডার ইতোমধ্যে বদলে গেছে। আর এখনই আমরা অস্কারকে হারালাম। রাণী ভিক্টোরিয়া এমনকি চিরদিন বেঁচে থাকবেন না, তিনি যতই চেষ্টা করুন না কেন।"

"হুশ! এভাবে বলো না।"

"ওহ্, বাদ দাও। রাজা হিসেবে এডওয়ার্ডও খারাপ হবে না। শুধু অপেক্ষা করো আর দেখো।"

"সম্ভবত। সময়ের চলে যাওয়া আমাকে বিমর্ষ করছে না, কিন্তু কিভাবে এটি ঘটছে তা লক্ষ্য করে খারাপ লাগছে। আমরা কোন কিছু ঘটার পরে ইতিহাসের সীমারেখা চিহ্নিত করতে অভ্যস্ত ছিলাম–এরপরে আমরা লাইন টানতাম। পণ্ডিত ব্যক্তিরা, বিদ্ধান ব্যক্তিরা একটি পিরিয়ডকে আরেকটি থেকে আলাদা করতেন। কনস্ট্যানটাইন কি জানতো সে প্রাকৃতিক একটি রাজ্যের চেয়েও বেশি কিছুর উপর শাসন করছিল? নিউটন কি জানতো সে বিপ্লব ঘটাতে যাচ্ছে, যেমন ছিল আফ্রোদিতি? আর তার উপর অ্যানোইলিস কি তাদের চারপাশে পরিবর্তনের হাওয়া টের পেত? তারাও কি আমাদের মতো আত্মসচেতন ছিল?"

"কিন্তু আমার মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছ। আমি জানি কিভাবে একজন মানুষ

বৈদ্যুতিক আলোতে তার চোখ ঝলসে যাওয়া সত্ত্বেও ইতিহাসের হঠাৎ পরিবর্তন টের পাবে না।"

ব্রাম হেসে ফেললেন। "ইতিহাসের স্পষ্ট প্রতীয়মানতা, আমি এটা পছন্দ করেছি। তুমি কি আবার লেখালেখি শুরু করেছ? আরো গল্প?" আর্থারের দিকে কৌতুহল নিয়ে তাকিয়ে ব্রাম জানতে চাইলেন।

"হ্যা।" উত্তর দিয়েও আর্থার বুঝতে পারলেন না এর মাধ্যমে ব্রাম আলোচনা কোথায় নিচ্ছেন।

"তুমি যখনই লেখা-লেখির মধ্যে থাকো, কথাবার্তায় বড় বেশি কবি হয়ে যাও। অনেক বছর ধরেই আমি এটা লক্ষ্য করছি। বেশ মজার, সত্যি বলছি।" ব্রাম দাঁড়িতে হাত বুলালেন। আর্থার বুঝতে পারলেন ব্রাম এখন কোন স্পর্শকাতর বিষয়ে কথা বলবেন। আর ব্রামের পরবর্তী প্রশ্নেই তা স্পষ্ট হয়ে গেল। "হোম্‌স?"

"ওহ্, না। অন্তত তুমি এটা বলো না! আমি আমার প্রকাশকদের কাছ থেকে যথেষ্ট কথা শুনেছি। না। আমি শার্লোক হোম্‌স সম্পর্কে কিছু লিখছি না।" আর্থার উত্তর দিলেন। "আমি আর কোন হোম্‌সের গল্প লিখবো না, বুঝতে পেরেছ? আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আমি স্পষ্টভাবে যা বলার বলে দিয়েছি।"

ব্রাম বলে উঠলেন, "তুমি কি করছ না করছ তাতে আমার কিছু যায় আসে না, কিন্তু তুমি হয়তো করবে। মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা আলাদা হতে পারবে না। তোমার কি মনে হয়, তুমি যখন দ্য ফাইনাল প্রবলেম লিখেছ তার সাথে সাথে হোম্‌সের মৃত্যু হয়েছে আর সে চলে গেছে? আমার মনে হয় না। আমার মনে হয়, তুমি সবসময়ে যেটা জানো তা হলো, সে ফিরে আসবে কিন্তু তুমি যখনই কলম হাতে নিবে আর লিখবে আমার কথা মনে রেখো। তাকে এখানে এনো না। শার্লোক হোম্‌সকে বৈদ্যুতিক আলোর মাঝে এনো না। গ্যাসবাতির রোমান্টিক আর রহস্যময় আলোতেই তাকে ছেড়ে দাও। তোমার কি মনে হয় না, সে সহ্য করতে পারবে না? উজ্জ্বলতা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। অস্কারের চেয়েও হোম্‌স বেশি মাত্রায় আমাদের সময়কার মানুষ। অথবা আমাদের চেয়েও বেশি। তাকে সেখানেই থাকতে দাও যেখানে তাকে মানায়...গত শতাব্দীর শেষ দিনগুলোতে। কারণ শত বছর পার হয়ে গেলে কেউ আমার সম্পর্কে কথা বলবে না। অথবা তুমি বা অস্কারকে নিয়ে। আমরা অস্কারের বন্ধু ছিলাম অথচ আমরাই তার খবর নিতাম না। না! সবাই গল্পগুলো মনে রাখবে। আর ওয়াটসনকে, ডোরিয়ান গ্রেকে।"

"আর তোমার কাউন্ট? তার নাম কি ছিল? ছোট্ট একটা প্রদেশ থেকে..." আর্থার কথার মাঝখানে থেমে গেলেন। নামটা মনে করার চেষ্টা করলেন, পারলেন না।

"ট্র্যান্সিলভ্যানিয়া। সে ছিল ট্র্যান্সিলভ্যানিয়া থেকে। না, তাকে কেউ মনে রাখবে না। সে মানুষের চিন্তাকে উৎসাহিত করে না যেমন করে তোমার হোম্‌স। সে আমার চূড়ান্ত ব্যর্থতা।" ব্রাম আর্থারকে মনে করিয়ে দিলেও তিক্তভাবে হেসে ফেললেন।

"আমি দুঃখিত, ব্রাম। আমি সত্যি দুঃখিত। আমি জানি এই উপন্যাসে তোমার নিজের কতটা রক্ত আছে। আর আমার ধারণা এটি বেশ ভালো হয়েছে। সত্যিই বলছি।" আর্থার থেমে গেলেন। "এ কারণেই কি অস্কারে মৃত্যু তোমাকে এতটা ব্যথিত করেছে? "

"হ্যা, আমার তাই ধারণা। আমরা মানুষটিকে কাগজের মতো ভেবেছিলাম। সময়ে কাজে লাগবে তারপর ফেলে দেব কিন্তু গল্পগুলো সবসময়ে রেখে দিব। অন্তত অস্কারের গল্পগুলোর বংশধর থাকবে। আমার কি আছে?"

"মানুষটি কিছু না, কাজই সব। তুমি কি এটাই বোঝাতে চাইছো?"

"হ্যা।"

ব্রাম তিক্তভাবে হেসে বললেন, "তাও আমরা এখনো স্মরন করি।"

"আমার গল্পগুলো, অনুমান বিজ্ঞান, যুক্তিগ্রাহ্য গোয়েন্দাগিরি, সন্তুষ্টিজনকভাবে সমাধান পাওয়া, তার সবকিছুই যা-তা," আর্থার জানালেন।

ব্রাম হেসে ফেললেন, "আমি জানি। এ কারণেই ওগুলো আমাদের দরকার।"

আর্থার কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, "এখন আমি অন্যভাবে লিখছি। বাস্তবতা নিয়ে, ইতিহাস নিয়ে।"

"বাস্তবতা?" ব্রাম বলে উঠলেন, "বাস্তবতা ক্ষণস্থায়ী, রোমাঞ্চ সব সময় বেঁচে থাকে।"

"আর আমার সম্পর্কে কি বলবে? আমার নামও টিকে থাকবে?"

ব্রামের চেহারা আবার কেমন যেন হয়ে গেল। "আমি জানি না, বন্ধু। আমি যা বলতে পারি তা হলো : আর্থার কোনান ডয়েলকে এ পৃথিবীর দরকার নেই। পৃথিবী চায় শার্লোক হোম্‌সকে।"

হঠাৎ করেই আর্থার চিৎকার করে উঠলেন। "না, না। আমি তার চেয়েও ভালো। তুমি দেখতে পাচ্ছো না? আমি তার থেকে লজ্জা পেতে চাই না। আমি তাকে ছাড়িয়ে যাবো আর তার থেকে বেশি দ্যুতি ছড়াবো।"

"আর্থার-"

"তুমি বলতে চাও ওয়াইল্ড মারা গেছে আর এরইমাঝে সবাই তাকে ভুলেও গেছে? আমরা সবাই বাধ্য, মৃত্যু আর তিক্ত ক্ষণজন্মাকে মেনে নিতে? বাদ দাও, এরকম হবে না। আমি হোম্‌সকে জিততে দেবো না।"

"তার তো কোন অস্তিত্বও নেই," ব্রাম বলতে চাইলেন আর্তনাদ করে কিন্তু লাভ হলো না।

"আর এমিলি ডেভিসনের হত্যাকারী? সে জীবন্ত। আমি তাকে তার কবর পর্যন্ত নিয়ে ছাড়াবো। হোম্‌স এমিলি ডেভিসনকে বাঁচাতে পারবে না– আমি পারবো।"

"আর্থার," ব্রাম আস্তে করে বলে উঠলেন, "কেউ এমিলি ডেভিসনকে বাঁচাতে পারবে না। সে মারা গেছে।"

আর্থার থেমে গেলেন। মনে হলো বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। বৈদ্যুতিক বাতির আলোর নিচে শুধু তাকিয়ে রইলেন তিনি।

অধ্যায় ৩৮

পিকারেল

"অনির্দিষ্ট সন্দেহ থেকে সত্য ভালো।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য ইয়েলো ফেইস*

জানুয়ারি ১৫, ২০১০

হ্যারল্ড তিনদিন ধরে নিজের ভেতর গুমরে মরছে শুধু। গ্লাসের পর গ্লাস বারবুন পান করে ক্যামব্রিজের কুয়াঁশা বাড়িয়ে তুলেছে। তার যাওয়া দরকার। সে জানে ক্যামব্রিজ থেকে চলে যাওয়া দরকার। কারণ এখানে আর কিছু নেই তার জন্য কিন্তু ক্যামব্রিজ ছেড়ে যাওয়া মানে লন্ডনে ফেরা; এর মানে হিথ্রো থেকে প্লেনে চেপে পশ্চিমে যাওয়া; নিউইর্য়কের অপরাধ ছেড়ে লস অ্যাঞ্জেলসের এক বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাওয়া।

ক্যামব্রিজ থেকে চলে যাবার সেকেন্ডের মাঝে সত্যিকারের জীবন ফিরে আসবে। মিনিটের পর মিনিট যাবে। তারপর সে নিজেকে দেখবে নিজের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর তাকে স্বাগত জানাবে নোংরা একটি ম্যাট যার উপরে সত্যিই লেখা আছে 'স্বাগতম।' তালা খুলে ভেতরে ঢোকার পর এসব কিছুই আর কখনো ঘটবে না। সত্যটা মনে হলো হ্যারল্ডের সহ্য ক্ষমতার বাইরে।

তার উচিৎ সেবাস্টিয়ান কোনান ডয়েলকে একটা মেসেজ পাঠানো–সেও জানে এটা। হ্যারল্ডের সচেতন মন বলছে মানুষটিকে তার জানানো দরকার যে কাজের জন্য সে টাকা নিয়েছিল তার তদন্ত শেষ হয়ে গেছে। শত বছর আগেই ডায়েরিটি আগুনে পুড়ে গেছে আর এখন আর কেউ, এমনকি সেবাস্টিয়ান কোনান ডয়েলেরও এ থেকে কোন লাভ হবে না। হ্যারল্ড তারপরও অপেক্ষা করছে। কারণ যদি সে সেবাস্টিয়ানকে ফোন করে, একটা ই-মেইল পাঠায়, তাহলে সে এগুলোর শেষ প্রান্তে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

কিন্তু হ্যারল্ড স্বীকার করুক বা না করুক সব শেষ হয়ে গেছে। পান করে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগানে হাটাহাটি করে এটাকে থামিয়ে রাখা যাবে না। প্রতি মিনিটে মেসেজ চেক করলে বা সারাহ্ হয়তো ফোন করবে ভাবলেই শেষটা থেমে থাকবে না।

তাই সে চিঠিগুলো আবার পড়লো। এমন নয় যে আরো কিছু জানার জন্য পড়লো। বরঞ্চ সে নিশ্চিত সেখানে আর কিছু নেই, আর সেটাই সত্যি হলো। হ্যারল্ড এ কাজ করলো কারণ না যাবার পক্ষে এটাই একমাত্র বাহানা। এই কারণেই সে এখনো একই দমবন্ধ ঘরে, বাতাসহীন দেয়ালের মাঝে বসে আছে যেখানে সারাহ্সহ সে বসে ছিল। সে ভাবতে লাগালো—সারাহ্র দাঁড়িয়ে যাওয়া, কোট নেয়া। নম্রভাবে কিছু বলে বের হয়ে যাওয়া।

হ্যারল্ড জানে না সে কোথায় গেছে; এমনকি এসেছিলই বা কোথা থেকে। সারাহ্ সম্পর্কে সে সত্যিই কতটা কম জানে! আর কখনোই এর বেশি জানতেও পারবে না। এই অ্যাডভেঞ্চারের মতই সারাহ্কে গোপনে একা একাই সে বহন করবে। কোন এক ক্ষেত্রে ছোট্ট এই অহংকারকে সে কারো সাথেই সহভাগীতা করতে পারবে না।

হোটেল রুমের বাইরে মাগদালিন রাস্তার পিকারেল নামের ছোট্ট পাব-টিই তার ঘর হয়ে গেল। এটা তুলনামূলকভাবে কাছে আর আন্ডারগ্রেড ছেলেমেয়েদের কোলাহল মুক্ত। এটি বেশ অন্ধকার আর সারাক্ষণ ফুটবল খেলা চলছে এরকম টেলিভিশনের শব্দও নিচুস্বরে রাখা। তিন রাত ধরেই এরকম চলছে। হ্যারল্ড এখনেই নিজেকে আবদ্ধ রেখেছে, রাস্তার ওপাশে একটা দোকান থেকে বেশ কিছু বইও কিনে এনেছে সে। ওগুলো হোম্সের নয়। এমনকি রহস্যগল্পও নয়। হ্যারল্ড নিশ্চিত হতে পারলো না সে আবার কখন কোনানের কিছু পড়তে পারবে কিনা। তবে এখন থেকে কিছুদিন তো নয়ই।

ডায়েরিতে আদৌ কি ছিল সেটা জানতে না পেরে অদ্ভুতভাবে তার ততটা কষ্ট হচ্ছে না। তার চেয়েও তাকে বেশি বিমর্ষ করেছে তার তদন্ত শেষ হয়ে গেছে বলে। উত্তরের অভাব তাকে ভাবাচ্ছে না—সে মন খারাপ কারণ, কত তাড়াতাড়িই না উত্তরগুলো সে খুঁজে পেয়েছে, চলে এসেছে শেষ প্রান্তে।

হ্যারল্ড দেখলো সমাধান তাকে খোঁচাচ্ছে না কিন্তু প্রশ্নগুলো ভাবাচ্ছে। সে বুঝতে পারলো সবগুলো গল্প তার পড়া থাকা সত্ত্বেও এ মুহূর্তের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। ক্লাইম্যাক্স কেটে যাবার পরে তার পৃথিবী কেমন নিশ্চুপ হয়ে গেছে। সে এরকম হাজার-হাজার কাহিনী পড়েছে যেখানে ব্যাখ্যা এসে জীবনের ছেঁড়া অংশকে শক্ত করে সেলাই করে দীর্ঘস্থায়ী বানিয়ে দিয়েছে। সে হাজার-হাজার গল্প পড়েছে যার শেষটা বেশ সুখকর আবার এমনও পড়েছে যার শেষটা হয়তো বিয়োগান্তক, কিন্তু সন্তুষ্ট থেকেছে উভয় সমাপ্তিতেই। এখন মনে হচ্ছে শেষের পরে কেমন লাগে এ সম্পর্কে সে কিছুই পড়ে নি। হ্যারল্ড গল্পগুলোকে বিশ্বাস করে কারণ তারা যুক্তিগ্রাহ্য...কিন্তু কি হবে যদি বুঝতে পারলেও তুমি একা তোমার হাতের তালুতে

বারবুনের খালি বোতল নিয়ে বসে থাকো? হ্যারল্ড বুঝতে পারলো যেকোন সমাধান খুঁজে না পাওয়াটা হয়তো ভাল লাগে না কিন্তু কখনো ভাবে নি যা খুঁজে পাবে তার সাথে বসবাস করা কতটা ভয়ংকর।

মাতাল দুঃখের মাঝেও একটা কথাই বারবার মনে পড়ছে তার। পেনি ভয়ানক। কাউকে হাসার জন্য না পেয়ে হ্যারল্ড একা একাই হেসে উঠলো। এই শব্দটি সে যতটা জানতো তার চেয়েও বেশি উপযুক্ত প্রমাণিত হয়েছে। যেসব গল্পগুলোর মাঝে সে বেঁচে থাকতো তা মনে হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী, অগভীর আর মূল্যহীন-সস্তা। শুধুমাত্র মূর্খদেরকেই এই সংক্ষিপ্ত ঝলকানি জাদু দেখাতে পারে। একটা পেনির চেয়ে বেশি মূল্য নেই এগুলোর।

হঠাৎ করেই তার কাঁধে কে যেন টোকা মারলো। তার হাত খুঁজে বেড়াচ্ছিল বারের লম্বা কাঠের টেবিলের উপর ছোট প্লাস্টিকের বোলে রাখা প্রিটজেল। তারপর আরো দ্রুত টোকা পড়লো কাঁধে। সে ফিরে তাকালো টুল থেকে। কেউ নেই। অদ্ভুত তো।

হ্যারল্ড কাশির আওয়াজ শুনে নিচে তাকালো। কালো হেলমেট পরা কিছু একটা তার দিকে তাকিয়ে আছে। ঢোক গিলে চোখ পিটপিট করে আবার তাকাতেই হ্যারল্ড ডাঃ গারবারকে চিনতে পারলো টুলের ওপর বসা থাকায় এত উপর থেকে তার নাভি পর্যন্ত পৌছেছে ডাঃ গারবারের মাথা।

তিনি হেসে ফেললেন। মনে হলো হ্যারল্ডকে দেখতে পেয়ে সত্যিকারের খুশি হয়েছেন এমনভাবে বলে উঠলেন, "হ্যারল্ড!"

যদিও কথা বলতে মন চাইছে না, তবুও হ্যারল্ড উত্তর দিল, "হাই!" তারপর নিজের গ্লাসের সামনে থেকে আধা ইঞ্চি মতো বাঁকা হয়ে পিছনে ফিরলো।

"বন্ধু কোথায়? সারাহ্?"

"চলে গেছে। তাকে একটা কাজে যেতে হয়েছে," মিথ্যে বলার জন্য তাকে ভালো অজুহাত দাঁড় করাতে হলো। এছাড়া সে তেমন মিথ্যে বলতে পারেও না।

ড. গারবার অবাক হয়ে তাকালেন। বেশ আমুদে আর সহানুভূতির সুরে বলে উঠলেন তিনি, "ঝগড়া করেছ ভালোবাসার মানুষের সাথে?"

"না, ঠিক তা নয়।"

কাছাকাছি একটা টুলের উপর লাফ দিয়ে চড়ে বসে ড. গারবার বললেন, "আমি নিশ্চিত, আবার ঠিক হয়ে যাবে। আমি তোমাদের দু'জনকে দেখেছি। সুন্দর জোড়ি।"

হ্যারল্ড চাইছে না ড. তার সাথে বসে পান করুক।

শুধু মাথা নাড়া ছাড়া হ্যারল্ড আর কোন উত্তর দিল না। নিজের বারবুনে চুমুক

দিল। ড. গারবার নিজের গ্লাসে চুমুক দিলেন। বেশ স্বচ্ছ আর ঔষধের মতো। মনে হয় কার্বোনেটেড। জিন হবে হয়তো। হ্যারল্ড বুঝতে পারলো ড. এত সহজে যাবে না। আর হ্যারল্ডও ঠিক করলো কথা বলার বিষয় বদল করে ফেলবে যাতে সারাহ্‌র প্রসঙ্গ না ওঠে।

"চিঠিগুলোর ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা যা খুঁজছিলাম তা পেয়েছি।"

"ভয়াবহ খবর! তোমরা কোনান ডয়েলের হারানো ডায়েরি পেয়েছ? কেল যা খুঁজছিল?"

"ঠিক...তা নয়," হ্যারল্ডের মনে হলো কথা না বলতে চেয়েও আরো বেশি বলতে হচ্ছে। তাই সত্য বলে ফেলাই ভালো। "ডায়েরিটা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। স্ট্রোকার ১৯০০ সালে এটা করেছেন। নিজের একটি চিঠিতে কোনান ডয়েলকে একথা বলেছেন তিনি।"

"হুমম। এই বিষয়েই তাহলে তিনি দেখা করতে চেয়েছিলেন?"

"দেখা করতে চেয়েছিলেন?"

"হ্যা। স্ট্রোকার দেখা করার চেষ্টা করেছিলেন। আমি সবসময় এটা নিয়ে ভেবেছি। স্ট্রোকারের ব্যবসায়িক সেক্রেটারির কাছ থেকে পাওয়া লাইসিয়ামের নোটটি পেয়েছ? সেই ভদ্রমহিলাও কোনান ডয়েলকে চাপ দিয়েছিল দুজনের মিটিং করার ব্যাপারে। বেশ কিছু মাস ধরে ব্যবসায়িক বিষয় নিয়ে ভান করেছিল। যাতে তারা দেখা করেন।"

হ্যারল্ড অবাক হয়ে গেল। সে স্ট্রোকারের ব্যবসায়িক সেক্রেটারি আর কোনান ডয়েলের মাঝে এমন কোন নোট পায় নি। তাই জানতে চাইলো, "এসব চিঠিও কি আছে লাইব্রেরিতে?"

"ওহ্, আমার মনে হয় না। তুমিই এখন জানতে চাইলে। ওগুলো তো স্ট্রোকারের ব্যক্তিগত চিঠি নয়। তাই ভিন্ন জায়গায় রাখা আছে। আমার ঠিক স্মরণ নেই কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেগুলো আছে কিন্তু সেগুলো আছে হয়তো কোথাও, স্ট্রোকারের ছোট্ট কোন সংগ্রহশালায়। মনে হয় অস্টিনে। সেগুলো তো আসলে স্ট্রোকারের সেক্রেটারির কাছ থেকে কোনান ডয়েলের সেক্রেটারি পেয়েছিল, তাই কেউ ততটা আগ্রহ দেখায় নি। বেশির ভাগই নাটক থেকে কোনান ডয়েলের লাভ প্রসঙ্গে। ভালো ভালো আসন কোনান ডয়েলের বন্ধুদের জন্য সংরক্ষিত রাখা প্রসঙ্গে কিন্তু স্মরণশক্তি ঠিক থাকলে বোধহয় এরকমটাও দেখেছি, সমস্ত শীত আর বসন্ত জুড়ে দু'জনের ভেতরের মিটিঙের জন্য চেষ্টা চালানো হয়েছিল।"

"একটি মিটিং?"

"হ্যা।"

এই মুহূর্তে হ্যারল্ড তার ভেতরে যাওয়া সব বারবুনের কার্যকারীতা টের পেল। এই কয়েকদিনের মধ্যে এই প্রথম সে যুদ্ধ করতে লাগলো এর বিরুদ্ধে। এই তরল গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় তার বোধবুদ্ধিকে ভোঁতা করে দিয়েছে কিন্তু এখন তাকে অনেক কিছু পরিস্কার করে ভাবতে হবে আবার। আস্তে আস্তে ঠোঁট নেড়ে জানতে চাইলো সে, "কোথায়?" ভয় পেল ডক্টর তাকে কি উত্তর দেবে ভেবে। "কোথায় স্ট্রোকার দেখা করতে চেয়েছিল?"

"হ্যা, প্রতিটা চিঠিতে আমি পড়েছি স্ট্রোকার প্রতিবার কোনান ডয়েলের বাসায় তার স্টাডিতে আসতে চেয়েছিলেন। তখন এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় নি।"

"কিন্তু ...ওহ্ ঈশ্বর! মনে করতে চেষ্টা করুন! কোনান ডয়েল আর স্ট্রোকারের সেক্রেটারির মাঝে, স্ট্রোকারের সেক্রেটারি কি কোন জায়গার উল্লেখ করেছিল দুজনের মিটিঙের জন্য? যেমন, কোনান ডয়েলের স্টাডি?"

ড. গারবার মুখ ভার করে ফেললেন। হঠাৎ করে হ্যারল্ডের কথায় অবাক হয়ে গেলেন তিনি। "আমি ঠিক নিশ্চিত নই।" নিজের ককটেলে এক চুমুক দিয়ে হ্যারল্ডের সিরিয়াস ভাবকে হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিতে চেয়ে বললেন, "এর কোন মূল্য আছে?"

"চিঠি থেকে আমরা জানতে পেরেছি কোনান ডয়েল ডায়েরি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি সবসময় স্টাডিতে বসেই লেখালেখি করতেন আর যেসব ভলিউম পাওয়া গেছে তাতে লেখা আছে স্টাডিতেই রাখতেন ডায়েরিগুলো। আমরা এও জানি ডায়েরি হারানোর ক্ষেত্রে স্ট্রোকারে হাত রয়েছে। না হয় কোনান ডয়েল এতটা নিশ্চিত হলেন কিভাবে স্ট্রোকার এটা নিয়েছেন, কিন্তু কোনান ডয়েল স্ট্রোকার বলার আগ পর্যন্ত জানতে পারেন নি এটা ধ্বংস হয়েছে, পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তাই বলা যায় কোনান ডয়েল তৎক্ষণাত স্টাডিতে কোন আগুন দেখেন নি। স্ট্রোকার নিশ্চয় স্টাডিতে একাই ছিলেন কিন্তু যদি এমন হয় যে তিনি ডায়েরি আদৌ পোড়ান নি?"

"কেন তিনি পোড়াবেন না, যদি তিনি এটা নষ্ট করতে চান?" ড. জানতে চাইলেন।

"আমি জানি না। হতে পারে তার হাতে পর্যাপ্ত সময় ছিল না। হতে পারে কোনান ডয়েল আবার সেই রুমে ফিরে এসেছিলেন। কিছু একটা তাকে বাধা দিয়েছে।"

"যদি সে এটা না-ই পুড়িয়ে থাকে, তাহলে কি করেছে?"

"লুকিয়ে ফেলেছেন। কোনান ডয়েলের নিজের স্টাডিতেই লুকিয়ে ফেলেছেন।"

"চিঠিগুলো! এ কারণে স্ট্রোকার ব্যক্তিগতভাবে কোনান ডয়েলের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন যাতে তিনি আবার স্টাডিতে ফিরে যেতে পারেন।"

ড. গারবার আর্তনাদ করে বলে উঠলেন। তার চোখমুখ কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সারাহ্‌র থেকে বেশি দ্রুত তিনি তার ভূমিকা পালন করছেন। এটা নিশ্চিত।

"হ্যা।" হ্যারল্ড চমৎকৃত হয়ে গেল ডক্টরের যুক্তি শুনে। "সেক্রেটারি লেবেলের চিঠিগুলো কি কোনান ডয়েলের বাসার কথাই বলেছে?"

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে ড. উত্তর দিলেন, "আমি জানি না। এরকম হবার সম্ভাবনাই বেশি কিন্তু আমি মনে করতে পারছি না।"

হ্যারল্ডের শরীর জুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো। চামড়ার নিচে প্রতিটি ইঞ্চি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো তার। সে কি স্বপ্ন দেখছে? নিজের সাথে কি প্রতারণা করছে যে, রহস্যটা এখনও শেষ হয় নি? আরো কাজ বাকি আছে? সে বুঝতে পারলো এর কোন মূল্য নেই। এই সূত্র সত্যি হোক বা শত বছরের পুরাতন কোন সাধারণ ছোঁড়া খোড়া ব্যবসায়িক নোটই হোক না কেন, তাকে আরো খুঁজে দেখতে হবে।

বাকি বারবুনটুকু এক চুমুকে শেষ করে নিল হ্যারল্ড; মনে হচ্ছে আরো খুঁজে দেখতে হবে কিন্তু কোথায় যাবে? যদি স্ট্রোকার কোনান ডয়েলের নিজের স্টাডিতে একশো বছর আগে এটা লুকিয়েও থাকেন কিভাবে খুঁজে পাবে? কোথায় খুঁজবে?

হ্যারল্ড উঠে দাঁড়িয়ে কোট পরে নিল। হাসি গিয়ে ঠেকলো এ কান থেকে ওকান পর্যন্ত। "আমার মনে হয় প্রথমে কোনান ডয়েলের স্টাডিরুমটা দেখা দরকার।"

অধ্যায় ৩৯

প্রিন্টার

"আমার মনে হয় না শার্লোককে নিয়ে আপনার ভয় পাবার কিছু আছে। আমি কোন ব্যর্থ শক্তি নিয়ে চিন্তিত নই আর আমার কাজ পুরাতনদের চেয়ে কোন অংশে কম বিবেকবোধ সম্পন্ন নয় যে এটা খুঁজে পাবেন। শার্লোক হোম্‌স কখনো মারাই যায় নি;বরঞ্চ বড় বেশি জীবন্ত।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, তার মা মেরি ডয়েলকে লেখা চিঠি,এপ্রিল, ১৯০৩

ডিসেম্বর ০৩, ১৯০০

শনিবার ব্রামের হাউস থেকে যে যুক্তিটি আর্থারকে স্ট্র্যান্ডের পাশে 'স্টিগলার অ্যান্ড সনস' প্রিন্টিং হাউসের সামনে এনে দাঁড় করালো তা বেশ স্বাভাবিক। এমনকি প্রিন্টিং হাউজের সামনে দাঁড়িয়ে আর্থার সত্যিকারের অবাক হয়ে গেলেন যে এতটুকু আসতে তার এতদিন লেগে গেল।

এটা সত, তদন্তের ক্ষেত্রে তিনি অনেক ঘুরপথ অতিক্রম করেছেন। ব্রামের স্টাডি থেকে বের হবার পর আর্থার যখন কেসের কাজ পুণরায় শুরু করার চিন্তা করলেন তখন প্রথম দিকে বেশ অনিশ্চয়তা আর নিজের অনুমান শক্তির উপর সন্দেহগ্রস্ত ছিলেন। এখন তিনি জানেন এমিলি ডেভিসনের হত্যাকারীকে তিনি খুঁজে বের করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এটাকে কিভাবে সমাধা করতে চান?

প্রথমেই তিনি সমস্ত ব্যাপার নিয়ে আবার আগাগোড়া ভাবলেন, যেমন : একজন ভদ্রলোক, লম্বা হিসেবেই তার বর্ণনা পেয়েছেন সব জায়গায়, কালো লম্বা ক্লোক পরণে ছিল, উঁচু গলার স্বর। প্রথমে প্রস্তাব দিয়ে বিয়ে করেছে, তারপর হত্যা করেছে মরিগ্যানদের দুই সদস্য স্যালি নিডলিং আর রহস্যময় অ্যানাকে। দুটি বিয়েই হয়েছে গোপনে আর এক মাসের ব্যবধানে সংঘটিত হয়েছে দুটো অপরাধ। যে কারো মনে হবে আর আর্থার নিজেও নিশ্চিত, গোপন বিয়ের ব্যাপারগুলো নিশ্চয় মেয়েরা নিজেদের কাছ থেকেও লুকিয়ে ছিল। তারপর কিছু মাস পর এই লোকটি এমিলি ডেভিসনের বাসায় ঢুকে তাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করে হত্যা করে।

আর্থার ভাবলেন এই ব্যাপারটি অদ্ভুত। অন্য অপরাধগুলোর সাথে মিল নেই। প্রথমে কি এমিলি ডেভিসনকেও বিয়েও চেষ্টা করেছিল। আর্থার কল্পনা করতে

পারলেন না এই মানুষটির মোহে এমিলিও পড়েছিল। তাহলে লোকটা কে? আর্থার একদিন সারা সকাল বেলা মিলিসেন্ট ফসেটকে নিয়ে জ্যানেটের অভিযোগ সম্পর্কে চিন্তা করলেন। তারপর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে এটা হতে পারে না। প্রথমত এখানে দায়ি একজন স্বামী; যে তার নববিবাহিতা স্ত্রীদেরকে হত্যা করেছে। হ্যা, হতে পারে ফসেট কাউকে নিযুক্ত করেছিল এ কাজে কিন্তু আর্থার যদি ভাবেও ফসেট এরকম খুনখারাবি করাতে পারে–যদিও ভোটধিকারবাদীদের সম্মেলনে দেয়া ফসেটের ভাষণের পর আর্থার এমনটা ভাবতে পারছেন না–তারপরও ফসেট কি এতটা চরম পন্থা অবলম্বন করতে পারে?

আর্থারের কাছে লোকটির কিছু পরিচয় চিহ্ন আছে; যদি আদৌ তা সত্যি হয় কিন্তু তিনি ভেবে দেখেছেন সূত্র বা প্রমাণ নয়, যুক্তি দিয়ে লোকটির কাছে পৌঁছাতে হবে।

হত্যাকারী এই তিনজন মেয়েকে চেনে। তার মানে সে তাদের গোপন দল সম্পর্কেও জানে। দুটি ঘটনা হয়তো সময় বিশেষে কাকতালীয় হতে পারে কিন্তু তিনটি নয়। আবার এমনো হতে পারে দলকে অতটা ভালো চিনতো না কিন্তু মেয়েরা কি তাদের গোপন কথা গোপন রাখতে পেরেছিল লোকটির কাছ থেকে। লোকটি তাদের বন্ধু ছিল না ঠিকই কিন্তু তাদের যোগাযোগ তো ছিল।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা বিষয়টি নিয়ে ভাবার পর উত্তরটি আপনা থেকেই আর্থারের কাছে ধরা পড়লো। তিনি তার তদন্তের মাঝে এক টুকরো স্মৃতি কথা খুঁজে পেলেন–সস্তা কাগজের উপর ছাপা ইশতেহার, তিন মাথাওয়ালা কাক।

প্রিন্টিং হাউজের সামনে এসেও অনুভব করলেন কাগজটি এখনো তার পকেটে আছে। সত্যি কথা বলতে এটি ষষ্ঠ প্রেস। আজকের দিনে আর্থার আরো পাঁচটি প্রেস ঘুরে এসেছেন কিন্তু দরজা খুলে কোলাহলপূর্ণ দোকানটিতে প্রবেশের সাথে সাথে আর্থার বুঝতে পারলেন তিনি যা খুঁজছিলেন তা পেয়ে গেছেন। বড় বড় প্রেস মেশিন, যন্ত্রের মতো শিটের পর শিট বই, পোস্টার, ইশতেহার ছেঁপে চলেছে। বিশাল এই যন্ত্রগুলো দেখে আর্থারের মনে পড়ে গেল ব্লেকের *Dark Satanic Mills*-এর কথা। এভাবে লিখিত শব্দে তথ্য পাওয়ার কাজ চলতে দেখা বেশ মজার কিন্তু সমান কাগজের উপর মেশিনের ছাঁপ পড়ার মাঝে কেমন নির্দয় একটা ব্যাপার আছে। মনে পড়ে গেল এমিলির শরীরে একের পর এক মার এসে তাকে মেঝেতে ফেলে দিচ্ছে।

কিন্তু দোকানীর সাথে দেখা হবার আগ পর্যন্ত আর্থার পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত হতে পারলেন না। একটি ছেলে, বয়স বিশের বেশি হবে না, একটা মেশিনের পেছন থেকে বের হয়ে আর্থারের দিকে তাকালো। পুরুষের মাঝে এত সুদর্শন চেহারা আর্থার আর কখনো দেখেন নি। ছোট ছোট চুল ভ্রুর উপর এসে পড়েছে। নীল চোখ আর ছোট্ট বাঁকানো নাক। এমনকি আর্থার পুরুষদের চেহারা সম্পর্কে কোন বিশেষজ্ঞ

না হওয়া সত্ত্বেও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ছেলেটি সম্ভাষণের ভঙ্গিতে হাত তুলতেই দেখতে পেলেন হাতে নীল কালিওয়ালা গ্লাভস। শার্টের এখানে ওখানে দাগ আর কাছাকাছি হবার পর আর্থার দেখলেন ছেলেটের চিবুকেও বেগুনি দাগ।

নরমস্বরে ছেলেটি জানতে চাইলো, "কোন সাহায্য করতে পারি, স্যার? ক্ষমা করবেন। আপনার সাথে হ্যান্ডশেখ করতাম কিন্তু আপনার শার্ট নষ্ট হয়ে যাবে তাতে।"

আর্থার মুগ্ধ হয়ে গেলেন। আর একই সাথে নিজের মুগ্ধতা দেখে ভয়ও পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন আরো সাবধানে এগোতে হবে। ছেলেটির নোংরা হাত দেখে আর্থার নিজের কোটের পকেট থেকে ফ্লায়ার বের করলেন।

তারপর বললেন, "শুভ সন্ধ্যা। পরে কোন এক সময়ে ভালোভাবে হ্যান্ডশেক করা যাবে। আমি এখানে এসেছি এই কাগজটির প্রিন্টারকে খুঁজে বের করতে। এখানেই হয়তো প্রিন্ট হয়েছে এটি। সম্ভবত কয়েক মাস আগে," বলে আর্থার বন্ধুত্বসুলভভাবে হাসলেন।

আর্থার আলোর নিচে তিন মাথাওয়ালা কাকের ছবি রাখলেন। কোন রকম অনুভূতিশূন্যভাবেই ছবিটা দেখলো সেই ছেলে। যদি সে চিনতেও পারে সেরকম ভাব প্রকাশ করলো না।

"এটা কি?" জানতে চাইলো সে।

"আমি যদি জানতাম তাহলে তো ভালই হতো," আর্থার জানালে।

"তাহলে আপনি কেন এটা নিয়ে খোঁজখবর করছেন?"

আর্থার থেমে গেলেন। হ্যা। ছেলেটি বোকার অভিনয় করছে কিন্তু ভাল পারছে না। আর্থার পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করে নিলেন কিন্তু বুঝতে পারলেন গোয়েন্দার মত হলে হবে না। ইয়ার্ডের কোন লোকের সহানুভূতির সুরে কথা বলে আগাতে হবে।

"আমার দোকানের আশেপাশে কিছু দুষ্ট মেয়েরা এগুলো ফেলে গেছে। ইস্ট-এন্ডের শেষের দিকে আমার একটি কসাইখানা আছে। আমি জানালায় কিছু কাগজ লাগিয়ে রেখেছিলাম, তারা এগুলোকে ভালভাবে নেয় নি। তাই এখন আমি যেদিকেই তাকাই দেখি আমার জায়গায় এসব কাগজগুলো ছড়ানো। তারা এমনকি আমার ফ্ল্যাট খুঁজে নিয়ে সেখানেও এরকম কিছু কাগজ ফেলে গেছে। এটা ভয়ের ব্যাপার, তাই না? আমি চাই এ ধূর্তগুলোর শাস্তি হোক।" শেষের কথাগুলো বলার সময় আর্থারের মুখ তিক্ততায় ভরে গেল কিন্তু এই ছেলেটির তেজ সম্পর্কে তিনি জানেন আর সেখানেই তিনি খোঁচা মারতে চান। সন্ধ্যার আগেই হয়তো তাদের ভাব হয়ে যাবে।

ছেলেটি হেসে হাতের গ্লাভস খুলে ফেলে একটা প্রিন্টিং মেশিনের উপর সেগুলোকে রেখে হ্যান্ডেশেকের জন্য পরিস্কার হাত বের করলো। "আমার নাম

ববি। ববি স্টিগলার। এটা আমার বাবার দোকান। আমি তাকে সাহায্য করি।"

আর্থারও ববি স্টিগলারের সাথে হাত মেলালেন। বললেন, "এন্ড্রু। এন্ড্রু গ্রিনলিফ, তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।"

"আপনি এই মেয়েগুলোকে চেনেন তাহলে?"

"আরে না," আর্থার ববির হাত ছেড়ে দিয়ে খেলাচ্ছলে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন। "আমার মনে হয় তুমি তাদের সম্পর্কে আরেকটু বেশিই জানো, তাই না?"

ববি মাথা নিচু করে ফেলল। "আমি যদি বলি আমি ঐ কাগজগুলোকে প্রিন্ট করেছি, মেয়েগুলোর সংস্থা সম্পর্কে দু'একটা কথা জানি তাহলে কি ব্যাপারটাকে আমার বিরুদ্ধে নেবেন, স্যার?"

"না, নেবো না। যদি বলো তারা কারা তাহলে কোন সমস্যা হবে না।"

"সত্যি বলছি, হতচ্ছাড়ার দল। এই মেয়েগুলো একটি দলের সদস্য। আপনি ভাবতে পারেন তারা চিৎকার করছে নারীদের ভোটাধিকারের জন্য?"

"হ্যা, আমি জানি। তারা আমাকে এটুকু বলেছে। তুমি চিন্তা করতে পারো ব্যাপারটা?"

ববি স্টিগলার জানালো, "এটা করলে তো বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতন হবে।"

আর্থার ছেলেটির কাঁধে আদরসুলভ চাপড় মারলেন। "অবশেষে একটি পুরুষ খুঁজে পেলাম যে যুক্তি বোঝে। আমি ভয় পাচ্ছি তাদের দাবিটি বেশ দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।"

"এরজন্যই এ ব্যাপারে কিছু করা দরকার," ববি বললো।

আর্থার শূন্য চোখে ছেলেটির দিকে তাকালেন। এখন সময় এসেছে থলের বেড়াল বের হবার। "আর তুমি? তুমি কি এ ব্যাপারে কিছু করবে?"

ছেলেটি লম্পটের মতো হেসে উঠলো। "শেষ কবে মেয়েগুলো আপনার দোকানের আশেপাশে এসেছিল?" দোকান শব্দটি অদ্ভুতভাবে উচ্চারণ করলো সে। আর্থার নিশ্চিত হতে পারলেন না ছেলেটির মাথায় কি ঘুরপাক খাচ্ছে।

"আমার যতদূরে মনে পড়ছে বেশ আগে এসেছিল। এর সাথে তোমার কোন সম্পর্ক আছে কি?"

"আমি জানি না, আপনি কি বোঝাতে চাইছেন, স্যার।" ছেলেটি থেমে গেল। মনে হলো আর্থারের মুখ থেকে কিছু শুনতে চায়।

"তুমি যদি এই মেয়েগুলোর সম্পর্কে কিছু করতে চাও, আমি হয়তো সাহায্য করতে পারি।"

"আপনি কি বলবেন আপনার দোকানটা কিসের?"

"যেমনটা আমি বলেছি। সাধারণ একটা কসাইখানা।"

ছেলেটি আর্থারের কাঁধে চাপড় মেরে উঠলো কিন্তু এটি ছিল বেশ শক্ত আর তীক্ষ্ণ। তার হাতে বেশ শক্তি। তারপর বলে উঠলো, "ওহ্! এসব বন্ধ করুন। আমি বেশ ভালো করেই জানি আপনি কে। আপনি বলেছেন এন্ড্রু, থাকেন ইস্ট-এন্ডে? সত্যি কথা বলুন, স্যার। কখনো ভাবি নি বিখ্যাত আর্থার কোনান ডয়েল আমার দোকানে আসবে আর আমি তার সাথে কথা বলবো।"

আর্থার সাদা হয়ে গেলেন। তিনি যে লন্ডনের খুনিদের কাছে এতটা পরিচিত তা ভাবেনও নি। তারপর আস্তে করে বলে উঠলেন "তুমি একটা ভুল করেছ, বাছা।"

ববি স্টিগলার কিছুই শুনলো বলে মনে হলো না। "ঠিক আছে, ডাঃ ডয়েল। আপনি আমার লেভেলে এসে ভাবুন। আপনি জানেন না আপনার কাছ থেকে কতটা উৎসাহ পাই। নারী ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে আপনার বক্তব্য তুলনাহীন আর আপনার গল্প! সেগুলো তো একটা মানুষকে শেখায় এ পৃথিবীতে তার জায়গা কোথায়, তাই না? শার্লোক হোম্‌সের কোন প্রয়োজন নেই নারীদের এসব মিউমিউ শোনার।"

প্রথমবারের মতো আর্থার সত্যিকারের লজ্জা বোধ করলেন। তার গল্প থেকে সত্যিই কি মানুষ এসব শেখে? এটাই কি তারা বলে?

"প্লিজ, বসুন স্যার। আমরা অনেক কিছু আলোচনা করবো। দেখুন আমি আর আপনি একই পথের পথিক। আমার ধারণা আমরা একে অন্যকে অনেক সাহায্য করতে পারবো।"

অধ্যায় ৪০

পুরাতন শতাব্দীগুলো

"যদি তুমি ঘটনাটা খুঁজে পাও, সম্ভবত অন্যরা তাহলে ব্যাখ্যাটা খুঁজে পাবে।"
-স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য প্রবলেম অব থর ব্রিজ*

জানুয়ারি ১৬, ২০১০

প্রথমবারের মতো লম্বা লম্বা বিশাল পাইনের নিচে দিয়ে ক্যাব থেকে হ্যারল্ড *আন্ডারশ* দেখতে পেলো। বেশির ভাগ জানালাই ভাঙা। ক্ষয়ে যাওয়া পেন থেকে এমনি গ্লাস ঝুলছে কোন প্রাণীর চোয়ালের মতো। আর কতগুলোতে সস্তা পঁচা কাঠ ঝুলছে। সামনের জায়গায় ঘাস বড় বড় হয়ে আছে যত্ন ছাড়াই।

হ্যারল্ড যদিও নিজ চোখে কখনো *আন্ডারশ* দেখে নি, কিন্তু এর ছবি দেখেছে। কল্পনা করতে চাইলো তখন এটি কেমন দেখাতো, যখন এখানে কোনান ডয়েল বাস করতেন। এই ধূসর দেয়ালগুলোর পিছনেই হোমস সমগ্রের পুরো দ্বিতীয় অংশ লেখা হয়েছিল। হ্যারল্ডের ক্যাব যে নোংরা দোকান পার হয়ে ড্রাইভওয়েতে এসেছে তার থেকে হয়তো একশো ফিটও হবে না, এতটুকু দূরত্বে হোম্সের পুণরাগমন হয়েছিল বিখ্যাত নিরুদ্দেশ যাত্রার পর। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো সে হয়তো আর কিছু দিন অথবা কিছু মুহূর্ত দূ রই আছে, তারপরই জানতে পারবে কেন। কে জানে তার আগে কত শত বিদ্বান এসে এখানে ঘুরে খালি হাতে চলে গেছে? হ্যারল্ড তাদের মতো নয়। তার কাছে বেশ ভয়ংকর লাগলো; মনে হলো এই প্রথমবারের মতো এই বাড়িতে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। হ্যারল্ড অনুভব করলো সে এই জায়গার গোপন কথাটি ধারণ করার যোগ্য।

সদর দরজার সিঁড়ির উপর এক বয়স্ক মহিলা বসে আছে। সেখানে কোন দরজা নেই, কিছু কাঠ শুধু একত্রে জোড়া লাগানো। মহিলা কুঁজো হয়ে আছে। পেছনে চুল বাঁধা, একটি ভারি কালো কোট এমনভাবে গায়ে দিয়ে আছে মনে হলো গত ছয় দশকের পুরাতন। কোলের উপর রাখা মোটা একটি ছবির অ্যালবামের উপর চোখ-বড় বড় হাড়, ভারি গাল আর গোলাপী রঙের মহিলা; নাম পেনেলোপি হিগিনস। তার মা ছিল কোনান ডয়েলের গৃহপরিচারিকা। পেনেলোপি তার সারা

জীবন ধরে এখানে বাস করছে। কোনান ডয়েল পরিবার এক জেনারেশন আগে এ বাড়ি বিক্রি করে দেয়। প্রায় এক শতাব্দী ধরেই এটি ছোট্ট হোটেল হিসেবে চলছে। এখন এটি পরিত্যাক্ত আর ডেভেলপাররা বিভিন্ন সংরক্ষণবাদী সংস্থার সাথে যুদ্ধ করছে এর ভবিষ্যৎ নিয়ে। এই যুদ্ধ চলছে কিন্তু *আন্ডারশ* আর ঠিকঠাক করা হয় না। পেনেলোপি কাছেই থাকেন, এই যুদ্ধের অন্যতম প্রধান যোদ্ধা তিনি। তার কাছে ছবি, প্ল্যানস আর *আন্ডারশর* ইতিহাসের বেশ বড় একটি সংগ্রহ আছে। তার কোলের উপর রাখা এসব কাগজপত্র জানুয়ারি মাসের বাতাসে উড়ছে। এগুলো দেখার জন্যই হ্যারল্ড এখানে এসেছে।

একদিন আগে যখন হ্যারল্ড তাকে ফোন করেছিল, তখন তার শার্লোকিয়ান পরিচিতি, এলেক্স কেলের সাথে সম্পর্কের কথা পেনেলোপিকে বলেছে। কেলকে পেনেলোপি বেশ ভালোভাবে চেনে। হ্যারল্ড এমনকি জেফরি অ্যাঙ্গেলসকে ফোন করেও কিছু কথা বলেছে। জেফরি অবাক হয়ে গেলেও হ্যারল্ডের জরুরি অবস্থা বুঝতে পেরে পেনেলোপি হিগিনসকে ফোন করে অনুরোধ করেছে হ্যারল্ডকে সহায়তা করার। হ্যারল্ডের একবার মনে হয়েছিল জেফরিকে গত দু'সপ্তাহের কথা খুলে বলে কিন্তু তারপর আবার ভাবলো থাক, সময় এলেই দেখা যাবে। সে আবার তার নিজস্ব রাস্তায় ফিরে এসেছে আর এটাই এখন জরুরি। তাই হ্যারল্ড না বললেও জেফরি বুঝতে পারে। কিছু প্রশ্ন না করেই হ্যারল্ডকে সাহায্য করে সে।

কাছাকাছি যেতেই পেনেলোপি হ্যারল্ডকে আগাগোড়া একবার দেখে নিল। তারপর নিজেদের শার্লোকিয়ান মতাদর্শ নিয়ে কথা বললো দু'জনে। হ্যারল্ড জানালো ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এর আগে কোনদিন এখানে আসা হয় নি। উভয়েই বুঝতে পারলো সংক্ষিপ্ত এই বাক্যলাপ প্রয়োজন ছিল, তা যতটাই সারহীন হোক না কেন। মিস হিগিনসের যথেষ্ট সন্দেহ হলেও সরাসরি হ্যারল্ডকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। শার্লোকিয়ান বিদ্যার উপর হ্যারল্ডের এত বেশি পাণ্ডিত্য দেখে হিগিনস তার নিজের সংগ্রহশালা দেখাতে আপত্তি করলেন না কিন্তু হ্যারল্ড বুঝতে পারলো পেনেলোপি কেলের অদ্ভুত মৃত্যুর কথা জানেন আর এর সাথে হ্যারল্ডের আসার কারণটাও নিশ্চিত এক করেছেন।

গত রাতে তাকে যা বলেছে এখন আবার তাই বললো হ্যারল্ড সে কেলের কাজ শেষ করতে চায়, কারণ তারা বন্ধু ছিল আর তাই নিজের চোখে *আন্ডারশ* দেখতে চায়; তাছাড়া কেলও এখানে এসেছিল। তারা উভয়েই জানে এটি বেশ দূর্বল অজুহাত।

হিগিনস্ ভদ্রভাবে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হ্যারল্ড বুঝতে পারলো, এই মহিলা তাকে আদৌ বিশ্বাস করেন নি। তারপরও হ্যারল্ডকে জিজ্ঞেস করলেন, "ঘরগুলো ঘুরে দেখতে চান?"

"পারবো দেখতে? সব মনে হচ্ছে ভর্তি।"

"ইঁদুর আর কবুতরে ভর্তি হয়ে আছে। তারা যেতে পারলে আমরা কেন পারবো না?"

খালি একটা জানালা দিয়ে তারা ঘরের ভেতর প্রবেশ করলো। হ্যারল্ডের মনে হলো সে একটা চোর। যদিও চুরি করার মতো কিছু নেই এখানে। মূল্যবান সবকিছুই সরিয়ে ফেলা হয়েছে অনেক আগে। ইতিহাস আর পোকামাকড় ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই।

হ্যারল্ডের কল্পনার চেয়েও বাড়িটি ছোট। হলওয়ে বেশ সংকীর্ণ। জানালা দিয়ে যদিও আলো আসছে তারপরও ছোট দেখাচ্ছে। নোংরা কাঠের মেঝে আর রঙচটা দেয়ালে জমে আছে নিস্তব্ধতা। হ্যারল্ড আর পেনেলোপির পায়ের আওয়াজ মনে হলো হল জুড়ে টাইপরাইটারের মতো খটখট শব্দ হচ্ছে নীরবতার মাঝে।

মিস হিগিনস জানতে চাইলেন, "আপনি কি নির্দিষ্ট কোন কিছু দেখতে চান?"

"হ্যা। স্টাডিটা।"

ভারি দরজার পেছনে স্টাডিতে গিয়ে মনে হলো উত্তেজনায় হ্যারল্ডের দমবন্ধ হয়ে আসবে। ধন্যবাদ যে হ্যারল্ড পরিণত বয়স্ক। তাই তার ভূত-প্রেত বা স্ট্রোকার যেরকম লিখে গেছেন সেরকম কোন রক্ত চোষার ভয় নেই। তারপরও এই ঘরে হাটতে গিয়ে এই রুমে এসে কার গায়েই বা কাঁটা দিয়ে উঠবে না, সময়ের সবচে বিখ্যাত রহস্যঔপন্যাসিকের অপরিত্যাক্ত দূর্গের মত বাড়িতে এসে? হ্যারল্ড অনুভব করলো কিছু আছে এখানে। প্রাচীন, ভগ্নাবশেষ, মৃত কিছু...

হিগিনসের কাছে হ্যারল্ড জানতে চাইলো, "আমি শুনেছি আপনার কাছে এ বাসার ছবি আছে? এখানে কোনান ডয়েল যখন বাস করতেন তখনকার?"

"হ্যা। আমার কাছে আছে। আপনি নিশ্চয় জানেন ফটোগ্রাফির প্রতি কোনান ডয়েলের বেশ ঝোঁক ছিল। এই পুরো বাড়ির ডকুমেন্টারি নির্মাণ করেছিলেন তিনি। ভিত্তিপ্রস্তর থেকে শুরু করে তার শেষ দিন পর্যন্ত।"

তারপর বেশ তৎপরতার সাথে নিজের বইপত্র ঘেঁটে ছবি বের করে আনলেন তিনি। সাদা-কালো ছবির দিকে তাকিয়ে হ্যারল্ডের মনে হলো শত বছরের পুরাতন কিছুতে ফিরে গেল বুঝি। যদিও বইয়ের শেল্ফে ঝুলো পড়া ভলিউমগুলো নেই। দূরের দেয়ালের ডেস্কটি ছিল তা বহু আগেই চলে গেছে। আরাম কেদারা, বাতি, যে কেসে কোনান ডয়েল রিভলবার রাখতেন কিছুই নেই। নেই, নেই, নেই।

কোনান ডয়েলের ডেস্ক যে জায়গাটায় ছিল হ্যারল্ড গিয়ে সেখানটায় দাঁড়ালো। এখানেই বহু আগে চেয়ার রাখা ছিল। যেখানে গল্প লেখা হতো, দীর্ঘহাতে দ্রুত লিখে চলতেন তিনি। এখানেই শার্লোক হোমসের পুণর্জাগরণ হয়েছিল।

পুরাতন শতাব্দীগুলোর নিজস্ব শক্তি ছিল, যা তুচ্ছ আধুনিকতা ধ্বংস করতে

পারে না। স্ট্রোকার ঠিক বলেছিলেন। এলেক্স কেল ও। এই বাড়িতে জীবন্ত কিছু একটা আছে। আধুনিকতা নয়, এমনকি ইতিহাসের ভয়ংকর থাবাও এখানে যা জন্মেছে তা ধ্বংস করতে পারবে না।

হ্যারল্ড হাত দিয়ে তুলে নিল কল্পিত কলম। কল্পিত কাগজের উপর কল্পিত কলমটি দিয়ে কল্পিত ডেস্কের উপর রেখে লিখে চললো সে।

পেনেলোপি হিগিনস কেশে উঠলেন। কোন শার্লোকিয়ান এখানে আসলে এরকই রকম ব্যবহার করেন।

জিজ্ঞেস করলেন মহিলা, "আপনি কি খুঁজছেন, মিঃ হোয়াইট?" গলার স্বরে ফুটে উঠলো দৃঢ়তা। হিগিনস সত্যিকারের উত্তর চান।

অন্যমনস্কভাবে হ্যারল্ড বলে উঠলো, "ডায়েরি। আমি ডায়েরি খোঁজে এসেছি।"

মিস হিগিনস্ হেসে ফেললেন। "আপনার প্রতি শুভেচ্ছা রইলো তাহলে। কল্পনার একটা কিছুর পেছনে ছুটছেন আপনি। আপনার মতো ডায়েরির খোঁজে ১৯৩০ সাল থেকে কত লোক আসছে যাচ্ছে এ রুমে। আপনার কি মনে হয়? কতবার তারা এর আশেপাশে হেটে গেছে? কতবার তারা মেঝের বোর্ডকে ধাক্কা দিয়ে দেখেছে? দেয়ালে ধাক্কা দিয়ে দেখেছে কোন ফাঁপা অংশ পাওয়া যায় কিনা? বাতি খুলে দেখেছে? এই রুমের উপর দিয়ে কত কিছু বয়ে গেছে। এখন কি? শতবার? হাজার বার? আশি বছরের বেশি হয়ে গেছে শার্লোকিয়ানরা এখানে এসেছে। আমার মনে হয় না আপনার জন্য খুব বেশি কিছু বাকি আছে।"

এখন হ্যারল্ডের হাসার পালা। আর পেনোলোপি হিগিনস কখনো শোনেন নি এতটা জোরে আর এতটা বেশি হেসে ফেললো। সে এখন আছে কোনান ডয়েলের নিজস্ব স্টাডিতে, নিজের বাসায়, আর তার সামনে আছে তার চেষ্টার জন্য উপযুক্ত একটি রহস্য।

"এলিমেন্টারি," নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে হ্যারল্ড বলে উঠলো।

পেনেলোপি হিগিনস্ মাথা নাড়লেন।

"আমি আপনার উপর ছেড়ে দিচ্ছি এটা। ছবি আছে এখানে। শুধু জং ধরা পেরেকের হাত থেকে সাবধান। খোঁচা লাগলে টিটেনাস হতে পারে।"

পেনেলোপি হিগিনস চলে গেলেও দরজা বন্ধ করলেন না। মনে হলো তিনি হ্যারল্ডকে সন্দেহের চোখে দেখছেন।

হ্যারল্ড ভাঙা মেঝের উপরেই বসে পড়লো। চোখ বন্ধ করে কোলের উপর হাত রেখে মনোসংযোগ করার চেষ্টা করলো সে।

এভাবে খোঁজাখুঁজি করে ডায়েরিটি কখনো পাওয়া যাবে না। ভেবে বের করতে হবে। সব সমস্যারই সমাধান আছে, এমনকি এক জেনারেশন খুঁজেও যদি সেটা না পাওয়া যায়।

ডায়েরিটা এখানেই আছে। একশো বছর আগে এখানে লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু কিভাবে? কোথায়? কোন সন্দেহ নেই শার্লোকিয়ানরা, অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞ অনেক পেশাদাররাই এই রুমের প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজে দেখেছে। তারা কোন্ অংশটি খেয়াল করতে ভুলে গেছে? এমন কোন জায়গা যেখানে কোন রকম পরিকল্পনা বা প্রস্তুতি ছাড়াই স্ট্রোকার চামড়ায় বাঁধানো ডায়েরিটি লুকিয়ে ফেলেছিলেন আর এতটাই বুদ্ধিদীপ্ত ছিল যে তা কোনান ডয়েল আর হাজার হাজার সাহিত্যের গোয়েন্দা শত চেষ্টা করেও খুঁজে পায় নি? কোন জায়গাটি ঠাণ্ডা শীতকাল, গ্রীষ্মের দাবদাহ আর উন্মত্ত উত্তরাধিকারদের হাত থেকে অস্পৃশ্য রয়ে গেছে।

হ্যারল্ডের মনে পড়ে গেল *The Purloined Letter*-এর কথা। না, এই ক্ষেত্রে ডায়েরিটি সোজা চোখে দেখা যায় এমন কোন জায়গায় লুকানো হয় নি। এটা তাহলে সহজই হতো। চমকটা কোথায় তাহলে? যদি কোনান ডয়েল নিজে এটা লুকাতেন তাহলে কোথায় লুকাতেন? তারচেয়ে বরং এভাবে ভাবা যায়, কোনান ডয়েল যদি হোম্‌সের জন্য ডায়েরিটি লুকাতেন আর হোম্‌স এখন এই স্টাডিতে দাঁড়িয়ে থাকতো তাহলে কোথায় খুঁজতো সে? যদিও হ্যারল্ড নিশ্চিত ডায়েরিটা এখানেই কোথাও আছে, তাহলে...তাহলে একটা বিষয়ও নিশ্চিত : এখানে একটি চমক আছে। কারণ সবসময়েই ছিল। হ্যারল্ড এ পর্যন্ত যতগুলো রহস্যের উপন্যাস পড়েছে সেখানে শেষে যেসব চমক ছিল সবগুলোর কথা স্মরণ করলো। কিছু ছিল মনোযোগের একটু পরিবর্তন, কিছু ছিল প্লটের বিশাল নাটকীয় কোন পরিবর্তন, যেমন তুমি যা জানতে যা ভেবেছ তার সবই মিথ্যা প্রমাণিত হলো। হ্যারল্ড বুঝতে পারলো এ ঘরে কোন ধরনের চমক সে আশা করবে কিন্তু যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ চমকগুলোর কথা সে পড়েছে তাদের প্রত্যেকের একটি মিল রয়েছে।

পাঠকের অনুমানের উপর ভিত্তি করেই সবচেয়ে ভালো চমকগুলো লেখা হয়েছে। যেটা পাঠকরা ভেবে থাকে যে এটাই সত্যি হবে; কেন হবে না? সেটাই মিথ্যা প্রমাণিত হয়। যেটাতে প্রশ্ন করার কিছু থাকে না, সেটাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়। যেটাকে পরীক্ষা করার কথা মনে হয় নি সেটাকেই পরীক্ষা করতে হয় আর যেখানে পাবার কথা নয় এরকম জায়গাতেই উত্তর পাওয়া যায়।

হ্যারল্ড কি অনুমান করছে? ব্রামস্ট্রোকার লুকিয়েছিলেন ডায়েরিটি যাতে তিনি আবার ফিরে এসে সেটা নষ্ট করতে পারেন। ব্রামস্ট্রোকার এই রুমেই ডায়েরি লুকিয়ে ছিলেন। কেউ আর তা খুঁজে পায় নি। রুমটিকে খালি করা হয়েছে, ধ্বংস করা হয়েছে। হাজারবারের মতো উল্টেপাল্টে দেখা হয়েছে তারপরও ডায়েরি পাওয়া যায় নি। ডায়েরিটি এখানে ছিল। ডায়েরিটি এখানে নেই।

হ্যারল্ড নিঃশ্বাস নেয়া বন্ধ করে দিল। ডায়েরিটা এখানে ছিল। এখানে নেই। আর এটা নগ্নভাবে স্পষ্ট, অস্বস্তিকরভাবেই স্পষ্ট।

হ্যারল্ড তাড়াতাড়ি অ্যালবামের পাতা উল্টে ধূসর ছবিগুলো ভালোভাবে দেখে চললো।

পেনেলোপি হিগিনস এসে জানতে চাইলেন, "এখনো কি ডায়েরিটা খুঁজে পেয়েছেন?"

হ্যারল্ড দরজায় তার দিকে তাকালো। "হ্যা।" যদিও তার কণ্ঠে ঠাট্টা করার মনোভাব ছিল না।

মিস হিগিনস হ্যারল্ডের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। "তাই নাকি। কোথায় এটি তাহলে?"

হ্যারল্ড আবার ছবির দিকে তাকালো। "ডায়েরিটা এখানেই ১৯০০ সালে লুকানো হয়েছিল কিন্তু এটা এখানে নেই আর কোনান ডয়েলের মৃত্যুর পর এখানে ছিল না। সুতরাং ১৯০০ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে কেউ এটা এ রুম থেকে নিয়ে গেছে।"

"তার মানে কেউ চুরি করেছে?"

"না। কেউ নিয়ে গেছে কিন্তু আমার মনে হয় তারা জানতো না কি নিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় কেউ দূর্ঘটনাবশত ডায়েরিটা সরিয়ে ফেলেছে। তাই এখন আমি যা জানতে চাই তা হলো ঐ বছরগুলোতে এ রুম থেকে কি কি সরানো হয়েছে? যথেষ্ট বড়, যথেষ্ট স্পষ্ট আর ফাঁপা কিছু যাতে কেউ দ্রুত এর ভেতরে একটি ডায়েরি লুকিয়ে ফেলতে পারে কিন্তু এর মাঝে খুঁজে দেখার কথা কারো মাথায় আসবে না? এটা ফুলদানী নয়, হতে পারে শূন্য বাতির খোলস?"

"বাতিগুলো সব আমার জানামতে কোনান ডয়েলের কন্যা নিয়ে গেছে। এখানে খুব বেশি ছিলও না। আমার যদি ঠিক মনে থাকে, অল্প কয়েকটিই ছিল। হতে পারে তার সংগ্রহশালায় সাজিয়ে রেখেছে কিন্তু আমার মনে হয় আপনিই প্রথম নন যে কোনান ডয়েলের মেয়ের সংগ্রহশালা খুঁজে দেখতে চান, মিঃ হোয়াইট।"

হ্যারল্ড অ্যালবামের পাতা উল্টে ১৮৯৯ সালের একটি ছোট্ট ছবির দিকে তাকালো। এটি স্টাডিতে রাখা মদ্যপানের টেবিল, কর্নারে পরিস্কার লম্বা কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। সে চোখ পিটপিট করে আরো কাছ থেকে দেখলো। এক লিটারের বোতল থেকে একটু বড়, নিচের দিকে চওড়া আর ফিট দুয়েকের মতো কাঠামো আর বেলুনের মতো পেট। সবই বেশ স্বচ্ছ কাঁচের তৈরি। একম আরো আছে চারপাশে। কিছু আছে উপরের দিকে নজলের মতো আছে।

তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে হ্যারল্ড একই জায়গার আরো কিছু ছবি বের করলো। এটি ১৯০০ সালের তোলা ছবি। অ্যাঙ্গেলটি ভিন্ন আর টেবিলটি দেয়ালের পাশে আরেকটু সরে গেছে...সেই বোতলের মত জিনিসটি আর নেই। একই জায়গায় একই রকম দেখতে জিনিস এসেছে, কিন্তু ছোট। বেশ ছোট।

প্রথম ছবির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো, "এটা কি? বোঝা যাচ্ছে না তো।"

পেনেলোপি অ্যালবামের উপর ঝুঁকে পড়ে নিজের মোটা গ্লাস দিয়ে দেখতে লাগলোন, তারপর চিৎকার করে উঠলেন, "ওহ্! গ্যাসোজিন।"

হ্যারল্ডের মনে পড়লো বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন জায়গায় গ্যাসোজিনের কথা পড়েছে কিন্তু কোথাও দেখেছে ব'লে মনে এলো না। এগুলো কার্বনেটর হিসেবে কাজ করতো। বেশ ব্যয়বহুল ছিল আর শুধুমাত্র ধনীদের বার-এর মাঝেই দেখা যেত।

"এটি বেশ বড়," হ্যারল্ড বলে উঠলো।

"হ্যাঁ, তাই। আমার মনে হয় এটা প্রথম দিককার গ্যাসোজিন। কোনান ডয়েলের কাছে উনিশ শতকের কতগুলো ছিল। তারপর বছরখানেক পরে নতুনগুলো আসার পর পুরাতনগুলো ফেলে দেয়। আমার যতদূর মনে পড়ে এটিও উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন ব্রামস্ট্রোকার। তারা বন্ধু ছিল, জানেন নিশ্চয়ই?"

হ্যারল্ড যেন জমে গেল। "তিনি ফেলে দিয়েছেন, কোথায়?"

"আমার মনে হয় নরকে। কোনান ডয়েল তার মৃত্যুর অনেক আগেই এটা করেছিলেন। ১৯০১? ০২? ০৩ হবে হয়তো।"

হ্যারল্ড ভয় পেল তার এবারকার উত্তরে পেনেলোপি হয়তো হ্যা বলবেন। তাও জানতে চাইলো, "বাইরে ফেলে দিয়েছিল?" এমনও হতে পারে স্ট্রোকার গ্যাসোজিনের চওড়া কাঠামোর ভেতরে এটা রেখে দিয়েছিলেন আর কোনান ডয়েল এক বছর পরে তা ফেলে দিয়েছেন...

মনে করার সর্বোত্তম চেষ্টা করে হিগিনস জানালেন, "আমার মনে হয় তা না।" তারপর মাথা নিচু করে ভেবে নিয়ে বললেন, "আমি আমার বই চেক করে দেখবো। কোনান ডয়েলের সব সম্পত্তির সূচীপত্র আছে আমাদের কাছে। এমনকি তাদের কি হয়েছে তাও লেখা আছে।"

হ্যারল্ড অনুনয় করে উঠলো, "প্লিজ, প্লিজ।"

"আমার মনে হয় আমার গাড়িতে একটা আছে। এই জিনিসটি ভয়ংকর ভারি। দাঁড়ান।" বিরক্তি ভরে মাথা নেড়ে হ্যারল্ডকে একা রেখে হিগিনস চলে গেলেন। হ্যারল্ড বসে বসে আঙুল দিয়ে তাল বাজিয়ে তার আসার অপেক্ষায় রইলো। তারপর লিস্ট ছাড়াই অ্যালবামের পাতা উল্টাতে লাগলো সে। খুব কাছে চলে এসেছে এখন। খুব কাছে। একদম শেষ পর্যন্ত গিয়ে কোনান ডয়েলের পরিবারের সদস্যদের ছবিও দেখতে পেল। কোনান ডয়েলের স্ত্রী, তাদের ছেলেমেয়ে, দ্বিতীয় স্ত্রী। কয়েক পুরুষ ধরে কোনান ডয়েলের পরিবার এখানে বাস করলেও হ্যারল্ড যে সত্যটি আবিষ্কার করতে চলেছে, তা জানতো না।

অ্যালবামের একদম শেষের ছবিটিতে এসে হ্যারল্ড থমকে গেল। এটা বেশ

উজ্জ্বল আর রঙ্গিন, আধুনিক। পরিস্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে মাত্র কয়েক বছর আগেই তোলা হয়েছে ছবিটি। এটা নিশ্চয়ই কোনান ডয়েল পরিবারের গ্রেট গ্র্যান্ড চিলড্রেনরা। এখানে কোন লেবেল নেই কিন্তু হ্যারল্ড কয়েকটি চেহারা চিনতে পারলো। এমনকি সেবাস্টিয়ানকেও দেখতে পেলো, ছবির মধ্য থেকে দাঁত বের করে হাসছে। যদি সেবাস্টিয়ান জানতো হ্যারল্ড এখন কোথায় আছে! হ্যারল্ডও ছবির দিকে তাকিয়ে হাসলো। তার মনে হলো সে তাদের সবাইকে হারিয়ে দিয়েছে।

ছবিতে সেবাস্টিয়ানের পাশেই দাঁড়ানো তরুণীটির উপর এসে হ্যারল্ডের চোখ আটকে গেল। সেবাস্টিয়ান থেকে এক পা ছোট, কোঁকড়ানো বাদামি চুল আর গলার চারপাশে উজ্জ্বল হলুদ রঙের স্কার্ফ জড়ানো। হ্যারল্ডের চোখ বড় বড় হয়ে শরীরের প্রতিটি রোমকূপ দাঁড়িয়ে গেল। মিস হিগিনস এরই মাঝে এক তোড়া কাগজ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন।

"এটা কোনান ডয়েলের প্রথম গ্যাসোজিনের মতো লাগছে। জাদুকরীভাবে এটি এখন লুকার্নের সংগ্রহশালায় আছে।"

হ্যারল্ড কিন্তু তার দিকে তাকালো না। ছবি থেকে সে কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারছে না। সুইজারল্যান্ড সম্পর্কে বিড়বিড় করে কী যেন বলে উঠলো।

তার কাছ থেকে এরকম অন্যমনস্কতা আশা না করে হিগিনস বলে উঠলেন, "হ্যা। সুইজারল্যান্ডের লুকার্নেতে শার্লোক হোম্‌সের সংগ্রহশালা আছে, আপনি নিশ্চয় সেটা জানেন?"

"হ্যা। এটি রাইখেনবাখ ঝরণার নিচে, যেখানে শার্লোক হোম্‌স মারা গিয়েছিল। তারা শার্লোক হোম্‌সের স্টাডির প্রায় প্রতিরূপ বানিয়ে রেখেছে। এটি সে যুগের সব কিছু দিয়ে তৈরি। এমনকি কোনান ডয়েল নিজের কিছু জিনিসও দিয়েছেন। আমি দুঃখিত, ইনি কে?"

মিস হিগিন হ্যারল্ডের কাছে এগিয়ে এলেন। "কার কথা বলছেন?"

"ছবির এই ভদ্রমহিলা।" হ্যারল্ড আঙুল দিয়ে দেখালো। হাত সমানে কাঁপছে। মনে হলো সে সরাসরি একটা ভুতের দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে।

মিস হিগিনস ছবিটি দেখলো। সুন্দরী নারীর উপর আঙুল রেখে জানালেন, "সারাহ্।"

"হ্যা। আমি জানি। কোনান ডয়েলের পারিবারিক ছবিতে সারাহ্ কি করছে?"

মিস হিগিনস হেসে ফেললেন। "আমি মনে করি সে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়েও বেশি কিছু করেছে। এটা সেবাস্টিয়ান কোনান ডয়েলের স্ত্রী সারাহ্।" তারপর হ্যারল্ডের দিকে কৌতুহল ভরে তাকিয়ে বললেন, "সারাহ্ কোনান ডয়েল।"

হ্যারল্ডের মনে হল সে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে। আর সে সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করতে লাগলো যাতে না ভেঙে পড়ে।

অধ্যায় ৪১

এটার মূল্য যা-ই হোক না কেন, "যদি আইন কিছু করতে না পারে, আমাদের নিজেদেরই ঝুঁকি নিতে হবে।"

-স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব উইস্টেরিয়া লজ

ডিসেম্বর ০৪, ১৯০০

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ধূসর পাথরের দিকে আর্থার যত জোরে সম্ভব পাথর ছুঁড়ে মারলেন। তীক্ষ্ণ শব্দ করে পাথরটি ইয়ার্ডের বিল্ডিঙের গায়ে বাধা পেয়ে কাছেই দাঁড়ানো এক কনস্টেবলের পায়ের কাছে গিয়ে পড়ল। পায়ের কাছে পাথরটি দেখে কনস্টেবল এর উৎস খুঁজতে লাগলো। দেখতে পেল আর্থার ভিক্টোরিয়া রাস্তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। কনস্টেবল পাথর নিক্ষেপকারীকে কিছু বলার জন্য মুখ খুলতেই আর্থার অন্যদিকে ফিরে হাটা শুরু করলেন। এ ধরনের দ্রুত হাটা তার রাগ প্রশমনের জন্য ভালো। তাই ওয়েস্ট মিনিস্টার পর্যন্ত হেঁটেই চললেন তিনি, তারপর থামলেন।

কেউ তাকে বিশ্বাস করে নি। কেউ তার কথা শোনে নি। লন্ডনে শার্লোক হোম্‌স ছাড়া অনুমান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আর্থার কোনান ডয়েলের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই কিন্তু তারপরও তার কথায় কারো বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। ইসপেক্টর মিলার, তার সাম্প্রতিক আচরণ দিয়ে আর্থারকে বেশ হতাশ করেছে। যখন আর্থার মিলারের অফিসে গিয়ে জানালেন যে তিনি স্যালি নিডলিং, এমিলি ডেভিসন আর তাদের বন্ধু অ্যানার হত্যাকারীকে খুঁজে পেয়েছেন, তখনও মিলার চুপচাপ বসে রিপোর্ট পড়ছিল, ডেস্কে কলম গোছাচ্ছিল। তারপর বলে, "আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।"

আর্থারকে ধন্যবাদ জানালো নীতি প্রতিষ্ঠায় তার সহযোগীতার জন্য। ইয়ার্ড জানে আর্থার নিশ্চয় উপন্যাস লেখালেখি নিয়ে ভয়ংকর ব্যস্ত। তারপরও লেখালেখির পর এতটা সময় বের করে তিনি বেশ উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। যদি তিনি চান, তাহলে মিলার কমিশনার ব্রাডর্ফোডের কাছ থেকে একটি প্রশংসাপত্র সাইন করিয়ে আর্থারের বাসায় পৌছানোর ব্যবস্থা করতে পারে। মিলার তোষামোদের সুরে বলেই চললো, "আপনার সাহায্যকে আমরা অন্য যে কারো চেয়ে বেশি মূল্য দেই।"

আর্থার চেষ্টা করলেন এসব ফালতু কথা রেখে কেসটির প্রতি মিলারকে আগ্রহী করে তুলতে। তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন তিনি কোন স্তুতি চান না কিন্তু কি খুঁজে

পেয়েছেন তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে চান। আর মি: ববি স্টিগলার, স্টিগলার অ্যান্ড সন্স প্রিন্টিং হাউজের ববি, ইন্সপেক্টরের সবচেয়ে বাজে সেলটিতে থাকার যোগ্য আর তাকে শাস্তি দিতে হবেই।

ইন্সপেক্টর মিলার মাথা নাড়লো। তার মতে, কয়েকদিন আগেই নিউগেট থেকে ঘুরে আসার জন্য এসবের কাছ থেকে দূরে থাকাটাই আর্থারের জন্য ভালো হবে। কেউই আরেকটি ভুল করতে চায় না। কেননা সারাজীবনের অর্জিত সফলতা তুচ্ছ একটি শব্দের কারণেও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আর্থারকে যদি আবারও নিউগেটে যেতে হয় তাহলে ইয়ার্ডে মিলারের নিজস্ব প্রভাবটুকুও নষ্ট হবে। তাই আর্থার যদি বিষয়টিকে আর পাত্তা না দেয় তাহলে কি ভালো হয় না?

আর্থার বার বার বোঝাতে চাইলেন এ কারণে তার নিজের কি হবে বা ইন্সপেক্টরের কি হবে, এই প্রতিষ্ঠান যারা চালাচ্ছে তাদেরই বা কি হবে এসব নিয়ে তিনি চিন্তিত নন। তিনি শুধু জানেন হত্যাকারীকে শাস্তি দেয়াটাই জরুরি। এই মানুষটি তিনজন নারীকে খুন করেছে। নিঃসন্দেহে সে আরো খুন করতে পারে।

হ্যা, আর্থার এটুকু স্বীকার করতে পারেন তার হাতে তেমন মূল্যবান কোন প্রমাণ নেই কিন্তু ছেলেটি নিজ মুখে আর্থারের কাছে সব স্বীকার করেছে। এছাড়াও আর্থার জানেন ছেলেটিকে হয়তে কেউ সে-সব মেয়েদেরকে মারার জন্য ভাড়া করে নি কিন্তু কোন না কোনভাবে সে প্ররোচিত হয়েছে এরকম করার জন্য। আর এটাই যথেষ্ট, তাই না? আর্থার এই হত্যাকারী ছেলের শাস্তি দেবার জন্য তার নিজের জীবন বিপন্ন করতেও রাজি আছে।

তারপরও ইন্সপেক্টর মিলারকে আশ্বস্ত করা গেল না। সে বিশ্বাস করতে চাইলো না এসব। তাই আর্থার বুঝতে পারলেন ইন্সপেক্টর মিলার হত্যাকারীর পরিচয়ের চেয়েও অন্য কিছুতে সন্দেহ করছে।

"আপনি স্যালি নিডলিঙের বাড়িতে গিয়েছিলেন? অন্য মেয়েটির সাথেও আপনার যোগাযোগ হয়েছে? কি যেন নাম? জ্যানেট ফ্রাই? এসব মেয়েদেরকে আপনি এত ভালো চেনেন কিভাবে?" মিলার জানতে চায়।

"আমি জানি না," আর্থার জোর দিয়ে বলেছিলেন।

তিনি আবারো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন কিন্তু ইন্সপেক্টরের প্রশ্নগুলো মানুষটির চিন্তা-ভাবনায় অন্ধকার আর অব্যক্ত কিছুর ইশারা করে–মিলার এমন ভাব করে যেন সে জানে এমিলি ডেভিসনকে কে হত্যা করেছে। আর আর্থার ভয়ের সাথে বুঝতে পারেন, মিলারের ধারণা হত্যাকারী আর কেউ নয় স্বয়ং আর্থার।

শেষ পর্যন্ত আর্থার তাই প্রশ্ন করেন, "আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?"

"কিছু না, ডা: ডয়েল। আমি যেমনটা বলেছি, একবার আপনাকে নিউগেটের

বন্দীত্ব থেকে উদ্ধার করতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি, কিন্তু পুণরায় এটা করতে পারবো বলে আমার মনে হয় না।" এরপর মিলার এমনভাবে সহানুভূতির সাথে মাথা নাড়লো যে দেখে রাগে মাথার চুল দাঁড়িয়ে গেল তার। আর্থার স্পষ্ট বুঝতে পারেন মিলার এই ষড়যন্ত্রে আর্থারের জড়িত থাকা সম্পর্কে নিশ্চিত ভাব পোষণ করছে।

এরপর আর্থার ভয়ংকর হিংস্রভাবে মুখ থেকে থু থু ছিটানোর মতো করে বলেন, "যদি আপনার মনে হয় আমি এমিলি ডেভিসনকে হত্যা করেছি তাহলে আমাকে এই মুহূর্তে বন্দী করুন। আপনার বিচারের খড়গ আমার উপর কিভাবে নেমে আসবে সে-সব নিয়ে আমি কোন পরোয়া করি না। আপনি শুনতে পারছেন আমার কথা?"

ইন্সপেক্টর মিলার থতমত খেয়ে যায়। শান্তভাবে পরিস্থিতি বুঝে একজন কনস্টেবলকে ডেকে বলে সে যেন আর্থারকে দরজা দেখিয়ে দেয়।

আর্থার মাহাক্ষিপ্ত হয়ে রাস্তা থেকে পাথর তুলে ব্রিটিশ ন্যায়বিচারের দিকে ছুঁড়ে মারেন। তারপর এক ঘণ্টার তিন ভাগের এক ভাগেরও কম সময়ে লাইসিয়াম থিয়েটারের ড্রেসিংরুমে ব্রামের সাথে দেখা করলেন তিনি।

আর্থার প্রবেশ করে দেখতে পেলেন ব্রাম নিজের হাতে নোংরা একটি কাপড় দিয়ে আয়না পরিস্কার করছে। ব্রামের হাতা গুটিয়ে কঁনুই পর্যন্ত তুলে রাখা। তিনি সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে আয়না পরিস্কার করছেন। বৈদ্যুতিক আলো ঠিক্‌রে পড়ছে সদ্য পরিস্কার হওয়া আয়নার উপর। হাতের কাপড় নামিয়ে রেখে ব্রাম আর্থারের দিকে ফিরে তাকালেন। "আমি এই চেহারা চিনি। ফিরে আসার জন্য স্বাগতম, মি: হোম্‌স।"

আর্থার হাসতে পারলেন না। তিনি বন্ধুর কাছে গত কয়েকদিনের ঘটনা খুলে বলে হালকা হলেন। তার কথা শেষ হলে ব্রাম তার লাল থোকা থোকা দাঁড়িতে চিন্তি তভাবে হাত বুলালেন।

"ছেলেটি, ববি স্টিগলার। সে তোমাকে এমনিই ছেড়ে দিল? সব বলে দেবার পরেও? সেখান থেকে বিনা কোন ঝামেলা ছাড়াই তোমাকে আসতে দিল?"

"হ্যা। তুমি দেখছো না? সে জানতে পেরেছে আমি কে। যাইহোক, সে ভাবলো সে তার মতাদর্শের একজন সাথী পেয়েছে। আর আমিও তাকে এ ক্ষেত্রে কোন ভুল ধরিয়ে দিতে চাই নি। অদ্ভুত। ধুর! সবাই ভাবছে আমি তার দলেই আছি। ইন্সপেক্টর মিলার ভাবছে আমি আমার নিজের অপরাধ ঢাকার জন্য ছেলেটিকে সাহায্য করছি। আর স্টিগলার ভাবছে আমি তাকে সাহায্য করেছি।"

"তাহলে তুমি কোন পক্ষে আছো, আর্থার? ন্যায়ের পথে? আইনের পথে?"

"না। এমিলির পক্ষে। স্যালি আর অ্যানার পক্ষে। আমি মেয়েগুলোর পক্ষে।"

"ঠিক আছে। তোমার কি মনে হয়, মেয়েরা এখন তোমাকে দিয়ে কি করাবে?"

আর্থার প্রশ্নটি ভাবলেন। আয়নার দিকে তাকিয়ে উভয়ের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি খেয়াল করে দেখলেন কত দ্রুত আবার তার গোঁফ ফিরে আসছে, কত দ্রুত আবার তিনি একটি পুরুষের চেহারা ফিরে পাচ্ছেন। মাথার ভেতরে অদ্ভুত একটি ছবি খেলে গেল। তার নিজের বিয়ের দিন। শুধু পার্থক্য এই, আর্থার কালো পোশাক পরে নেই, বরঞ্চ তিনি একটি দ্যুতিময় সাদা পোশাক পরে আছেন। তিনি নিজেকে কল্পনা করলেন সিল্কের বিয়ের গাউন পরে বিয়ের মঞ্চের দিকে হেটে চলেছেন লজ্জাবনতভাবে। তিনি কল্পনা করলেন তার হাসি। বিয়ের দিনে একটি বধূর মিষ্টি হাসি।

ডিসেম্বর-০৬, ১৯০০

আর্থার এবং ব্রাম জিউদের কবরস্থান থেকে একটু দূরে ব্রিজস্ট্রটে দাঁড়িয়ে আছেন। যদিও এখন অন্ধকার হয়ে গেছে, তারপরও তারা কয়েকটি লম্বা শোকস্তম্ভ দেখতে পেলেন। সস্তাদরের ভাঙাচোঁড়া। পেছনের ওয়ার্ক-হাউজের আলোর আলোকিত। আশেপাশের কোথাও থেকে মাতালদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে, আর বড় রাস্তা থেকে ভেসে আসছে পতিতাদের হেটে চলার শব্দ। এখানে, ইস্ট-এন্ডে ফিরে আসার কোন পরিকল্পনা ছিল না আর্থারের কিন্তু তিনি এখন এখানেই আছেন আর গত দুদিন ধরে এর আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছেন। পুরো ব্যাপারটি সুন্দরভাবে শেষ হবার জন্য এর চেয়ে ভালো আর কোন জায়গা হয় না।

আর্থার তার সামনেই স্টিগলারের দোতলা পারিবারিক বাড়িটি দেখতে পেলেন। তিনি এবং ব্রাম বেশ সহজে স্টিগলার প্রিন্টিং বিজনেসের সরকারী রেকর্ড দেখেই বাড়িটি খুঁজে বের করেছেন। গত দু'দিন ধরে এর উপর নজর রেখেছেন তারা। ছোট্ট একটা কালো নোটবুকে বাড়ির প্রতিটি বাসিন্দার পরিচিতি আর যাওয়া আসার সময় লিখে রাখছেন। প্রথমে ববি, যে বেশ সকালেই প্রেসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায়। তারপর ববির বাবা, টোবিয়াস, সকালে একটু দেরি করে প্রথমে প্রেসে গিয়ে তারপর অন্য ব্যবসা দেখতে যায়। ববির বোন, যার নাম তারা জানতে পেরেছে মিলিন্ডা, সেও এই বাড়িতে আছে, বেশির ভাগ সময় ঘরেই থাকে সে। কাজের লোকদের দেখাশোনা করে। সন্ধ্যায় বন্ধুদের সাথে বসে। বাড়ির বাসিন্দা বলতে মোটামুটি এই তিনজনই। মৃতদের নোটিশে খুঁজে পাওয়া গেল, ববির ছেলে বেলাতেই তার মা মারা গেছে।

আর্থার একদিন আগে টোবিয়াস স্টিগলারের পিছু নিয়েছিলেন আর অবাক হয়ে

লক্ষ্য করেছেন হোয়াইট চ্যাপেলের কাছে ওয়াটনি স্ট্রটে মানুষটির আরো কয়েকটি বাড়ি আছে। এর মধ্যে সেই বাড়িটিও আছে যার কেয়ারটেকার মালিকের অলক্ষ্যে বাড়িটি বোর্ডিং হাউজ হিসেবে ভাড়া দেয়। এর পেছনের রাস্তায়ই স্যালি নিডলিঙের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। যখন আর্থার দেখতে পেলেন, দরজায় স্টিগলারের কয়েকটি টোকা শুনে সেই মহিলা এসে দরজা খুলে দিল সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন প্রায়।

এর আগেরবার যখন আর্থার এই মহিলাকে দেখেছিলেন তখন সে প্রায় বিধ্বস্ত ছিল। সংকীর্ণ সিঁড়িতে বসে যে মৃতদেহ সে খুঁজে পেয়েছিল তা নিয়ে কান্নাকাটি করছিল। আর এখন সেই একই মহিলা শান্তভাবে তার বাড়িওয়ালাকে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে দিয়েছে। যে ছেলেটি হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে তার বাবাকে! আর্থারের মনে পড়ে গেল মহিলার ভয়ের কথা, কিভাবে সে তার মালিককে লুকিয়ে এই ব্যবসা চালাচ্ছে। আর্থার দেখলেন মহিলা মিঃ টোবিয়াসের হাতে একগাদা বিল ধরিয়ে দিল। টোবিয়াস বাড়ির ভিতরে গেলই না, মনে হলো ভাড়া পেয়েই সে খুশি আর কোন দেখভালের দরকার নেই।

পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে এটা কোন কাকতালীয় ব্যাপার নয় কিন্তু পরের রাতে ঘণ্টাখানেক ব্রামের সাথে আলোচনার পর বোঝা গেল আসলে এর অর্থ কি। তাদের ধারণা, টোবিয়াস স্টিগলার জানেই না তার বাড়ি বোর্ডিং হাউজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যদি সে জানতো তাহলে মহিলা কয়েক সপ্তাহ আগে আর্থারের কথায় ভয় পেত না। কিন্তু এটা বুঝতে পারলেন, ববি স্টিগলার কোনভাবে ব্যাপারটা জেনে গিয়ে এর ফায়দা লুটেছে। ববি জানতো তার প্রথম হত্যা সমাধা করার জন্য নির্জন একটা বোর্ডিং হাউজ লাগবে। যেখানে খুব বেশি বোর্ডার থাকবে না। যখন সে জানতে পারলো তার বাবার ভাড়া করা মহিলাই এমন কাজ করে তখন সে এর ফায়দা লুটেছে। দ্বিতীয় হত্যা করার জন্য সে একই জায়গায় দু'বার যাবার ঝুঁকি নেয় নি অবশ্য। ববির ভাগ্য ভালো কেয়ারটেকার মহিলাটি তার চেহারা দেখে নি। ব্রাম আর আর্থার দু'জনেই একমত হলেন, মহিলা নিশ্চয় ববির চেহারা চেনে নি।

যদি ববির এই হত্যাকান্ডের সাথে সম্পৃক্ততা নিয়ে আর্থারের বিন্দুমাত্র সন্দেহ থেকে থাকে তাহলে সেটাও এখন কেটে গেছে। ববি এই অপরাধগুলো করেছে, তার সুযোগ ছিল আর একটা উদ্দেশ্যও ছিল। আর্থার জানেন ছেলেটি হত্যা করার চেয়েও বেশি অপরাধ করেছে। সে তার শিকারের সাথে প্রথমে খেলা করেছে; তাদেরকে উপভোগ করেছে, তাদেরকে বলেছে, সে ভালোবাসে, তারাও এমন বোধ করেছে যে ববি তাদেরকে ভালবাসে আর তারপর নোংরা বাথটাবে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। সে শুধুমাত্র এসব নারীদের হত্যাই করে নি, তাদের নারীত্বকে নষ্ট করেছে।

সে নারীত্বের উপরও আঘাত হেনেছে। এটি একজন মানুষকে হত্যা করার চেয়েও বেশি খারাপ। একজন নারীকে হত্যা করার চেয়েও জঘন্য কাজ।

আর্থার এবং ব্রাম ঘর খালি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারা যেমনটি ভেবেছিলেন তেমনিভাবে রাত ৮:৩০ মিনিটে ববির বোন তার মেয়েবন্ধুদের সাথে হল্লা করতে বের হয়ে গেল। ববি তখনো প্রিন্টিং প্রেস থেকে বাসায় ফিরে আসে নি। গত দু'রাতেও সে দশটার আগে ফিরে আসে নি। টোবিয়াসও এই সময়ে বাইরে। বাড়িটি অন্ধকার আর একদম নীরব হয়ে আছে। এমনটাই ব্রাম আর আর্থারের প্ল্যানে ছিল। যখনই ব্রাম এবং আর্থার মিলিন্ডাকে হারফোর্ড স্ট্রটের কাছে মোড় নিতে দেখলো, তারা উভয়েই সন্ধ্যার শেষ সিগারেট শেষ করে ব্রিজস্ট্রট থেকে বাড়িটির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

তারা তাদের পুরো প্ল্যান নিয়ে এত আলোচনা করেছে যে কোন কথার প্রয়োজন হলো না। উভয়ে বাড়ির পিছন দিক দিয়ে ঢুকলো। পেছনের দরজাটি সস্তা আর পাতলা। ছোট্ট একটি তালা লাগানো শুধু কিন্তু তারা এরপরের জানালার দিকে গেলো। আর্থার বুটসুদ্ধ পা দিয়ে জোরে আঘাত করতেই কাঁচ ভেঙে পড়লো খুব সহজেই। ইস্ট-এন্ডের হট্টগালের মাঝে ভাঙা কাঁচের শব্দ প্রায় শোনাই গেল না। আশেপাশে শব্দের সাথে আরেকটি যুক্ত হলো কেবল। আর্থার জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকলে ব্রাম কাছ থেকে তাকে অনুসরণ করলেন। রান্নাঘরের মাঝে দিয়ে হাটার সময় ভাঙা কাঁচের টুকরোর উপর পা পড়লো। তাদের পূর্ব নজরদারী থেকে জানে যে, ববির রুম দ্বিতীয় ফ্লোরে আর তাই কালবিলম্ব না করে তারা সোজা সেদিকেই এগিয়ে গেলো। তারা জানে তারা এখানে কেন এসেছে। তারা এর জন্য সব সাবধানতা ছেড়ে দিলো।

সিঁড়িতে দুটো শরীরের ভারে ক্যাচক্যাচ শব্দ হলো। বাড়িটি বেশ নিম্নমানের তৈরি আর কাঠের সবকিছু দেখে মনে হলো এখনই ভেঙে পড়বে। আর্থারের বুট কাঁচের একটা ছোট্ট ধারা রেখে গেল। রান্নাঘর থেকে সোজা দোতলার বেডরুম পর্যন্ত চকচকে ভাঙা কাঁচের টুকরোর একটা রেখা তৈরি হলো।

তারা দু'জন ববির রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে একমাত্র গ্যাস বাতিটি জ্বালিয়ে দিল। রুমের এক কোণে ছোট্ট একটি এলোমেলো বিছানা। দুটো বিশাল চেয়ারও আছে কিন্তু তাদের উপর এত কাপড় জড়ো করে রাখা যে আর্থার বুঝতে পারলেন এ রুমে তেমন একটা অতিথি আসে না।

ছেলেটির রুমের একটা কেমন একাকীত্ব ভাব ব্রাম আর আর্থারের মাঝেও সঞ্চারিত হলো। মনে হলো বেডরুমে এই অবিন্যস্ত অবস্থা ছেলেটি ইচ্ছা করেই করে রাখে, কারণ এদের সাথে তার তেমন কোন সম্পর্ক নেই। এই উন্মত্ত বালকটির

কোন বন্ধু আছে কি? সমবয়সী অন্য ছেলেদের সাথে সে কি ক্রিকেট খেলে? সে কি কখনো অনুভব করেছে ভালোবাসা কি? সে কি কখনো কোন নারীর চেহারার দিকে তাকিয়ে অনুভব করেছে কেমন একটা অনুভূতি ছড়িয়ে যায় পেট থেকে দাঁড়ি পর্যন্ত? তরুণী মেয়েকে স্পর্শ করার সময় তার হাত কি কখনো কেঁপেছে? কখনো কোন নারীর হাতে চুমু খাবার আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে কি কখনো ঠোঁট কামড়ে কান্না থামাবার চেষ্টা করেছে?

আর্থার দেখলেন ছোট্ট ডেস্কের উপর প্রিন্টিং পেপারের স্তুপ। মেঝের উপর ছড়ানো কালিমাখা কাপড়। বুঝতে পারলেন ববি কোন মানুষ নয়, একটা পশু। আর্থার কল্পনা করলেন ববিকে একটা খাঁচায় বন্দী করে রাখা হয়েছে যেটা তার জায়গা। মৃত্যু পর্যন্ত তাকে সেখানেই থাকতে হবে, তারপর ডাক্তারের ছুরি দিয়ে তার বুকের ভেতরে থেকে হৃদয় কেটে নিয়ে কালো এই অঙ্গটি একটি জারে ভরে রেখে দেয়া হবে ভবিষ্যৎ অপরাধীদের জন্য। জারের গায়ে লেখা থাকবে, "একটি মৃত মানুষের শীতলহৃদয় এটি।" এই উজ্জ্বল বিংশশতাব্দীতে যখন যুক্তি শাসন করবে গোটা পৃথিবী, এই ছেলেটি দেখাবে আগের পৃথিবী কতটা অন্ধকারময় ছিল আর সেই জেনারেশন, আর্থারের জেনারেশন–যারা কুসংস্কার থেকে তাদেরকে বিজ্ঞানের মেধাবী যুক্তির পথে নিয়ে গেছে।

কিন্তু প্রথমে তাকে ধরতে হবে। তাই ব্রাম আর আর্থারকেই কাজটা করতে হবে নীরবে, পদ্ধতিগত ভাবে। তারা কাপড়-চোপড়, বিছানা, ডেস্ক, চেয়ার আর ক্লোসেট সবকিছুই খুঁজে দেখলো। প্রমাণ খুঁজতে লাগলো। আর্থার আশা করলেন বিয়ের হলফনামাগুলো অন্তত পাওয়া যাবে। সন্দেহ করলেন ছেলেটি তার শয়তানির জন্য গর্বিত হয়ে এগুলো নিশ্চয়ই রেখে দেবে। আর এই হলফনামার কারণে ইয়ার্ড তার কথা শুনবে। এগুলো না পেয়ে তারা ভাবলো মৃত মেয়েগুলোর কেউ নিশ্চয় ববিকে চিঠি লিখেছিল বা তাদের ইশতেহার আছে ববির কাছে যাতে প্রমাণিত হবে সে মেয়েগুলোকে চিনতো। এরকম আরো ডজনখানেক প্রমাণ আছে যা তারা এখানে খুঁজে পেতে পারে। তাদের প্রয়োজন শুধু একটি।

প্রথমবারে কিছু খুঁজে না পেয়ে তারা আবার খোঁজা শুরু করলো। মিনিট কেটে গেল আর ব্রাম ঘণ্টা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। যেকোন মুহূর্তে যে কেউ চলে আসতে পারে। আর্থার এবং ব্রামকে তাদের ঘর লুটপাটরত অবস্থায় ধরে ফেলতে পারে। কিন্তু আর্থার যেতে চাইলেন না। প্রয়োজনীয় কিছু পাবার আগ পর্যন্ত তিনি এখান থেকে সরতে চাইছেন না। তিনি এ হত্যাকারীকে অনুসরণ করে এখানে পৌঁছেছেন। এখানেই তাকে শেষ করতে চান যাতে পরবর্তীতে আর কোন হত্যা করতে না পারে। এটা আজ রাতেই শেষ হবে। আর সকাল বেলায় ববি স্টিগলার

থাকবে ইন্সপেক্টর মিলার আর তার দলের জিম্মায়।

খোঁজাখুঁজি চলতে থাকলো।

ব্রাম অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন, "আমাদের যাওয়া উচিত। টোবিয়াস ফিরে আসে যদি? কিংবা ছেলেটির বোন?"

আর্থার কোট তুলে কোমরে রিভলবার দেখালেন। "তখন আমরা ভয়হীনভাবে আমাদের অবস্থা ব্যাখ্যা করবো। তারা কি করবে আমাদেরকে? ইয়ার্ডকে খবর দেবে? আমি নিশ্চিত ইয়ার্ডের লোকদের তার ঘরে দেখে ববি খুশিই হবে।"

"আমাদের তো এখানে এভাবে ঢোকার কোন কারণ নেই। ভুল বুঝো না কিন্তু এসম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে, বুঝতে পারছো না?" ব্রাম বললেন।

"আমার ধারণা আমাদের এমন কিছু দরকার এখান থেকে যা আমরা ব্যবহার করতে পারি। এরকম তাড়াহুড়ায় তা হবে না।"

তারপর জানালার দিকে ঘুরলেন। সেখানে কিছু ব্যবহৃত ভাঙা কলম পড়ে আছে, একটা থেকে তখনো কালি পড়ছে। আর্থার কলম ধরে মাথা তুলতেই দেখলেন ইঞ্চিখানেক দূরে ববি স্টিগলারের হ্যাস্যকর মুখ।

আর্থার নিঃশ্বাস বন্ধ করে যেন জমে গেলেন। এক সেকেন্ডের জন্য তিনি নড়াচড়া করতে ভুলে গেলেন। জানালায় মনে হলো কোন অশরীরি আত্মা কিন্তু ছেলেটি আরো বেশি করে হেসে উঠতেই আর বাইরে থেকে জানালাটা খুলে যেতেই আর্থার বুঝতে পারলেন সেখানে কোন ভুত নেই আসলে। ছেলেটি জানালার বাইরে একটা গাছের ডালের উপর বসে আছে। সে নিশ্চয় অনেকক্ষণ ধরেই আর্থারদেরকে দেখেছে।

আর্থার পিছিয়ে গেলে ববি স্টিগলার খোলা জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকলো। "রাস্তা থেকেই যখন আমি জানালা দিয়ে ঘরে আলো দেখলাম কেন জানি না বুঝতে পারলাম এটা আপনি। আমি এটা জানতাম।" তারপর পেছনের জানালা বন্ধ করে ববি ব্রামের দিকে তাকালো। "আর আপনি নিশ্চয় মি. স্ট্রোকার, তাই না?" চোখের উপর থেকে ছোট চুল সরাতে সরাতে ছেলেটি বলে উঠলো, "আমি আপনাদের দু'জনকে খুঁজছিলাম। মনে হয় আপনারাও আমাকে খুঁজছেন।" ববি হেসে ফেললো, সেই হাসি ভয়ংকর।

আর্থার পিস্তল বের করে তার মুখের সামনে ধরলেন।

"শান্ত হও। আর একদম চুপচাপ, বুঝতে পারছো? নইলে আমি তোমাকে খুন করবো।"

ছেলেটি হেসে ব্রামের দিকে তাকালো।

"যদি আর্থার নাও করে," বলেই ব্রাম নিজের কোটের পকেট থেকে রিভলবার

বের করলেন, "আমি তো করবোই।"

"ও হো, আমার দুই গোয়েন্দা। আপনারা বেশ সিরিয়াস ভূমিকা নিয়েছেন, তাই না? এসব থামান। আপনারা আমাকে মারতে পারেন না, আমি আপনাদের জন্য যা কিছু করেছি তার পরে তো নয়ই।"

"কি?"

"আর্থার, আমার দিকে এমনভাবে তাকাবেন না। আমি আপনার জীবন বাঁচিয়েছি। সত্যি কথা বলতে আপনার কি মনে হয় না আমাদের সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করে হাসা উচিত? এসব রক্তচোষা মেয়েগুলো আপনাকে মারতে যাচ্ছিল। আমি পত্র বোমা সম্পর্কে জানতাম। শেষটির সাথে না মেশা পর্যন্ত অবশ্য বুঝতে পারি নি। আমি অবশ্য নিজেকে তেমন বাহ্বা দিতে চাই না। আমি তাদেরকে খুন করেছি আপনাকে বাঁচাতে।"

"তারা আমাকে খুন করতে যায় নি। ওটা সত্যি ছিলো না। আর তারা যে ভয়ংকর প্ল্যান করছিল সেজন্যে আমি তাদেরকে ছাড়তামও না কিন্তু তুমি যা করেছ তা নিঃসন্দেহে জঘন্য। তুমি তিনজন নিষ্পাপ নারীকে হত্যা করেছ।"

"নিষ্পাপ? আপনি এটা বলতে পারেন না। নিষ্পাপ? তিনটা অদ্ভুত পুতুলের মতো শয়তান বাক্সভর্তি ডিনামাইট নিয়ে নিষ্পাপ হয়ে গেল? আপনি অবশ্যই জানেন তারা কি ছিল...আমার ধারণা তারা একেঅন্যকে ভালবাসতো। আমি বোঝাতে চাইছি তারা এমনভাবে নিজেদেরকে ভালোবাসতো যে মনে হবে তাদের একজন ছিল পুরুষ। এমিলি ডেভিসন আর জ্যানেট ফ্রাই তো নির্ঘাত তা-ই ছিল। ওহ্ ঈশ্বর, আপনি কল্পনা করতে পারেন? তারা ছিল ভূত; লোমশ প্রেত। তারা পৃথিবীকে নতুনভাবে গড়তে চেয়েছিল–আমাদের পৃথিবীকে তাদের মতো করে গড়তে চেয়েছিল...লোমশভাবে।"

হাতে রিভলবার ধরা থাকায় আর্থারের মনে হলো বাহুতে ঝাঁকি খেলেন। টেরপ পেলেন তিনি কাঁপছেন। সে-সব মৃত মেয়েদের চেহারা কল্পনা করতে চাইলেন–মিষ্টি, বিবর্ণ আর বীভৎস। এ মুহূর্তে তিনি চাইলেন ট্রিগার টিপে দিয়ে তার সামনে দাঁড়ানো এই কুৎসিত চেহারাটাকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে।

"আর্থার, না!" ব্রাম চিৎকার করে উঠলেন।

সবসময়কার মতো ব্রাম তার চিন্তা ধরে ফেললো। ববি স্টিগলার এই দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো আর তারপর তার মুখে নতুন কিছু দেখা গেল। কৌতুহল। মনে হলো এটি তার কখনো মনে হয় নি আর্থার সত্যি সত্যি তাকে গুলি করবে।

"ওহ্! আপনি কি আমাকে মারতে চান? মানে সত্যি মারতে চান?...হায় ঈশ্বর!"

মুখের উপর থেকে চুল সরিয়ে আবার মাথা চুলকালো। "আপনার মতো মনে হচ্ছে না, ডা: ডয়েল। আমি বোঝাতে চাইছি আমার কাছে অস্ত্র নেই। অস্ত্র ছাড়াই আছি আমি। আমার কাছ থেকে আপনার কোন ভয় নেই। আমাকে আপনি তাহলে ঠাণ্ডামাথায় খুন করবেন। গল্প কথকের হাতে পিস্তল আর সে এটা ব্যবহার করবে। ঠিক আছে। এখন এটা আপনার হাতে। আপনি কি করবেন, ডা: ডয়েল? আমাকে মারবেন? অথবা একটা গল্প বলবেন?"

আর্থার ছেলেটির পরিস্কার নীল চোখের দিকে তাকালেন। এই সুদর্শন চেহারার পিছনের মানুষটিকে বুঝতে চাইলেন। বহু দূরে কিছুর আওয়াজ পেলেন তিনি। কিছু পড়ার শব্দ। পাথরের উপর পানি আছড়ে পড়ার। তিনি বুঝতে পারলেন না সত্যি কি মিথ্যা, তবে তিনি শুনলেন। চূড়ার উপর দিয়ে পানি বয়ে যাবার শব্দ। তিনি কান পেতে শব্দটি চিনতে পারলেন। হাত শক্ত করে শব্দ শুনলেন। রাইখেনবাখ ঝরণার শব্দ।

অধ্যায় ৪২

শার্লোক হোম্‌স জাদুঘর "[হোম্‌স] একটি সত্যকে এমনভাবে ধাক্কা মেরেছে যে একজন নিরাপদ নির্মাণকারী হলো, যে একাই থাকে। আমি তার সবচেয়ে কাছে ছিলাম আর তারপরও আমাদের মাঝে পার্থক্যও টের পেতাম সবসময়।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ইলাস্ট্রিয়াস ক্লায়েন্ট*

জানুয়ারি ১৭, ২০১০

পর্বতের নিচে, রাইখেনবাখ্‌ ঝরণার নিচে দাঁড়িয়ে হ্যারল্ড হপসস্ট্যাসে শার্লোক হোম্‌স জাদুঘরের দিকে তাকিয়ে রইলো। কেঁপে ওঠায় নিজের পাতলা কোটকে আরো ভালোভাবে গায়ে জড়িয়ে নিল এই সুইশ বাতাসে। ঠিক সন্ধ্যা ছয়টায় কমলা রঙের শেষ সূর্যরশ্মি জাদুঘরের পেছনে মিলিয়ে গেল। রাস্তার আলো এখনো জ্বলে নি; তাই প্রতি মুহূর্তে তারা আরো গাঢ় অন্ধকারে ডুবে যেতে লাগলো। রাস্তার এপার থেকে হ্যারল্ড দেখতে পেল জাদুঘরের দুই প্রহরী আজকের রাতের মতো দরজায় তালা লাগিয়ে দিচ্ছে। আর মাত্র কয়েক মিনিট। হাত মুঠি করে পকেটে ভরলো হ্যারল্ড। শেষবার কখন এত ঠাণ্ডা লেগে ছিল মনে এল না।

দুই প্রহরী নিজেদের সাথে মজা করতে করতে জাদুঘরের প্রবেশপথ দিয়ে বের হচ্ছে দেখতে পেয়ে হ্যারল্ড ফিরে তার পেছনে দেখে নিল। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে পঞ্চাশ কদমও দূরে নয়, সুইশ আল্পস পর্বতমালা আকাশে উঠে গেছে। সবচেয়ে উঁচু তিনটি মাথায় তুষার জমে আছে সাদা সিল্কের শালের মতো।

হ্যারল্ড এক পা থেকে আরেক পায়ের উপর শরীরের ভর দিয়ে দাঁড়ালো। কাঁধে অনুভব করলো ভারি ব্যাগটি। ব্যাগে থাকা স্টিলের টায়ার আর লোহা কাঁধের উপর চাপ ফেলছে। প্রহরীরা আবার কি নিয়ে হাসাহাসি করতে করতে পার্কিংলটের দিকে চলে গেলে জাদুঘর অন্ধকার হয়ে গেল। শূন্য। সূর্যের শেষ আলোও দূরে চলে গেছে। ছায়া থেকে বের হয়ে আসলো হ্যারল্ড।

তার কাছে আর এমন কিছু নেই যা সে হারাতে পারে। তার এমন কোন জীবন নেই যেখানে সে ফিরতে চায়, আর এই যে জীবন যা ছিল গত কয়েক সপ্তাহে: যখন সে সত্যি বাঁচতে, উপভোগ করতে চেয়েছিল, দেখা গেল তার পুরোটাই মিথ্যা। আর

তেমন জটিল কোন ভণিতাও নয়। চমকটি এত সহজে এলো আর এতটাই স্পষ্ট যে হ্যারল্ড এমনকি সারাহ্‌র উপর রাগও করতে পারলো না। তেমনি সেবাস্টিয়ানের উপরও না। সে তো জানতোই সারাহ্‌কে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না, তাই না? তখনো তার গল্প এতটাই অবিশ্বাসযোগ্য ছিল। হ্যারল্ড জানে এরজন্য সে-ই দায়ি।

প্রথমে হ্যারল্ড বিশ্বাসই করতে পারলো না সারাহ্‌ মিথ্যে বলে চলে গেছে। সেবাস্টিয়ান কোনান ডয়েলের স্ত্রী অথবা শীঘ্রই প্রাক্তন হয়ে যাবে–পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শার্লোকিয়ান সম্মেলনে এসেছিল মিথ্যা পরিচয় নিয়ে আর কেউই কি জানতো না সে কি ছিল? হ্যারল্ড বুঝতে পারলো কেউ আসলেই জানতো না। বেশির ভাগ শার্লোকিয়ান মনে করে শার্লোক হোম্‌স সত্যিই ছিল আর আর্থার কোনান ডয়েল ছিল ওয়াটসনের সাহিত্যের এজেন্ট। কোনান ডয়েল বা তার বংশধরদের নিয়ে কারো কোন মাথাব্যথা নেই। হ্যারল্ড নিজেও এমনকি তার স্মৃতিতে খুঁজে পেল সে, নিজেও জানতো সেবাস্টিয়ান কোনান ডয়েল বিবাহিত আর তার স্ত্রীর নামও নিশ্চয় হ্যারল্ড পড়েছিল–সারাহ্‌। যদিও তা মনে করা শক্ত এখন কিন্তু অবশ্যই সেও যোগাযোগটা ধরতে পারে নি। এত সাদাসিধেভাবে মেয়েটা মিথ্যে বলেছে কেউ তাকে প্রশ্নও করে নি। "আপনি সত্যি বেশ স্মার্ট।" চলে যাবার সময় সারাহ্‌ বলেছিল হ্যারল্ডকে।

হ্যারল্ড বুঝতে পারলো না সারাহ্‌ তার সাথেও কেন ভনিতা করেছে। সেবাস্টিয়ান আর সে কি প্ল্যান করেছিল? তারা কি সত্যিই ডিভোর্স নেবে? আইনজীবির কথা সত্যি কিন্তু যে কাহিনী বলেছে তা কি পুরোপুরি মিথ্যা? আর লন্ডনে কে তাদের পিছু ধাওয়া করেছিল? এসব কি নাটক ছিল? আগের দিনে সে ভাবতো সে কোন পরোয়া করে না। সে আসলেই পরোয়া করে না বন্দুক হাতে কারা ছিল, সেবাস্টিয়ান কিসের পেছনে লেগেছে আর সারাহ্‌ লিন্ডসে অথবা সারাহ্‌ কোনান ডয়েল সত্যি ছিল কিনা। এলেক্স কেলের মৃত্যু রহস্য সমাধান হয়ে গেছে, তার সূত্রগুলো একদম ঠিকঠাক মিলে গেছে কিন্তু এটা হ্যারল্ডকে আর আনন্দ দিতে পারছে না, শান্তি দিতে পারছে না। এখন সে শুধু চায় ডুবন্ত মানুষের শেষ অক্সিজেনটুকু–আর তা হলো ডায়েরিটি।

কিন্তু সে জানে ডায়েরিও তাকে খুশি করতে পারবে না। এর মলাটের উপর ঘামে ভেজা হাত রেখে বা এর ছেড়া পৃষ্ঠা উল্টেও কোন দেবদূতের শব্দ পাবে না। হৃদপিণ্ডে কোন ধুকপুক শব্দ হবে না, ফুসফুসে কোন তৃপ্তিকর অনুভব হবে না। সে বুঝতে পারলো কয়েক মিনিটের মাঝে চামড়ায় মোড়া ডায়েরির উপর হাত রেখে আর এর গোপন কথা জেনে যাবার পর ব্যাপারগুলো আরো ভয়ংকর হয়ে যাবে কিন্তু এটাও তাকে থামাতে পারবে না। সে এর ভয়ংকর উপসংহার পর্যন্ত দেখে ছাড়বে। তাকে দেখতেই হবে। কারণ তাকে জানতেই হবে এটা।

তুষারের উপর দিয়ে দৃঢ় আর দ্রুত পায়ে হেটে চললো হ্যারল্ড। অন্ধকারের মাঝে দিয়ে হেটে এসে জাদুঘরে ঢুকলো সে। এই বিল্ডিংটি একসময় গির্জা ছিল আর এর বাঁকানো ছাদ থেকে এখনো একটি চূড়া মাথা তুলে আছে। অন্ধকারের মাঝেও হ্যারল্ড গাজররঙা ইট আর কাঁচের সুন্দর কারুকাজ দেখলো জানালাগুলোতে।

আরো অনেক পথ ছিল যার মাধ্যমে হ্যারল্ড জাদুঘরে ঢুকতে পারতো। দিনের বেলা ঢুকে কোন অব্যবহৃত ক্লোসেটে লুকিয়ে থাকতে পারতো সে। অ্যালার্ম সিস্টেম কিভাবে বন্ধ করা যায় তা দেখতে পারতো। তালা খোলা দেখতে পারতো কিন্তু এসব পদ্ধতি কাজ করতেও বেশ সময় লাগে। তার অতো সময় নেই এখন। সে আর এসব বোঝা বইতে পারছে না। সে শুধু জানতে চায়।

হ্যারল্ড গৃহে পৌছে গেছে। রাইখেনবাখ ঝরণার পাদদেশে। এখানেই সব শেষ হয়েছিল।

ব্যাগ থেকে আয়রনের টায়ার বের করে নিচু জানালার ঐতিহাসিক মানের কাঁচের দিকে তাকাল। মৃতদের মধ্য থেকে জিশুর ছবি লাজারাসকে তুলে ধরছে। জিশুর হাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লাজারাস আর তার মাথার চারপাশে সোনালী আভা। পেছনে দাঁড়িয়ে আরো অনুসরণকারীরা, খ্রিস্টের স্বর্গীয় ভাব আর তার উপস্থিতি অনুভব করছে।

হ্যারল্ড আয়রনের টায়ারটা কাঁচের উপর ছুড়ে মারলে জানালাটি সে যতটা ভেবেছিল তার চেয়েও বেশি শব্দ করে ভেঙে পড়লো। আর তারপরও শব্দের কারণে সে থেমে গেল না। ছোটছোট কাঁচের কণা তার গা, কোটের হাতা আর কাঁদাময় জুতায় পড়লো। আরো কয়েকবার আয়রনের টায়ারটি ঘুরিয়ে জানালার তীক্ষ্ণ কাঁচের ফলাগুলোও পরিস্কার করে ফেললো সে। তারপর টায়ারটা ব্যাগে ভরে গ্লাভস পরে নিল। জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল সে।

হ্যারল্ড কোন অ্যালার্মের শব্দ না শুনতে পেলেও ধারণা করলো ওটা নিশ্চয় চালু হয়ে গেছে। তার হাতে বেশি সময় নেই। যদি সুইস পুলিশ তাকে খুঁজে পায় সে ব্যক্তিগত জাদুঘরে একটি পুরাতন গ্যাসোজিন ভেঙে ফেলেছে? ঠিক আছে, তারা নিউইর্য়ক পুলিশকে জানাবে আর তারপর বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে চালাচালি হবে যে তাকে কোন্ জেলে ঢুকানো যায়। হ্যারল্ডের কিছুই যায় আসে না। সে যা চায় তা হলো ডায়েরিটি।

সে জাদুঘরের মাঝে দ্রুত হেটে চললো। এটি বেশ ছোট। হ্যারল্ডের গন্তব্যই হলো এর প্রধান আকর্ষণ যেটি, এরজন্য তেমন কোন সময়ই লাগালো না বলতে গেলে। সে সাবধানে তৈরি করা শার্লোক হোম্‌সের স্টাডিতে প্রবেশ করে বাতি জ্বালিয়ে তার চারপাশ দেখতে লাগলো।

সারা রুম ভর্তি বিভিন্ন জিনিস। ফায়ারপ্লেসের মাথায় তীক্ষ্ণ আগুন নেড়ে দেবার আঙটা আর লম্বা একটি লাঠি, যেটি দিয়ে মরিয়াটিকে *The Final Problem*-এ মেরেছিল।। প্রায় প্রতিটি জায়গায় হোমসের বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারের ছবি ঝুলছে। ছোট্ট একটা টেবিলে ওয়াটসনের স্টেথেস্কোপ আর হোমসের ভায়োলিন রাখা আছে। আরেকটা টেবিলে আছে হোমসের কেমিক্যাল যন্ত্রপাতি, যেগুলো দিয়ে সে রক্তের দাগ, সিগারেট আর হত্যাকারীর রেখে যাওয়া অন্যান্য আলামত পরীক্ষা করতো। হুকে রাখা আছে ডিয়ারস্টকার টুপি, যেমনটা আছে হ্যারল্ডের। বুক শেল্ফে রাখা আছে হোমসের সব গল্পের প্রথম সংস্করণ। নাস্তা খাওয়ার টেবিলে আছে একটি টি-সেট, চামচ আর ছুরির সেট। যেন ওয়াটসন আর হোমস খাওয়ার মাঝখানে উঠে গেছে। কাপ-পিরিচের পাশে পড়ে আছে সে সময়কার সংবাদপত্র। আর দূরের দেয়ালের পাশে, অন্ধকার রুমের অন্ধকার কোণে ছোট্ট একটা ডেস্কের উপর আছে ঐতিহাসিক একটি গ্যাসোজিন।

কোনরকম দ্বিধা ছাড়াই হ্যারল্ড গিয়ে টেবিল থেকে গ্যাসোজিনটি তুলে নিয়ে ঝাঁকিয়ে দেখলো। নিচের কাঠামোটিতে অনায়াসে একটি ডায়েরি এঁটে যাবে; এতটাই চওড়া আর শূন্য সেটা। একটি ফাঁপা গ্লাস হবার কথা থাকলেও গ্যাসোজিনটি বেশ ভারি। সে নিচে লাগানো স্ক্রু খুলতে চাইলো কিন্তু একটুও নড়লো না। চেষ্টা করেও লাভ হলো না। তার মনে হলো স্টিল, টায়ার, আয়রনের সাথে সাথে একটি স্ক্রুড্রাইভার আনলেও ভাঙচুরের ক্ষেত্রে কাজে লাগতো।

তারপর গ্যাসোজিনটিকে টেবিলের উপর রেখে ফায়ারপ্লেসের কাছে গিয়ে আগুন উসকানোর আঙটা নিয়ে এলো সে। এটি টায়ার আয়রন থেকে ভারি আর লম্বা। এটাই যথেষ্ট। দুই হাত দিয়ে ধরে মাথার উপর তুলে আবার ভাবলো, সে কি নিশ্চিত গ্যাসোজিনের মাঝেই ডায়েরিটি আছে? হ্যা। না। আসলে এখন আর কোন মানে হয় না এসব চিন্তার। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সে এটি ভেঙে ফেলবে, অন্য যেকোন কিছুকেও চুরমার করতে পারে অথবা পুরো জাদুঘরটাই ভেঙে ফেলতে পারে সে যা চাইছে তা পাবার জন্য।

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আঙটাটা হাতের তালু দিয়ে ধরে গ্যাসোজিনের উপর নামিয়ে আনলো সর্বশক্তি দিয়ে। গ্লাস ভেঙে গেল, মেটাল কাঠামোর উপর স্টিলের আঙটাটা এত জোরে পড়লো যে ধাক্কা খেয়ে হ্যারল্ড স্টাডির অন্যপাশে গিয়ে পড়লো। হাতের কব্জিতেও ব্যথা পেলো সে।

"হ্যারল্ড হোয়াইট!" পেছনে ডাকটি শুনতে পেয়ে হ্যারল্ডের মাথা তৎক্ষণাৎ ফাঁকা হয়ে গেল। শব্দগুলোকেও মনে হলো অচেনা। *হ্যারল্ড? হোয়াইট? ওহ, হ্যা।* চোখের সামনে থেকে লাল নীল আলো সরে যেতেই সে বুঝতে পারলো। *এটা তো*

আমিই। নিজেকে জেলে যাবার জন্য প্রস্তুত করলো। ভয়ে ভয়ে ভাবলো হয়তো এক বছরের বেশি হবে না। এটা এমন তো নয় যে সে কাউকে খুন করেছে। এর মানে যে তাকে ডাকছে সে তার নাম জানে। আর তখনই হ্যারল্ড ভয় পেয়ে গেল। ঘুরতেই দেখতে পেল স্টাডিতে একজন ছাগদাড়ি তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার সামনে পিস্তল ধরা। হ্যারল্ডের দৃষ্টি আসা-যাওয়া করতে লাগলো পিস্তল আর মানুষটি চেহারায়। লন্ডনে সে এরকমই একটি পিস্তল দেখেছিল। প্রথমবার দেখায় যেরকম লেগেছিল, ছাগদাড়ি তেমনই আকর্ষণহীন।

ভয়ে হ্যারল্ডের হাত-পা কাঁপতে থাকলেও, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইলেও বুঝতে পারলো মানুষটি এখনো ট্রিগার টেপে নি। তাহলে ব্যাপারটা সামলাতে পারবে সে। তাই সামনে এগিয়ে গেল। প্রথমে ডান পা তারপর বা-পা করে করে মানুষটির কাছে।

"এখানেই থামো," মানুষটি চিৎকার করে উঠলো।

"না," হ্যারল্ড আবারো আগে বাড়লো। মানুষটির সাথে তার দূরত্ব এখন ছয় ইঞ্চিও নয়। পিস্তল একটু উপরে তুলে ঠিক হ্যারল্ডের খুলি বরাবর ধরলো সে। "আরেক পা আগালেই আমি তোমাকে নির্ঘাৎ খুন করে ফেলবো।"

"না।" ছোট্ট করে আরেক পা এগিয়ে আসলো হ্যারল্ড। "তুমি তা করবে না।" আবার একটু এগিয়ে আসলো। চার ইঞ্চি দূরত্ব এখন। "কারণ তুমি ডায়েরিটা চাও আর এই কারণে আমাকে তোমার দরকার।"

মানুষটি অবাক হয়ে হ্যারল্ডের দিকে তাকিয়ে রইলো।

"তুমি সত্যি বলছো?" তাড়াতাড়ি করে হ্যারল্ডের পায়ের পিছনটা দেখে নিল সে।

মাথা ঘুরিয়ে মেঝেতে তাকালো হ্যারল্ড। তার থেকে কয়েক ফিট পেছনে ভাঙা গ্লাস আর গ্যাসোজিনের মেটাল পাতের পাশে দু'ইঞ্চি মোটা চামড়ায় মোড়ানো একটি ডায়েরি পড়ে আছে।

দাঁত বের করে হাসতে হাসতে মানুষটি বললো, "আমার মনে হয় ডায়েরিটা পাবার জন্য তোমার সাহায্য আমার আর দরকার নেই।"

এটুকুই যথেষ্ট। হ্যারল্ড বুঝতে পারলো সবকিছু। সে কাজ সমাধা করে ফেলেছে। অন্যদের চেয়ে বেশি স্মার্টনেস দেখিয়েছে। বুদ্ধিমত্তা তাকে এতদূর নিয়ে এসেছে কিন্তু আর কোথাও নিয়ে যাবে বলে মনে হলো না। "এখনো না।" এটা বলার পরে হ্যারল্ড সত্যিকারের ভয় পেল কিন্তু পিস্তল তাকে ভয় দেখাচ্ছে না–এটা ভেবে ভয় পেল যে, সে ডায়েরি হাতে নিয়ে এর ধুলোয়মলিন পাতাগুলো দেখার আগেই খুন হয়ে যাবে।

"তোমাকে আমার খুন করার কোন ইচ্ছে ছিল না কিন্তু এখন আমার আর কোন পথ নেই। আমি শুধু ডায়েরিটা চাই কিন্তু কাউকে জানতে দিতে চাই না এটা কোথা থেকে এসেছে। আর সুইস পুলিশ আসা পর্যন্ত যদি এখানে জীবিত থাকো তাহলে..."

"ভালো। খুন করো। আমি পরোয়া করি না কিন্তু প্লিজ, পাঁচ মিনিট সময় দাও। ডায়েরিটা পড়ার জন্য আমাকে পাঁচটা মিনিট দাও। আমি সত্যি দ্রুত পড়তে পারি। সত্যি, বেশ দ্রুত।"

"পিছনে গিয়ে আমার দিকে লাথি মেরে ডায়েরিটি ছুঁড়ে দাও।"

"না, প্লিজ। তিন মিনিট। এটাই যথেষ্ট। তুমি এটা করতে পারো না..." হ্যারল্ড আর্তনাদ করছে, ভিক্ষা চাইছে। ডায়েরি থেকে হয়তো এক ইঞ্চিও দূরে নেই সে। মনে হলো এর গন্ধ পাচ্ছে, যেন শত বছরের পুরাতন কোন স্বাদ পাবে তার জিহ্বা। "তুমি এটা এভাবে শেষ করতে পারো না। আমার এটা পড়া প্রয়োজন।"

মানুষটির চোখে হ্যারল্ড মনে হলো যেন পরিতাপ দেখতে পেলো।

"দেখো, কাউকে খুন না করার জন্যই আমি নিয়োগ পেয়েছি। আমি করবোও না। চলো, একটা সন্ধি করি। তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাবে আর কাউকে কখনো কিছু বলবে না। আমি বলবো আমি নিজে নিজেই এপথে এসেছি কিন্তু তুমি এখন চলে যাবে। এখনই।"

"না।" হ্যারল্ড তার ইচ্ছে ব্যক্ত করতে চাইলো, মরিয়া হয়ে বোঝাতে চাইলো কেন সে যেতে পারে না কিন্তু সে আর ব্যাখ্যা করতে পারলো না।

"তোমার কি মাথা খারাপ? যাও এখান থেকে। আমাকে ওটা দাও, আর এখান থেকে চলে যাও।"

হ্যারল্ডের ইচ্ছে করলো কান্না করে কিন্তু কাঁদলো না। কথা বলতে চাইলো কিন্তু মৃদু দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছু বের হলো না। মানুষটির দিকে ভিক্ষাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে আবার একটু সামনে বাড়লো। যদি সে এখান থেকে ডায়েরিটা না নিয়ে যেতে পারে তাহলে এখান থেকে যাবেই না।

"ঠিক আছে, তুমিই জিতে গেলে," মানুষটি কথাগুলো বলেই ট্রিগারে হাত রাখলো। হ্যারল্ড চোখ বন্ধ না করে বরঞ্চ দেখে যেতে লাগলো এটা। এসব থেকে বাঁচার জন্য তার মধ্যে কোন চেষ্টাই দেখা গেলো না।

বিল্ডিঙের কোন অংশ থেকে হঠাৎ করে চিৎকার ভেসে এলো, "*পোলিজিয়া!*"

শব্দটি হ্যারল্ড আর পিস্তল ধরা মানুষটিকে একসাথে বিমূঢ় অবস্থা থেকে নাড়িয়ে দিল। তারা আশেপাশে পায়ের শব্দ! হ্যারল্ডের মনে হলে সে পায়ের নিচে কাঁচ ভাঙার আওয়াজ পেল।

মানুষটি তারপরও পিস্তল ধরেই রাখলে হ্যারল্ডও নিজের জায়গায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো।

আরেকবার চিৎকার ভেসে এলো *"পোলিজিয়া!"* কণ্ঠটি একটি নারীর আর উচ্চারণে ইটালিয়ান-সুইশ টান স্পষ্ট।

"প্লিজ, আমাকে মারো। ডায়েরিটা নিয়ে দৌড়াও। অথবা আমাকে দিয়ে দাও কিন্তু আমি কোথাও যাচ্ছি না," হ্যারল্ড অস্ত্রবাজকে বললো।

লোকটা তার সিরিয়াসনেস বোঝাতে হ্যারল্ডের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার চেহারা শক্ত হয়ে আছে। যেন বুঝতে পেরেছে হ্যারল্ড তার জায়গা থেকে নড়বে না। স্টাডির কাছে পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতেই দরজার দিকে ফিরলো সে। এই সময়টুকুরই প্রয়োজন ছিল হ্যারল্ডের।

মাথার উপর আগুন উসকে দেয়ার আঙটাটা ঘুরিয়ে লোকটার মাথা বরাবর মারলো হ্যারল্ড, কিন্তু গিয়ে লাগলো বাম হাতে। তার মনে হলো তার নিজের হাতেই বাড়ি লেগেছে। লোকটা বাম-পাশে পড়ে যেতে যেতে ডান হাত দিয়ে সামলাতে চাইলো। এখনো তার হাতে পিস্তল ধরা কিন্তু হ্যারল্ডের দিকে আর তাক করা নেই।

সে আবারো আঙটা ঘুরিয়ে তার কাঁধে বাড়ি লাগলো। ব্যথায় চিৎকার করে উঠলো লোকটা। হ্যারল্ড আবারো মারার জন্য উদ্যত হলো, এবার কি মাথায় মারবে? তাকে খুন করে ফেলবে? এমন সময় দরজায় কারো ছায়া পড়লো। এই সেই নারী। হলওয়ে থেকে পোলিজিয়া বলে চিৎকার করছিল, কিন্তু হ্যারল্ডের জানা মতে সে কোন পুলিশ সদস্য নয়।

সারাহ্!

হ্যারল্ডের হাত থেকে আঙটাটা মেঝেতে পড়ে গেলে তীব্র শব্দ হলো। সারাহ্র হাতে ছোট একটি পিস্তল আর ওটা হ্যারল্ডের দিকেই তাক্ করা। মানুষটি এই ফাঁকে নিঃশ্বাস নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের পিস্তল দিয়ে হ্যারল্ডের পেট বরাবর মারলো। হ্যারল্ডের মনে হলো শরীর থেকে সব বাতাস বেরিয়ে গেছে। হাটুর উপর বসে পড়লো সে। তারপর মেঝের উপর দুই হাত ঠেকিয়ে পতন রোধ করলো। এক মুহূর্ত আগেও সে নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করছিল আর এখন মনে হলো সে সত্যিই মারা যাচ্ছে। এটি তার কল্পনার চেয়েও বেশি ভয়ানক। শ্বাস নেবার জন্য মুখ হা করলো কিন্তু কোন লাভ হলো না। মুখ খোলাই রইলো, মনে হলো সে নিঃশব্দে চিৎকার করছে। লোকটি কিন্তু এক মুহূর্তও নষ্ট করলো না। হ্যারল্ডের মাথা লক্ষ্য করে পিস্তল দিয়ে মারলো। তার মাথায় শক্ত স্টিলের বাড়ি লাগলো। একবার, তারপর আবার। সবকিছু ঝাপসা হয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে।

হ্যারল্ডের মনে হলো কয়েক সেকেন্ড তার কোন হুশ ছিল না। যখন সে আবার

জ্ঞান ফিরে পেল দেখলো মেঝেতে শুয়ে ছাগদাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। মাথায় কিছু একটা অনুভব করলো, চোখের মধ্য দিয়ে নাক বরাবর রক্ত গড়িয়ে পড়লো খুব সম্ভবত। লোকটা আবারো হ্যারল্ডের মুখ বরাবর পিস্তল তুললো। অদ্ভুতভাবে। হ্যারল্ডের কেমন জানি আনন্দ লাগলো একটা ব্যাপার ভেবে যে, সে যখন মারা যাবে তখন সারাহ্ সেটা দেখবে। যদি একটি বুলেট তার ব্রেইনে ঢুকে মস্তিষ্কের ধূসর অংশ আর হাঁড়গোড় ছিড়ে ফেলে দেয় শার্লোক হোম্‌সের স্টাডিতে সেটা যেন সারাহ্ নিজের চোখে দেখে।

হ্যারল্ড বন্দুকের আওয়াজ পেল। এত জোরে আর কখনো কোন শব্দ শোনে নি সে। মনে হলো কানে তালা লেগে গেল। টিভিতে দেখা বা মুভিতে শোনা পিস্তলের শব্দের তুলনায় এটা স্থির, তবে পিস্তলের শব্দের মতই লাগলো। আর হ্যারল্ড এটা শুনতে পেয়েছে। তার মানে সে বুঝতে পারলো সে মারা যায় নি।

নিশ্চিত, মৃত মানুষেরা তাদের ব্রেইনে বুলেট ঢোকার পর তার আওয়াজ পায় না। তার মানে তাকে গুলি করা হয় নি। *তাহলে কাকে মারা হয়েছে?*

"পিছিয়ে যাও," সারাহ্ বলে উঠলো। তার কণ্ঠ বেশ শান্ত।

হ্যারল্ড তার দিকে তাকাতেই দেখতে পেল হাতে পিস্তল ধরা। সে-ই গুলি করেছে কিন্তু ছাগদাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো সেও কোন আঘাত পায় নি। মানুষটি সারাহ্‌র কথা মান্য করে হ্যারল্ডের কাছ থেকে পিছিয়ে গেল। সে সরে যেতেই হ্যারল্ড লোকটির পিছনে দেয়ালে বুলেটের গর্ত দেখতে পেল। বুঝতে পারলো সারাহ্ কাউকে মারতে চায় নি। শুধু ভয় দেখাতে চেয়েছে।

"কোন কচুটা করছো এখানে তুমি?" লোকটা সারাহ্‌কে বললো।

"আমিও তোমাকে একই প্রশ্ন করতে পারি। কেউ তো মারা যাবার কথা ছিল না।"

"আমি বুঝি না তোমার সমস্যা কোথায়। এই বেজন্মাকে খুন করি বা না করি তাতে তোমার কি।"

"এটা আমার সমস্যা। আর তোমারও। কারণ তুমি যদি তাকে মেরে ফেলো তাহলে কি মনে হয়, আমি তোমাকে কতক্ষণ বাঁচতে দেবো?"

হ্যারল্ডের কোন সন্দেহ নেই সারাহ্ সত্যি সিরিয়াস। তার মাথা মনে হলো হালকা হয়ে গেছে। সে কেশে, হাঁসফাঁস করে ফুসফুসে বাতাস নেবার চেষ্টা করলো কিন্তু কোন লাভ হলো না। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে, বেশ ভয় পাচ্ছে সে।

সারাহ্ তাড়াতাড়ি আর দিকে তাকালো। "ধীরে ধীরে শ্বাস নাও, হ্যারল্ড। শান্ত হও। আস্তে আস্তে গভীরভাবে শ্বাস নাও। তোমার শুধু বাতাসের দরকার। ঠিক আছে? খুব আস্তে। একেবারে বেশি বাতাস নিতে যেও না, তাহলে আরো বেশি

হাঁসফাস করবে। এখন হচ্ছে, হ্যা, ঠিক আছে। চেষ্টা করো।"

হ্যারল্ড সারাহ্‌র কথা মতো করতে লাগলো আর বুঝতে পারলো তার ফুসফুসে অক্সিজেন ভরে উঠছে। নিজের পায়ের উপর উঠে দাঁড়াতে চাইলো কিন্তু টলমল করতে লাগলো। তার মাথা বেশ হালকা, মনে হলো মাথায় আঘাতও কেমন যেন হালকা বোধ হতে সাহায্য করছে। মেঝের দিকে তাকিয়ে রক্তের একটা ধারা দেখতে পেল। মাথায় হাত দিয়ে চোখের সামনে এনে দেখলো রক্তের দাগ লেগে আছে হাতে। নিজের রক্তাক্ত হাত দেখে হ্যারল্ডের মনে হলো বমি করে দেবে।

লোকটা তার পিস্তল পাশে ধরে রেখেছে কিন্তু ফেলে দেয় নি। সারাহ্ আবারো গুলি করতে প্রস্তুত হলো। এবারে সে আর দেয়ালে করবে না।

"প্লিজ! পিস্তল ফেলে দাও, এরিক, নইলে আমি তোমাকে গুলি করবো।"

হ্যারল্ড লোকটার দিকে তাকালো। এরিক। মনে হলো তার নাম থাকাটা বেশ অদ্ভুত ব্যাপার। সত্যিকারের একটি নাম, স্বাভাবিক একটা নাম। তাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে এরিক।

মাথায় আঘাত আর দৃষ্টিশক্তির ঝাপসাভাবের জন্য এরপরে এত দ্রুত এত কিছু ঘটে গেল যে হ্যারল্ড বুঝতেই পারলো না কিভাবে কি হলো।

একই সময়ে এরিক সারাহ্‌র দিকে পিস্তল তুললে সারাহ্ তার পিস্তলের ট্রিগার টেনে দিল। স্টাডিটা ছিন্নভিন্ন করে দিল দুটো গুলির ভয়ংকর গর্জন, সেই সাথে হ্যারল্ডের বোধ বুদ্ধিকেও। পরবর্তী যে শব্দ হ্যারল্ড শুনতে পেল তা এলো বহুদূর থেকে–সাইরেন! সত্যিকারের সুইশ পুলিশ অবশেষে আসছে তাহলে।

চিৎকার। পুরুষ কণ্ঠের চিৎকার। এরিক বেঁচে আছে। চিৎকার করছে, অভিশাপ দিচ্ছে।

হ্যারল্ড কিছু দেখতে পাচ্ছে না। গুলির আওয়াজে সে কিছুক্ষণের জন্য মনে হলো কালা হয়ে গেছে। শুধু সামান্য খকখক আওয়াজ শুনলো। কাঁধে কেউ হাত রেখে তাকে দাঁড়া করাতে চাইছে। একটা কণ্ঠ তাকে কিছু বলছে কিন্তু বধিরতার জন্য সে কিছুই শুনলো না।

বহু কষ্টে নিজের পায়ের উঠে দাঁড়ালো। তার কোন শক্তিই নেই। কারো সাথে যুদ্ধ করার, তাকে যে টেনে তুলছে তাকে ধাক্কা মারার কোনো শক্তিই নেই তার শরীরে।

আরো চিৎকার শোনা গেল। একটা গোঙানির আওয়াজ। তার কাঁধে রাখা হাতটি তাকে নিয়ে যাচ্ছে আর সেও তার সাথে সাথে যাচ্ছে। বারবার এটা ওটার সাথে ধাক্কা খেয়ে, টলমল পায়ে কোনমতে জাদুঘরের ভেতর দিয়ে হেটে যাচ্ছে হ্যারল্ড। হাতটি তাকে এখন আরো জোরে টানছে, বারবার তাগাদা দিচ্ছে। সে

বুঝতেই পারলো না কী হচ্ছে।

ঠাণ্ডা সুইশ বাতাস গালে না লাগা পর্যন্ত হ্যারল্ড উপরে তাকাতে পারলো না। যখন সে ভেতরে ঢুকেছে, তার চেয়েও বেশি অন্ধকার এখন বাইরে। তারা এখন যে রাস্তায় আছে সেখানে আছে শুধু তারার আলো আর দূরের পুলিশের গাড়ি থেকে আসা লাল-নীল আলোর ঝলকানি। হ্যারল্ড মাথায় ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা অনুভব করলো। জানার কোন উপায় নেই কতটা রক্ত পড়েছে। হাতটা তখনো তাকে নিয়ে যাচ্ছে আর এই প্রথমবারের মতো হ্যারল্ড ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দিল সেটা। তারপর তার কোটের হাতা দিয়ে কপাল থেকে রক্ত মুছে নিল সে। হাতের মালিক থেমে গিয়ে এবার হ্যারল্ডের মুখোমুখি তাকালো।

"আসো। জলদি," সারাহ্ বলে উঠলো।

"ঐ লোকটা...এরিক...সে কি...?" হ্যারল্ডের কোন ধারণাই নেই সে কি বলছে।

"না, বেঁচে আছে। রক্ত পড়ছে, কিন্তু বেঁচে আছে। সময় চলে যাচ্ছে। আমরা যা খুঁজছিলাম তা পেয়ে গেছি।"

হ্যারল্ড চোখের উপর থেকে রক্ত মুছে নিচে তাকালো।

সারাহ্‌র বাম হাতে ধরা আছে চামড়ায় মোড়া ডায়েরিটি।

অধ্যায় ৪৩

হত্যাকারী

"এই পৃথিবীতে তুমি যা করো তা কোন বিষয়ই না,"
আমার সঙ্গী তিক্ততার সাথে বললো। "প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি মানুষকে কোনটা
বিশ্বাস করাতে চাও যে তুমি করেছ?"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *অ্যা স্টাডি ইন স্কারলেট*

ডিসেম্বর ০৪, ১৯০০

ববি স্টিগলারের বাম গাল কেটে গুলিটি বের হয়ে গেল। পেছনের জানালার উপর রক্ত আর চামড়া ছিটকে গিয়ে পড়লো কাঁচ আর নোংরা জানালার সিলের উপর।

চিৎকার শোনা গেলেও ছেলেটি তারপরও বেশ জীবন্তভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। তাকে দেখাচ্ছে অর্ধেকমুখের এক অশরীরির মতো। শয়তানের মতো চিৎকার করছে সে।

আর্থার দেখতে পেলেন তার দিকে তাকিয়ে কান্না করছে। ছোট ছোট চুলে লেগে আছে রক্তের দাগ। বুলেট, আর্থারের একটামাত্র বুলেট ছেলেটিকে কেমন দৈত্যের মতো বানিয়ে দিয়েছে। তার সত্যিকারের রূপ এখন দেখা যাচ্ছে।

বিলাপ করতে করতে আর্থারের দিকে তেড়ে এলো ববি। দু'জনে মিলে পিস্তল নিয়ে ধস্তাধস্তি করতে লাগলো। আর্থার সব শক্তি দিয়ে রিভলবার ধরে রাখতে চাইলেন আর তার নাক গিয়ে ঘষা খেলো ববির খোলা চোয়ালের সাথে। আর্থার দেখতে পেলেন একসময় যা গাল ছিল সেখান থেকে এখন হাড় বের হয়ে আছে।

আর্থার শুনতে পেলেন ব্রামও গুলি করলো কিন্তু ববি ভ্রুক্ষেপ করলো না। আর্থারও সমানে লড়ছেন, ধাক্কা দিচ্ছেন, আরেকটাবার গুলি করার জন্য নিজের পিস্তল ধরতে চাইলেন, এরপরও তিনি শুনতে পেলেন দরজায় কারো পদশব্দ। কারো গলা চিড়ে বের হয়ে এলো একটি শ্বাস। আর্থার দেখার জন্য ফিরলেন না।

ববির সাথে তাকে সত্যিই বেশ যুদ্ধ করতে হচ্ছে। ছেলেটি আর্থারের চেয়ে বয়সে তরুণ আর তার ক্ষত হওয়া সত্ত্বেও বেশ শক্তিশালী। আর্থার বরঞ্চ নিজের পেশীতে টান খাচ্ছেন বারবার। মনে হলো তিনি নিজেই দাঁত দিয়ে নিজের মাড়ি কেটে ফেলবেন পরিশ্রমের ভারে।

আর্থারের হাতের রিভলবার গর্জে উঠলো আবার। পরে যখন এই মুহূর্তটির কথা মনে আসবে আর্থারের, তিনি এভাবেই ভাবতে চাইবেন ব্যাপারটা পিস্তল থেকে এমনিই গুলি বেরিয়ে গেছে। কেউ গুলি করে নি। তিনি তো নয়ই। এটা থেকে এমনিই গুলি বেরিয়ে গেছে। তারপরও বলতে হবে গুলি হয়েছে। বুলেট বেরিয়ে গেছে। এখনো আর্থার আর ববি তাদের সর্বশক্তি দিয়ে লড়ছে। বুলেট তাদের কারো গায়েই লাগে নি।

ব্রাম আবার গুলি করলেন। এই সময়ে আর্থার দেখতে পেলেন ছেলেটির ব্রেইন বলে কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা অন্যপাশে গিয়ে পড়লো, দেয়ালের উপরে। তিনি বুঝতে পারলেন ছেলেটির শক্ত মুঠি আলগা হয়ে গেছে। কাঠের মেঝের উপর ববি স্টিগলারের প্রাণহীনদেহ পুতুলের মতো গড়িয়ে পড়লো।

ব্রামের গলার স্বর বুঝতে আর্থারের খানিক সময় লাগলো। তার মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে। মনে হলো ব্রাম, তার বন্ধু, ওয়াটসন–সবটাই স্বপ্ন।

"তুমি কি করেছ, আর্থার?"

দরজার সামনে থেকে আরেকটি শব্দ হলো। ছোট্ট চিৎকার আর গোঙানি। আর্থার ফিরতেই দেখতে পেলেন মিলিন্ডা স্টিগলার। ববির বোন দরজার কাছে পড়ে যাচ্ছে। বুলেট গিয়ে তার গলা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে।

আর্থার তাকে খুন করেন নি। পরবর্তীতে এই পয়েন্টটি তার কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। তিনি ট্রিগার চাপেন নি। ববি নিশ্চয়ই এটা করেছে। আর্থার মনে করতে পারলেন তার বুড়ো আঙুলে চাপ খাবার অনুভূতি। যুদ্ধের মাঝখানে, রক্ত আর শব্দের মধ্যে, ধস্তাধস্তির সময় ববি তার বোনকে গুলি করেছে।

মিলিন্ডা তার ভাইয়ের মতো এত সহজে মারা গেল না। খোলা বাতাসে তার রক্ত ফিনকি দিয়ে বের হবার সময় সে চেয়েছে হাত দিয়ে চাপা দিয়ে রাখতে কিন্তু লাল রঙের তরল ঠিকঠাক তার আঙুলের ফাঁক গলে আকাশী নীল রঙের ড্রেসে গিয়ে পড়েছে। তারপর বুকের মাঝখানের কাপড় ভিজিয়ে কোমরের দিকে চলে গেছে। গলার ভেতর থেকে কেমন যেন গার্গল করার মতো শব্দ বের হয়ে এলো।

মিলিন্ডা তার হাঁটুর উপর পড়ে গেল। নিজের গলা আরো জোরে আঁকড়ে ধরেই অবশেষে সে মেঝের উপর পড়ে রইল। আর্থার দেখতে পেলেন মিলিন্ডার চেহারায় কোন ব্যথা বা ভয়ের ছাপ নেই। বরঞ্চ বিস্ময়ে মাখামাখি হয়ে আছে। আর্থারের দিকে তাকাতেই তিনি দেখলেন মেয়েটির চোখ তার ভাইয়ের চেয়েও বেশি নীল, উজ্জ্বল নীল। মনে হলো একটা শিশুর মতই প্রথমবারের মতো পৃথিবী দেখছে। মুখ খুললো কিন্তু আর্থার জানেন তার চোখের সামনে এখন খেলা করছে বিভিন্ন রঙের আলো। হ্যা, পরে আর্থারের মনে হয়েছে মৃত্যুর সময় মেয়েটি বেশ খুশিই ছিল। তার

সামনে সে সুন্দর কিছু দেখতে পেয়েছে। সে ব্যথা পায় নি তেমন একটা।

তারপর এক মুহূর্তের মাঝেই তার ভারি শরীরের পাশে মাথাটাও পড়ে গেল। মেঝের উপর পড়ে রইলো কিন্তু তখনো তার ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে। আর্থার দেখতে পেলেন ফ্লোরের উপর দিয়ে ভায়ের পাশ দিয়ে মেয়েটির রক্তের ধারা আর্থারের দিকে এগিয়ে আসছে। ঠিক তার পায়ের কাছে। আর্থারের মনে পড়ে গেল এমিলি ডেভিসনের নির্মম মৃতদেহের কথা। এটি কিন্তু বেশ ভিন্ন। এই দুই ছেলেমেয়ের মৃত্যু বরঞ্চ এমিলির চাইতে শতগুণে ভালো হয়েছে। আর্থার কোন দানব নন। হতে পারেন একজন হত্যাকারী কিন্তু অতিকায় পশু নন।

কাঁধে কারো স্পর্শ পেলেন আর্থার। ব্রাম। তিনি বেশ দৃঢ়তার সাথে বললেন, "চলো আর্থার, এখান থেকে যাওয়া যাক।"

অধ্যায় ৪৪

"এখন কি তুমি আমাকে খুন করবে?
সে চিৎকার করে উঠলো। এটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত গুণাবলী দিয়ে তোমার বিবেচনাকে পক্ষপাতদুষ্ট করে তুলো না। একজন ক্লায়েন্ট আমার কাছে সমস্যার একটি উৎপাদক। পরিস্কার যুক্তি-তর্কের মাঝে আবেগের গুণাবলী অত্যন্ত বাধাস্বরূপ কাজ করে।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য সাইন অব ফোর*

জানুয়ারি ১৭, ২০১০

ছোট্ট একটা পাথরের উপর এসে হ্যারল্ড আর সারাহ্ বসলো অবশেষে। পাতলা প্যান্ট ভেদ করেও পাথরের ঠাণ্ডা ভাব টের পাচ্ছে হ্যারল্ড। মুখের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তীব্র ঠাণ্ডা বাতাস।

নিচের দিকে উপত্যকার দিকে তাকালো তারা দু'জন। বহুদূরে দেখা যাচ্ছে পুলিশের গাড়ির আলোয় আলোকিত জাদুঘরটি। ছোট ছোট আলোর বিন্দুর মতো অফিসাররা ছোটাছুটি করছে।

"আমরা এখানে নিরাপদ। এরিক একমাত্র ব্যক্তি যে জানে আমরাও জাদুঘরে ছিলাম আর সে এটা দেখে নি আমরা কোথায় গিয়েছি। পুলিশেরাও আমাদেরকে ফলো করে করে নি। কেউ জানে না আমরা কোথায়," সারাহ্ জানালো।

হ্যারল্ড মাথা নাড়লো। কিছু বললো না।

"মাথার কি অবস্থা?"

"রক্ত পড়ছে।"

সারাহ্ তার গলা থেকে উজ্জ্বল হলুদ রঙের স্কার্ফটি খুলে হ্যারল্ডের মাথার ক্ষতের চারপাশে বেঁধে দিল। স্কার্ফটা বেশ শক্ত করে বাঁধলে হ্যারল্ড কেঁপে উঠলো। মনে পড়ে গেল তার সাথে দেখা হবার দিনটাতেও এই স্কার্ফ পরা ছিল সারাহ্। দেখতে পেলো স্কার্ফের উজ্জ্বল হলুদ রঙ রক্ত লেগে কালো হয়ে যাচ্ছে।

"তুমি ভালো হয়ে যাবে। এটা তেমন গভীর কোন ক্ষত নয় কিন্তু মাথার আঘাতে এমনিই বেশি রক্ত ঝড়ে," সারাহ্ বলে উঠলো।

হ্যারল্ড তার কোলে রাখা পিস্তলের দিকে ইশারা করে দেখালো। "এখন কি তুমি আমাকে খুন করবে?"

সারাহ্ হেসে ফেললো।

"না। আমার কখনো তোমাকে খুন করার দরকার হবে না। কাউকে খুন করার কথাও ছিলো না।"

"এরিক?" নামটা একটু তিক্ততার সাথেই উচ্চারণ করলো সে।

"এরিকের কোন কালেই তোমাকে খুন করার কথা নয়, ঠিক আছে? আমি প্রমিজ করে বলছি। দেখো, আমি দুঃখিত। ঠিক আছে? আমি জানি, আমাকে অনেক কিছু ব্যাখ্যা করতে হবে আর আমি করবোও কিন্তু তার আগে আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই, আমি দুঃখিত।"

"তুমি কি চাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেই?"

"হ্যা। আমি তাই চাই কিন্তু এখন তা বলছি না। আমি জানি তুমি তা পারবেও না। অন্তত আমি হলে পারতাম না। কিন্তু প্লিজ, আমাকে বিশ্বাস করো, আমি দুঃখিত।"

বেশ খানিকক্ষণ চুপ থেকে হ্যারল্ড বলে উঠলো, "হ্যা, আমি বুঝতে পেরেছি।"

"নাও।" সারাহ্ বন্দুক তুলে তার কোল থেকে নিয়ে তার দিকে বাড়িয়ে ধরলো। হ্যারল্ডের মনে হলো তার হাত বেশ ভারি আর ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

সারাহ্ বললো, "এটা তোমার কাছেই রাখো। আমাকে মারতে চাইলে মারতেও পারো।"

হ্যারল্ড বন্দুকটির ওজন অনুভব করলো। হাতে নিয়ে কৌতুহল ভরে উল্টে-পাল্টে দেখলো। নিজেকে মনে হলো কোন পুরাতন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে উঠে এসেছে।

"না, আমি মানুষকে গুলি করি না।"

সে যতটুকু সম্ভব হাত ঘুরিয়ে বন্দুকটাকে নিচে ছুঁড়ে মারলো। যদিও তারা কোন শব্দ শুনতে পেলো না কিন্তু এটি সম্ভবত পর্বতের নিচে নদীতে গিয়েই পড়লো।

আবার দীর্ঘ নীরবতার পর হ্যারল্ড জানতে চাইলো, "তুমি কি আমাকে অনুসরণ করছিলে?"

"আমি না। এরিক। আমি তাকে ফলো করেছি। সেটাই সহজ ছিল। সে আমার প্রাক্তন স্বামীর হয়ে কাজ করছে।" তারপর সারাহ্ হ্যারল্ডের দিকে তাকিয়ে ভাবলো সে ইতোমধ্যে কতটা জেনে গেছে কিন্তু হ্যারল্ডের মুখের ভাবে তেমন কিছু প্রকাশ পেল না।

"সেবাস্টিয়ান কোনান ডয়েলের সাথে আমার বিয়ে হয়েছিল, ঠিক আছে? ডিভোর্স সম্পর্কে আমি যা যা বলেছি তার পুরোটাই সত্যি। সে একটা বানচোত। সরাসরি আমি এটাই বলবো কিন্তু এই বেজন্মার সাথেও আমার দীর্ঘ একটি ইতিহাস আছে। আমি জানি না, আমার ধারণা তারাই আমাকে খুঁজে বের করেছে।"

"আমার কি যায় আসে তাতে?"

হ্যারল্ডের কণ্ঠের কর্কশ ভাব শুনে সে নিজেও আশ্চর্য হয়ে গেল। শান্ত আর নিরাপদ মনে হতেই তার ভেতরে রাগও দেখা গেল। "কারণ এর কিছুই আমার প্ল্যান নয়, ঠিক আছে? অন্তত এর খারাপ অংশগুলো তো নয়ই। তুমি হয়তো আমাকে খুব ভয়ংকর একজন মানুষ ভাবছো, তাই না?"

"হ্যা।"

সারাহ্ মাথা নিচু করে ফেললো। "আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু শোন, আমি সত্যিই একজন সাংবাদিক, ঠিক আছে? আমি সত্যিই একজন সাংবাদিক ছিলাম। এটা পুরোটাই সত্যি। সেবাস্টিয়ান আর আমি ছয় মাস আগে আলাদা হয়ে যাই। এটা বেশ দীর্ঘ একটি গল্প। আর তোমার কিছু যায় আসে না তাতে। বিচ্ছেদের পর আমি আবার লেখালেখি শুরু করতে চাইলাম। শার্লোকিয়ানদের সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছি তার জন্যই। অন্তত এটুকু বলবো, এলেক্স কেল আর তোমাদের সংস্থা সম্পর্কে এত কিছু আমি জানি কারণ সেবাস্টিয়ান অন্ধের মতো তোমাদের অনুসরণ করে। সে তোমাদেরকে অসম্ভব ঘৃণা করে। কতটা আমাকে বলতে বলো না কিন্তু সে ডায়েরিটা চেয়েছিল। আমি তোমাকে বলছি, সে হয়তো একারণে এলেক্সকে খুনও করতে পারতো। আমি জানি সে করে নি, কিন্তু সে করতে পারতো। এলেক্স যখন তার আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করে আমি তখন সেখানে ছিলাম না কিন্তু আমি জানি সেবাস্টিয়ান কতটা হিংস্র হয়ে উঠেছিল। যখন আমি এ ব্যাপারে শুনতে পেলাম, বুঝতে পারলাম আবার লেখালেখি করার জন্য এটাই আমার সুযোগ তখন সেবাস্টিয়ান আমাকে ফোন করলো। আমি সত্যিই জানি না সে কিভাবে জানলো আমি এর উপর কাজ করছি। সে আমাকে বললো আমরা একত্রে কাজ করতে পারি। একসাথে ডায়েরি খোঁজার কাজ। যতক্ষণ আমি তাকে সাহায্য করবো, আমি যা খুশি তা-ই লিখতে পারবো। আর আমরা আমাদের ডিভোর্সের ব্যাপারটাও প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছি...সে ব্যাপারটাকে আরো সহজ করতে চাইলো। বেশি সহজ। এখানে কিছু জটিল ব্যাপার আছে যা আমার জন্য খুব একটা ভালো ছিল না। সে ব্যাপারটাকে বেশ উদারভাবে নিতে চাইলো আর...আমি হ্যা বললাম, ঠিক আছে? আমি হ্যা বলেছি। আমি এর দায়িত্ব নিলাম। এটা বেশ জটিল ছিল, তার পরও আমি সম্মতি দিলাম। আমি সাংবাদিক হিসেবে কাজ করে তাকে ডায়েরি খুঁজে পেতে সাহায্য করবো।"

"এরিক আসলো কোথা থেকে তাহলে?"

"সে সেবাস্টিয়ানের হয়ে কাজ করেছে কিছু সময়ের জন্য। আমি শুধু এটুকুই জানি।"

"যদি সেবাস্টিয়ান তোমাকে আর আমাকে দিয়ে ডায়েরি পেতে চায় তাহলে

তাহলে এরিকের কি কাজ ছিল? কেন সেবাস্টিয়ান চাইলো এরিক একটা বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়াক? ডায়েরির খোঁজ তো করছিলাম তুমি আর আমি।"

সারাহ্ থেমে গেল। এই সমস্যাটি নিয়ে সে আগেও ভেবেছে। "কারণ সে তোমাকে বিশ্বাস করে নি। আর ঈশ্বর জানে সে আমাকেও বিশ্বাস করে না। এটা পুরোপুরি সেবাস্টিয়ানের আসল রূপ। তোমার একটা সমস্যা হয়েছে, যত পারো তত টাকা ঢালো। একই কাজে তিনজন ভিন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ দাও, কিন্তু কাউকে একে অন্যের সম্পর্কে জানাবে না। সবাইকে অন্ধকারে রেখে দাও আর যদি তারা একে অন্যকে খুন করে ফেলে...যাইহোক, অন্তত একজন হলেও তোমাকে খুঁজে দেবে তুমি যা চাইছো। আমি তোমাকে বলে রাখছি হ্যারল্ড, সে সত্যি সত্যি একটা বারচোত।"

হ্যারল্ড মুখ তুলে মিটমিটে তারাগুলোর দিকে তাকালো। পর্বতের পাশে তাদের আলো কমই পৌঁছাচ্ছে। এমনকি অন্ধকারের জন্য সারাহ্র মুখটাও প্রায় দেখা যাচ্ছে না। তারপরও হ্যারল্ড তাকে বিশ্বাস করলো কিন্তু তাকে বিশ্বাস করলেই যে সে ভালো বোধ করলো তা নয়।

সারাহ্ পেছনে তাকিয়ে ডায়েরিটা হাতে নিয়ে হ্যারল্ডকে দিল। "তুমি পড়তে চাইলে আমরা আমার ফোনের আলো ব্যবহার করতে পারি।"

হ্যারল্ড ঢোক গিললো। "হ্যা। আমি এটা পড়তে চাই।"

সারাহ্ পকেট থেকে সেলফোনটা বের করে ডায়েরির উপর স্পটলাইটের মতো করে আলো ফেললো। সাবধানে ডায়েরির কাভার তুললো হ্যারল্ড। পৃষ্ঠাগুলো বেশ ভঙ্গুর আর হলুদ হয়ে গেছে কিন্তু আর্থার কোনান ডয়েলের হাতের লেখা পড়তে তার কোন সমস্যাই হলো না।

হ্যারল্ড দু'জনের মাঝখানে ডায়েরি ধরে রাখলো আর এক সাথে পড়া শুরু করলো তারা।

অধ্যায় ৪৫

আর্থার কোনান ডয়েলের হারানো ডায়েরি

হাসতে হাসতে হোম্‌স বললো, "আসুন, আসুন, স্যার। আপনি আমার বন্ধু ডা: ওয়াটসনের মতো। যার একটি বদভ্যাস আছে, নিজের গল্পগুলোকে ভুলভাবে বলে আর মুখ্য করে তোলে।"
–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব উইস্টেরিয়া লজ*

ডিসেম্বর ০৮, ১৯০০

আর্থার সবকিছু লিখে ফেললেন।

এটাই করলেন তিনি; সবকিছু লিখে ফেললেন। লেখালেখি করা তার পেশা এবং নেশা দুটোই। সারা পৃথিবী জুড়ে তিনি সমাদৃত; কারণ তিনি ভালো লেখেন। যখন তিনি লেখেন, ঘটনাকে শব্দে বর্ণনা করেন, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বাক্যে ফুঁটিয়ে তুলেন, তাদেরকে বোঝা যায় স্পষ্টভাবে। আর এই ঘটনাগুলো এত ভয়ংকর যে তাদের সাজিয়ে লেখাটা প্রযোজন ছিল। কাগজের উপর শুদ্ধ ভাষায় তাদেরকে ফুটিয়ে তোলা দরকার ছিল। এটাই তো লেখকদের কাজ, তাই না? যার নাম প্রয়োজন তারা তাকে পরিচয় দেন, যেটা কখনো বলা হয় নি তাই মূর্ত করে তোলেন।

ববি এবং মিলিন্ডা স্টিগলার যে রাতে মারা গেল আর্থার ভোর না হওয়া পর্যন্ত জেগে রইলেন। যা যা ঘটেছে তা যতটা মনে করতে পারলেন সবিস্তারে লিখে রাখলেন। যখন একটি নির্দিষ্ট মুহূর্ত তার স্মৃতি থেকে হারিয়ে গিয়েছে ভাবলেন, তখন তিনি যা জানেন তা-ই কেবল লিখলেন। তিনি এমনভাবে গল্পটি লিখলেন যে এটি অস্তিত্বের মতো। তিনি নিজেকে কোন বাহ্‌বা দিলেন না। এমন কিছু লিখলেন না যাতে মনে হয় তিনি নির্দোষ এবং সন্ধ্যার সেই ট্রাজেডিতে তার কোন দায়িত্ব ছিলো না। তিনি যা করেছেন তা অস্বীকার করলেন না, কিন্তু ববি স্টিগলারের শয়তানিকেও বাড়িয়ে লিখলেন না। ছেলেটি এর যোগ্য ছিল আর এ বিষয়ে আর্থার নিঃসন্দেহ। কিন্তু তার বোনের সাথে ঘটে যাওয়া ট্রাজেডির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। সেই তখন, যখন বোমাটা বিস্ফোরিত হয়েছিল, আর গত কয়েক সপ্তাহের কোন ঘটনাই যুক্তিসিদ্ধ নয়। আর্থারের জীবনে দাগ রেখে যাওয়া কোন

ভায়োলেন্সেরই কোন ব্যাখ্যা হয় না। মৃত্যু, হত্যা শেষ পর্যন্ত তাদেরকেও ব্যাখ্যা করা যায় না। সেগুলো ঘটে গেছে।

কয়েকদিন ধরে আর্থার এবং ব্রাম আবার একে অন্যের কাছ থেকে ডুব মেরে রইলেন। মনে হলো দু'জনের কেউই এ নিয়ে কথা বলতে চান না। সংবাদপত্রে ঘটনাটি নিয়ে যে রিপোর্ট বেরিয়েছে তারা সে-সব পড়েছে। কোন অপরাধীকেই খুঁজে পাওয়া যায় নি। এমনকি কোন পুলিশও তাদের কারো দরজাতেই হানা দেয় নি। তারা বুঝতে পারলো এটি শেষ হয়ে গেছে। তারা কখনোই টোবিয়াস স্টিগলারকে দেখে নি। ছেলেমেয়ের মৃত্যু যন্ত্রণা সে একাই বহন করছে। এই কারণেই তারা যথেষ্ট দুঃখিত। আর্থার অবাক হয়ে ভেবেছিলেন জ্যানেট ফ্রাই কি আর কখনো তাকে ফোন করবে–সে তো ববি স্টিগলার নামটা জানে। ববির দোকানে নিশ্চয় সেও গিয়েছিল। যখন সে সংবাদপত্রে ববির মৃত্যু সংবাদ পড়েছে তখন কি তার বন্ধুদের মৃত্যুর সাথে যোগাযোগটা বুঝতে পেরেছে? নাকি সে এটাকেও অদ্ভুত কাকতালীয় মিল হিসেবেই ধরে নিয়েছে? কেননা সে মিলিসেন্ট ফসেটকেই দোষি সাব্যস্ত করে বসে আছে...

কিন্তু দিন পার হতে লাগলো আর আর্থার জ্যানেটের কাছে থেকে কোন সাড়া না পেয়ে খুশিই হলেন। সুতরাং তিনি মুক্ত। যদি ইন্সপেক্টর মিলার কিছু একটা সন্দেহ করেও থাকে–হয়তো করেছে ও–সে কি আর করবে? যাইহোক, ইন্সপেক্টর মিলার আর্থারকে অন্তত একটি খুন ধামাচাপা দিতে সাহায্য করেছে। বাকি দুটোতেও নিশ্চয় তাই করবে।

ইন্সপেক্টর মিলার কি সত্যি আর্থারের নাম মুছে দিতে চায়? নাকি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড সত্যিই এতটা অযোগ্য যে হত্যাকারীকে খুঁজে পায় নি? তিনি কখনোই জানবেন না। তিনি মুক্ত। অসাধু কাজ, অযোগ্যতা আর ভাগ্য যার জোরেই হোক না কেন।

১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসের ৮ তারিখে ব্রামস্ট্রোকার শেষবারের মতো *আন্ডারশ*'তে আর্থারের স্টাডিতে এলেন। তিনি কথা বলতে এসেছেন। এটাই উপযুক্ত সময় যা ঘটে গেছে তা নিয়ে কথা বলার। জীবনের এই সময়কে বিদায় জানানোর। কিন্তু এ দুজন' অন্তরঙ্গ মানুষের মধ্যে এই আলাপচারিতা মনে হলো বেশ আনুষ্ঠানিক হয়ে গেল।

ব্রাম ঘরে ঢুকতেই আর্থার হাত থেকে কলম নামিয়ে রাখলেন। প্রথমবারের মতো বন্ধুর সাহচার্য তার খারাপ লাগলো। সময় কাটতে লাগলো নীরবতায়।

"কি লিখছো তুমি?" অদ্ভুত নীরবতার পর ব্রাম জানতে চাইলেন।

"তুমি হয়তো বিশ্বাসও করবে না," তার সামনে রাখা পৃষ্ঠাগুলোর জন্য অস্বস্তি

নিয়ে বললেন আর্থার।

"কি বিশ্বাস করবো না করবো সেটা আমাকেই ঠিক করতে দাও।"

"হোম্‌সকে নিয়ে লিখছি। আমি আর কাউকে এখনো জানাই নি। তুমিই প্রথম শুনলে।"

ব্রাম মাথা নাড়লেন শুধু। মনে হলো তিনি এটাই আশা করে ছিলেন।

"আরেক দিন আমি একটা আইডিয়া পেয়েছিলাম। তুমি কখনো ডাটমুরে গিয়েছ? ভয়ংকর খোলা জায়গা? তারা সত্যিই বেশ ভয়ানক। আমার মনে হয় সেখানেই এই পুরাতন নিবোর্ধটাকে ভালো মানাবে। আমার বন্ধু রবিনসন আমাকে বলার পর এই প্লট মাথায় এসেছে। হ্যা। শার্লোক হোম্‌স একটা ভয়ংকর শিকারী কুকুরের পেছনে ছুটছে...যাইহোক, অতি কল্পনা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সম্ভবত ভালই হবে, তাই না?"

"হ্যা। এটা সত্যিই অসাধারণ হবে। আর আজকের দিনের পৃথিবীতে ভালো গার্থুনী সত্যিই ক্ষণস্থায়ী।"

আর্থার ব্রামকে প্লটটি ব্যাখ্যা করলেন, তারপর উভয়ে মিলে পৃষ্ঠাগুলো পড়লেন। ব্রাম সম্মত হবার চেয়েও বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে গেলেন। তিনি গল্পটাকে পুণরায় কাঠামো ফিরে পাওয়া হিসেবে জানালেন। আর্থার বেশ খুশি হয়ে গেলেন কথাটা শুনে। কিন্তু আলোচনাটি ভিন্ন খাতে মোড় নিল যখন আর্থার ব্রামকে তার অন্যান্য লেখা সম্পর্কে জানালেন।

ব্রাম বিমূঢ় হয়ে জানতে চাইলেন, "তুমি যা ঘটেছে তা নিয়ে ডায়েরি লিখেছো...যা ঘটেছে তার সব?"

"আমার লেখাটা প্রয়োজন ছিল। ওহ্, আমার দিকে এভাবে তাকিয়ো না। আমি বোকা নই। এটি কারো পড়ার জন্য নয়। আমি কারো সাথেই এটা শেয়ার করবো না কিন্তু আমার ডায়েরির সাথে শেয়ার করাটা জরুরি ছিল।" আর্থার হেসে ফেললেন। বুদ্ধিদীপ্তভাবে বলে উঠলেন, "যেদিন আমি পরপারে চলে যাবো তখন যদি কেউ এগুলো খুঁজে পায় আর পড়ে তাতে কী আর যাবে আসবে। সত্যিটা একসময় না একসময় মুক্ত হবেই।"

ব্রাম রেগে গিয়ে বলে উঠলেন, "তুমি সিরিয়াস হতে পারো না, আর্থার? তোমার খ্যাতি...জেনারেশনের পর জেনারেশনে তোমার মূল্য...তুমি শুধু যে তোমার নাম নষ্ট করছ তাই না; দেখতে পারছো না এটি হোম্‌সেরও ব্যাপার? এটি তোমার চেয়েও বেশি কিছু।"

"প্লিজ। শান্ত হও। আমার খ্যাতি থাক বা না থাক শার্লোক হোম্‌স ভালোই থাকবে।"

"না। তুমি যদি এটি ধ্বংস না করো আর্থার, দোহাই লাগে, তার কোন মূল্য থাকবে না। আমার কথা শুনতে পারছো? তোমার নিজের ভালোর জন্য। আমার ভালোর জন্য। হোম্‌সের ভালোর জন্য।"

"লর্ড ব্রাম।" আর্থার আবারো বলতে শুরু করতেই সিঁড়ি থেকে শব্দ ভেসে এলো। মনে হলো উপর তলায় কেউ পড়ে গেছে। ছেলেমেয়েদের কেউ টেবিল ল্যাম্প নিয়ে কিছু একটা করেছে আর গোঙানিও শোনা যাচ্ছে।

"এক্সকিউজ মি," কি ঘটেছে দেখার জন্য আর্থার স্টাডি থেকে বের হয়ে গেলেন আর্থার। তারপর যখন ফিরে এলেন কিছু মিনিট পরেই, ব্রামের চোখে কৌতূহল দেখতে পেলেন তিনি।

"কি হয়েছে?" আর্থার জানতে চাইলেন।

"কিছু না। কিছুই না।" বলার পরেও আর্থার দেখলেন ব্রাম ঘামছে। এরকম সচরাচর কখনো করেন না তিনি।

দু'জনের কেউই জানতেন না ঐ কয়েক মিনিটের মাঝেই একটি রহস্য রচিত হয়ে গেল।

আর্থারের ডায়েরিটি লুকিয়ে রাখার পর আরো একশ বছর লেগে যাবে এটি খুঁজে পেতে।

অধ্যায় ৪৬

রাইখেনবাখ ঝরনা

"ফ্লানেল পরে থাকো আর চিরস্থায়ী শান্তি বলতে কোন কিছু বিশ্বাস করো না।"
–মেরি কোনান ডয়েল লিখেছেন তার পুত্র আর্থারকে, স্মৃতিকথা *মেমোরিস অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার্স*

জানুয়ারি ১৭, ২০১০

ডায়েরি বন্ধ করার পর হ্যারল্ড বুঝতে পারলো সে কাঁদছে। শক্ত চামড়ার কাভারের উপর পড়ল তার চোখের পানি। শত বছরের নোংরা, ধুলো আর রক্তের ফোঁটা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল।

সে ধীরে ধীরে পড়েছে যাতে সারাহ্ তার সাথে এগোতে পারে। এখন তারা দু'জনেই পাথরের উপর যেন জমে গেলো। তারা দু'জনেই সবকিছু জানে। সারাহ্ হ্যারল্ডের হাটুতে হাত রাখলে সে অরো জোরে কেঁদে উঠলো। বুকের সাথে চেপে ধরলো ডায়েরিটি। তার কোন শক্তিই নেই এ কান্না থামাবার। হ্যারল্ড এবং সারাহ্ কেউই কিছু বলতে পারলো না অনেকক্ষণ।

কয়েক মিনিট পরে সারাহ্ উঠে দাঁড়ালো। কোন কথা না বলে সে পর্বতের পথের দিকে ইশারা করলো। হ্যারল্ড বাধা দিল না। সে নিজেও দাঁড়ালো। পায়ের পেশী আর হাটুতে ব্যথা বোধ হলেও সারাহ্কে অনুসরণ করলো। আল্পসের আরো চূড়ায় অন্ধকারে যেতে লাগলো দু'জনে।

হ্যারল্ডের কোন ধারণাই নেই তারা কতক্ষণ হেটেছে। এটি বিশ মিনিটও হতে পারে আবার দুই ঘণ্টাও হতে পারে। তারার আলোর মধ্যে হেটেই চললো। এর ফলে একটু সুস্থ বোধ করলো, মনে হলো আঙুলের মাথায় শক্তিও ফিরে আসছে। সারাহ্ বুঝতে পারলো হ্যারল্ডের শীত লাগছে। সে নিজের কোট খুলে তার কাঁধে জড়িয়ে দিলেও হ্যারল্ড সারাহ্কে ধন্যবাদ দিল না। একসাথে তারা শুধু হেটেই চললো।

সে জানে না তারা কোথায় যাচ্ছে, আর এটা নিয়ে সে মাথাও ঘামাচ্ছে না। মনে হলো শীত লেগে ভালোই লাগছে। মুখের উপর কান্না জমে যাচ্ছে। তার সমস্ত চিন্ত

ার ঘোড়াও শান্ত হয়ে এলো। যখন তার সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এলো তখনই কেবল হৃদয় দিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় সব অনুভব করতে পারলো সে। মনে হলো যদি সে এখানেই রয়ে যায়, পর্বতে ক্যাম্প করে আর কখনো নিচে না নামে তাহলে ভবিষ্যতের সব বোধকেই একসাথে এড়ানো যাবে। মনে হলো প্ল্যানটি বেশ যুক্তি সম্মত।

পরিস্কার রাস্তায় বের হয়ে আসার আগে হ্যারল্ড তীব্র বেগে পানি পড়ার শব্দ শুনতে পেল। অন্ধকারের জন্য মাত্র কয়েক ফুট দূরত্বে না আসা পর্যন্ত ঝরণাটি তাদের চোখে পড়ে নি। হ্যারল্ডের চোখেমুখে এসে পড়লো পানির ছিটা। শুনতে পেলো নিচের পাথরে পানি আঁছড়ে পড়ার শব্দ। পর্বতের গায়েও ছিটকে পড়ছে পানির ধারা। নিচে অন্ধকারে কোথাও গিয়ে পড়ছে উপত্যকার মাঝে গভীর কোন হ্রদে।

রাইখেনবাখ ঝরণা।

দু'জনেই হাটা থামিয়ে যতটুকু দেখা যায় তাকিয়ে রইলো।

"আমি দুঃখিত," সারাহ্ বললো।

"আমিও," হ্যারল্ডের মনের মাঝে আর এক ফোঁটাও রাগ নেই। সে নিশ্চিত হতে পারলে না তাদের মাঝে বাকি আর কিছু আছে কিনা।

"তুমি খুশি হয়েছ? ডায়েরি খুঁজে পেয়ে ভালো লাগছে?" জানতে চাইলো মেয়েটি।

সত্যি কথা বলার জন্য হ্যারল্ডকে এক মুহূর্তও ভাবতে হলো না। "না।"

সারাহ্ হ্যারল্ডের কাছে এসে তার কাছ থেকে ডায়েরিটা নিল। হ্যারল্ডও কোন তর্ক না করে বা অভিযোগ না করে ডায়েরিটা দিয়ে দিল। সারাহ্ ধার থেকে খানিকটা পিছিয়ে এলো। তারপর ডায়েরিটা হাত ঘুরিয়ে মাথার উপর তুলে অন্ধকারে যত দূরে সম্ভব ছুঁড়ে মারলো। তারা দু'জনেই শুনতে পেল ডায়েরিটি ঝরণায় গিয়ে পড়ে গেলো নিচের হ্রদে।

তারপর আবার নীরবতা। নিস্তব্ধতা, ঝরণার শব্দ আর দু'জনের দীর্ঘশ্বাস এক হয়ে গেল।

"ধন্যবাদ," হ্যারল্ড বললো।

সারাহ্ এগিয়ে গিয়ে হ্যারল্ডের হাত রাখলো নিজের হাতে। রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে রইলো তারা। হ্যারল্ড শক্ত করে সারাহ্র হাত ধরলো। একই কাজ করলো সারাহ্।

অধ্যায় ৪৭

বিদায়

"তো পাঠক, শার্লোক হোম্‌সকে বিদায়! আপনাদের পূর্ব সাহচার্যের জন্য ধন্যবাদ। আশা করছি জীবনের এসব জটিলতা থেকে মুক্তি মিলবে আর রোমাঞ্চের কল্পনাময় রাজ্যে নতুন জীবনের নতুন আহ্বান শোনা যাবে।"

–স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, *কেসবুক অব শার্লোক হোম্‌স*-এর ভূমিকায়

আগস্ট ১১, ১৯০১

শ্রমিকেরা ক্লান্ত হয়ে গেছে। আগস্ট মাসের তপ্ত রোদে ভিজে নীল রঙের ইউনির্ফম পরে সারা দিনই তারা কাজ করেছে। দুই দিন আগে মেরিলবোন স্টেশন থেকে বেকার স্ট্রিট পর্যন্ত বিশ ফুট লম্বা রাস্তায় তারা বৈদ্যুতিক তার বসিয়েছে। প্রধানটি বেশ মোটা আর ভারী। একটার ভিতর একটা তামার টিউব বসানো আর বাদামি মোম দিয়ে লাগানো। পুরোটাই বেশ মোটা আর ভারি স্টিল দিয়ে বানানো। তাই যতবার শ্রমিকেরা তার তুলছে, ঘাড় আর হাতে প্রচণ্ড ব্যথা পাচ্ছে। গতকাল তো আরো বড় দল এসেছিল বাড়ি-ঘরের উপর তার তুলতে সহায়তা করতে। ল্যাম্পপোস্ট আর দোতলা বাড়ির ছাদে বসানো হয়েছে সেগুলো। মেরিলবোন থেকে দক্ষিণে প্যাডিংটন পর্যন্ত তার টানতেই বারো জন শ্রমিক কাজ করছে। আজকে মাত্র দু'জন শ্রমিক বেকার স্ট্রিটের উপর থেকে গ্যাসবাতি সরিয়ে সেই জায়গায় বৈদ্যুতিক বাতি লাগাচ্ছে।

সন্ধ্যার পরে সূর্যটা মন্টেগু স্কোয়ারের বড় বড় বিল্ডিংগুলোর পেছনে হেলে পড়লে দু'জন ঘর্মাক্ত শ্রমিক তাদের মই বয়ে নিয়ে গ্যাসবাতি খোলার কাজ করলো। একজন মই নিচের দিকে ধরে রাখে, আরেকজন উপরে উঠে যায়। প্রধান তারের সাথে ইতোমধ্যে সংযোগ দেয়া হয়ে গেছে। এখন শুধু পজিটিভ নেগেটিভ ঠিক করে বাল্ব লাগিয়ে দেয়া। ভেজা আঙুল বার বার তারের সাথে লেগে পিছলে যাচ্ছে। নেভি ইউনিফর্মে হাত মুছতে গিয়ে তাই লেগে যাচ্ছে মোম আর নোংরার দাগ। তারা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এরইমধ্যে।

পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী একটু দেরি হয়ে গেছে। তারা পৌছে গেছে আইগর স্ট্রট আর পার্কের কর্নারে ডানদিকে থাকা শেষ ল্যাম্পপোস্টের কাছে। দু'জন শ্রমিকের মধ্যে যে একটু খাটো সে নিচের দিক থেকে মই ধরে রেখেছে। আর অপেক্ষাকৃত লম্বাজন উপরে উঠে বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগাচ্ছে। মাত্র কয়েক মিনিট লাগলো এটি লাগাতে।

তারপর ক্যারিজে ফিরে এসে যন্ত্রপাতি রেখে মেরিলবোন স্টেশনে ফিরে গেল কানেকশন দিতে। এরপর স্টেশনের নিচে ট্রান্সফরমার রুম থেকে বেরিয়ে নিজেদের কাজ কেমন হলো দেখতে গেল আবার। ডেপ্টফোর্ড পাওয়ারস্টেশন থেকে দশ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ নয় মাইল দূরের বেকার স্ট্রটকে আলোয় ভাসিয়ে দিল। বেকার স্ট্রটের পুরো রাস্তাটাই ঝলমল করতে লাগলো বৈদ্যুতিক আলোর আভায়।

চমৎকার দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য। যদিও তারা কয়েক বছর ধরে লন্ডন ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির হয়ে কাজ করছে, তারপরও এ দৃশ্য দেখে চমকিত হয়ে গেলো তারা। প্রতিটি বিল্ডিং, প্রতিটি গলি, প্রতিটি অন্ধকার জায়গা উজ্জ্বল আলোয় পরিস্কার হয়ে উঠল।

লম্বা শ্রমিকটি বিস্ময়ে বলে উঠলো, "ওহ্, এটাই সেটা!"

"তাই তো মনে হচ্ছে," উত্তর দিল অপরজন।

"ঈশ্বর, এটা কিন্তু বেশ উজ্জ্বল, তাই না? আমি তো কুয়াশা দেখতেই পাচ্ছি না।"

অপরজন মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালো। মনে হলো শহরের উপর থেকে দুঃখ দুর্দশার পর্দা সরে গিয়ে সব সাদা আর পরিস্কার হয়ে উঠলো কিন্তু এই সাদা আর উজ্জ্বল রাস্তাও কেমন যেন বেখাপ্পা লাগছে। দু'জনের কেউই বলতে পারবে না কেন। যা কিছু লুকানো ছিল বৈদ্যুতিক আলোয় প্রকাশ হয়ে পড়লো। সেইসাথে মনে হলো কিছু একটা হারিয়েও গেছে। সম্ভবত দু'জনেই ভাবছে কিন্তু বলতে পারছে না, গ্যাসবাতির রোমান্টিকতা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

প্রথম শ্রমিক কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে জানতে চাইলো, "তোমার কাছে কি কোন কয়েন আছে?"

অপরজন পকেটে হাত দিয়ে মেটালের শব্দ পেল, "বোধহয় কয়েক পেন্স আছে। কেন?"

প্রথম জন পার্কের দিকে ইশারা করলো।

"কর্নারে একটা ছেলে পেপার বিক্রি করছে। আমারও কিনতে ইচ্ছে করছে। গল্প পড়বে?"

দ্বিতীয়জন একটু ভেবে হেসে ফেললো। "হ্যা। আমারও তাই মনে হচ্ছে। তোমার মাথায় কি চলছে?"

"আজকের সকালে নতুন *স্ট্র্যান্ড* বেরিয়েছে। *দ্য হাউন্ড অব বাস্কারভিল* টাইপের কিছু একটা। হোম্সের নতুন গল্প।"

"ওহ্, তাই নাকি। চলো যাওয়া যাক তাহলে।"

দু'জনে হাটতে হাটতে পকেট খুঁজে সব কয়েন বের করলো। একে অন্যকে সব খুচরা পয়সা দিয়ে দিল। তারা জানে এটা খুব বেশি কিছু না কিন্তু দ্রুত গণনা করে দেখলো একদম কাটায় কাটায় জড়ো হয়েছে একটি পেপারব্যাক রহস্য কেনার অর্থ।

• • •